বার্ষিক রিপোর্ট

২০১৭-২০১৮

বাংলাদেশ ব্যাংক

বার্ষিক রিপোর্ট

জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৮



বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রেরণ পত্র
বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা
০৩ জানুয়ারি ২০১৯

সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

মহোদয়,

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ (পি, ও নম্বর ১২৭) এর ৪০(২) নম্বর ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক রিপোর্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রেরণ করা হলো। ব্যাংকের উক্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ২৮ আগস্ট ২০১৮ এ প্রেরণ করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

(ফজলে কবির)
গভর্নর

পরিচালক পর্ষদ

জনাব ফজলে কবির	সভাপতি
জনাব মোঃ নজিবুর রহমান	পরিচালক
জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান	পরিচালক
জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী *	পরিচালক
ড. মিসেস রুশিদান ইসলাম রহমান	পরিচালক
ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ	পরিচালক
জনাব এ. কে. এম. আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ	পরিচালক
জনাব আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান	পরিচালক
জনাব কাজী ছাইদুর রহমান **	সচিব

---

* জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ০৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ থেকে পরিচালক পর্ষদের সদস্য হিসেবে জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এর স্থলাভিষিক্ত হন।

** জনাব কাজী ছাইদুর রহমান ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরিচালক পর্ষদের সচিব হিসেবে জনাব মো. মিজানুর রহমান জোদ্দার এর স্থলাভিষিক্ত হন।

গভর্নর

ফজলে কবির

ডেপুটি গভর্নর

আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান

এস. এম. মনিরুজ্জামান

আহমেদ জামাল

চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার

মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী

চীফ ইকোনোমিস্ট

ড. ফয়সল আহমেদ

নির্বাহী পরিচালক/অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া

মোঃ আবদুর রহিম

মহাঃ নাজিমুদ্দিন

শেখ আবদুল্লাহ

শেখ আজিজুল হক

অশোক কুমার দে

কাজী ছাইদুর রহমান

এ, কে, এম, ফজলুল হক মিঞা *

মোঃ সোহরাওয়ার্দী

মোঃ হুমায়ুন কবির

মোঃ শফিকুল ইসলাম

ড. আবুল কালাম আজাদ

দেবাশীস চক্রবর্তী

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

জোয়ারদার ইসরাইল হোসেন

এ, এন, এম, আবুল কাশেম

মোঃ মাসুদ বিশ্বাস

এস, এম, রবিউল হাসান

মোঃ শাহ আলম

লাইলা বিলকিস আরা

মোঃ আজিজুর রহমান

এ,কে,এম, ফজলুর রহমান

সেখ মোজাফফর হোসেন

মোঃ ইস্কান্দার মিয়া

---

৩০ জুন ২০১৮ তারিখ ভিত্তিক তথ্য।

* নির্বাহী পরিচালক (বিশেষায়িত) এবং নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি)-এর দায়িত্বে (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

প্রধান কার্যালয়ের বিভাগসমূহ ও বিভাগীয় প্রধানগণ*

একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	জনাব মোঃ ফোরকান হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
কৃষি ঋণ বিভাগ	মনোজ কান্তি বৈরাগী, মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী	লাইলা বিলকিস আরা, নির্বাহী পরিচালক
	রোকেয়া আক্তার, মহাব্যবস্থাপক
	স্বপন কুমার রায়, মহাব্যবস্থাপক
	এ, বি, এম, সাদেক, মহাব্যবস্থাপক
	দীপংকর ভট্টাচার্য্য, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার, মহাব্যবস্থাপক
	আনোয়ারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
	চন্দন সাহা, মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট	মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়	মোঃ মোশাররফ হোসেন খান, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ	আবু ফরাহ মোঃ নাছের, মহাব্যবস্থাপক
চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট	ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১	মোঃ ওবায়দুল হক, মহাব্যবস্থাপক
কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-২	মোঃ তফাজ্জল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো	মনছুরা খাতুন, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১	মোহাম্মদ আহমদ আলী, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২	মোহাম্মদ শাহ আলম, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩	মোঃ ইউনুস আলী, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪	মোহাম্মদ মামুনুল হক, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স	জি. এম. আবুল কালাম আজাদ, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট	মোঃ সুলতান মাসুদ আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ	এস, এম, হাসান রেজা, মহাব্যবস্থাপক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ	এ. কে. এম. আমজাদ হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আব্দুল হামিদ, মহাব্যবস্থাপক
ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	সৈয়দ তারিকুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন	নূরুন নাহার, মহাব্যবস্থাপক
এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১	মোঃ শোয়েব আলী, মহাব্যবস্থাপক
এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২	মোহাম্মদ গোলাম হায়দার, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ	মোঃ রেজাউল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আবু তাহের, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ	মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আবুল বশর, মহাব্যবস্থাপক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ	মোঃ সহিদুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট	মোঃ জামাল মোল্লা, মহাব্যবস্থাপক
ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	কাজী রফিকুল হাসান, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট এন্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আশরাফুল আলম, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট	ড. মোঃ কবির আহাম্মদ, মহাব্যবস্থাপক
গভর্নর সচিবালয়	মোসাঃ নাহিদা বেগম, মহাব্যবস্থাপক
	ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১	নূর-উন-নাহার, মহাব্যবস্থাপক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-২	কাজী এনায়েত হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
ইনফরমেশন সিস্টেম্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	দেবদুলাল রায়, সিস্টেম্স ম্যানেজার
ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট	মোঃ সদরুল হুদা, মহাব্যবস্থাপক©
ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন ম্যানেজমন্টে ডিপার্টমেন্ট	প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র, মহাব্যবস্থাপক
আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট	মুহাম্মদ ইসহাক মিয়া, সিস্টেম্স ম্যানেজার
	মোহাম্মদ জাকির হাসান, চিফ মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
আইন বিভাগ	এ, কে, এম, মহিউদ্দিন আজাদ, মহাব্যবস্থাপক
মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট	মোঃ জুলহাস উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক
পেমেন্ট সিস্টেম্স ডিপার্টমেন্ট	লীলা রশিদ, মহাব্যবস্থাপক
গবেষণা বিভাগ	মোঃ আবদুল আউয়াল সরকার, মহাব্যবস্থাপক
	আশীষ কুমার দাশগুপ্ত, মহাব্যবস্থাপক
	মাহফুজা আকতার, মহাব্যবস্থাপক
	ড. সায়েরা ইউনুস, মহাব্যবস্থাপক
গবেষণা বিভাগ-লাইব্রেরি	মোঃ মাহবুবার রহমান খান, মহাব্যবস্থাপক
সচিব বিভাগ	মোঃ খুরশীদ আলম, মহাব্যবস্থাপক
পরিসংখ্যান বিভাগ	মোঃ বেল্লাল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
	বীরেন্দ চন্দ্র দাশ, মহাব্যবস্থাপক
	কাজী মোঃ নাসির উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক
নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগ	লেঃ কঃ (অবঃ) মোঃ শামীমুর রহমান, পিএসসি, মহাব্যবস্থাপক©
এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগ	শেখ মোঃ সেলিম, মহাব্যবস্থাপক
স্পেশাল স্টাডিস সেল	মোহাম্মদ মুরশীদ আলম, মহাব্যবস্থাপক
সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট	মনোজ কুমার বিশ্বাস, মহাব্যবস্থাপক

---

*৩০ জুন ২০১৮ তারিখ ভিত্তিক তথ্য, ©চুক্তিভিত্তিক ।

নোটঃ ১. পরিমল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মহাব্যবস্থাপক, মোঃ বজলার রহমান মোল্যা, মহাব্যবস্থাপক, মাঈন উদ্দিন আহমদ, মহাব্যবস্থাপক, স্বপন কুমার দাশ, মহাব্যবস্থাপক, এবং মোহাঃ আবদুল কাইউম, মহাব্যবস্থাপক, প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী, মহাব্যবস্থাপক, মোঃ নজরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক যথাক্রমে ইইএফ ইউনিট, গৃহায়ন তহবিল, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ এবং দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এ প্রেষণে নিয়োজিত আছেন ।

২. নির্ম্মল কুমার সরকার, মহাব্যবস্থাপক এবং মোঃ আব্দুল হাকিম, মহাব্যবস্থাপক হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর সাথে সংযুক্ত আছেন ।

অফিসসমূহ ও অফিস প্রধানগণ*

বরিশাল অফিস	এস, এম, রবিউল হাসান, নির্বাহী পরিচালক
	মোঃ আনোয়ার হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
বগুড়া অফিস	মোঃ মাসুদ বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক
	প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ শফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
চট্টগ্রাম অফিস	মোঃ হুমায়ুন কবির, নির্বাহী পরিচালক
	রাহেনা বেগম, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ হাবিবুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ নূরুল আমীন, মহাব্যবস্থাপক
খুলনা অফিস	মোঃ ইস্কান্দার মিয়া, নির্বাহী পরিচালক
	মোঃ রবিউল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
	অসীম কুমার মজুমদার, মহাব্যবস্থাপক
মতিঝিল অফিস	ড. আবুল কালাম আজাদ, নির্বাহী পরিচালক
	মোঃ মাছুম পাটোয়ারী, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ আওলাদ হোসেন চৌধুরী, কারেন্সি অফিসার (মহাব্যবস্থাপক)
	ডাঃ মাকসুদা বেগম, চীফ মেডিকেল অফিসার (মহাব্যবস্থাপক)
ময়মনসিংহ অফিস	কাজী আকতারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
রাজশাহী অফিস	এ, কে, এম, ফজলুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক
	নূরুন নাহার, মহাব্যবস্থাপক
	এ,এফ,এম শাহীনুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
রংপুর অফিস	জোয়ারদার ইসরাইল হোসেন, নির্বাহী পরিচালক
	মোঃ শাহীন উল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
সদরঘাট অফিস	এস,এম, আব্দুল হাকিম, মহাব্যবস্থাপক
সিলেট অফিস	মোঃ শাহ আলম, নির্বাহী পরিচালক
	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
	জীবন কৃষ্ণ রায়, মহাব্যবস্থাপক

*৩০ জুন ২০১৮ তারিখে।

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রত্যাশা	১
	বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা	১
	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি	৩
	প্রবৃদ্ধির পরিস্থিতি	৪
	সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	৫
	মূল্য পরিস্থিতি	৫
	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	৬
	সরকারি অর্থসংস্থান	৭
	বৈদেশিক খাত	৮
	বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	দেশজ প্রকৃত অর্থনীতি	১১
	জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার	১১
	কৃষি খাত	১২
	শিল্প খাত	১২
	সেবা খাত	১৩
	জিডিপি'র খাত ভিত্তিক কাঠামো	১৪
	ব্যয় ভিত্তিক জিডিপি	১৪
	সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	১৫
	প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা	১৬
তৃতীয় অধ্যায়	মূল্য ও মূল্যস্ফীতি	১৭
	বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি	১৭
	বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্য	১৭
	সার্ক এবং অন্যান্য এশীয় দেশে মূল্যস্ফীতি	২০
	মজুরি হারের গতিধারা	২০
	স্বল্পমেয়াদি মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস	২০
চতুর্থ অধ্যায়	মুদ্রা ও ঋণ	২২
	মুদ্রা ও ঋণ নীতির অবস্থান	২২
	মুদ্রানীতির অর্জনসমূহ	২২
	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	২৫
	রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি	২৬
	মুদ্রার আয় গতি	২৮
	ব্যাংক ঋণ	২৮
	ব্যাংক আমানত	২৮
	ঋণ-আমানত অনুপাত	২৯
	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণ	২৯
	বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের নিজস্ব ভল্টে রক্ষিত তহবিল	২৯
	নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর)	২৯
	সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদ হার (এসএলআর)	২৯
	ব্যাংক রেট	৩০
	আমানত ও ঋণের উপর সুদের হার	৩০
	তারল্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া	৩০

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
পঞ্চম অধ্যায়	ব্যাংকিং খাতের অর্জন, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংকসমূহের তদারকি	৩২
	ব্যাংকিং খাতের অর্জন	৩২
	সমন্বিত স্থিতিপত্র	৩৩
	মুখ্য আর্থিক সূচক	৩৪
	মূলধন পর্যাপ্ততা	৩৪
	সম্পদের গুণগত মান	৩৬
	সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা	৪০
	মুনাফা ও উপার্জনশীলতা	৪০
	তারল্য	৪১
	ক্যামেলস্ (CAMELS) রেটিং	৪২
	গ্রাম ও শহর এলাকায় ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম	৪৪
	ইসলামিক ব্যাংকিং	৪৪
	আইনি কাঠামো ও প্রবিধিগত বাধ্যবাধকতা	৪৪
	ব্যাংকগুলোর জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা	৪৪
	ঋণ শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশনিং	৪৬
	ঋণ পুনর্গঠন	৪৬
	ব্যাংকগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা	৪৬
	ব্যাংকগুলোর ব্যাংকিং কার্যক্রম তদারকি	৪৭
	ব্যাংকগুলোর অফসাইট মনিটরিং	৪৭
	ব্যাংকিং সুপারভিশন স্পেশালিস্ট (বিএসএস)	৪৭
	পর্যবেক্ষক সেল গঠন	৪৮
	ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৪৮
	ব্যাংকগুলোর অন-সাইট পরিদর্শন	৪৯
	ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ও ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল সুপারভিশন	৫৩
	আর্থিক স্থিতিশীলতা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকিং খাতের অবকাঠামো	৫৫
	আমানত বীমা স্কিম	৫৫
	ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর কার্যক্রম	৫৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	টেকসই ব্যাংকিং	৫৮
	পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং	৫৮
	নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ	৫৮
	পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	৫৯
	পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৫৯
	জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল	৬০
	অনলাইন শাখা ও জ্বালানি দক্ষতা	৬০
	বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা	৬০
	পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৬০
	ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি) এর আওতায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা	৬১
	গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)	৬২
	পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে বিনিয়োগের নিমিত্তে ইসলামিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৬৩
	কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা	৬৫
	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রম	৬৫

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সিএসআর কার্যক্রম	৬৬
	আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম	৬৬
	কৃষক ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাব	৬৭
	স্কুল ব্যাংকিং	৬৭
	পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের জন্য ব্যাংকিং	৬৭
	এজেন্ট ব্যাংকিং	৬৮
	১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম	৬৮
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প (এসএমইডিপি-২)	৬৮
	এনআরবি রেমিট্যান্স	৬৯
	আর্থিক শিক্ষা	৬৯
	অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনকুশন (এএফআই) এবং মায়া ঘোষণা	৬৯
	চাইল্ড অ্যান্ড ইউথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল (সিওয়াইএফআই)	৭০
সপ্তম অধ্যায়	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং তত্ত্বাবধান	৭১
	সম্পদ	৭২
	বিনিয়োগ	৭২
	আমানত	৭২
	অন্যান্য দায় ও ইক্যুইটি	৭৩
	বন্ড ও সিকিউরিটাইজেশন কার্যক্রম	৭৩
	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ও রেটিং	৭৩
	মূলধন পর্যাপ্ততা	৭৩
	সম্পদের গুণগত মান	৭৩
	ব্যবস্থাপনা দক্ষতা	৭৩
	আয় ও উপার্জন ক্ষমতা	৭৪
	তারল্য পরিস্থিতি	৭৪
	বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা	৭৪
	সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং	৭৪
	আইনি কাঠামো ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স	৭৪
	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা এবং ব্যাসেল অ্যাকর্ড বাস্তবায়নে অগ্রগতি	৭৪
	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন	৭৫
	সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস ও প্রভিশনিং	৭৫
	ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা	৭৫
	মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৭৫
	গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধিমালা	৭৫
	চার্জ-এর তালিকা	৭৫
	বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবাসমূহ এবং কমার্শিয়াল পেপারের গাইডলাইন্স	৭৬
	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কস্ট অব ফান্ড সূচক	৭৬
	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কোড অব কনডাক্ট সংক্রান্ত গাইডলাইন্স	৭৬

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
অষ্টম অধ্যায়	আর্থিক বাজার	৭৭
	মুদ্রা বাজার	৭৭
	কল মানি মার্কেট কার্যক্রম - অর্থবছর ১৮	৭৭
	পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম - অর্থবছর ১৮	৭৮
	বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম - অর্থবছর ১৮	৭৯
	বাংলাদেশ ব্যাংক বিল নিলাম - অর্থবছর ১৮	৭৯
	সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেট	৭৯
	সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম	৭৯
	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি) এর নিলাম	৮৩
	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড)	৮৩
	পুঁজি বাজার	৮৪
	অর্থবছর ১৮-এ পুঁজি বাজারের কার্যক্রম	৮৪
	প্রাথমিক ইস্যু	৮৪
	সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম	৮৪
	অনিবাসী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৮৬
	আইসিবি কার্যক্রম	৮৭
	পুঁজি বাজারে তফসিলি ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ	৮৭
	পুঁজি বাজার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ	৮৭
	ঋণ বাজার	৮৮
	অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম	৮৮
	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ	৮৮
	ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি প্রকল্প II (আইপিএফএফ II)	৮৯
	ইক্যুইটি এন্ড এন্টারপ্রেনারশীপ ফান্ড (ইইএফ)	৯০
	গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান	৯১
	বৈদেশিক মুদ্রা বাজার	৯২
নবম অধ্যায়	কৃষি এবং মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এমএসএমই) অর্থায়ন	৯৪
	অর্থবছর-১৮ এ কৃষি ঋণ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ	৯৪
	কৃষি ঋণ বিতরণ	৯৫
	ঋণ আদায়	৯৬
	কৃষি ঋণের উৎসসমূহ	৯৬
	বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা	৯৭
	রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন	৯৭
	বর্গাচাষিদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৯৭
	দুগ্ধ উৎপাদন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৯৭
	পাট খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৯৮
	ডিমান্ড লোন	৯৮
	বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় দাতা সংস্থা কর্তৃক গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য অর্থায়নকৃত ঘূর্ণায়মান তহবিল	৯৮
	সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (এসআইডিএ)-এর অনুদান	৯৮
	নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট গ্রান্ট (এনওআরএডি)	৯৮
	গ্রামীণ ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ ঋণ স্কিম	৯৮
	বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে কৃষিঋণ সম্পর্কিত প্রকল্প/প্রোগ্রাম	৯৯
	স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মারস এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ডাইভার্সিফিকেশন	

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট (এসএমএপি)	৯৯
	এডিবি ফান্ডেড নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)	৯৯
	এডিবি ফান্ডেড সেকেন্ড ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন প্রজেক্ট (এসসিডিপি)	৯৯
	মার্জিনাল অ্যান্ড স্মল ফার্ম ক্রপ ইন্টেনসিফিকেশন প্রজেক্ট (এমএসএফএসসিআইপি)-কুড়িগ্রাম জেলা	৯৯
	গভর্নমেন্ট গ্যারান্টির বিপরীতে প্রাক অর্থায়ন	১০০
	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	১০০
	কর্মসংস্থান ব্যাংক	১০০
	কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন (সিএমএসএমই)	১০০
	লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ	১০১
	পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০২
	সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন/ প্রাক অর্থায়ন সুবিধাসমূহ	১০২
	গ্রামাঞ্চলে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৩
	ছোট শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৩
	কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পের নব্য উদ্যোক্তা তহবিল	১০৩
	ইসলামি শরীয়াহ্ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৩
	জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ/ পূর্ব অর্থায়ন স্কিম	১০৪
	আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি)	১০৫
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্প (এডিবি ফান্ড-২)	১০৫
	নব উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন	১০৫
	নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়ন	১০৫
	বাংলাদেশে এসএমই-এর সহায়তায় স্থানীয় অর্থায়ন উদ্যোগ (এলএফআই)	১০৫
	জুন ২০১৮ পর্যন্ত সিএমএসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	১০৬
	নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা	১০৬
	গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	১০৭
দশম অধ্যায়	সরকারি অর্থসংস্থান	১০৮
	অর্থবছর ১৮-এর বাজেট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি	১০৮
	ব্যয়	১০৮
	অর্থবছর-১৮ এর বাজেট ঘাটতি এবং এর অর্থায়ন	১০৯
	অর্থবছর-১৮ এর বাজেটে রাজস্ব আয়ের প্রধান প্রধান পদক্ষেপ	১১০
	প্রত্যক্ষ কর	১১০
	ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর	১১০
	কর্পোরেট আয়ের ওপর কর	১১১
	মূল্য সংযোজন কর (মূসক)	১১১
	মূসক অব্যাহতি	১১১
	মূসক আরোপ ও বর্ধিতকরণ	১১২
	আমদানি শুল্ক ও কর	১১২
	অর্থবছর-১৯ এর বাজেট	১১৩
	রাজস্ব প্রাপ্তি	১১৪
	ব্যয়	১১৫
	অর্থবছর ১৯-এর বাজেট ঘাটতি ও এর অর্থায়ন	১১৫

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
একাদশ অধ্যায়	বৈদেশিক খাত	১১৬
	বহিঃ বাণিজ্য এবং লেনদেন ভারসাম্য	১১৬
	সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	১১৭
	রপ্তানি	১১৯
	রপ্তানি পণ্যসমূহ	১১৯
	রপ্তানি পণ্যের গন্তব্যসমূহ	১২০
	রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)	১২০
	আমদানি	১২১
	বাণিজ্য শর্ত	১২১
	প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ	১২১
	বৈদেশিক সাহায্য	১২৩
	বৈদেশিক মুদ্রা বাজার কার্যক্রম ও মুদ্রা বিনিময় হারের গতিবিধি	১২৩
	বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ	১২৪
	মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	১২৪
	এশিয়ান কিয়ারিং ইউনিয়ন (এসিইউ) এর আওতায় লেনদেন	১২৫
	আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন	১২৬
	বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালার পরিবর্তন	১২৬
	মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম	১২৯
	আইনি কাঠামো	১২৯
	রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার জন্য পরিপালনীয় বিধি-বিধান	১২৯
	সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (এসটিআর)	১৩০
	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় উদ্যোগ	১৩০
	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	১৩০
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন	১৩১
	দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ	১৩২
দ্বাদশ অধ্যায়	পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্	১৩৩
	পেমেন্ট সিস্টেমের কার্যপরিধি	১৩৩
	বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (বিএসিএইচ)	১৩৩
	বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস)	১৩৩
	বিএসিপিএস লেনদেন অবস্থা	১৩৪
	বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন)	১৩৪
	বিইএফটিএন এর লেনদেন অবস্থা	১৩৪
	মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস)	১৩৫
	ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি)	১৩৭
	রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (বিডি-আরটিজিএস) সিস্টেম	১৩৮
	পেমেন্ট সিস্টেমস অপারেটর (পিএসও) এবং পেমেন্ট সার্ভিস প্রভাইডারস্ (পিএসপি)	১৩৮
	আইনি এবং প্রবিধিগত কাঠামো	১৩৮
	অন্যান্য পেমেন্ট সিস্টেমস উদ্যোগ	১৩৯
	পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট	১৩৯
	জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম	১৩৯

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
ত্রয়োদশ অধ্যায়	মানব সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	১৪০
	পরিচালক পর্ষদে নতুন পরিচালক নিয়োগ	১৪০
	নির্বাহী কমিটি	১৪০
	পর্ষদের অডিট কমিটি	১৪০
	এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম	১৪১
	বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ	১৪১
	অবসর, স্বেচ্ছা অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যু, বাধ্যতামূলক অবসর, অপসারণ এবং সাময়িক বরখাস্ত	১৪১
	নতুন পদ সৃষ্টি/পদ অবলুপ্তকরণ	১৪১
	মঞ্জুরিকৃত পদবল ও কর্মরত জনবল	১৪১
	পদোন্নতি	১৪২
	প্রেষণ/লিয়েন	১৪২
	ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ পুনর্গঠন/নতুন বিভাগ গঠন	১৪২
	রিওয়ার্ড অ্যান্ড রিকগনিশন	১৪২
	কল্যাণমূলক কার্যাবলী এবং বৃত্তি অনুমোদন	১৪২
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন	১৪২
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন	১৪৩
	অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি (বিবিটিএ) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার	১৪৩
	ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)	১৪৪
	আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ	১৪৫
	প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১৪৫
	দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান	১৪৫
	তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)	১৪৬
	আইসিটি স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়ন	১৪৬
	আইটি সিকিউরিটি এবং সচেতনতা তৈরি	১৪৬
	আইসিটি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ	১৪৬
	ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট	১৪৬
চতুর্দশ অধ্যায়	বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব	১৪৯
	আয়	১৪৯
	বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়	১৪৯
	স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে আয়	১৪৯
	বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়	১৫০
	ব্যয়	১৫০
	আর্থিক ব্যয়	১৫০
	অন্যান্য ব্যয়	১৫০
	মুনাফা	১৫০
	অন্যান্য সামগ্রিক আয়	১৫০
	মুনাফা আবণ্টন	১৫০
	ব্যাংকিং ও ইস্যু বিভাগের সমন্বিত স্থিতিপত্র	১৫১
	সম্পদ	১৫১
	দায়	১৫১
	প্রচারণকৃত নোট	১৫১
	ইক্যুইটি (Equity)	১৫১
	বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ	১৫২
	একীভূতকরণ	১৫২
	নিরীক্ষক	১৫২
	প্রতিবেদন ও আর্থিক বিবরণী ঃ ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের	১৫৩

সূচিপত্র

সারণীসমূহ		পৃষ্ঠা
১.১	২০১৮-১৯ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রক্ষেপণ	১
১.২	মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার	৪
২.১	জিডিপি'র খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধি	১২
২.২	জিডিপি'র খাতওয়ারি অবদান	১৩
২.৩	ব্যয়ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন	১৪
৩.১	অর্থবছর ১৮ এর মাসিক মূল্যস্ফীতি	১৭
৩.২	বার্ষিক গড়ভিত্তিক ভোক্তা মূল্যসূচকে নির্ণীত মূল্যস্ফীতি	১৮
৩.৩	জাতীয় পর্যায় ভোক্তা ঝুঁড়ির উপ-খাতভিত্তিক বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্যসূচক	১৯
৩.৪	সার্কভুক্ত এবং অন্যান্য এশীয় দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি	১৯
৩.৫	খাতভিত্তিক মজুরি হার সূচকের গতিধারা	২০
৩.৬	বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি	২১
৪.১	মুদ্রা ও ঋণের প্রক্ষেপণ এবং ব্যাপক মুদ্রার উপাদান	২২
৪.২	রিজার্ভ মুদ্রা ও উপাদানসমূহের প্রকৃত ও প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি	২৫
৪.৩	জিডিপি, ব্যাপক মুদ্রা (এম২) ও মুদ্রার আয় গতির গতি-প্রকৃতি	২৬
৪.৪	ব্যাংক ঋণ ঃ ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি	২৭
৪.৫	ব্যাংক আমানতঃ ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি-অর্থবছর ১৮	২৭
৪.৬	তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা	২৮
৪.৭	তারল্য নির্দেশকসমূহ-অর্থবছর-১৮	২৮
৫.১	ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো, সম্পদ এবং আমানত	৩২
৫.২	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকিভারিত সম্পদের অনুপাতের গতিধারা	৩৪
৫.৩ (ক)	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত	৩৬
৫.৩ (খ)	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত	৩৬
৫.৪	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	৩৬
৫.৫	প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন - সকল ব্যাংক	৩৮
৫.৬	প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র	৩৯
৫.৭	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	৪০
৫.৮	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত	৪০
৫.৯	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার	৪১
৫.১০	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ মার্জিন	৪১
৫.১১	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার	৪২
৫.১২	ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র (ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে)	৪৩
৫.১৩	ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধনের ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন ব্যবস্থা	৪৪
৫.১৪	DITF এর সাম্প্রতিক অবস্থা	৫০
৬.১	বিভিন্ন পণ্য/খাতে পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন ঃ অর্থবছর ১৮	৫৯
৬.২	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরিবেশ ঝুঁকি রেটিং ঃ অর্থবছর ১৮	৬০
৬.৩	অর্থবছর ১৮-এ পরিবেশবান্ধব তহবিলের ব্যবহার	৬১
৬.৪	পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর বিতরণ চিত্র	৬২

সূচিপত্র

সারণীসমূহ		পৃষ্ঠা
৬.৫	অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর খাতের ব্যয়	৬৪
৬.৬	অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের খাতভিত্তিক ব্যয়	৬৫
৬.৭	৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ সুবিধাযুক্ত মোট হিসাব সংখ্যা	৬৫
৬.৮	৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাবে মোট স্থিতি	৬৬
৬.৯	৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং মোট হিসাব সংখ্যা ও পুঞ্জীভূত জমার পরিমাণ	৬৭
৬.১০	৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের মোট হিসাব সংখ্যা ও পুঞ্জীভূত জমার পরিমাণ	৬৮
৭.১	আর্থিক প্রতিষ্ঠনসমূহের কাঠামো	৭১
৭.২	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায় ও আমানত	৭২
৭.৩	মোট ঋণ/লীজ এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজ	৭৩
৭.৪	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের হার	৭৪
৮.১	কলমানি মার্কেটের লেনদেনের পরিমাণ ও ভারীত গড় সুদের হার	৭৭
৮.২	পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম- অর্থবছর ১৮	৭৮
৮.৩	বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলাম- অর্থবছর ১৮	৭৮
৮.৪	সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম - অর্থবছর ১৮	৭৯
৮.৫	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড এর নিলাম - অর্থবছর ১৮	৮২
৮.৬	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক বন্ড	৮৪
৮.৭	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এর কার্যক্রম	৮৬
৮.৮	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর কার্যক্রম	৮৬
৮.৯	অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম	৮৯
৮.১০	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ	৮৯
৮.১১	গৃহায়ন খাতে ঋণের স্থিতি	৯২
৯.১	কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী	৯৪
৯.২	কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম	৯৫
৯.৩	কৃষি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন	৯৭
৯.৪	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ	৯৮
৯.৫	বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের অধীনে সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ	১০০
৯.৬	ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খাতে পুন:অর্থায়ন স্কিম	১০১
৯.৭	নব্য উদ্যোক্তা পুন:অর্থায়ন তহবিল হতে পুন:অথায়নের বিবরণ	১০২
৯.৮	ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০২
৯.৯	এসএমইডিপি ফান্ড (এডিবি ফান্ড-২) হতে সিএমএসএমই খাতে পুন:অর্থায়ন	১০৩
৯.১০	গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	১০৪
১০.১	সরকারের রাজস্ব আয় এবং ব্যয়	১০৮
১০.২	খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়	১০৯
১০.৩	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন খাতের অংশ	১১০
১০.৪	বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের ধারা	১১০
১০.৫	রাজস্ব ব্যয়ের ধারা	১১৪
১০.৬	সামাজিক খাতে রাজস্ব ব্যয়ের খাতসমূহ	১১৫
১১.১	রপ্তানি কাঠামো	১১৯

সূচিপত্র

সারণীসমূহ		পৃষ্ঠা
১১.২	আমদানি কাঠামো	১২১
১১.৩	বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত	১২২
১১.৪	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি এবং দায় পরিশোধ	১২৪
১১.৫	বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ	১২৪
১১.৬	এশিয়ান কিয়ারিং ইউনিয়নের আওতাধীন বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ	১২৫
১১.৭	আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির বিপরীতে বকেয়া দায়ের স্থিতি	১২৫
১২.১	বাংলদেশে মোবাইল আর্থিক সেবার বর্তমান চিত্র	১৩৫
১২.২	বাংলাদেশে কার্ড, এটিএম, পিওএস এর সংখ্যা	১৩৭
১৩.১	অর্থবছর ১৮-এ বিবিটিএ'তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার এর বিবরণী	১৪৩
১৩.২	অর্থবছর ১৮-এ সম্পাদিত ইনফরমেশন সিস্টেমস্ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কাজ	১৪৭
১৪.১	বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়	১৪৯
১৪.২	বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যয়	১৪৯

চার্টসমূহ		পৃষ্ঠা
১.১	অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের গতিধারা	৫
১.২	জাতীয় পর্যায়ে সিপিআই মূল্যস্ফীতির গতিধারা	৫
১.৩	আর্থিক সম্পদের গতিধারা	৬
১.৪	ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উৎসের গতিধারা	৬
১.৫	রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয় এবং সার্বিক বাজেট ঘাটতির গতিধারা	৭
১.৬	বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা	৭
১.৭	লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা	৮
১.৮	রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধির গতিধারা	৮
১.৯	নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের গতিধারা	৯
১.১০	নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের মাসিক গতিধারা	৯
২.১	বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির গতিধারা	১১
২.২	খাতওয়ারি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির গতিধারা	১১
২.৩	অভ্যন্তরীণ এবং জাতীয় সঞ্চয়ের গতিধারা	১৪
২.৪	অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের গতিধারা	১৫
২.৫	অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের গতিধারা	১৫
২.৬	জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক ও গতিধারা	১৬
৩.১	অর্থবছর ১৮-এর মাসিক মূল্যস্ফীতি	১৭
৩.২	অর্থবছর ১৮-এর মাসিক মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)	১৭
৩.৩	মুখ্য (Core) মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক)	১৮
৩.৪	গ্রামীণ ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতি (১২-মাস গড় ভিত্তিক ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)	১৮
৩.৫	শহর এলাকায় ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতি (১২-মাস গড় ভিত্তিক ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)	১৯
৩.৬	দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি	২০
৩.৭	খাতভিত্তিক মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধি (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ১১=১০০)	২১

সূচিপত্র

চার্টসমূহ		পৃষ্ঠা
৪.১	ব্যাপক মুদ্রা (এম২) এর উপাদানসমূহের গতি	২৪
৪.২	অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি	২৪
৪.৩	অর্থবছর ১৮-এ এম২ ও আরএম এর প্রক্ষেপিত এবং প্রকৃত পরিস্থিতি	২৫
৪.৪	জিডিপি প্রবৃদ্ধি, এম২ প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয়গতির গতি প্রকৃতি	২৬
৪.৫	তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা	২৮
৪.৬	তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ অর্থবছর ১৮	৩০
৫.১	ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত সম্পদ	৩৩
৫.২	ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত দায়	৩৩
৫.৩	সমন্বিত মূলধন পর্যাপ্ততার গতিধারা	৩৪
৫.৪	একীভূত শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের তুলনামূলক অবস্থা	৩৬
৫.৫	সকল ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের একীভূত চিত্র	৩৮
৫.৬	সমন্বিত উপার্জনশীলতা - সকল ব্যাংক	৩৯
৬.১	অর্থবছর ১৮-এ পণ্য ভিত্তিক পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের বিবরণ	৬০
৬.২	অর্থবছর ১৮-এ পণ্য ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ	৬৪
৬.৩	অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংকসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয়	৬৪
৬.৪	অর্থবছর ১৮-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয়	৬৫
৭.১	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদ, দায় ও তাদের অনুপাত	৭১
৭.২	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ	৭২
৭.৩	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ঋণ/লীজ, শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজ ও তাদের অনুপাত	৭৩
৮.১	কলমানি সুদের হারের গতিধারা	৭৭
৮.২	ডিএসই এর বাজার কার্যক্রমের গতিধারা	৮৬
৮.৩	মোট আগামের খাত ভিত্তিক অবদানঃ অর্থবছর ১৮	৯০
৮.৪	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ ঃ অর্থবছর ১৮	৯০
৯.১	অর্থবছর ১৮-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	৯৬
৯.২	অর্থবছর ১৮-এ প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণ	৯৬
১০.১	রাজস্ব আয়ের বন্টনঃ অর্থবছর ১৮ (সংশোধিত)	১০৯
১০.২	রাজস্ব আয়ের বন্টনঃ অর্থবছর ১৯ (প্রাক্কলিত)	১১০
১০.৩	বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (অনুদানসহ)ঃ অর্থবছর ১৮ (সংশোধিত)	১১১
১০.৪	বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন(অনুদানসহ)ঃ অর্থবছর ১৯ (প্রাক্কলিত)	১১৫
১১.১	বহিঃ খাতের প্রধান নির্দেশকসমূহ	১১৬
১১.২	বাণিজ্য, চলতি হিসাব ও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা	১১৭
১১.৩	রপ্তানি আয়ের গতিধারা	১১৭
১১.৪	অর্থবছর ১৮-এ রপ্তানি আয়ের গন্তব্যভিত্তিক চিত্র	১১৯
১১.৫	আমদানি ব্যয়ের গতিধারা	১২২
১১.৬	অর্থবছর ১৮-এ দেশভত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ	১২৩

সূচিপত্র

চার্টসমূহ		পৃষ্ঠা
১২.১	রেগুলার ভ্যালু চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান	১৩৩
১২.২	হাই ভ্যালু চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান	১৩৪
১২.৩	ক্রেডিট এন্ট্রির সংখ্যা ও মূল্যমান	১৩৪
১২.৪	ডেবিট এন্ট্রির সংখ্যা ও মূল্যমান	১৩৪
১২.৫	এমএফএস এর মাধ্যমে প্রদেয় বিভিন্ন আর্থিক সেবার মার্কেট শেয়ার (৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	১৩৫
১২.৬	আন্তঃব্যাংক এটিএম লেনদেনের গতিধারা	১৩৫
১২.৭	আন্তঃব্যাংক পিওএস লেনদেনের গতিধারা	১৩৭
১২.৮	আরটিজিএস লেনদেনের গতিধারা	১৩৭
১৪.১	বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়, ব্যয় ও মুনাফার গতিধারা	১৫০

বক্সসমূহ		পৃষ্ঠা
৪.১	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক NEER এবং REER সূচক হিসাবায়ন	২৩
৫.১	ব্যাসেল থ্রি লিক্যুইডিটি স্ট্যান্ডার্ড ঃ এলসিআর এবং এনএসএফআর	৩৫
৫.২	ব্যাংকসমূহের মুনাফা ও আর্থিক স্থিতিশীলতার উপর শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের প্রভাব	৩৭
৮.১	বাংলাদেশে আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে অনুসৃত পদ্ধতি	৮১
৮.২	বাংলাদেশে আবাসন মূল্য সূচক (এইচপিআই) হিসাবায়ন	৮৫
১১.১	বাংলাদেশের চলতি হিসাবে সাম্প্রতিক ঘাটতি বৃদ্ধি ঃ কারণ এবং ফলাফল	১১৮
১২.১	ডিজিটাল মুদ্রা	১৩৬

পরিশিষ্টসমূহ		পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১	পর্যায়ক্রমিক ঘোষিত উলেখযোগ্য নীতিমালা ঃ অর্থবছর ১৮	১৪৯
পরিশিষ্ট-২	অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা কার্যক্রম	২৫৯
পরিশিষ্ট-৩	বাংলাদেশ ঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান	২৬৫
১।	প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের গতিধারা	১৬৭
২।	মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ	১৬৮
৩।	মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের গতিধারা	১৬৯
৪।	জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ও খাতওয়ারি অংশের গতিধারা (অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে)	২৭০
৫।	সরকারের বাজেটারি কার্যক্রমের গতিধারা	২৭১
৬।	মুদ্রা ও ঋণের গতিধারা	২৭২
৭।	ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) এবং মূল্যস্ফীতির হার - জাতীয়	২৭৩
৮।	বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)	২৭৪
৯।	রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের গতিধারা	২৭৫
১০।	রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উৎসসমূহের গতিধারা	২৭৬
১১।	সরকারি এবং বেসরকারি খাতের আমানতসমূহের গতিধারা	২৭৭
১২।	তফসিলি ব্যাংকসমূহের নির্বাচিত পরিসংখ্যানের গতিধারা	২৭৮
১৩।	নির্বাচিত সুদের হারের গতি (বছর শেষে)	২৭৯
১৪।	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ	২৮০

সূচিপত্র

পরিশিষ্টসমূহ		পৃষ্ঠা
১৫।	সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	২৮২
১৬।	লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা	২৮৩
১৭।	প্রকারভিত্তিক পণ্য রপ্তানির গতিধারা	২৮৪
১৮।	প্রকারভিত্তিক পণ্য আমদানির গতিধারা	২৮৫
১৯।	আমদানি ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও বকেয়া স্থিতির খাতভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণী	২৮৬
২০।	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের গতিধারা	২৮৭
২১।	টাকা-মার্কিন ডলার বিনিময় হারের গতিধারা (বার্ষিক গড়)	২৮৮
২২।	দেশভিত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের গতিধারা	২৮৯
২৩।	তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা	২৯০
২৪।	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা	২৯২
পরিশিষ্ট-৪	**ব্যাংকিং খাতের সূচকসমূহের পরিস্থিতি**	২৯৩
১।	ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য	২৯৫
২।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের অনুপাতের গতিধারা	২৯৫
৩।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত	২৯৫
৪।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ও মোট ঋণের অনুপাতের গতিধারা	২৯৬
৫।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণের গতিধারা	২৯৬
৬।	প্রয়োজনীয় প্রভিশন ও সংরক্ষিত প্রভিশনের গতিধারা - সকল ব্যাংক	২৯৬
৭।	প্রভিশন পর্যাপ্ততার হারের তুলনামূলক চিত্র	২৯৬
৮।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মন্দ ঋণ অবলোপনের গতিধারা	২৯৭
৯।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাতের গতিধারা	২৯৭
১০।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অনুপাতের গতিধারা	২৯৭
১১।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ মার্জিন	২৯৮
১২।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে তারল্যের অনুপাত	২৯৮
১৩।	ব্যাংক ব্যবস্থায় শাখা, আমানত এবং অগ্রিমের গতিধারা - গ্রাম ও শহর	২৯৮
পরিশিষ্ট-৫	**বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার : তথ্যসেবায় নতুন মাত্রা**	২৯৯
বাংলাদেশ ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহের তালিকা		৩০৫

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রত্যাশা

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা

১.১ ২০১৭ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দৃঢ় গতিধারা অব্যাহত থাকে এবং তা শতকরা ৩.৭ ভাগে দাঁড়ায়। তবে প্রবৃদ্ধির প্রারম্ভিক গতি প্রত্যাশার চেয়ে কম ছিল। ২০১৮ ও ২০১৯ সালের প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালের ন্যায় হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। বৈশ্বিক বাণিজ্যিক সংঘাত বৃদ্ধি এবং উদীয়মান বাজার অর্থনীতিতে বিপরীত মূলধন প্রবাহসহ নীতিসংক্রান্ত উচ্চ অনিশ্চয়তা থেকে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিতে নিম্নমুখী ঝুঁকির উদ্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে, ঊর্ধ্বমুখী চমকের সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ শতকরা ২.৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং ২০১৮ ও ২০১৯ সালে যথাক্রমে শতকরা ২.৪ ও ২.১ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে ২০১৭ সালে শতকরা ৪.৭ ভাগ প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং ২০১৮ ও ২০১৯ সালে প্রবৃদ্ধির একই হার অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে (ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০১৮)।

১.২ সরকারের অব্যাহত রাজস্ব বিষয়ক প্রণোদনার প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালের শতকরা ২.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে শতকরা ২.৯ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। কিন্তু চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানির উপর ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আরোপকৃত শুল্কসহ সম্প্রতি ঘোষিত বাণিজ্যিক পদক্ষেপসমূহের কারণে ২০১৯ সালের প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী সংশোধন করে শতকরা ২.৫ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালের শতকরা ১.৭ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস করে ২০১৮ সালে শতকরা ১.৪ ভাগ এবং ২০১৯ সালে শতকরা ১.৫ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ইউরো অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালের শতকরা ২.৪ ভাগ থেকে হ্রাস করে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে যথাক্রমে শতকরা ২.০ ও ১.৯ ভাগে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। জাপানের প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালের শতকরা ১.৭ ভাগ থেকে হ্রাস করে ২০১৮ সালে শতকরা ১.১ ভাগ এবং ২০১৯ সালে শতকরা ০.৯ ভাগে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণী ১.১ ২০১৮-১৯ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রক্ষেপণ (বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
বিশ্ব উৎপাদন	৩.৩	৩.৭	৩.৭	৩.৭
উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো	১.৭	২.৩	২.৪	২.১
যুক্তরাষ্ট্র	১.৬	২.২	২.৯	২.৫
ইউরো অঞ্চল	১.৯	২.৪	২.০	১.৯
জার্মানি	২.২	২.৫	১.৯	১.৯
ফ্রান্স	১.১	২.৩	১.৬	১.৬
ইতালি	০.৯	১.৫	১.২	১.০
স্পেন	৩.২	৩.০	২.৭	২.২
যুক্তরাজ্য	১.৮	১.৭	১.৪	১.৫
জাপান	১.০	১.৭	১.১	০.৯
কানাডা	১.৪	৩.০	২.১	২.০
অন্য উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো [১]	২.৩	২.৮	২.৮	২.৫
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো	৪.৪	৪.৭	৪.৭	৪.৭
এশিয়ার উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশগুলো	৬.৫	৬.৫	৬.৫	৬.৩
চীন	৬.৭	৬.৯	৬.৬	৬.২
আসিয়ান-৫ [২]	৪.৯	৫.৩	৫.৩	৫.২
দক্ষিণ এশিয়া				
বাংলাদেশ	৭.২	৭.৪	৭.৩	৭.১
ভারত	৭.১	৬.৭	৭.৩	৭.৪
পাকিস্তান	৪.৬	৫.৪	৫.৮	৪.০
শ্রীলংকা	৪.৫	৩.৩	৩.৭	৪.৩
বিশ্ব বাণিজ্য (দ্রব্য ও সেবা)	২.২	৫.২	৪.২	৪.০
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো	২.৪	৪.২	৩.৭	৪.০
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো	১.৮	৭.০	৬.০	৪.৮
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো	১.৮	৪.৪	৩.৪	৩.১
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো	৩.০	৬.৯	৪.৭	৪.৮
দ্রব্যমূল্য (মার্কিন ডলারে)				
জ্বালানি তেল	-১৫.৭	২৩.৩	৩১.৪	-০.৯
জ্বালানি তেল-বহির্ভূত	-১.৫	৬.৮	২.৭	-০.৭
ভোক্তা মূল্য				
উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো	০.৮	১.৭	২.০	১.৯
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো	৪.২	৪.৩	৫.০	৫.২
দক্ষিণ এশিয়া				
বাংলাদেশ	৫.৭	৫.৬	৬.০	৬.১
ভারত	৪.৫	৩.৬	৪.৭	৪.৯
পাকিস্তান	২.৯	৪.১	৩.৯	৭.৫
শ্রীলংকা	৪.০	৬.৫	৪.৮	৪.৮

উৎস : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০১৮, আইএমএফ।
[১] গ্রুপ অব সেভেন (কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র) ও ইউরো অঞ্চলের দেশসমূহ ব্যতীত।
[২] ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম।

১.৩ উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্যের কারণে অনেক জ্বালানি তেল রপ্তানিকারক দেশে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে,

যেখানে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইরান এবং তুরস্কে দেশভিত্তিক বিষয়, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং জ্বালানি তেল আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত বাণিজ্যিক পদক্ষেপসমূহের সম্ভাব্য প্রভাবের ফলে চীনের প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালের শতকরা ৬.৯ ভাগ থেকে হ্রাস করে ২০১৮ সালে শতকরা ৬.৬ ভাগ এবং ২০১৯ সালে শতকরা ৬.২ ভাগ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১৮ ও ২০১৯ সালে যথাক্রমে শতকরা ৭.৩ ও ৭.৪ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যা ২০১৭ সালে ছিল শতকরা ৬.৭ ভাগ। আসিয়ান-৫ দেশসমূহে ২০১৭ সালের ন্যায় ২০১৮ সালেও প্রবৃদ্ধি শতকরা ৫.৩ ভাগ এবং ২০১৯ সালে তা সামান্য কমে শতকরা ৫.২ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

১.৪ উন্নত এবং উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে ২০১৮ সালে বাজারে দ্রব্যমূল্যের বর্তমান ঊর্ধ্বগতির প্রতিফলনে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি বেশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি ২০১৭ সালে শতকরা ১.৭ ভাগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে শতকরা ২.০ ভাগ হবে বলে ধারণা করা হয়েছে। একইভাবে, উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি ২০১৭ সালের শতকরা ৪.৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে শতকরা ৫.০ ভাগ হবে বলে ধারণা করা হয়েছে।

১.৫ বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালের শতকরা ৫.২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালে শতকরা ৪.২ ভাগ এবং পরবর্তীতে ২০১৯ সালে শতকরা ৪.০ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে আমদানির প্রবৃদ্ধির হার ২০১৭ সালের শতকরা ৪.২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালে শতকরা ৩.৭ ভাগ এবং ২০১৯ সালে পুনরায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪.০ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে আমদানির প্রবৃদ্ধির হার ২০১৭ সালে শতকরা ৭.০ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালে শতকরা ৬.০ ভাগ এবং পরবর্তীতে আরো হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ৪.৮ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে যথাক্রমে শতকরা ৩.৪ এবং ৩.১ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে, যেখানে উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে শতকরা ৪.৭ ভাগ এবং ৪.৮ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

১.৬ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (ডব্লিওইও) অক্টোবর ২০১৮ অনুযায়ী, স্বল্পমেয়াদে ঝুঁকির ভারসাম্য নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। এদিকে, বিশ্বের কিছু দেশের আর্থিক অবস্থার সংকোচন, বাণিজ্য ব্যয় বৃদ্ধি, সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে মন্থরগতি এবং প্রবৃদ্ধি কার্যক্রম দুর্বল হওয়ার প্রেক্ষিতে ঊর্ধ্বমুখী চমকের সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে, কিছু নিম্নমুখী ঝুঁকি যেমন-বাণিজ্য অন্তরায় বৃদ্ধি এবং দুর্বল ভিত্তিসহ উদীয়মান বাজার অর্থনীতিতে বিপরীত মূলধন প্রবাহ, প্রবল রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বেশি সুস্পষ্ট হয়েছে অথবা আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। মধ্যমেয়াদে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার ঝুঁকি নিম্নগামী। আর্থিক খাতে অবিরাম গড়ে ওঠা দুর্বলতাসমূহ, সংযত প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে অস্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ, অসমতা বৃদ্ধি এবং সমন্বিত ও টেকসই নীতির উপর আস্থা হ্রাসের কারণে এই ঝুঁকিসমূহের উদ্ভব হয়েছে।

১.৭ গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট (জিএফএসআর) অক্টোবর ২০১৮ অনুযায়ী, যদিও স্বল্প মেয়াদে আর্থিক খাতের অবস্থা মোটাদাগে সংকুলানমুখী ও প্রবৃদ্ধি সহায়ক রয়েছে, বৈশ্বিক আর্থিকখাতের স্থিতিশীলতায় ঝুঁকি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে আর্থিক অবস্থার দ্রুত সংকোচন স্বল্পমেয়াদে ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে। উদীয়মান বাজারগুলোতে নীতিসংক্রান্ত বিশ্বাসযোগ্যতার ফলে আরো মূলধনের প্রবাহ বৃদ্ধি করতে পারে। বাণিজ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমে যেতে পারে। রাজনৈতিক এবং নীতিসংক্রান্ত অনিশ্চয়তাও বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। পরিশেষে, মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির ফলে

উন্নত অর্থনীতির কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো মুদ্রানীতি স্বাভাবিকীকরণের গতি বৃদ্ধি করতে পারে, যা বৈশ্বিক আর্থিক খাতের দ্রুত সংকোচন ঘটাতে পারে। মধ্যমেয়াদে বৈশ্বিক আর্থিক স্থিতিশীলতার ঝুঁকি এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। আকস্মিক আর্থিক অবস্থার সংকোচনের ফলে বিগত বছরগুলোতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ঝুঁকির উপাদানসমূহের আবির্ভাব ঘটতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

১.৮ বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে এবং অর্থবছর ১৮ এ সর্বোচ্চ রেকর্ড শতকরা ৭.৮৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা অর্থবছর ১৮ এ সরকারের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৭.৪ ভাগকে ছাড়িয়ে গেছে। এই প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাহিদার সহায়তায় অর্জিত হয়েছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের অন্তঃপ্রবাহ শতকরা ১৭.৩ ভাগ বৃদ্ধির সাথে ব্যক্তিগত খাতে ঋণ প্রবাহের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি ভোগের চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। একই সময়ে, বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত আমদানির উচ্চ প্রবৃদ্ধি বিনিয়োগের বলিষ্ঠ চাহিদার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। উক্ত সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও গতিশীলতা বজায় রেখেছে। যোগানের দিক থেকে, প্রবৃদ্ধি মূলত এসেছে শিল্প ও কৃষিখাত থেকে। যদি অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকে এবং বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য যুদ্ধ পরিস্থিতির আর অবনতি না হয় তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী অর্থবছর ১৯-এ বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭.৫ থেকে ৭.৭ ভাগের মধ্যে থাকবে। বার্ষিক গড় সিপিআই মূল্যস্ফীতি ২০১৮ সালের জুন মাসে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫.৮ ভাগে পৌঁছায়, যা অর্থবছর ২০১৮-এর লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.৫ ভাগের চেয়ে সামান্য বেশি। গড় সিপিআই মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি প্রধানত খাদ্য মূল্যস্ফীতির পরিবর্তনকে অনুসরণ করেছে, যা অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংক্রান্ত অভিঘাত এবং উচ্চ বৈশ্বিক পণ্যমূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়, অন্যদিকে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। বড় ধরনের কোনো অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিঘাত আসবে না ধরে নিয়ে অর্থবছর ১৯-এর প্রথম অর্ধবার্ষিকীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রক্ষেপণ হলো, গড় মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৪ ভাগ থেকে শতকরা ৫.৮ ভাগের মধ্যে থাকবে। এরও পরে অর্থবছর ১৯-এ উচ্চ বৈশ্বিক পণ্যমূল্য এবং মুদ্রা বিনিময় হারের গতিবিধি থেকে মূল্যস্ফীতিতে উর্ধ্বমুখী ঝুঁকি রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইনফ্লেশন এক্সপেক্টেশন সার্ভেও মূল্যস্ফীতিতে উর্ধ্বমুখী ঝুঁকির উপস্থিতিকে সমর্থন করে, যেহেতু জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, এক বছর পরে গড় মূল্যস্ফীতি শতকরা ৬.০ ভাগের উপরে হবে, যা আর্থিক সূচকগুলোকে অব্যাহতভাবে নির্ভুল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে।

১.৯ অর্থবছর ১৮ এ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি এবং আর্থিক নীতিতে মূল্য ও সামষ্টিক-আর্থিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিতা এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে, যাতে সরকারের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। তারল্যের পরিস্থিতি সংকোচনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এপ্রিল ২০১৮ থেকে নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর) ১০০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে শতকরা ৫.৫ ভাগ এবং পুনঃক্রয় চুক্তি হার (রেপো রেট) ৭৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে শতকরা ৬.০ ভাগ নির্ধারণ করেছে। উপরন্তু, তারল্য প্রবাহ প্রসারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচলিত পুনঃক্রয় টেনোর-এর মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৭, ১৪, এবং ২৮ দিন নির্ধারণ করেছে। অর্থবছর ১৮ এ, মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকায় মূল্যস্ফীতির মূল নির্ধারক, ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে শতকরা ৯.২ ভাগ হয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ১৩.৩ ভাগেরও কম। অর্থবছর ১৯ এর মনিটারি কর্মসূচিতে অভ্যন্তরীণ ঋণ ও ব্যাপক মুদ্রার (এম২) প্রবৃদ্ধির সর্বোচ্চ হার যথাক্রমে শতকরা ১৫.৯ ও ১২.০ ভাগ নির্ধারণ করেছে যা জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.৮ ভাগ এবং বার্ষিক গড় সিপিআই মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৮ ভাগ অর্জনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। জুন ২০১৮ মাসে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ১৭.০ ভাগ, যা অর্থবছর ১৮ এর প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৮ ভাগ থেকে সামান্য বেশি, কিন্তু

অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ১৪.৬ ভাগ, যা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৫.৮ ভাগ থেকে কম।

১.১০ অর্থবছর ১৮-এ বৈদেশিক খাতে মূলত আমদানি কার্যক্রমের প্রাধান্য ছিল। আমদানি প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৮-এ উচ্চ পর্যায়ে শতকরা ২৫.০ ভাগে পৌঁছায়। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের শক্তিশালী এবং ব্যাপকভিত্তিক প্রবৃদ্ধি (শতকরা ১৭.৩ ভাগ) এবং সার্বিক রপ্তানি আয়ে বিগত বছরের প্রবৃদ্ধি শতকরা ১.৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬.০ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও চলতি হিসাবের ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র শতকরা ৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে। যাহোক, অর্থবছর ১৮-এর খাতভিত্তিক পণ্য আমদানি থেকে দেখা যায় যে, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি, বন্যা সংশ্লিষ্ট আবহাওয়া অভিঘাতের কারণে খাদ্যদ্রব্য আমদানি এবং রপ্তানির সংক্রান্ত মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য কমে জিডিপি'র শতকরা -০.৩ ভাগ হওয়ায় নিট বৈদেশিক সম্পদের (এনএফএ) পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

১.১১ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ২০১৮ সালের জুন মাসে ৩২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা দ্বারা প্রায় ৫ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১৯-এ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের আন্তঃপ্রবাহ ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধির সাম্প্রতিক ধারা অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করে। ভালো ফসল উৎপাদন ও কিছু বৃহৎ প্রকল্পের অগ্রগতির ফলে আমদানি প্রবৃদ্ধি মাঝারি পর্যায়ে থাকবে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী অর্থবছর ১৯ এ রপ্তানি, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ ও আমদানির প্রবৃদ্ধি হবে যথাক্রমে শতকরা ৮.০, ১৬.০ এবং ১২.০ ভাগ।

প্রবৃদ্ধির পরিস্থিতি

১.১২ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর সংশোধিত প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৭.৩ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৭.৮৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার সারণী ১.২ এ দেয়া হলো।

সারণী ১.২ মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

(অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে)

	অর্থবছর ০৯-১৮ (গড়)	অর্থবছর ১৭[স]	অর্থবছর ১৮[স]
১। **কৃষি**	৩.৭	৩.০	৪.২
ক) কৃষি ও বনজ	৩.১	২.০	৩.৫
১) শস্য ও শাক-সবজি	২.৭	১.০	৩.১
২) পশু সম্পদ	২.৯	৩.৩	৩.৪
৩) বনজ সম্পদ	৫.৪	৫.৬	৫.৫
খ) মৎস্য সম্পদ	৫.৯	৬.২	৬.৪
২। **শিল্প**	৯.৩	১০.২	১২.১
ক) খনিজ ও খনন	৮.২	৮.৯	৭.০
খ) শিল্প	৯.৯	১১.০	১৩.৪
১) বৃহৎ ও মাঝারি	১০.৩	১১.২	১৪.৩
২) ক্ষুদ্র	৮.০	৯.৮	৯.৩
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৯.২	৮.৫	৯.২
ঘ) নির্মাণ	৮.১	৮.৮	৯.৯
৩। **সেবা খাত**	৬.০	৬.৭	৬.৪
ক) পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৬.৬	৭.৪	৭.৫
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৬.৬	৭.১	৭.৩
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৭.১	৬.৮	৬.৬
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৮.০	৯.১	৭.৯
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড	৪.২	৪.৮	৫.০
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৮.৪	৯.২	৮.৫
ছ) শিক্ষা	৭.৬	১১.৪	৭.০
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৫.৭	৭.৬	৭.০
ঝ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.৩	৩.৬	৩.৭
জিডিপি (অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে)	**৬.৪**	**৭.৩**	**৭.৯**

[স] সংশোধিত

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

১.১৩ মূলত মৎস্য সম্পদ, বনজ সম্পদ এবং পশু সম্পদ উপখাতের পাশাপাশি অন্যান্য উপখাতের প্রবৃদ্ধির অবদানের ফলে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান অর্থবছর ১৮ এ শতকরা ১৪.২ ভাগে দাঁড়ায় এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধি হয় শতকরা ৪.২ ভাগ, অর্থবছর ১৭ এ এ খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ৩.০ ভাগ।

১.১৪ অর্থবছর ১৮-এ মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান শতকরা ৩৩.৭ ভাগে দাঁড়ায় এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ১০.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১২.১ ভাগে দাঁড়ায়। ম্যানুফ্যাকচারিং ও নির্মাণ উপখাতে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির কারণে শিল্পখাতে এই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে।

১.১৫ মোট দেশজ উৎপাদনে সেবা খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি, যদিও তা ধীরে ধীরে কমে আসছে।

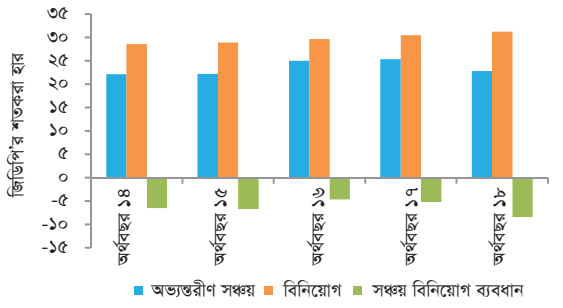
অর্থবছর ১৮-এর মোট দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান দাঁড়ায় শতকরা ৫২.১ ভাগ, যা অর্থবছর ১৭ এ শতকরা ৫২.৯ ভাগ ছিল। অর্থবছর ১৮ এ সেবা খাত শতকরা ৬.৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যা অর্থবছর ২০১৭ এর প্রবৃদ্ধি শতকরা ৬.৭ ভাগ থেকে কম। সেবা খাতের দুটি প্রধান উপখাত–শিক্ষা এবং আর্থিক মধ্যস্থতা উপখাতে প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা উপখাতের প্রবৃদ্ধি সামান্য কমেছে। অন্যদিকে, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য; মোটরগাড়ি ও মোটর সাইকেল মেরামত, ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রী ইত্যাদি উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৮ এ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

১.১৬ অর্থবছর ১৮-এ বিনিয়োগ ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রেখেছে এবং জিডিপি'র শতকরা হারে তা অর্থবছর ১৭ এর শতকরা ৩০.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩১.২ ভাগে দাঁড়ায়। বেসরকারি বিনিয়োগ ও জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ১৭ এর ২৩.১ ভাগ থেকে সামান্য বেড়ে অর্থবছর ১৮ এ ২৩.৩ ভাগে দাঁড়ায়। একইভাবে, সরকারি বিনিয়োগ ও জিডিপি অনুপাত একই সময়ে ৭.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.০ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.১)।

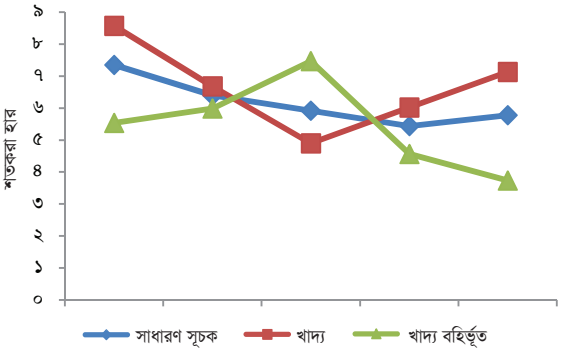
১.১৭ জিডিপি'র শতকরা হারে মোট জাতীয় সঞ্চয় অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ২৯.৬ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৮ এ শতকরা ২৭.৪ ভাগ হয়েছে। অপরদিকে, একই সময়ে জিডিপি'র শতকরা হারে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় শতকরা ২৫.৩ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ২২.৮ ভাগে দাঁড়ায়। বর্তমান বাজারমূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের (২.৭ শতাংশ) তুলনায় মোট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ (১৬.৬ শতাংশ) দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, জিডিপি'র শতকরা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগের ব্যবধান অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৫.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৮.৪ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.১)।

চার্ট ১.১ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের গতিধারা



উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ১.২ জাতীয় পর্যায়ে সিপিআই মূল্যস্ফীতির গতিধারা (১২ মাসের গড়, ভিত্তিঃ অর্থবছর ০৬=১০০)



উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

মূল্য পরিস্থিতি

১.১৮ বার্ষিক গড় সিপিআই মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১৪-এর শেষে সর্বোচ্চ শতকরা ৭.৪ ভাগ থেকে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৭ শেষে শতকরা ৫.৪ ভাগে পৌঁছায়, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৫.৮ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.২)। গড় সিপিআই মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি মূলত খাদ্য মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধির কারণে হয়েছে, অপরদিকে খাদ্য-বহির্ভূত গড় সিপিআই মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। বৈশ্বিক উচ্চ পণ্যমূল্য এবং আবহাওয়াজনিত অভিঘাতের ফলে ২০১৮ সালের জুন মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৭.০ শতাংশে দাঁড়ায়। মুখ্য মূল্যস্ফীতি যা ভোক্তা মূল্যসূচক ঝুড়ি থেকে খাদ্য ও জ্বালানি উপাদান বাদ দিয়ে হিসাব করা হয়, তা

জুন ২০১৭-এর শতকরা ৪.৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৮-এ শতকরা ৩.৮ ভাগে দাঁড়ায়।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

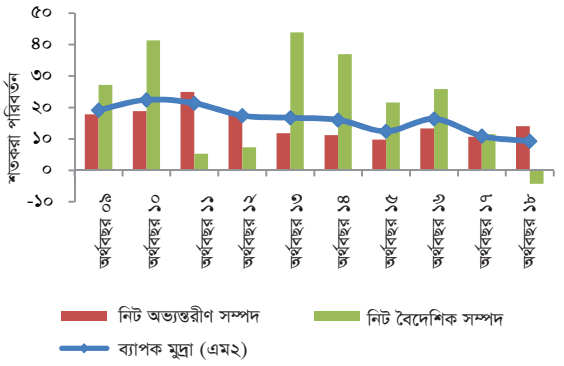
১.১৯ অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য ছিল মূল্যস্তর ও সামষ্টিক-আর্থিক স্থিতিশীলতাসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। বার্ষিক গড় সিপিআই মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৫ ভাগের কম রাখা এবং প্রকৃত দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭.৪ ভাগ অর্জনের লক্ষ্যে এ মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদ হার তথা রেপো রেট ৭৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে শতকরা ৬.০ ভাগ নির্ধারণ করেছে এবং রিভার্স রেপো রেট ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তনীয় রেখেছে।

১.২০ অর্থবছর ১৮এ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৩.৩ ভাগের বিপরীতে শতকরা ৯.২ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা অর্থবছর ১৭ এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ১০.৯ ভাগ ছিল। ব্যাপক মুদ্রার এই নিম্ন প্রবৃদ্ধি মূলত আমদানি ব্যয়ের ব্যাপক বৃদ্ধির প্রভাবে নিট বৈদেশিক সম্পদের (এনএফএ) ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির কারণে হয়েছে। ব্যাপক মুদ্রার প্রভাবকারী অন্যতম উপাদান হলো নিট বৈদেশিক সম্পদ (এনএফএ), যা অর্থবছর ১৮ এ শতকরা ৪.৩ ভাগ কমেছে। অন্যদিকে, ব্যাপক মুদ্রার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের (এনডিএ) প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭ এর শতকরা ১০.৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮ এ শতকরা ১৪.০ ভাগে হয়েছে, যা অর্থবছর ১৮-এ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৭.৯ ভাগ থেকে কম (চার্ট ১.৩)।

১.২১ ব্যাংকিং খাতে থেকে সরকারি ঋণের নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির কারণে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ১৪.৬ ভাগে দাঁড়ায়, যা এর লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৫.৮ ভাগ থেকে কম কিন্তু অর্থবছর ১৭-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ১০.৭ ভাগ থেকে বেশি।

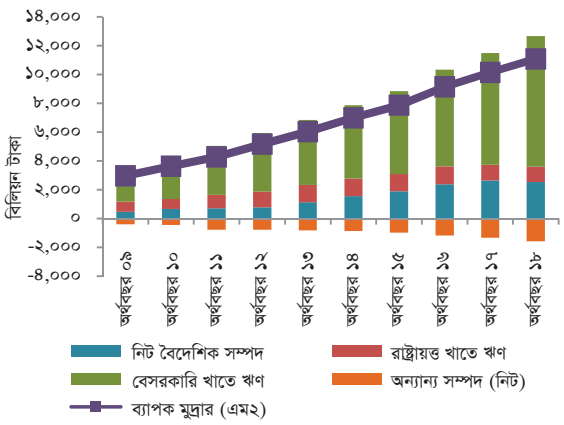
১.২২ অর্থবছর ১৮ এ বেসরকারি খাতে ঋণ শতকরা ১৭.০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা

চার্ট ১.৩ আর্থিক সম্পদের গতিধারা



উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১.৪ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উৎসের গতিধারা



উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৬.৮ ভাগের কাছাকাছি এবং অর্থবছর ১৭ এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৫.৭ ভাগ থেকে বেশি। ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারি ঋণ গ্রহণে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির ধারা বেসরকারি খাতে বেশি পরিমাণে ঋণ প্রদানের সুযোগ তৈরি করেছে এবং অভ্যন্তরীণ শক্তিশালী চাহিদার দ্বারা পরিচালিত কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এতে সহায়তা করেছে। ব্যাপক মুদ্রার উৎসসমূহ চার্ট ১.৪ এ দেখানো হয়েছে।

১.২৩ অর্থবছর ১৮-এ রিজার্ভ মুদ্রার (আরএম) প্রবৃদ্ধি শতকরা ৪.০ ভাগ হয়েছে, যা এর প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি শতকরা ১২.০ ভাগ এবং অর্থবছর ১৭-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি

শতকরা ১৬.৩ ভাগ থেকে অনেক কম। মূলত নিট বৈদেশিক সম্পদের (এনএফএ) ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ও নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (এনডিএ) এর ধীরগতি সম্পন্ন প্রবৃদ্ধির কারণে প্রাক্কলনের তুলনায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি অনেক কম হয়েছে।

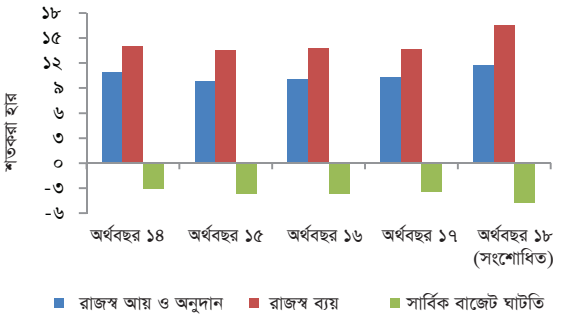
১.২৪ ব্যাংক অগ্রিম ও আমানত উভয়ের ওপর প্রদেয় ভারীত গড় সুদহার অর্থবছর ১৭ শেষে যথাক্রমে শতকরা ৯.৫৬ ও ৪.৮৪ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮ শেষে যথাক্রমে শতকরা ৯.৯৫ ও ৫.৫০ ভাগে পৌঁছায়। এ দুয়ের ব্যবধানও (স্প্রেড) অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৪.৭২ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৮ এ শতকরা ৪.৪৫ ভাগে দাঁড়ায়।

সরকারি অর্থসংস্থান

১.২৫ বাজেটের মূল উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ, বৈষম্য হ্রাস এবং মানুষের জীবনযাপনে মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করা। এই সবগুলো টেকসই উচ্চ প্রবৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। সম্পদ সংগ্রহ ও উপযুক্ত খাতসমূহে এর যথাযথ বণ্টনের পাশাপাশি কার্যকর নীতিমালা গ্রহণ উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

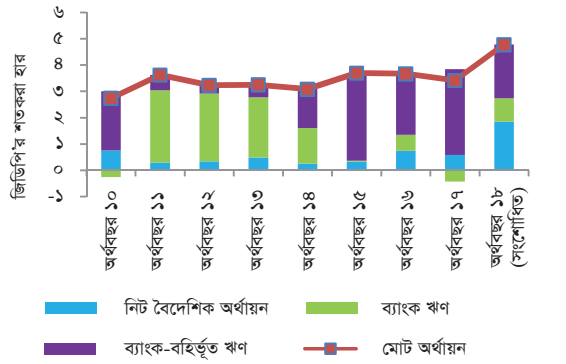
১.২৬ অর্থবছর ১৮ এর সংশোধিত জাতীয় বাজেট অনুসারে জিডিপি'র শতকরা হিসেবে সার্বিক বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত) অর্থবছর ১৭ এর শতকরা ৩.৪৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮ এ শতকরা ৫.০ ভাগে পৌঁছায়। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে সার্বিক বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদানসহ) শতকরা ৪.৭৮ ভাগ যা প্রধানত অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে, যার অবদান অর্থবছর ১৭ এর শতকরা ২.৮৩ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮ এ শতকরা ২.৯৩ ভাগে দাঁড়ায়। ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের অর্থায়ন অর্থবছর ১৭ এর জিডিপি'র শতকরা -০.৪২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮ এ জিডিপি'র শতকরা ০.৮৯ ভাগে দাঁড়ায়। যেখানে একই সময়ে ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস হতে সরকারের অর্থায়ন জিডিপি'র শতকরা ৩.২৬ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে শতকরা ২.০৫ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.৫ ও চার্ট ১.৬)।

চার্ট ১.৫ রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয় এবং সার্বিক বাজেট ঘাটতির গতিধারা



উৎস ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়।

চার্ট ১.৬ বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা



উৎস ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়।

১.২৭ মোট রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৮-এর বাজেটের শতকরা ৪৩.১ ভাগ থেকে কমিয়ে সংশোধিত বাজেটে শতকরা ২৮.৯ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা অর্থবছর ১৭ এর প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৬.৩ ভাগ থেকে বেশি। প্রধানত অর্থবছর ১৮-এর প্রকৃত বাজেটে এনবিআর কর্তৃক কর আদায় প্রত্যাশার চেয়ে কম হওয়ার কারণে এই নিম্নমুখী সংশোধন হয়েছে। মোট রাজস্ব আয়-জিডিপি'র অনুপাত অর্থবছর ১৮-এর প্রারম্ভিক বাজেটের শতকরা ১২.৮ ভাগ থেকে কমিয়ে সংশোধিত বাজেট শতকরা ১১.৫ করা হয়েছে, যা অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ১০.২ ভাগের তুলনায় বেশি।

১.২৮ অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে সরকারি ব্যয় অর্থবছর ১৭-এর জিডিপি'র শতকরা ১৩.৬ ভাগ

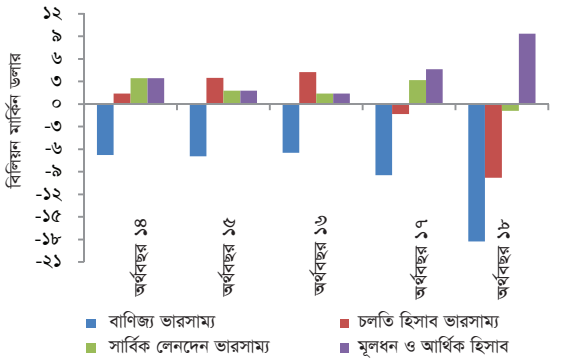
থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৬.৫ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৭-এর প্রকৃত বাজেটে শতকরা ১৩.০ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে শতকরা ৩৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে পরিচালনাগত ব্যয় জিডিপি'র শতকরা ৮.৬ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৭-এর প্রকৃত বাজেটে শতকরা ৮.৩ ভাগ ছিল (চার্ট ১.৫)।

বৈদেশিক খাত

১.২৯ অর্থবছর ১৮-এ রপ্তানির চেয়ে আমদানি প্রবৃদ্ধি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ৬.৪ ভাগ, যেখানে আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ২৫.২ ভাগ। রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৮-এ ৩৬,২০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল ৩৪,০১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে মোট আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪,৪৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল ৪৩,৪৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি অর্থবছর ১৭-এর ৯,৪৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ১৮,২৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায় (চার্ট ১.৭)। সেবা এবং আয় হিসাবসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক আয় ৮,৪৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়। অর্থবছর ১৮ শেষে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের অন্তঃপ্রবাহে শতকরা ১৭.৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যা অর্থবছর ১৭-এ শতকরা ১৪.৫ ভাগ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ছিল। অর্থবছর ১৮-এ চলতি হিসাবে ঘাটতি আরো বৃদ্ধি পেয়ে (-)৯,৭৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৭-এ (-)১,৩৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। অর্থবছর ১৮-এ মূলধনী ও আর্থিক হিসাবের উদ্বৃত্ত অর্থবছর ১৭-এর ৪,৬৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৩৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৮-এ সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য (-) ৮৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়, যা অর্থবছর ১৭-এ ৩,১৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল (পরিশিষ্ট-৩, সারণী-১৬)।

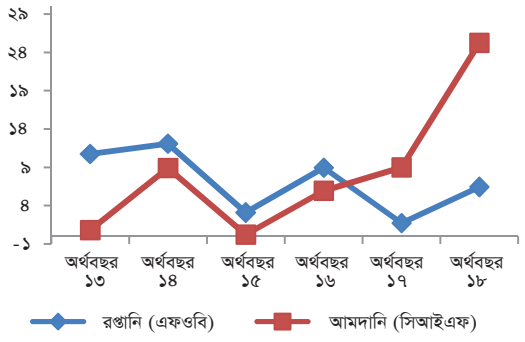
১.৩০ রপ্তানি আয়ের (এফ.ও.বি) প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭ এর শতকরা ১.৭ ভাগ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি

চার্ট ১.৭ লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা



উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১.৮ রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধির গতিধারা



উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

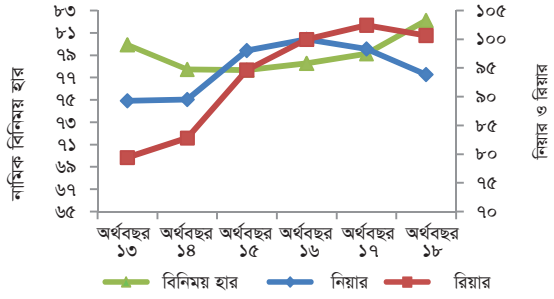
পেয়ে অর্থবছর ১৮ এ শতকরা ৬.৪ ভাগে পৌঁছায় (চার্ট ১.৮)। একই সময়ে জিডিপির শতকরা হিসেবে রপ্তানি অর্থবছর ১৭ এর শতকরা ১৩.৬ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৮ এ শতকরা ১৩.২ ভাগে দাঁড়ায়। রপ্তানির প্রধান খাতসমূহের মধ্যে কৃষিজাত পণ্য, সুতা ও সুতাজাত দ্রব্যাদি, নিটওয়্যার, হোম টেক্সটাইল, পাটজাত দ্রব্যাদি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ওভেন গার্মেন্টস, এবং পাদুকা সামগ্রী অর্থবছর ১৮ এ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যেখানে পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্যাদি, প্রকৌশল দ্রব্যাদি, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক পণ্য, কাঁচা পাট এবং হিমায়িত খাদ্য ইত্যাদি খাতসমূহের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি রপ্তানির গতিকে মন্থর করছে।

১.৩১ আমদানি (সিআইএফ) প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৯.০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ২৫.২ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.৮)। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে আমদানি ব্যয় অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ১৭.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮ এ শতকরা ১৯.৯ ভাগে দাঁড়ায়। খাদ্যশস্য, দুধ ও দুধজাত দ্রব্য, মসলা, মূলধনী যন্ত্রপাতি, ক্লিংকার, পেট্রোলিয়াম জাতীয় দ্রব্য, তৈলবীজ, সার, টেক্সটাইল ও টেক্সটাইল সামগ্রী, স্ট্যাপল ফাইবার, প্লাস্টিক ও রাবারজাত দ্রব্য, কাঁচা তুলা এবং লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য মূলধাতুর আমদানি ব্যয় অর্থবছর ১৭ থেকে অর্থবছর ১৮ এ বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও একই সময়ে ডাল, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল এবং চিনির আমদানি ব্যয় কমেছে।

১.৩২ অর্থবছর ১৮ শেষে আর্থিক হিসাবের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত ও প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের প্রবৃদ্ধির সহায়তায় বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ৩২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা দ্বারা প্রায় ৫ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব।

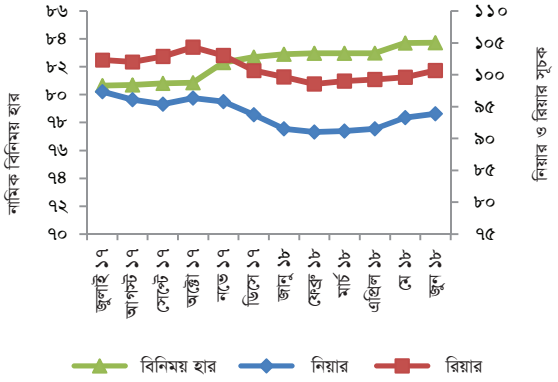
১.৩৩ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারের বড় ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি দূর করে বাজার শক্তি দ্বারা বিনিময় হার নির্ধারণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে নমনীয়তা বৃদ্ধি করেছে। নিট বৈদেশিক সম্পদের হ্রাসমান গতিধারা ও আমদানির উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১৮ এ মুদ্রা বিনিময় হারে শতকরা ৩.৬ ভাগ অবচয় ঘটে। মুদ্রা বিনিময় হারে অতিরিক্ত উঠানামা এড়ানোর নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১৮ এ মোট ২,৩১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার জুন ২০১৮ শেষে ৮২.১ টাকা দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৭ শেষে ৭৯.১ টাকা ছিল। ১৫টি মুদ্রা ঝুড়ির বাণিজ্য ভার (ভিত্তিঃ অর্থবছর ১৬= ১০০) এর বিপরীতে টাকার নামিক কার্যকর বিনিময় হার (এনইইআর) অর্থবছর ১৮ এ শতকরা ৪.৫ ভাগ অবচিতি ঘটে। একইভাবে, প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (আরইইআর) শতকরা ১.৭ ভাগ অবচিতি ঘটে (চার্ট ১.৯ ও ১.১০)।

চার্ট ১.৯ নিয়ার, রিয়ার (ভিত্তি:অর্থবছর ১৬ = ১০০, ১৫ মুদ্রা ঝুড়ি) এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের গতিধারা



উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১.১০ নিয়ার, রিয়ার (ভিত্তি: অর্থবছর ১৬=১০০, ১৫ মুদ্রা ঝুড়ি) এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের মাসিক গতিধারা



উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১.৩৪ বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি অর্থবছর ১৭-এর ২৮,৩৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এর শেষে ৩৩,১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। উপরন্তু, একই সময়ে জিডিপি'র শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি শতকরা ১১.৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১২.১ ভাগে দাঁড়ায়, যেখানে জিডিপি'র শতকরা হিসেবে সরকারের মোট ঋণের স্থিতি শতকরা ২৭.০ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২৭.৯ ভাগে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

১.৩৫ জোরালো অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাহিদার প্রভাবে অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশের অর্থনীতি আকর্ষণীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা উচ্চ রপ্তানি আয়, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধির ফলে অধিকতর সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ ও ভোগে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থবছর ১৮-এ আমদানি প্রবৃদ্ধি সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চ পর্যায়ে শতকরা ২৫.০ ভাগে পৌঁছেছে, যা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়কে প্রতিফলিত করে। অবকাঠামো-সম্পর্কিত আমদানি, পণ্য ও জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্য, বিগত বছরের বন্যার কারণে খাদ্য আমদানির অধিক বৃদ্ধির কারণে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে জিডিপি'র প্রায় শতকরা ৩.৬ ভাগ ঘাটতি দেখা দেয়। সাম্প্রতিক সময়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য উৎপাদনমুখী বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে, প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে এবং পরবর্তীতে উৎপাদনশীলতা আরো বৃদ্ধি করতে ব্যাপকভাবে সরকারি বিনিয়োগও প্রয়োজন।

১.৩৬ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনার আলোকে এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় অর্থবছর ১৯-এর প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামোতে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.৮ ভাগ এবং মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৬ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আর কোনো বিরোধ বৃদ্ধি না হওয়ার অনুমিত শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১৯ এ জিডিপি প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.৫-৭.৭ ভাগে প্রক্ষেপণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও বার্ষিক গড় সিপিআই মূল্যস্ফীতি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বা তারও নিচে সীমিত রাখার জন্য মুদ্রানীতি গ্রহণ করেছে। অর্থবছর ১৮ এ সিপিআই মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৭৮ ভাগে দাঁড়িয়েছে, যেখানে অর্থবছর ১৯-এর প্রথমার্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক গড় সিপিআই মূল্যস্ফীতি প্রক্ষেপণ করেছে শতকরা ৫.৪-৫.৮ ভাগ। বৈশ্বিক বাণিজ্যিক অস্থিরতাসহ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঝুঁকি, পণ্য মূল্য, নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো অনিশ্চয়তা সতর্কতার সাথে পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিতভাবে পূর্বাভাসসমূহ এবং সে মোতাবেক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অন্তর্ভুক্তির জন্য মুদ্রা সম্পর্কিত কর্মসূচি হালনাগাদ করবে ।

১.৩৭ দেশের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করছে, যা দীর্ঘমেয়াদে ভালো বিনিয়োগের সহায়ক হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই, কৃষিখাত এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সুবিধা এবং গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ডসহ (জিটিএফ) সবুজায়ন উদ্যোগে গুরুত্ব অব্যাহত রেখেছে। এই উদ্যোগসমূহ অর্থায়ন ও প্রবৃদ্ধিকে অধিক টেকসই করবে। এছাড়া, প্রবৃদ্ধির উভয় ইঞ্জিন- একটি শক্তিশালী ম্যানুফ্যাকচারিং নির্ভরশীল রপ্তানি খাত এবং উৎপাদন কার্যক্রম, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিমিত্তে বাংলাদেশের বর্তমান তরুণ শ্রমশক্তির জন্য অধিক ও উন্নত কর্মসংস্থান প্রয়োজন হবে। অধিকন্তু, পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি অধিক ও উন্নত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে (কৃষি, ম্যানুফ্যাকচারিং, এসএমই) ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য নিবিড় ও অনাহূত পর্যবেক্ষণ অবলম্বন অব্যাহত রাখবে।

১.৩৮ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিঘাত সত্ত্বেও আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশের সার্বিক সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। যাহোক, ২০৩০ সালের মধ্যে বা তারও আগে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে উত্তরণ করার উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান ক্রমবর্ধমান জটিল বিশ্বে বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবিচল ও অব্যাহত সংস্কার কার্যক্রম প্রয়োজন।

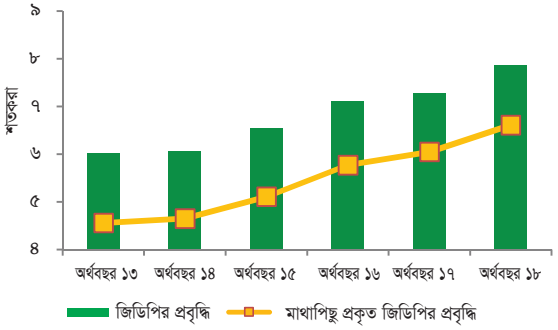
দেশজ প্রকৃত অর্থনীতি

২.১ অর্থবছর ১৮-এ মূলত রপ্তানি, রেমিটেন্স এবং বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদার জোরালো বৃদ্ধি, যার প্রভাবে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ এবং ভোগের শক্তিশালী বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এ সময়কালে, খাদ্যের অধিক উৎপাদন বৈশ্বিক তেল ও পণ্যমূল্য থেকে উদ্ভূত মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি কিছুটা প্রশমিত করে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের জন্য অর্থনীতির টেকসই উচ্চ প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন। সম্প্রতি বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ করেছে এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সকল শর্ত প্রথম পর্যালোচনাতেই সফলভাবে পূরণ করেছে। বাংলাদেশ ২০২১ সালের দ্বিতীয় পর্যালোচনাতেও সকল শর্ত অর্জনে সক্ষম হবে এবং ২০২৪ সালে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা থেকে চূড়ান্তভাবে উত্তরণ ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা থেকে সহজ উত্তরণ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ বেসরকারি খাতে ও বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন।

২.২ বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৭.৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৭.৯ ভাগে দাঁড়িয়েছে (চার্ট ২.১)। এ উচ্চ প্রবৃদ্ধি মূলত শিল্প, কৃষি ও সেবা খাতের কর্মকাণ্ড দ্বারা ত্বরান্বিত হয়েছে। অর্থবছর ১৮-এ মূলখাত হিসেবে শিল্প, সেবা ও কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে শতকরা ১২.১, ৬.৪ ও ৪.২ ভাগ (চার্ট ২.২)।

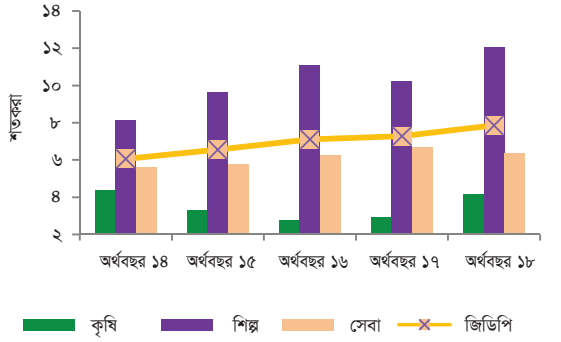
২.৩ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসাব অনুযায়ী অর্থবছর ১৮-এ চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি ২২,৫০৪.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা গত অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ১৩.৯ ভাগ বেশি।

চার্ট ২.১ বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির গতিধারা



উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ২.২ খাতওয়ারি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির গতিধারা



উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

অর্থবছর ১৮-এ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি ও জিএনআই যথাক্রমে ৬২,৪৭৭ ও ৬৫,৩২৬ টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। একই সময়ে নামিক মাথাপিছু জিডিপি এবং জিএনআই যথাক্রমে ১,৩৭,৫১৮ (১,৬৭৫ মার্কিন ডলার) এবং ১,৪৩,৭৮৯ (১,৭৫১ মার্কিন ডলার) টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

২.৪ খাতভিত্তিক জিডিপিতে দেখা যায় যে, শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি। এরপর রয়েছে সেবা ও কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি।

কৃষি খাত

২.৫ কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৩.০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৪.২ ভাগে দাঁড়িয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া, শস্যের উচ্চমূল্য এবং সঠিক সময়ে কৃষি উপকরণ যোগান ও অর্থায়ন মূলত কৃষি খাতের এই প্রবৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া, অর্থবছর ১৮-এ কৃষি খাতের প্রায় সকল উপখাত পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

উপরন্তু, মৎস্য খাতের জোরালো প্রবৃদ্ধিও (শতকরা ৬.৩৭ ভাগ) কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। শস্য ও শাক-সবজি উৎপাদন পরিমিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে (শতকরা ৩.১ ভাগ), যা কৃষি খাতে মূল্য সংযোজনের প্রায় অর্ধেকের বেশি।

২.৬ মৎস্য খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭ এর শতকরা ৬.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৬.৪ ভাগে পৌঁছায়। বনজ সম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৫.৬ ভাগ থেকে কমে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৫.৫ ভাগে দাঁড়ায়। পশু সম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৩.৩ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৩.৪ এ দাঁড়ায়।

শিল্প খাত

২.৭ অর্থনীতির মোট মূল্য সংযোজনের এক-তৃতীয়াংশ শিল্প খাত, যার প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ১০.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ১২.১ ভাগে দাঁড়ায়, যাতে ম্যানুফ্যাকচারিং ও নির্মাণ খাতই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। খনিজ ও খনন এবং ক্ষুদ্র ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাত ব্যতীত শিল্পখাতের অন্যান্য উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭-এর তুলনায় অর্থবছর ১৮-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। খনিজ ও খনন এবং ক্ষুদ্র ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাত অর্থবছর ১৮-এ যথাক্রমে শতকরা ৭.০ এবং ৯.৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

২.৮ বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ১১.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ১৪.৩ ভাগে দাঁড়ায়। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৮.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৯.২ ভাগে দাঁড়ায়। নির্মাণ উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৮.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৯.৯ ভাগে দাঁড়ায়। সরকারের মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন নির্মাণ উপখাতে একটা গতি এনেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাত একই সময়ে শতকরা ১১.০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৩.৪ ভাগে পৌঁছেছে।

সারণী ২.১ জিডিপি'র খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধি

(অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে শতকরা হার)

	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
১। কৃষি	**৩.৩**	**২.৮**	**৩.০**	**৪.২**
ক) কৃষি ও বনজ	২.৫	১.৮	২.০	৩.৫
১) শস্য ও শাক-সবজি	১.৮	০.৯	১.০	৩.১
২) পশু সম্পদ	৩.১	৩.২	৩.৩	৩.৪
৩) বনজ সম্পদ	৫.১	৫.১	৫.৬	৫.৫
খ) মৎস্য সম্পদ	৬.৪	৬.১	৬.২	৬.৪
২। শিল্প	**৯.৭**	**১১.১**	**১০.২**	**১২.১**
ক) খনিজ ও খনন	৯.৬	১২.৮	৮.৯	৭.০
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.৩	১১.৭	১১.০	১৩.৪
১) বৃহৎ ও মাঝারি	১০.৭	১২.৩	১১.২	১৪.৩
২) ক্ষুদ্র	৮.৫	৯.১	৯.৮	৯.৩
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৬.২	১৩.৩	৮.৫	৯.২
ঘ) নির্মাণ	৮.৬	৮.৬	৮.৮	৯.৯
৩। সেবা	**৫.৮**	**৬.৩**	**৬.৭**	**৬.৪**
ক) পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরগাড়ি/ মোটর সাইকেল মেরামত, ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রী	৬.৪	৬.৫	৭.৪	৭.৫
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৬.৮	৭.০	৭.১	৭.৩
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.০	৬.১	৬.৮	৬.৬
ঘ) আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান	৭.৮	৭.৭	৯.১	৭.৯
১) মনিটারি প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক)	৮.৫	৮.৯	১০.০	৮.৫
২) বীমা	৪.০	০.৫	২.১	১.৬
৩) অন্যান্য আর্থিক মধ্যস্থতাকারী	৪.৭	৪.৫	৯.১	৯.১
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড	৪.৪	৪.৫	৪.৮	৫.০
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৯.৮	১১.৪	৯.২	৮.৫
ছ) শিক্ষা	৮.০	১১.৭	১১.৪	৭.০
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৫.২	৭.৫	৭.৬	৭.০
ঝ) সম্প্রদায়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.৩	৩.৩	৩.৬	৩.৭
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	**৬.৫**	**৭.২**	**৭.২**	**৭.৯**
জিডিপি (অর্থবছর ০৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	**৬.৬**	**৭.১**	**৭.৩**	**৭.৯**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.৯ শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম ইনডেক্স (কিউআইআইপি) অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ১৫.৮ ভাগ প্রবৃদ্ধি ঘটে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের শতকরা ১১.২ ভাগের তুলনায় বেশি (পরিশিষ্ট-৩, সারণী-৮)। চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য এবং মেশিনারি ও ইক্যুইপমেন্ট (এনইসি) অর্থবছর ১৮-এ উল্লেখযোগ্য হারে (শতকরা ৫০.৫ এবং ৩৫.০ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যদ্রব্য, তামাক জাতীয় দ্রব্যাদি, পোশাক, রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্যাদি, ধাতব পণ্য, অন্যান্য যানবাহন সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭-এর তুলনায় অর্থবছর ১৮-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকন্তু, পানীয়, টেক্সটাইল, কাঠ এবং কাঠ ও কর্ক জাতীয় দ্রব্যাদি, কাগজ ও কাগজ জাতীয় দ্রব্যাদি, প্রিন্টিং ও রেকর্ডেড মিডিয়ার পুনঃউৎপাদন, কোক ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য, রাসায়নিক পদার্থ ও এ জাতীয় দ্রব্যাদি, ঔষধজাত এবং চিকিৎসা কাজে ব্যবহার্য রাসায়নিক পদার্থ, অধাতব খনিজ দ্রব্যাদি, মেশিনারি ব্যতীত নির্মিত ধাতব পণ্য, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক ও অপটিকাল দ্রব্যাদি, ইলেক্ট্রিকাল সরঞ্জাম এবং মোটরযান, ট্রেইলরস্ এবং সেমি ট্রেইলরস্ ছাড়া অর্থবছর ১৮-এ শিল্প খাতের অন্যান্য প্রধান উপখাতসমূহের গ্রুপভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেবা খাত

২.১০ কিছু সংশোধন সত্ত্বেও অর্থবছর ১৮-এ সেবা খাতে, যা মোট মূল্য সংযোজনের অর্ধেকের বেশি, প্রমিত প্রবৃদ্ধি শতকরা ৬.৪ ভাগ অর্জিত হয়েছে। এ খাতে অধিকতর প্রবৃদ্ধি এসেছে প্রধানত পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, পরিবহন এবং আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান উপখাত থেকে। উপখাতসমূহ যেমন পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, পরিবহন এবং আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৭.৪, ৬.৮ এবং ৯.১ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ যথাক্রমে শতকরা ৭.৫, ৬.৬ এবং ৭.৯ ভাগে দাঁড়ায়। উপখাতসমূহের মধ্যে রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড উপখাত অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৪.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৫.০ ভাগে পৌঁছায়। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা উপখাত অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৩.৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৩.৭ ভাগে পৌঁছায়। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা উপখাত অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৯.২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৮.৫ ভাগে পৌঁছায়। হোটেল ও রেস্তোরাঁ উপখাত অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৭.১ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৭.৩ ভাগে পৌঁছায়। শিক্ষা উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ১১.৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৭.০ ভাগে পৌঁছায়, যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। স্বাস্থ্য ও

সারণী ২.২ জিডিপি'র খাতওয়ারি অবদান

(অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে শতকরা অংশ)

	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
১। কৃষি	১৬.০	১৫.৪	১৪.৭	১৪.২
ক) কৃষি ও বনজ	১২.৩	১১.৭	১১.১	১০.৭
১) শস্য ও শাক-সবজি	৮.৯	৮.৪	৭.৯	৭.৫
২) পশু সম্পদ	১.৭	১.৭	১.৬	১.৫
৩) বনজ সম্পদ	১.৭	১.৭	১.৭	১.৬
খ) মৎস্য সম্পদ	৩.৭	৩.৭	৩.৬	৩.৬
২। শিল্প	৩০.৪	৩১.৫	৩২.৪	৩৩.৭
ক) খনিজ ও খনন	১.৭	১.৮	১.৮	১.৮
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	২০.২	২১.০	২১.৭	২২.৯
১) বৃহৎ ও মাঝারি	১৬.৬	১৭.৪	১৮.০	১৯.১
২) ক্ষুদ্র	৩.৬	৩.৬	৩.৭	৩.৮
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	১.৪	১.৫	১.৫	১.৫
ঘ) নির্মাণ	৭.২	৭.৩	৭.৪	৭.৫
৩। সেবা	৫৩.৬	৫৩.১	৫২.৯	৫২.১
ক) পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরগাড়ি/মোটরসাইকেল মেরামত, ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রী	১৪.১	১৪.০	১৪.০	১৪.০
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১১.৪	১১.৩	১১.৩	১১.১
ঘ) আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান	৩.৪	৩.৪	৩.৫	৩.৫
১) মনিটারি প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক)	২.৮	২.৯	৩.০	৩.০
২) বীমা	০.৪	০.৩	০.৩	০.৩
৩) অন্যান্য	০.২	০.২	০.২	০.২
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড	৬.৮	৬.৬	৬.৫	৬.৩
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.৫	৩.৬	৩.৭	৩.৭
ছ) শিক্ষা	২.৩	২.৪	২.৫	২.৫
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১.৮	১.৮	১.৯	১.৮
ঝ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৯.৫	৯.২	৮.৯	৮.৫
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সামাজিক সেবা উপখাত অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৭.৬ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৭.০ ভাগে পৌঁছায়। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা উপখাত অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৩.৬ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৩.৭ ভাগে পৌঁছায় (সারণী ২.১)।

জিডিপি'র খাতভিত্তিক কাঠামো

২.১১ জিডিপি'র খাতভিত্তিক অংশ অনুযায়ী, সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে সেবা খাত, যার পরেই রয়েছে শিল্প ও কৃষি খাতের অবস্থান।

২.১২ জিডিপি'র ধারাবাহিক ঊর্ধ্বমুখী গতিবেগের সাথে তাল মিলিয়ে, জিডিপি'র খাতভিত্তিক অংশ সময়ের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। গত কয়েক বছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কমেছে এবং শিল্প খাতের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে, যা দেশে শিল্পায়নের বৃদ্ধিকেই নির্দেশ করে। অর্থবছর ১৮-এ জিডিপিতে শিল্প খাতের অংশ বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩৩.৭ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ২.২)। এ বৃদ্ধি মূলত ম্যানুফ্যাকচারিং এবং বৃহৎ ও মাঝারি উপখাতের অবদানের ফলে হয়েছে, জিডিপিতে যার অংশ অর্থবছর ১৮-এ যথাক্রমে ৫.১ শতাংশিক পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২২.৯ ভাগে এবং ৫.৯ শতাংশিক পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৯.১ ভাগে দাঁড়ায়।

২.১৩ অর্থবছর ১৮-এ জিডিপিতে সেবা খাতের অংশ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৫২.৯ ভাগের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ৫২.১ ভাগে দাঁড়ায়। তবে, জিডিপিতে পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড; স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা; এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা উপখাতের অংশ হ্রাস পেয়েছে, যেখানে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা; হোটেল ও রেস্তোরাঁ; আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান; লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; এবং শিক্ষা উপখাতের অংশ অপরিবর্তিত রয়েছে।

২.১৪ জিডিপিতে কৃষি খাতের অংশ অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ১৪.৭ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে

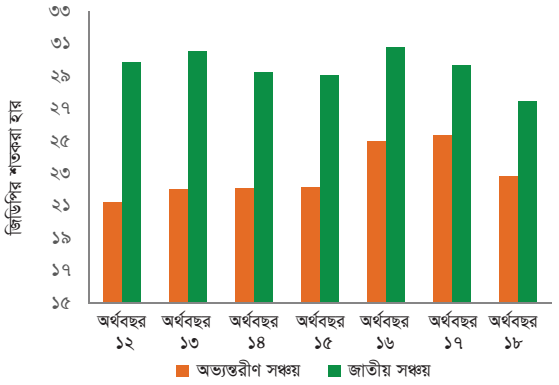
সারণী ২.৩ ব্যয়ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন

(চলতি বাজার মূল্যেঃ বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
অভ্যন্তরীণ চাহিদা (১+২)	১৬১৭৭.৯	১৮১৩৮.৭	২০৭৮১.৯	২৪৩৯৫.২
ভোগ (১)	১১৭৯৯.২	১৩০০০.৩	১৪৭৫৩.৬	১৭৩৬৫.৯
বেসরকারি	১০৯৮০০	১১৯৭৯.২	১৩৫৬৮.৯	১৫৯৩৫.৩
সরকারি	৮১৯.২	১০২১.১	১১৮৪.৭	১৪৩০.৬
বিনিয়োগ (২)	৪৩৭৮.৬	৫১৩৮.৪	৬০২৮.৩	৭০২৯.৪
বেসরকারি	৩৩৪৪.৭	৩৯৮৩.৫	৪৫৬৩.৬	৫২৩৫.২
সরকারি	১০৩৩.৯	১১৫৪.৯	১৪৬৪.৭	১৭৯৪.২
সম্পদের ভারসাম্য (৩-৪)	-১১২৩.৬	-৮০৬.৬	-১০৩৩.৭	-১৯৪৫.১
রপ্তানি (৩)	২৬২৭.৯	২৮৮৫.২	২৯৭০.৯	৩৩৩০.৯
আমদানি (৪)	৩৭৫১.৫	৩৬৯১.৮	৪০০৪.৬	৫২৭৬.০
মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়	১৫০৫৪.৩	১৭৩৩২.১	১৯৭৪৮.২	২২৪৫০.১
মোট দেশজ উৎপাদন	১৫১৫৮০	১৭৩২৮.৬	১৯৭৫৮.২	২২৫০৪.৮
পরিসাংখ্যিক পার্থক্য	১০৩.৮	-৩.৫	১০.০	৫৪.৭

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ২.৩ অভ্যন্তরীণ এবং জাতীয় সঞ্চয়ের গতিধারা



উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ১৪.২ ভাগে দাঁড়ায়। কৃষি খাতের শতকরা ৫২.৮ ভাগ অবদানকারী প্রধান উপখাত শস্য ও শাকসবজি, অর্থবছর ১৭-এর অবদান শতকরা ৭.৯ ভাগ থেকে কমে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৭.৫ ভাগে দাঁড়ায়, যা কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে (সারণী ২.২)।

ব্যয় ভিত্তিক জিডিপি

২.১৫ অর্থবছর ১৭-এ ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি অর্থবছর ১৭-এর ১৯৭৪৮.২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১৩.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ২২৪৫০.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (সারণী ২.৩)।

২.১৬ মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয় (জিডিই) ভোগ, বিনিয়োগ এবং নিট রপ্তানির সমষ্টি দ্বারা পরিমাপ করা হয় যা অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদাকে প্রতিফলিত করে। অর্থবছর ১৮-এ চলতি বাজার মূল্যে প্রাক্কলিত অভ্যন্তরীণ চাহিদা ২৪৩৯৫.২ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ১৭-এর তুলনায় শতকরা ১৭.৪ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১৮-এ প্রাক্কলিত নিট রপ্তানি (-) ১৯৪৫.১ বিলিয়ন টাকা।

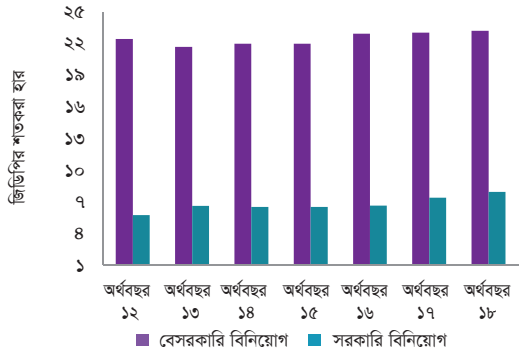
২.১৭ অর্থবছর ১৮-এ মোট ভোগ ব্যয় এবং বাণিজ্য ঘাটতি মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের শতকরা অংশ হিসেবে যথাক্রমে শতকরা ৭৭.৪ এবং ৮.৭ ভাগ ছিল। আলোচ্য অর্থবছরে নামিক অর্থে, বিনিয়োগ শতকরা ১৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা ভোগ ব্যয়ের (শতকরা ১৭.৭ ভাগ) প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২.১৮ চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (জিডিএস) অর্থবছর ১৮-এ জিডিপি'র শতকরা ২২.৮৩ অংশে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র শতকরা ২৫.৩ অংশ থেকে কম। মোট জাতীয় সঞ্চয় (জিএনএস) অর্থবছর ১৭-এর জিডিপি'র শতকরা ২৯.৬ অংশ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ জিডিপি'র শতকরা ২৭.৪২ অংশে দাঁড়ায় (চার্ট ২.৩)।

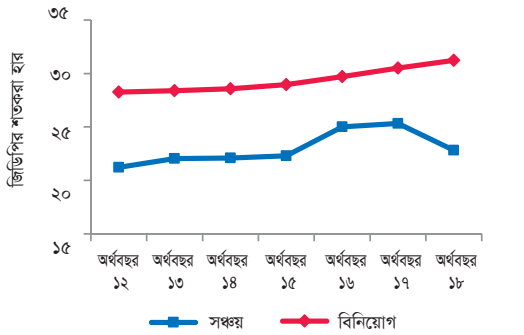
২.১৯ জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে বিনিয়োগ অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৩০.৫ অংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৩১.২৩ অংশে দাঁড়ায়। সরকারি বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ৭.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৮.০ ভাগে দাঁড়ায়। বেসরকারি বিনিয়োগ- জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ২৩.১ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ২৩.২৬ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ২.৪)। উল্লেখ্য, বেসরকারি এবং সরকারি বিনিয়োগ অর্থবছর ১৭-এর তুলনায় অর্থবছর ১৮-এ যথাক্রমে শতকরা ১৪.৭ এবং ২২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার্ট ২.৪ অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের গতিধারা



উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ২.৫ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের গতিধারা



উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

২.২০ অর্থবছর ১৮-এ চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (জিডিএস) এবং মোট জাতীয় সঞ্চয় (জিএনএস) যথাক্রমে শতকরা ২.৭ এবং ৫.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগ পার্থক্য অর্থবছর ১৭-এর ৫.২ অংশ থেকে প্রসারিত হয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৮.৪ অংশে উন্নীত হয়েছে। এই পার্থক্য নিট উপাদান আয় ও নিট চলতি হস্তান্তর আয়ের সাহায্যে পরিপূরণ করা হয়েছে (চার্ট ২.৫)।

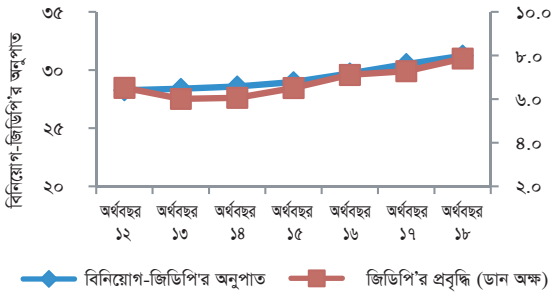
২.২১ উল্লেখ্য যে, বিনিয়োগ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হারের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত (চার্ট ২.৬)। চার্ট থেকে দেখা যায় যে, বিনিয়োগ ও জিডিপি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একই গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে,

২০২০ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ শতকরা ২৮ ভাগ এবং মোট বিনিয়োগ শতকরা ৩৫-৩৮ ভাগে উন্নীত করা প্রয়োজন।

প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা

২.২২ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির পদক্ষেপসমূহ উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার অর্জনের উপর জোর দিয়েছে। অর্থবছর ১৯-এ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা অনুকূল থাকতে পারে। তবে বিশ্ববাণিজ্যের সংঘাত, উন্নত দেশের মুদ্রানীতির সংকোচন এবং উদীয়মান বাজারে ব্যাপকহারে ভঙ্গুরতা বৃদ্ধির কারণে প্রবৃদ্ধিতে নিম্নমুখী ঝুঁকি বিদ্যমান থাকতে পারে। অপরদিকে, উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি জোরালো অভ্যন্তরীণ চাহিদা থেকে অব্যাহত সহায়তা পাবে বলে আশা করা যায়। মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশার সুসংহতি নিশ্চিতকরণে মূল্যস্ফীতির চাপের সংশোধন নিবিড় পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। উপরন্তু, উচ্চ চলতি হিসাব ঘাটতির সাথে সামষ্টিক-আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ তারল্য পরিস্থিতির অব্যাহত সতর্ক সামঞ্জস্য রাখা প্রয়োজন।

চার্ট ২.৬ জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক ও গতিধারা



উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মূল্য ও মূল্যস্ফীতি

বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

৩.১ ২০১৮ সালের প্রথম ছয় মাসে উচ্চ জ্বালানি মূল্য উন্নত, উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর সার্বিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। অধিকাংশ উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোয় মুখ্য মূল্যস্ফীতির হার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রার নিচে ছিল। উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে (ভেনিজুয়েলার উচ্চ মূল্যস্ফীতি বাদে) মুখ্য মূল্যস্ফীতির হার সাম্প্রতিক বছরের গড় হারের নিচে থাকলেও সম্প্রতি কয়েক মাসে বৃদ্ধি পেয়েছে। (ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০১৮)।

বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্য

৩.২ অর্থবছর ১৮-এর শেষ দুই মাস ব্যতীত বাংলাদেশের ভোক্তা মূল্যসূচকভিত্তিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী গতিধারা নির্দেশ করে। সার্বিক মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে (জানুয়ারি-জুন ২০১৮) ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.৭০-৬.০০ ভাগের বিপরীতে জুন ২০১৮ শেষে শতকরা ৫.৭৮ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৭-এ গড় মূল্যস্ফীতি ছিল শতকরা ৫.৪৪ ভাগ (সারণী ৩.১, চার্ট ৩.১, পরিশিষ্ট-৩ সারণী ৭)। গড় মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০১৭ (শতকরা ৫.৪৫) থেকে এপ্রিল ২০১৮ (শতকরা ৫.৮৩) পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১৮-এর পরবর্তী দু'মাসে মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে প্রশমিত হয়। আলোচ্য অর্থবছরের প্রথমার্ধে গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী থাকা সত্ত্বেও খাদ্য মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি সার্বিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। অর্থবছর ১৮-এর দ্বিতীয়ার্ধে গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী গতিধারা বজায় ছিল। বারো মাসের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতির হার জুন ২০১৭-এর শতকরা ৫.৯৪ ভাগের তুলনায় জুন ২০১৮ এ শতকরা ৫.৫৪ ভাগে দাঁড়ায়।

সারণী ৩.১ অর্থবছর ১৮-এর মাসিক মূল্যস্ফীতি

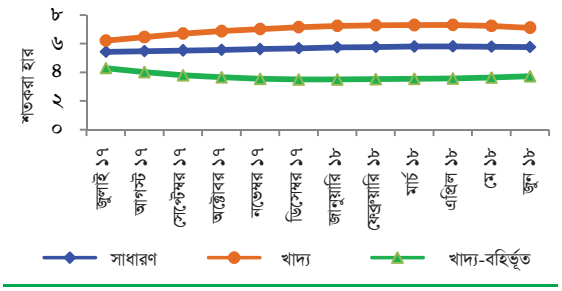
(১২-মাস গড় ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

মাস	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য-বহির্ভূত
জুলাই ১৭	৫.৪৫	৬.২৩	৪.৩০
আগস্ট ১৭	৫.৫০	৬.৪৮	৪.০৩
সেপ্টেম্বর ১৭	৫.৫৫	৬.৭২	৩.৮১
অক্টোবর ১৭	৫.৫৯	৬.৮৯	৩.৬৬
নভেম্বর ১৭	৫.৬৪	৭.০৩	৩.৫৬
ডিসেম্বর ১৭	৫.৭০	৭.১৭	৩.৫১
জানুয়ারি ১৮	৫.৭৭	৭.২৬	৩.৫২
ফেব্রুয়ারি ১৮	৫.৭৯	৭.৩০	৩.৫৪
মার্চ ১৮	৫.৮২	৭.৩১	৩.৫৬
এপ্রিল ১৮	৫.৮৩	৭.৩২	৩.৫৮
মে ১৮	৫.৮১	৭.২৫	৩.৬৪
জুন ১৮	৫.৭৮	৭.১৩	৩.৭৪

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ৩.১ অর্থবছর ১৮-এর মাসিক মূল্যস্ফীতি

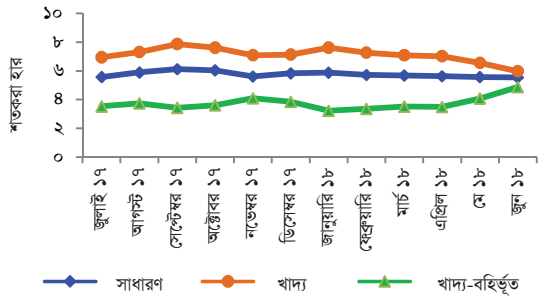
(১২-মাস গড় ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)



উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ৩.২ অর্থবছর ১৮-এর মাসিক মূল্যস্ফীতি

(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)



উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৩.৩ বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০১৭ (৬.২৩ শতাংশ) থেকে এপ্রিল ২০১৮ (৭.৩২ শতাংশ) পর্যন্ত ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০১৮-এর শেষ দুই মাসে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পায়। বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি মে ২০১৮ ও জুন ২০১৮ এ যথাক্রমে শতকরা ৭.২৫ ভাগ ও শতকরা ৭.১৩ ভাগে দাঁড়ায়। বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৭ এ শতকরা ৬.০২ ভাগ ছিল। অন্যদিকে, বার্ষিক পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০১৭ (শতকরা ৬.৯৫ ভাগ) থেকে জানুয়ারি ২০১৮ (শতকরা ৭.৬২ ভাগ) পর্যন্ত মিশ্রধারা বজায় রাখে, যা আলোচ্য অর্থবছরের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ (শতকরা ৭.২৭ ভাগ) থেকে জুন ২০১৮ (শতকরা ৫.৯৮ ভাগ) পর্যন্ত নিম্নমুখী ধারা প্রদর্শন করে। জুন ২০১৭ এর পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি শতকরা ৭.৫১ ভাগ ছিল (পরিশিষ্ট-৩ সারণী ৭)।

৩.৪ অর্থবছর ১৮-এর প্রথমার্ধে বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী ধারা নির্দেশ করে, যা অর্থবছরের বাকি সময়ে বিপরীতমুখী ধারা বজায় রাখে। বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০১৭-এ শতকরা ৪.৩০ ভাগ ছিল, যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর ২০১৭-এ শতকরা ৩.৫১ ভাগে দাঁড়ায়। জানুয়ারি ২০১৮ থেকে বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছরের শেষ নাগাদ শতকরা ৩.৭৪ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২০১৭-এ বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি শতকরা ৪.৫৭ ভাগ ছিল। অন্যদিকে, বার্ষিক পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১৮ জুড়ে মিশ্রধারা প্রদর্শন করে। অর্থবছর ১৮-এর শুরুতে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার শতকরা ৩.৫৩ ভাগে দাঁড়ায় এবং মধ্যবর্তী মাসগুলো বৃদ্ধি ও হ্রাস, উভয়দিকে মূল্যস্ফীতি উঠানামা করে অবশেষে জুন ২০১৮-এ শতকরা ৪.৮৭ ভাগে দাঁড়ায়। জুন ২০১৮-এ বার্ষিক পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার জুন ২০১৭ এর শতকরা ৩.৬৭ ভাগের তুলনায় ১.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম ছিল (পরিশিষ্ট-৩ সারণী ৭)।

সারণী ৩.২ বার্ষিক গড়ভিত্তিক ভোক্তা মূল্যসূচকে নির্ণীত মূল্যস্ফীতি

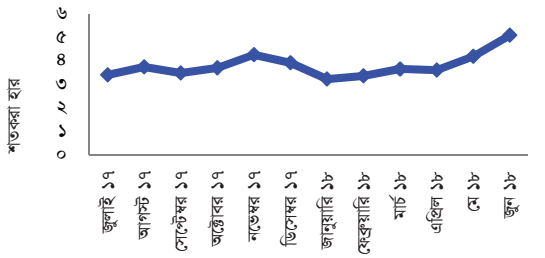
(অর্থবছর ০৬ = ১০০)

বিভাগ	ভার	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
ক) জাতীয় পর্যায়					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২০৭.৫৮	২১৯.৮৬	২৩১.৮২	২৪৫.২২
		(৬.৪০)	(৫.৯২)	(৫.৪৪)	(৫.৭৮)
খাদ্য	৫৬.১৮	২২৩.৮০	২৩৪.৭৭	২৪৮.৯০	২৬৬.৬৪
		(৬.৬৮)	(৪.৯০)	(৬.০২)	(৭.১৩)
খাদ্য-বহির্ভূত	৪৩.৮২	১৮৬.৭৯	২০০.৭৪	২০৯.৯২	২১৭.৭৭
		(৫.৯৯)	(৭.৪৭)	(৪.৫৭)	(৩.৭৪)
খ) গ্রামীণ					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২০৯.১০	২২০.১২	২৩১.০২	২৪৪.১৭
		(৬.২০)	(৫.২৭)	(৪.৯৫)	(৫.৬৯)
খাদ্য	৬১.৪১	২২১.০২	২৩০.৩১	২৪৩.০৮	২৫৯.৮৬
		(৬.৪০)	(৪.২০)	(৫.৫৫)	(৬.৯০)
খাদ্য-বহির্ভূত	৩৮.৫৯	১৯০.১৩	২০৩.৯২	২১১.৮৩	২১৯.২১
		(৫.৮১)	(৭.২৫)	(৩.৮৮)	(৩.৪৮)
গ) শহর					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২০৪.৭৬	২১৯.৩৭	২৩৩.২৯	২৪৭.১৭
		(৬.৮০)	(৭.১৩)	(৬.৩৫)	(৫.৯৫)
খাদ্য	৪৬.৫২	২৩০.৫৬	২৪৫.৬৬	২৬৩.০৯	২৮৩.১৯
		(৭.৩২)	(৬.৫৫)	(৭.১০)	(৭.৬৪)
খাদ্য-বহির্ভূত	৫৩.৪৮	১৮২.৩২	১৯৬.৫০	২০৭.৩৮	২১৫.৮৩
		(৬.২৪)	(৭.৭৭)	(৫.৫৪)	(৪.০৭)

নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার নির্দেশক।
উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ৩.৩ মুখ্য (Core) মূল্যস্ফীতি

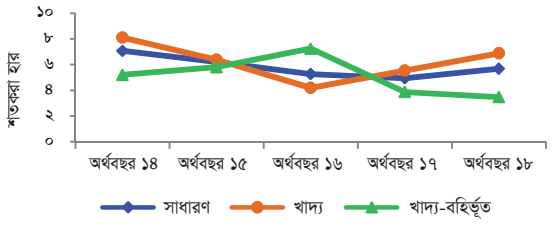
(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক)



উৎসঃ গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৩.৪ গ্রামীণ ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতি

(১২-মাস গড় ভিত্তিক:অর্থবছর ০৬=১০০)



উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৩.৩ জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তা ঝুড়ির উপখাতভিত্তিক বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্যসূচক

(ভিত্তি: অর্থবছর ০৬=১০০)

খাত/ উপ-খাত	ভার	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	% পরিবর্তন অর্থবছর ১৭	% পরিবর্তন অর্থবছর ১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সাধারণ সূচক	১০০	২১৯.৮৬	২৩১.৮২	২৪৫.২২	৫.৪৪	৫.৭৮
১। খাদ্য, পানীয় ও তামাক	৫৬.১৮	২৩৪.৭৭	২৪৮.৯০	২৬৬.৬৪	৬.০২	৭.১৩
২। খাদ্য-বহির্ভূত	৪৩.৮২	২০০.৭৪	২০৯.৯২	২১৭.৭৭	৪.৫৭	৩.৭৪
ক) বস্ত্র ও পাদুকা	৬.৮৪	২৩৩.৫২	২৪৩.৫৬	২৫৫.২৪	৪.৩০	৪.৮০
খ) ভাড়া, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	১৪.৮৮	১৮২.৭৫	১৯৪.০১	২০০.২৫	৬.১৬	৩.২২
গ) আসবাবপত্রাদি, গৃহায়ন সামগ্রী ও পরিচালনা	৪.৭৩	২২৭.৫৩	২৩৫.৮৫	২৪৯.৬৮	৩.৬৬	৫.৮৬
ঘ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যগত ব্যয়	৩.৪৭	২০০.০৩	২০৬.৭০	২০৯.২৮	৩.৩৩	১.২৫
ঙ) পরিবহন ও যোগাযোগ	৫.৮	২০১.৬০	২১০.৭৮	২১৮.৮০	৪.৫৫	৩.৮০
চ) চিত্ত বিনোদন, আপ্যায়ন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেবা	৪.২৮	১৭১.০১	১৭৭.৫৬	১৮৩.৬৫	৩.৮৩	৩.৪৩
ছ) বিবিধ দ্রব্য ও সেবা	৩.৮২	২১১.৬১	২১৭.৫১	২২৩.৮১	২.৭৯	২.৯০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

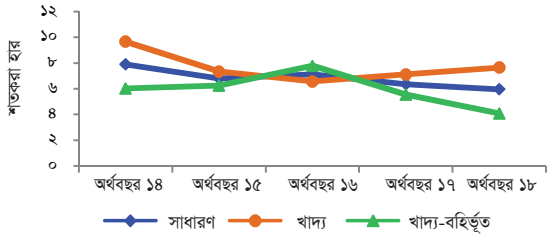
৩.৫ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মুখ্য মূল্যস্ফীতি (খাদ্য ও জ্বালানি-বহির্ভূত) জুলাই ২০১৭-এর শতকরা ৩.৫৫ ভাগের তুলনায় ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৮-এ শতকরা ৫.১১ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ৩.৩)।

৩.৬ অর্থবছর ১৮-এ শহর এলাকার তুলনায় গ্রামীণ এলাকায় মূল্যস্ফীতি ০.২৬ শতাংশ কম ছিল। জুন ২০১৮-এ গ্রামীণ এলাকার বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ছিল শতকরা ৫.৬৯ ভাগ, যা শহর এলাকায় ছিল শতকরা ৫.৯৫ ভাগ। গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৭-এ শতকরা ৪.৯৫ ভাগ ছিল। গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৭-এর শতকরা ৫.৫৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৮-এ শতকরা ৬.৯০ ভাগে দাঁড়ায়। অপরদিকে, একই সময়ে গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৭-এর শতকরা ৩.৮৮ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৮-এ শতকরা ৩.৪৮ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ৩.২, চার্ট ৩.৪, পরিশিষ্ট-৩ সারণী ৭)।

৩.৭ শহর এলাকায় বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৭-এর শতকরা ৬.৩৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৮-এ শতকরা ৫.৯৫ ভাগে দাঁড়ায়। একই এলাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৭-এর শতকরা ৭.১০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৮-এ শতকরা ৭.৬৪ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৭-এর শতকরা ৫.৫৪ ভাগ থেকে

চার্ট ৩.৫ শহর এলাকায় ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতি

(১২-মাস গড়ভিত্তিক:অর্থবছর ০৬=১০০)



উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৩.৪ সার্কভুক্ত এবং অন্য এশীয় দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি

দেশের নাম	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
১। বাংলাদেশ®	৭.৪	৬.৪	৫.৯	৫.৪	৫.৫ (জুলাই)
২। ভারত	৬.৬	৪.৯	৪.৯	৩.৩	৪.৩ (মার্চ)
৩। পাকিস্তান	৭.২	২.৫	৩.৮	৪.১	৫.৮ (জুলাই)
৪। নেপাল	৮.৪	৭.৯	৮.৮	৩.২	৬.০ (মার্চ)
৫। ভুটান	৮.২	৪.৫	৪.৪	৩.৯	-
৬। শ্রীলংকা	২.৮	২.২	৪.০	৭.৭	২.৫ (জুন)
৭। মালদ্বীপ	২.১	১.০	০.৫	২.৭	-১.২ (মার্চ)
এশিয়ার অন্য দেশসমূহ					
৮। থাইল্যান্ড	১.৯	-০.৯	০.২	০.৭	১.৫ (জুলাই)
৯। সিঙ্গাপুর	১.০	-০.৫	-০.৫	০.৬	০.৬ (জুন)
১০। মালয়েশিয়া	৩.২	২.১	২.১	৩.৯	০.৬ (জুন)
১১। ইন্দোনেশিয়া	৬.৪	৬.৪	৩.৫	৩.৮	৩.২ (আগস্ট)
১২। কোরিয়া	১.৩	০.৭	১.০	১.৯	১.৪ (আগস্ট)
১৩। মিয়ানমার	৫.৫	৯.৫	৭.০	৪.৬	৫.৪ (মার্চ)

উৎস ঃ ® = বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ভোক্তা মূল্যসূচক (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০৬=১০০) এবং উপাত্তসমূহ অর্থবছর (জুলাই-জুন) অনুযায়ী নির্ণীত।
ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিকস, অক্টোবর ২০১৮।

হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৮-এ শতকরা ৪.০৭ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ৩.২, চার্ট ৩.৫, পরিশিষ্ট-৩ সারণী ৭)।

৩.৮ দেশীয় মোট খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) উৎপাদন অর্থবছর ১৭-এর ৩৫.১ মিলিয়ন মেট্রিক টনের বিপরীতে শতকরা ৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৩৭.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন হিসাব করা হয়। অর্থবছর ১৮-এ সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা অর্থবছর ১৭-এর উৎপাদনের তুলনায় ০.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন কম। অর্থবছর ১৮-এ সরকারি ও বেসরকারি খাদ্যশস্য আমদানির মোট পরিমাণ ছিল ৯.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল ৪.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। সরকার সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থবছর ১৮-এ ২.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করে, যা গত অর্থবছরের বিতরণের তুলনায় কিছুটা কম।

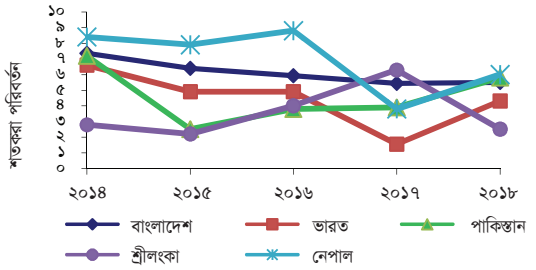
সার্ক এবং অন্যান্য এশীয় দেশে মূল্যস্ফীতি

৩.৯ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে নেপালে মার্চ ২০১৮-এ সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি শতকরা ৬.০ ভাগ ছিল, যেখানে পাকিস্তান (জুলাই ২০১৮-এ শতকরা ৫.৮ ভাগ), বাংলাদেশ (জুলাই ২০১৮-এ শতকরা ৫.৫ ভাগ), এবং ভারত (মার্চ ২০১৮-এ শতকরা ৪.৩ ভাগ) মূল্যস্ফীতি নিয়ে পর্যায়ক্রমে ছিল। ইন্দোনেশিয়া (আগস্ট ২০১৮-এ শতকরা ৩.২ ভাগ) এবং শ্রীলংকায় (জুন ২০১৮-এ শতকরা ২.৫ ভাগ) পরিমিত মাত্রায় মূল্যস্ফীতির চাপ ছিল। অন্যান্য দেশের তুলনায় মালদ্বীপে (মার্চ ২০১৮-এ শতকরা ২.৫ ভাগ) ঋণাত্মক মূল্যস্ফীতি বিরাজ করেছিল (সারণী ৩.৪ এবং চার্ট ৩.৬)।

মজুরি হারের গতিধারা

৩.১০ সাধারণ মজুরির হারের সূচক অর্থবছর ১৮-এর শতকরা ০.০৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে শতকরা ৬.৪৬ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৮-এ কৃষি ও শিল্প খাতের মজুরিসূচক প্রবৃদ্ধি ছিল বেশি, কিন্তু সেবা খাতের মজুরিসূচক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায়। অর্থবছর ১৮-এ উৎপাদন

চার্ট ৩.৬ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি



উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) উপাত্তসমূহ অর্থবছর (জুলাই-জুন) অনুযায়ী নির্ণীত এবং আইএফএস, অক্টোবর, ২০১৮।

সারণী ৩.৫ খাতভিত্তিক মজুরি হার সূচকের গতিধারা

(ভিত্তি ঃ অর্থবছর ১১=১০০)

	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
সাধারণ	১২৪.৬৯	১৩২.৮১	১৪১.৪৬	১৫০.৩৯
	(৪.৯৪)	(৬.৫২)	(৬.৫০)	(৬.৪৬)
কৃষি	১২৪.৫১	১৩২.৪৮	১৪১.২২	১৫০.২৭
	(৫.১২)	(৬.৪১)	(৬.৫৯)	(৬.৪১)
কৃষি	১২৪.৪৬	১৩২.৪৪	১৪১.১৯	১৫০.২৩
	(৫.১২)	(৬.৪২)	(৬.৬০)	(৬.৪০)
মৎস্য	১২৬.৮৫	১৩৪.৫৯	১৪৩.১৯	১৫২.৬৩
	(৫.০০)	(৬.১২)	(৬.৩৭)	(৬.৬১)
শিল্প	১২৪.৩৮	১৩২.০২	১৪০.২৭	১৪৯.৪৫
	(৪.৪৭)	(৬.১৬)	(৬.২৪)	(৬.৫৫)
নির্মাণ	১২৪.৮৪	১২৯.৯৭	১৩৭.৪৩	১৪৫.৩২
	(৪.০৯)	(৪.১৮)	(৫.৩৭)	(৫.৭৫)
উৎপাদন	১২৭.২৮	১৩৬.১৮	১৪৬.০১	১৫৭.৮১
	(৪.৪৪)	(৭.৭০)	(৭.২২)	(৮.০৮)
সেবা	১২৬.১৫	১৩৬.০৩	১৪৫.০১	১৫৪.৪৪
	(৪.৯৮)	(৭.৮৬)	(৬.৬০)	(৬.৫১)

নোট ঃ বন্ধনীস্থিত সংখ্যাগুলো শতকরা হার নির্দেশক।
উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

উপখাতের মজুরিসূচক প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ শতকরা ৮.০৮ ভাগ ছিল এবং নির্মাণ উপখাতের মজুরিসূচক প্রবৃদ্ধি ছিল সর্বনিম্ন শতকরা ৫.৭৫ ভাগ (সারণী ৩.৫ এবং চার্ট ৩.৭)।

স্বল্পমেয়াদি মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস

৩.১১ দ্রব্যমূল্যের সাম্প্রতিক বৃদ্ধির কারণে উন্নত ও উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতি সব শ্রেণির দেশগুলোয় সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোয় মূল্যস্ফীতি ২০১৭-এর শতকরা ১.৭ ভাগ থেকে ২০১৮-এ শতকরা ২.০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ভেনিজুয়েলা

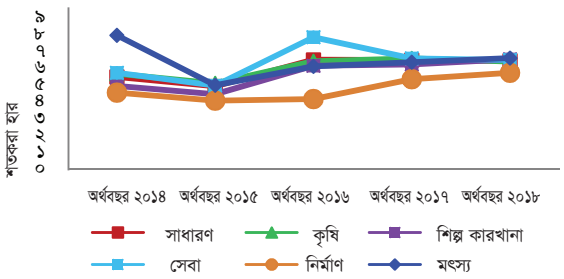
ব্যতীত উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোয় মূল্যস্ফীতি ২০১৭-এর শতকরা ৪.৩ ভাগ থেকে এ বছরে শতকরা ৫.০ ভাগে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণী ৩.৬)। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোয় মুখ্য মূল্যস্ফীতি প্রক্ষেপণের সীমা অতিক্রম করে যাবে, যা দেশগুলোর অর্থনীতির আবর্তনজনিত অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তনশীলতা দেখাবে। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির মুখ্য মূল্যস্ফীতির হার, উন্নত দেশের অর্থনীতির মুখ্য মূল্যস্ফীতির হার থেকে বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহৎ পরিসরে এই বিস্তৃতি অর্থনীতির আবর্তনশীল অবস্থা, মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা প্রক্ষেপণ, ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রাকে নির্দেশ করে।

৩.১২ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর ষান্মাসিক প্রকাশনা ফুড আউটলুক জুলাই ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, সম্প্রতি বিকাশমান বাণিজ্য মতভেদ সত্ত্বেও বেশিরভাগ পণ্যের সরবরাহ সন্তোষজনক থাকায় কৃষিবাজার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল। এ প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, খাদ্য আমদানির ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে একইসাথে বিরূপ আবহাওয়া ও অভাবনীয় বহিঃঅভিঘাতের দরুন খাদ্যপণ্যের বাজার অস্থিতিশীল থাকবে। বৈশ্বিক চালের উৎপাদন শতকরা ১.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-এ ৫১১.৪ মিলিয়ন টনে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বৈশ্বিক গমের উৎপাদন ২০১৮-এ ৭৩৬.১ মিলিয়ন টন প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা ২০১৭-এর মোট উৎপাদনের তুলনায় ২.৭ শতাংশ কম। জুন ২০১৮-এ এফ,এ,ও খাদ্যসূচক ছিল ১৭৩.৭, যা জুন ২০১৭-এ ছিল ১৭৫.৩।

৩.১৩ অর্থবছর ১৯-এর জাতীয় বাজেটে গড় মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.৬০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়। অর্থবছর ১৯-এর প্রথম পাঁচ মাস (নভেম্বর ২০১৮) শেষে গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল শতকরা ৫.৫৮ ভাগ, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সামান্য বেশি। একই মাসে গড় খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬.৩৭ এবং ৪.৩৮ ভাগ। বিশ্ববাজারে পণ্যের উচ্চমূল্য

চার্ট ৩.৭ খাতভিত্তিক মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধি

(ভিত্তি ঃ অর্থবছর ১১=১০০)



উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৩.৬ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

(শতকরা পরিবর্তন)

	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯[প]
উন্নত অর্থনীতি	০.৮	১.৭	২.০	১.৯
যুক্তরাষ্ট্র	১.৩	২.১	২.৪	২.১
ইউরো অঞ্চল	০.২	১.৫	১.৭	১.৭
উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৩	৪.২	৫.০	৫.২
উন্নয়নশীল এশিয়া	২.৮	২.৬	৩.০	৩.২
বাংলাদেশ	৫.৭	৫.৭	৬.০	৬.১
ভারত	৪.৫	৩.৮	৪.৭	৪.৯
শ্রীলংকা	৪.০	৬.০	৪.৮	৪.৮
পাকিস্তান	২.৯	৪.১	৩.৯	৭.৫

[প]= প্রক্ষেপণ

উৎসঃ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০১৮।

এবং মুদ্রা বিনিময় হারের পরিবর্তন একত্রে অর্থবছর ১৯-এর মূল্যস্ফীতির জন্য ঝুঁকি তৈরি করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশা জরিপ (জুলাই ২০১৮) ঊর্ধ্বমুখী ঝুঁকির ইঙ্গিত দিয়েছে। প্রায় ৭০ ভাগ উত্তরদাতা একবছর অগ্রবর্তী গড় মূল্যস্ফীতি শতকরা ৬ ভাগের উপর অবস্থান করবে বলে মতামত দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী কোনো ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃঅভিঘাত না ঘটলে ডিসেম্বর ১৮-এ গড় মূল্যস্ফীতির পরিসীমা হবে শতকরা ৫.৪-৫.৮ ভাগ। নির্বাচনঘটিত রাজনৈতিক অস্থিরতার বিস্তার না ঘটলে অর্থবছর ১৯-এ মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি সহনীয় থাকবে আশা করা যায়। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল ও পণ্যমূল্যের প্রভাবের বিপরীতে সন্তোষজনক খাদ্যশস্যের উৎপাদন মূল্যস্ফীতি ঝুঁকি প্রশমন করবে। তবে, ঊর্ধ্বমুখী খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশা সার্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি উন্নয়নে বাধা হতে পারে।

মুদ্রা ও ঋণ

মুদ্রা ও ঋণ নীতির অবস্থান

৪.১ অর্থবছর ১৮-এর মুদ্রানীতি ভঙ্গির উদ্দেশ্য হলো মূল্যস্তর এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। সরকারের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিগত বছরগুলোর মতো এ বছরও বাংলাদেশ ব্যাংক অন্তর্ভুক্তিমূলক, কর্মসংস্থান সহায়ক এবং পরিবেশ-বান্ধব সবুজ পদক্ষেপসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক এসব অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান সহায়ক এবং পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রকল্পসমূহে সামাজিকভাবে দায়বোধপ্রণীত অর্থায়ন ত্বরান্বিতকরণে আর্থিক খাতসমূহকে নিবিড়ভাবে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে মুদ্রা ও ঋণনীতিসমূহ অনুসরণ করে আসছে। ২০১৮ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রা নীতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কতিপয় প্রয়োজনীয় ম্যাক্রো-প্রুডেন্সিয়াল পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে উৎপাদনমুখী উদ্যোগসমূহে ঋণপ্রবাহ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ঋণের খাতভিত্তিক এবং গুণগতমান নিশ্চিতকরণে জোর দেয়া হয়। অবিবেচনাপ্রসূত অনুৎপাদনশীল ঋণ প্রদানকে হ্রাস করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল নিয়ামাচার, শৃঙ্খলা পরিপালনে গুরুত্ব প্রদান করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্যাংকগুলোর সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিবিড় নজরদারি আরোপ, ব্যাংকগুলোর আগাম ও আমানতের অনুপাতের নির্দেশিত মাত্রার যৌক্তিকীকরণ এবং আমদানি অর্থায়নসহ ব্যাংক ঋণের ব্যবহারে কঠোর নজরদারিত্ব প্রদান।

মুদ্রানীতির অর্জনসমূহ

৪.২ মূল্যস্ফীতি ৫.৫ শতাংশ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৪ শতাংশ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে অর্থবছর ১৮-এর জন্য মুদ্রানীতি ভঙ্গি প্রণীত হয়। বেসরকারি খাতে ঋণের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি একইসাথে আমদানি, রেমিট্যান্স এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা, বিনিয়োগ এবং ভোগজনিত কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৭.৪ শতাংশের বিপরীতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৮-এ জোরালোভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৮৬ শতাংশে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৭-এর ৭.২৮ শতাংশের তুলনায় বেশি ছিল। জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, শিল্প ও সেবা খাতের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি এবং কৃষিখাতের পরিমিত প্রবৃদ্ধি জিডিপিতে জোরালো প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করেছে।

সারণী ৪.১ মুদ্রা ও ঋণের প্রক্ষেপণ এবং ব্যাপক মুদ্রার উপাদান

(বিলিয়ন টাকা)

	জুন ২০১৭ শেষে	জুন ২০১৮ শেষে	
	প্রকৃত	প্রক্ষেপিত	প্রকৃত
১. নিট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৫০.২	২৬৫৩.৮	২৫৩৭.৬
	(+১১.৫)	(০.১)	(-৪.২)
২. নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৭৫০৪.০	৮৮৫০.৮	৮৫৫৪.৬
	(+১০.৭)	(+১৭.৯)	(+১৪.০)
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ (i+ii)	৮৮৪২.৪	১০২৩৬.২	১০১৩১.৫
	(+১১.২)	(+১৫.৮)	(+১৪.৬)
i) সরকারি খাতে ঋণ ১/	১০৮১.৮	১১৭১.৮	১০৫৫.৩
	(-১৩.০)	(+৮.৩)	(-২.৫)
ii) বেসরকারি খাতে ঋণ	৭৭৬০.৬	৯০৬৪.৩	৯০৭৬.২
	(+১৫.৭)	(+১৬.৮)	(১৭.০)
খ) অন্যান্য দায়/সম্পদ (নিট)	-১৩৩৮.৪	-১৩৮৫.৩	-১৫৭৬.৯
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা যোগান (i+ii)	২৩৯৪.২		২৫৪১.৩
	(+১৩.০)		(+৬.১)
i) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৩৭৫.৩		১৪০৯.২
	(+১২.৭)		(+২.৫)
ii) তলবি আমানত ২/	১০১৮.৯		১১৩২.২
	(+১৩.৫)		(+১১.১)
৪. মেয়াদি আমানত	৭৭৬০.০		৮৫৫০.৯
	(+১০.২)		(+১০.২)
৫. ব্যাপক মুদ্রা যোগান	১০১৫৪.১	১১৫০৪.৬	১১০৯২.২
(১+২) বা (৩+৪)	(+১০.৯)	(+১৩.৩)	(+৯.২)

বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বছর ভিত্তিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক
সা সাময়িক
১/ সরকারি খাত (নিট) হিসাবায়নে Govt. lending fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
২/ মনিটারি অথরিটির তলবি আমানত বাদ দেয়া হয়েছে ।

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বক্স ৪.১: বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক NEER এবং REER সূচক হিসাবায়ন

নামিক কার্যকরী মুদ্রার বিনিময় হার (NEER) সূচক হল মুদ্রাঝুঁড়িতে অবস্থিত বৈদেশিক মুদ্রাসমূহের বিপরীতে স্বদেশী মুদ্রার দ্বিপাক্ষিক বিনিময় হার সমূহের ভাড়ীত গড়। এটি ভিত্তি বছরের তুলনায় বাণিজ্যে অংশীদারি দেশসমূহের মুদ্রার বিপরীতে স্বদেশী মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের বিস্তৃতি নির্দেশ করে। কিন্তু, NEER সূচকের পরিবর্তন দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বদেশি মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বা স্বদেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার প্রকৃত পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় না। এই জন্যই, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিশ্বের অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রকৃত কার্যকরী মুদ্রা বিনিময় হার (REER) সূচক হিসাব করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, REER হলো এমন একটি সূচক যা স্বদেশি মূল্যস্তর এবং বাণিজ্যে অংশীদারি দেশসমূহের মূল্যস্তরের ভারীত গড়ের অনুপাত দিয়ে NEER সূচককে সমন্বয় করার মাধ্যমে পাওয়া যায়। স্বদেশের মোট বাণিজ্যে অংশীদারি দেশসমূহের অংশসমূহকে NEER ও REER সূচক হিসাবায়নে ভার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশি টাকার (BDT) অভ্যন্তরীণ মূল্যের স্থিতিশীলতা এবং প্রতিযোগিতামূলক বাহ্যিক মূল্য বজায় রাখার দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত। সে অনুসারে, মুদ্রানীতির লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের অসঙ্গত পরিবর্তন পরিহার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যে অংশীদারি প্রধান দেশসমূহের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশ টাকার বিনিময় হারের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ ব্যাংক ইউরোসহ বাণিজ্যে মুখ্য অংশীদারি ১৫টি দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার NEER ও REER সূচক (ভিত্তি বছরঃ অর্থবছর ১৬ = ১০০) হিসাব করে থাকে। NEER/REER সূচক-এর উচ্চতর মান বাণিজ্যে অংশীদারি দেশসমূহের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার নামিক/প্রকৃত বিনিময় হারের উপচিতি (appreciation) এবং এর নিম্নতর মান নামিক/প্রকৃত বিনিময় হারের অবচিতি (depreciation) নির্দেশ করে। সুতরাং, REER সূচক আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের প্রকৃত প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নির্দেশ করে, যদিও প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ক্ষেত্রে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক রয়েছে যেমন-শ্রমের উৎপাদনশীলতার পার্থক্য এবং চলতি হিসাবের অবস্থা।

বাস্তবে, NEER এবং REER সূচক হিসাবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নের সমীকরণসমূহ (১-৩) ব্যবহার করে থাকে। সমীকরণ (১)-এ ERI হল দ্বিপাক্ষিক নামিক বিনিময় হার সূচক যা সমীকরণ (২) দ্বারা সংজ্ঞায়িত। PC দ্বারা বাণিজ্যে অংশীদারি দেশসমূহের মুদ্রা এবং wi দ্বারা ঐ সকল দেশের বাণিজ্য ভার বুঝায়, যা বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যে (আমদানি + রপ্তানি) অংশীদারি দেশসমূহের অংশ নির্দেশ করে; এক্ষেত্রে

$$\sum_{i=1}^{15} w_i = 1.$$

$$NEER = \frac{ERI_{BDT}}{\prod_{i=1}^{15} (ERI_{PC})^{w_i}} \times 100 \ldots (1)$$

$$ERI = \frac{ER_c}{ER_b} \times 100 \ldots (2)$$

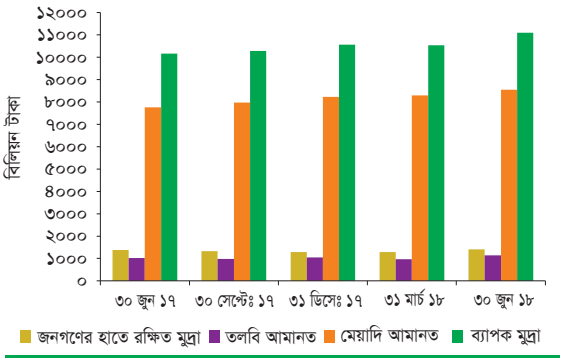
সমীকরণ (২)-এ ER হল দ্বিপাক্ষিক বিনিময় হার যা ইউএস ডলারের বিপরীতে দেশীয় মুদ্রার নামিক বিনিময় হার; যেখানে c ও b হল যথাক্রমে চলতি ও ভিত্তি বছর। সমীকরণ (৩)-এ CPI হল ভোক্তা মূল্য সূচক; যেখানে BD দ্বারা বাংলাদেশ বোঝানো হয়েছে ।

$$REER = NEER \times \frac{CPI_{BD}}{\prod_{i=1}^{15} (CPI_{PC})^{w_i}} \ldots (3)$$

অর্থবছর ১৮ এ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বেশ ভালোভাবে অর্জিত হলেও মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা থেকে কিছুটা বিচ্যুত ছিল। অর্থবছরের শুরুতে বন্যাজনিত কারণে শস্যাদির ব্যাপক ক্ষতি, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক চাহিদা থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ফলে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৭ শেষের ৫.৪৪ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৫.৫ শতাংশের চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৮ শেষে ৫.৭৮ শতাংশে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রান্তিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও তা উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় প্রায় ০.৪-০.৫ শতাংশ কম।

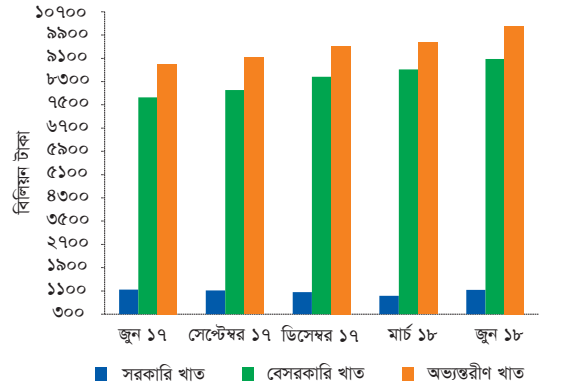
৪.৩ সামগ্রিকভাবে অর্থবছর ১৮-এ আর্থিক সূচকসমূহ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সমান বা নিচে থাকে, যা মুদ্রা ও ঋণনীতি কর্মসূচিসমূহের মূল উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন নির্দেশ করে। মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে আর্থিক প্রোগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ এ্যাংকর হিসেবে বিবেচিত রিজার্ভ মুদ্রা, ব্যাপক মুদ্রা (এম ২) ও অভ্যন্তরীণ ঋণ অর্থবছর ১৮ এ যথাক্রমে ৪.০, ৯.২ ও ১৪.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত প্রোগ্রাম সিলিং-এর নিচে রয়েছে। আমদানির উচ্চতর প্রবৃদ্ধির কারণে চলতি হিসাবে ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়; ফলশ্রুতিতে, নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (এনএফএ) এর ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি (-৪.২ শতাংশ) ঘটে এবং ব্যাপক মুদ্রা নির্ধারিত প্রোগ্রাম সিলিংয়ের নিচে থাকে। অভ্যন্তরীণ ঋণ ও সার্বিকভাবে প্রোগ্রাম পাথের কাছাকাছি থাকে, যা বেসরকারি খাতের ঋণের জোরালো প্রবৃদ্ধির কারণে শক্তিশালীভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে, উচ্চসুদ প্রদানকারী জাতীয় সঞ্চয়পত্র (এনএসসি) ইস্যুকরণের মাধ্যমে সরকারের ব্যাংক-বহির্ভূত অভ্যন্তরীণ ঋণ বেড়ে যাওয়ায় সরকারি খাতে ঋণের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি (-২.৫ শতাংশ) ঘটে। ১০.৩ শতাংশ আমানত প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেসরকারি খাতে ১৭.০ শতাংশ জোরালো প্রবৃদ্ধি একইসাথে এনএফএর এর ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ও উচ্চ ঝুঁকিবিহীন এনএসসি-এর সুদের হারের কারণে ব্যাংকগুলোর মধ্যে

চার্ট ৪.১ ব্যাপক মুদ্রা (এম২) এর উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি



উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৪.২ অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি



উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আমানত সংগ্রহের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় অর্থবছর ১৮-এর দ্বিতীয়ার্ধে তারল্য চাপ বৃদ্ধি পায়। তারল্য পরিস্থিতি সংকোচনের কারণেই মূলত রিজার্ভ মুদ্রা, ব্যাপক মুদ্রা (এম ২) এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার নিচে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক নগদ জমা সংরক্ষণ (সিআরআর) ১০০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাসকরণ ও রেপো রেট ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৬.৭৫ শতাংশ হতে ৬.০০ শতাংশে তা পুনঃনির্ধারণ করে এবং বিদ্যমান রেপোর মেয়াদ ৭, ১৪ ও ২৮ দিনে বৃদ্ধি করে, সেখানে রিভার্স রেপোর হার ৪.৭৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়। গৃহীত এসব পদক্ষেপ তারল্য পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

৪.৪ আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও চলতি হিসাবে ব্যাপক ঘাটতি থাকায় অর্থবছর ১৮ এ সামগ্রিক হিসাবে ঘাটতি দাঁড়ায় ৮৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি হিসাবে ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত ও রেমিট্যান্সের আন্তঃপ্রবাহ উলেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জুন ২০১৮ শেষে ৩২.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। নিট বৈদেশিক সম্পদের নিম্নমুখী ধারা এবং উচ্চতর আমদানি প্রবৃদ্ধির কারণে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ৩.৭০ শতাংশ অবচিতি ঘটে। এছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ২৩১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। ফলশ্রুতিতে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের এই পরিমাণ এবং বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে, যা বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে প্রত্যাশিত পর্যায়ে নিতে সহায়তা করবে ।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

৪.৫ প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি ভঙ্গি অনুসরণ করে অর্থবছর ১৮-এর জন্য ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধি (এম২) প্রক্ষেপিত হয়েছে ১৩.৩০ শতাংশে, সেখানে নিট বৈদেশিক সম্পদ (এনএফএ) ও নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের (এনডিএ) প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত হয়েছে যথাক্রমে ০.১ এবং ১৭.৯ শতাংশ। আমদানি প্রবৃদ্ধি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় নিট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধি জুন ২০১৮ শেষে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার নিচে ৯.২ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৮-এ নিট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পায় ৪.২ শতাংশ, যা ব্যাপক মুদ্রার একটি উপাদান এবং ব্যাপক মুদ্রাকে প্রভাবিত করে। অধিকন্তু, সরকারসহ সরকারি খাতে ঋণের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির কারণে এনডিএ, ব্যাপক মুদ্রার অন্য একটি উৎস, অর্থবছর ১৮-এ ১৪.০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা লক্ষ্যমাত্রা থেকে কম, যেখানে বেসরকারি খাতে ঋণের জোরালো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং জাতীয় সঞ্চয়পত্রের নিট

সারণী ৪.২ রিজার্ভ মুদ্রা ও উপাদানসমূহের প্রকৃত ও প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি

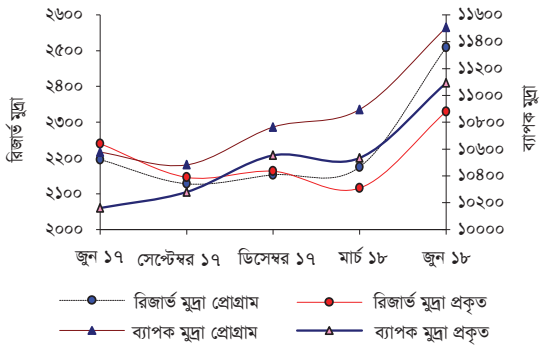
(বিলিয়ন টাকা)

	জুন ২০১৭ শেষে	জুন ২০১৮ শেষে	
	প্রকৃত স্থিতি	প্রক্ষেপণ	প্রকৃত স্থিতি
১। নিট বৈদেশিক সম্পদ [১/@]	২৪৩০.৪	-	২৪৩০.৪
নিট বৈদেশিক সম্পদ [২/@]	২৪১৩.৬	২৪৪৫.৩	২৩২১.২
২। নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ [১/]	-১৯০.৪	-	-১০০.৫
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ [২/]	-১৭৩.৬	৬৩.৫	৮.৬
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৬৮.৭ (-২৭.১)	১৮৮.৭ (+১১.৯)	২৩৬.৯ (৪০.৪)
i) সরকারি খাতে ঋণ [৩/]	১২৫.৭ (-৩৩.০)	১৩৫.৭ (+৮.০)	১৮১.৫ (৪৪.৪)
ii) তফসিলি ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ [৪/]	৪৩.০ (-১.৭)	৫৩.০ (+২৩.৩)	৫৫.৪ (২৮.৮)
খ)অন্যান্য সম্পদ (নিট)	-৩৪২.৪	-১২৫.৩	-২২৮.৩
৩। রিজার্ভ মুদ্রা (ক+খ) বা (১+২)	২২৪০.০ (+১৬.৩)	২৫০৮.৮ (+১২.০)	২৩২৯.৮ (+৪.০)
ক) ইস্যুকৃত মুদ্রা	১৫১২.৭ (+১৪.৩)	১৭৪৪.১ (+১৫.৩)	১৫৪৯.৪ (+২.৪)
খ) বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকসমূহের জমা [৫/@]	৭২৭.৩ (+২০.৬)	৭৬৪.৬ (+৫.১)	৭৮০.৪ (+৭.৩)
৪। মুদ্রাগুণক (এম২/রিজার্ভ মুদ্রা)	৪.৫৩	৪.৫৯	৪.৭৬

নোট: বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বছর ভিত্তিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।
[@] বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং স্থিতি এবং অফশোর ব্যাংক হিসাব ব্যতীত।
[১/] মাস শেষের বিনিময় হার ব্যবহার করে আর্থিক জরিপ উপাত্ত হতে হিসাবায়িত।
[২/] স্থির বিনিময় হারের (জুন ২০১৭ শেষে) ভিত্তিতে হিসাবায়িত।
[৩/] সরকারি খাত (নিট) হিসাবায়নে Govt. Lending Fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
[৪/] তফসিলি ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত কেবলমাত্র "ঋণ ও আগাম" বিবেচিত হয়েছে।
[৫/] বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং স্থিতি এবং নন - ব্যাংক ডিপোজিট ব্যতীত।

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৪.৩ অর্থবছর ১৮-এ এম২ ও আরএম এর প্রক্ষেপিত এবং প্রকৃত পরিস্থিতি



উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিক্রি হতে সরকারের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। সরকারি খাতে ঋণের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বেসরকারি খাতে ঋণের জোরালো প্রবৃদ্ধির কারণে এনডিএর প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৮-এ ১৪.০ শতাংশে দাঁড়ায়, যেখানে বিগত অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.৭ শতাংশ। ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ শক্তিশালীভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থবছর ১৮-এ নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (এনডিএ) ও অভ্যন্তরীণ ঋণ উভয়ই জোরালোভাবে বৃদ্ধি পায়। ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণের নিম্নমুখী ধারা বেসরকারি খাতে ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ফলে দেশীয় অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদার তেজিভাব থাকায় বেসরকারি খাতে জোরালো প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ১৬.৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে জোরালোভাবে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৮ শেষে ১৭.০ শতাংশে দাঁড়ায়। যাহোক, অভ্যন্তরীণ ঋণ মূলত বেসরকারি খাতে ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত উচ্চ ঋণ গ্রহণ হতে অনুসৃত এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনেও যথেষ্ট সহায়ক ছিল। সামগ্রিকভাবে, অর্থবছর ১৮-এ নিট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি এবং সরকারি খাতে ঋণ ব্যাপক মুদ্রাকে পরিমিত রাখতে সহায়তা করেছে এবং মূল্যস্ফীতির চাপকে সহনীয় রাখতে সহায়তা করেছে। মুদ্রা পরিস্থিতি এর প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অবস্থা এবং ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের উন্নয়ন যথাক্রমে সারণী ৪.১ এবং চার্ট ৪.১-এ দেখানো হলো। এছাড়া, অভ্যন্তরীণ ঋণ ও এর উপাদানসমূহের গতিধারা চার্ট ৪.২ এ দেখানো হলো।

রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি

৪.৬ সার্বিক মুদ্রা প্রক্ষেপণের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে তারল্য সমন্বয়ে রিজার্ভ মুদ্রাকে (আরএম) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রায়োগিক লক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করে। আর এম

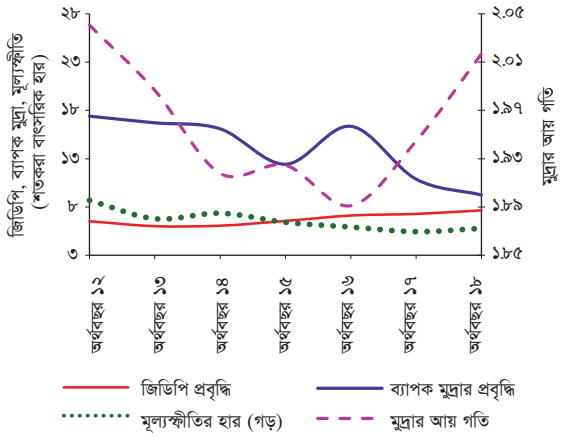
সারণী ৪.৩ জিডিপি, ব্যাপক মুদ্রা (এম২) ও মুদ্রার আয় গতি-প্রকৃতি

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন	ব্যাপক মুদ্রা (এম২) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি
অর্থবছর ১১	৯১৫৮.২৯	৪৪০৫.২০	২.০৮ (-৫.৪৫)
অর্থবছর ১২	১০৫৫২.০৪	৫১৭১.১০	২.০৪ (-১.৯২)
অর্থবছর ১৩	১১৯৮৯.২৩	৬০৩৫.০৬	১.৯৯ (-২.৪৫)
অর্থবছর ১৪	১৩৪৩৬.৭৪	৭০০৬.২৪	১.৯২ (-৩.৫২)
অর্থবছর ১৫	১৫১৫৮.০২	৭৮৭৬.১৪	১.৯২ (০.০০)
অর্থবছর ১৬	১৭৩২৮.৬৪	৯১৬৩.৭৮	১.৮৯ (-১.৫৬)
অর্থবছর ১৭	১৯৭৫৮.১৫	১০১৬০.৭৬	১.৯৪ (২.৬৫)
অর্থবছর ১৮	২২৫০৪.৭৯	১১০৯৯.৮১	২.০৩ (৪.৬৪)

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৪.৪ জিডিপি প্রবৃদ্ধি, এম২ প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয়গতির গতি প্রকৃতি



উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

এর মাত্রাকে প্রভাবিত করার কাজে সরকারের ট্রেজারি বিল, বন্ডের নিলাম ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল এর সাপ্তাহিক নিলাম ব্যবহৃত হয়।

৪.৭ প্রক্ষেপিত ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থবছর ১৮-এর জন্য আরএম-এর প্রবৃদ্ধি

প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ১২.০ শতাংশ, সেখানে এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.০ শতাংশ। অর্থবছর ১৮-এ নিট বৈদেশিক সম্পদের (এনএফএ) পরিমাণ হ্রাস পাওয়া এবং নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের (এনডিএ) ধীরগতি রিজার্ভ মুদ্রাকে প্রক্ষেপণের তুলনায় মন্থর রেখেছে। অর্থবছর ১৮-এ এনএফএ হ্রাস পায় ৯২.৪ বিলিয়ন টাকা; সেখানে প্রক্ষেপণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩১.৭ বিলিয়ন টাকা। রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানির অভূতপূর্ণ বৃদ্ধির ফলে এনএফএ অধিকহারে হ্রাস পায় যা রিজার্ভ মুদ্রাকে প্রোগ্রাম পাথের নিচে রাখতে সহায়তা করেছে। ৬৩.৫ বিলিয়ন টাকা প্রক্ষেপণের বিপরীতে জুন ২০১৮ শেষে নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (এনডিএ) ধীরগতিতে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮.৬ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের ঊর্ধ্বমুখী ধারা বজায় থাকা সত্ত্বেও, বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ হতে উদ্ভূত শ্রেণিবিভক্ত করা হয়নি এমন দায় বৃদ্ধি পাওয়ায় নিট আভ্যন্তরীণ সম্পদ (এনডিএ) অর্থবছর ১৮ এ প্রোগ্রামের তুলনায় অনেক কম থাকে। অর্থবছর ২০১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ঋণ এর লক্ষ্যমাত্রা ২০.০০ বিলিয়ন টাকা বা ১১.৯ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে এর উপাদানসমূহের সমন্বয়ে ৬৮.২ বিলিয়ন টাকা বা ৪০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ৫৩.০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণের পরিমাণ ২.৪ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৮ শেষে দাঁড়ায় ৫৫.৪ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ঋণের ব্যাপক বৃদ্ধি সত্ত্বেও অন্যান্য দায়ের (নিট) পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হ্রাস পাওয়ায় প্রকৃত এনডিএ প্রোগ্রামের তুলনায় কম ছিল। অন্যান্য দায়ের (নিট) পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হ্রাস পাওয়া এবং একই সাথে এনএফএর হ্রাস আরএমকে প্রক্ষেপণের তুলনায় মন্থর রেখেছে। অর্থবছর ১৮-এ রিজার্ভ মুদ্রার প্রকৃত এবং প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি সারণী ৪.২ এ দেখানো হলো। ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রোগ্রাম ও প্রকৃত গতিধারা চার্ট-৪.৩-এ দেখানো হলো।

সারণী ৪.৪ ব্যাংক ঋণ ঃ ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি- অর্থবছর ১৮

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	আগামসমূহ	বিলসমূহ	মোট
৩০ জুন ১৭	৭৪৩৩.৯৫ (৯৬.২৫)	২৮৯.৪৫ (৩.৭৫)	৭৭২৩.৪০
৩০ সেপ্টেম্বর ১৭	৭৬২৪.৪৫ (৯৬.৩২)	২৯১.০০ (৩.৬৮)	৭৯১৫.৪৫
৩১ ডিসেম্বর ১৭	৮০৫৯.৩২ (৯৬.২০)	৩১৮.২০ (৩.৮০)	৮৩৭৭.৫২
৩১ মার্চ ১৮	৮৩৪৩.৩৪ (৯৬.৬৪)	২৯০.২২ (৩.৩৬)	৮৬৩৩.৫৬
৩০ জুন ১৮	৮৭১২.৯৪ (৯৬.৮৬)	২৮১.৯৯ (৩.১৪)	৮৯৯৪.৯৩

বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো মোট ব্যাংক ঋণের স্থিতির শতকরা অংশ নির্দেশক।
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৪.৫ ব্যাংক আমানত* ঃ ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি- অর্থবছর ১৮

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	তলবি আমানত	মেয়াদি আমানত	সরকারি আমানত	মোট আমানত
৩০ জুন ১৭	১০১৮.৮৫	৭৭৫৯.৯৮	৬৪৬.৫১	৯৪২৫.৩৪
৩০ সেপ্টে ১৭	৯৭৮.১৩	৭৯৭৩.৭৭	৬৩৫.৪৪	৯৫৮৭.৩৪
৩১ ডিসে ১৭	১০৩৯.৭০	৮২২২.০৯	৬৫৯.৬৭	৯৯২১.৪৬
৩১ মার্চ ১৮	৯৬৪.৩৯	৮২৮৮.৪১	৭১০.১০	৯৯৬২.৯০
৩০ জুন ১৮	১১৩২.১৭	৮৫৫০.৮৭	৭৫৭.৯০	১০৪৪০.৯৫

*আন্তঃব্যাংক ও রেস্ট্রিকটেড আমানত বাদে।
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪.৮ মুদ্রা গুণক (এম ২/আর এম) অর্থবছর ১৭-এর ৪.৫৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ দাঁড়ায় ৪.৭৬। মুদ্রাগুণকের উপাদান বিভাজনে বলা যায় রিজার্ভ-আমানত অনুপাত অর্থবছর ১৭-এর ০.০৯৮ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ দাঁড়ায় ০.০৯৫ এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাতও অর্থবছর ১৭-এর ০.১৫৭ হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ দাঁড়ায় ০.১৪৬। জনগণের হাতে থাকা নগদ অর্থ এবং ব্যাংক রিজার্ভের তুলনায় ব্যাংক আমানত বৃদ্ধির ফলে রিজার্ভ আমানত ও মুদ্রা আমানত উভয়েই হ্রাস পাওয়ায় মুদ্রাগুণক বৃদ্ধি পায়। অন্যভাবে বলা যায়, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও বিনিয়োগ কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি জনগণের হাতে থাকা নগদ অর্থের পরিমাণ হ্রাসে এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহের বাংলাদেশ ব্যাংকে অপেক্ষাকৃত কম অনুপাতে সিআরআর রাখার ব্যবস্থাকরণ ব্যাংক রিজার্ভ হ্রাসে অবদান রাখে।

মুদ্রার আয়গতি

৪.৯ মুদ্রার আয় গতি (জিডিপি/ব্যাপক মুদ্রা) অর্থবছর ১৭-এর ১.৯৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ২.০৩ এ দাঁড়ায় (সারণী ৪.৩)। অর্থবছর ১৭-এর ২.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবছর ১৮-এ মুদ্রার আয় গতি ৪.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মূলত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্লবতা এবং দীর্ঘদিন যাবৎ জাতীয় সঞ্চয়পত্র (এনএসসি) বিক্রয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি থাকায় এবং তা ব্যাপক মুদ্রায়[১] অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় দুটো অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি ছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে, ২০১১ অর্থবছর হতে মুদ্রার আয়গতি ধারাবাহিকভাবে নিম্নগামী হওয়ার পর সাম্প্রতিককালে, আর্থিক উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের কারণে মুদ্রার আয়গতি বেড়ে গেছে। অর্থবছর ১২-১৮ পর্যন্ত সময়কালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয়গতি চার্ট ৪.৪-এ দেখানো হলো।

ব্যাংক ঋণ

৪.১০ অর্থবছর ১৭-এ ১৫.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংক ঋণের স্থিতি (বৈদেশিক বিল ও আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) ১২৭১.৫৩ বিলিয়ন টাকা বা ১৬.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯৯৪.৯৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মূলত আগাম বৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১৮ সময়কালে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১৭-এর ১৫.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবছর ১৮-এ আগামসমূহ ১২৭৮.৯৯ বিলিয়ন টাকা বা ১৭.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত বিলসমূহ অর্থবছর ১৭-এর ২০.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবছর ১৮-এ ৭.৪৬ বিলিয়ন টাকা বা ২.৫৮ শতাংশ হ্রাস পায়। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ ও এর উপাদানসমূহ সারণী ৪.৪-এ দেখানো হলো।

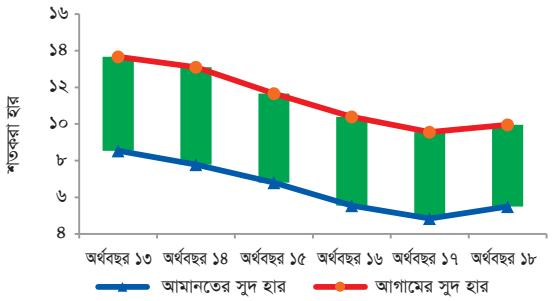
[১] এনএসসি এম$_3$ এর উপাদানসমূহের অন্তর্ভুক্ত

সারণী ৪.৬ তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা

খাত	জুন শেষে (শতকরা হার)					
	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
আমানত	৮.৫৪	৭.৭৯	৬.৮০	৫.৫৪	৪.৮৪	৫.৫০
আগাম	১৩.৬৭	১৩.১০	১১.৬৭	১০.৩৯	৯.৫৬	৯.৯৫
ব্যাপ্তি	৫.১৩	৫.৩১	৪.৮৭	৪.৮৫	৪.৭২	৪.৪৫

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৪.৫ তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা



উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৪.৭ তারল্য নির্দেশকসমূহ ঃ অর্থবছর-১৮

(শতকরা হার)

তারিখ	এডিআর (ADR)	এলসি আর (LCR)	এনএস এফআর (NSFR)	আন্তঃ ব্যাংক সুদের হার
৩০ জুন ২০১৭	৭৩.৯১	১৭৮.৪৫	১১০.২২	৪.০৬
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭	৭৪.৮৪	১৭২.১৯	১১০.১৩	৩.৮৬
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	৭৫.৮৮	১৭৪.৮৮	১০৭.৫১	৪.০৭
৩১ মার্চ ২০১৮	৭৭.০৩	১৬৭.৪০	১০৮.৯৫	৪.৫৬
৩০ জুন ২০১৮	৭৬.৬৬	১৭৫.২৯	১০৯.০৮	৩.৪১

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক আমানত

৪.১১ অর্থবছর ১৭-এর ১০.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে ব্যাংক আমানত (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) অর্থবছর ১৮-এ ১০১৫.৬১ বিলিয়ন টাকা বা ১০.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৪৪০.৯৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মূলত সব ধরনের আমানত বৃদ্ধিই মোট ব্যাংক আমানত বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। তলবি আমানত অর্থবছর ১৭-এর

১৩.৫১ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে ১১৩.৩২ বিলিয়ন টাকা বা ১১.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ১১৩২.১৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৭-এর ১০.২৪ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় মেয়াদি আমানত ৭৯০.৮৯ বিলিয়ন টাকা বা ১০.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৮৫৫০.৮৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সরকারি আমানত ১১১.৩৯ বিলিয়ন টাকা বা ১৭.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৭৫৭.৯০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়; যেখানে অর্থবছর ১৭-এ তা ১৫.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংক আমানতের ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি সারণী ৪.৫ এ দেখানো হলো।

ঋণ-আমানত অনুপাত

৪.১২ বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ-আমানত অনুপাত জুন ২০১৭ এর ০.৮২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৮ শেষে ০.৮৬ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের প্রবৃদ্ধির তুলনায় ঋণের প্রবৃদ্ধি বেড়ে যাওয়ায় ঋণ-আমানত অনুপাত বৃদ্ধি পায়, যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে অভ্যন্তরীণ চাহিদার তেজিভাবকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণ

৪.১৩ ২০১৭ সালের জুন শেষের ৩২.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ৭৯.৩৬ বিলিয়ন টাকা বা ৩২.৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালের জুন শেষে ৩২৩.৩০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পরিমিত আমানত প্রবৃদ্ধির তুলনায় জোরালো ঋণ প্রবৃদ্ধি কিছুটা তারল্য পরিস্থিতির সংকোচন সৃষ্টি করে, যা বিগত দুই অর্থবছর সময়কালে উচ্চ হারে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের নিজস্ব ভল্টে রক্ষিত তহবিল

৪.১৪ ২০১৭ সালের জুন শেষের শতকরা ২০.৬২ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের গচ্ছিত জমার পরিমাণ ৫৩.১১ বিলিয়ন টাকা বা ৭.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালের জুন শেষে দাঁড়ায় ৭৮০.৪৩ বিলিয়ন টাকা। ২০১৭ সালের জুন শেষের ৩৪.২৩ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভল্টে রক্ষিত টাকার পরিমাণ ২.৯০ বিলিয়ন টাকা বা ২.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৮ শেষে ১৪০.২৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর)

৪.১৫ তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ জমার হার (সিআরআর) ১০০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের ৫.৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়, যা ১৫ এপ্রিল, ২০১৮ হতে কার্যকর রয়েছে। মূলত বিনিয়োগ এবং উৎপাদন কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় ঋণের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এবং তারল্য সংকোচন সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সিআরআর হ্রাস করে। উল্লেখ্য, ব্যাংকসমূহ গড়ে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ৫.৫ শতাংশ নগদ তহবিল সংরক্ষণ করে এবং দৈনিক ভিত্তিতে এ জমার হার কোনোক্রমেই ৫.০ শতাংশের কম হবে না। এ নির্দেশ ১৫ এপ্রিল, ২০১৮ হতে কার্যকর রয়েছে।

সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদ হার (এসএলআর)

৪.১৬ ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (২) এ আনীত সংশোধনী অনুযায়ী ব্যাংকসমূহকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয় হার (SLR) পৃথকভাবে পরিপালন করতে হয় (ক) প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে সিআরআর এর অতিরিক্ত নগদ জমাসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদের রক্ষণীয় মাত্রা দৈনিক ভিত্তিতে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের ১৩.০ (তেরো) শতাংশের কম হবে না। (খ) শরিয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামি ব্যাংকসমূহ ও ইসলামি শরিয়াহ্ ভিত্তিক প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং শাখা এর ক্ষেত্রে এই মাত্রা ৫.৫ (সাড়ে পাঁচ) শতাংশের কম হবে না। এ নির্দেশ ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে কার্যকর হয়ে অর্থবছর ১৮-এ অপরিবর্তিত রয়েছে।

ব্যাংক রেট

৪.১৭ অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংক রেট ৫.০ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকে, যা ৬ নভেম্বর ২০০৩ থেকে কার্যকর রয়েছে।

আমানত ও ঋণের উপর সুদের হার

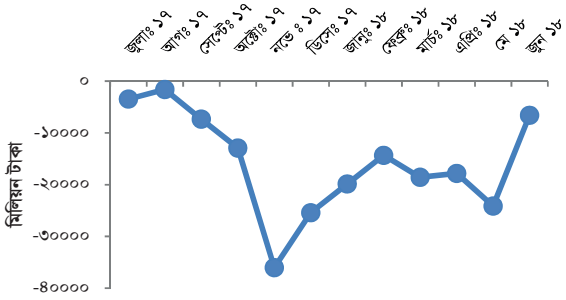
৪.১৮ অর্থবছর ১৩ এর সর্বোচ্চ ৮.৫৪ শতাংশ হতে নিম্নমুখী ধারা অনুসরণ করে আমানতের ভারীত গড় সুদের হার অর্থবছর ১৭-এ দাঁড়ায় ৪.৮৪ শতাংশ, যা অর্থবছর ১৮-এ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫.৫০ শতাংশে। একইভাবে অর্থবছর ১৩-এর সর্বোচ্চ ১৩.৬৭ শতাংশ হতে ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে ঋণের ভারীত গড় সুদের হার অর্থবছর ১৭-এ দাঁড়ায় ৯.৫৬ শতাংশ, যা অর্থবছর ১৮-এ প্রান্তিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯.৯৫ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দেশীয় অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপ বৃদ্ধি এবং একইসাথে উন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতিতে আর্থিক পরিস্থিতির সংকোচন প্রভৃতি কারণে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থবছর ১৮-এ আমানত ও ঋণের ভারীত গড় সুদের হারে কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী ধারা বজায় থাকে। তথাপি, আমানত ও ঋণের মধ্যকার স্প্রেড অর্থবছর ১৪-এর ৫ শতাংশের অধিক হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৪.৪৫ শতাংশে দাঁড়ায়। সারণী ৪.৬ এবং চার্ট ৪.৫ এ অর্থবছর ১৩ থেকে অর্থবছর ১৮ পর্যন্ত সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ ও আমানতের ভারীত গড় সুদের হার এবং তাদের মধ্যকার সুদের হারের ব্যবধান দেখানো হয়েছে।

তারল্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

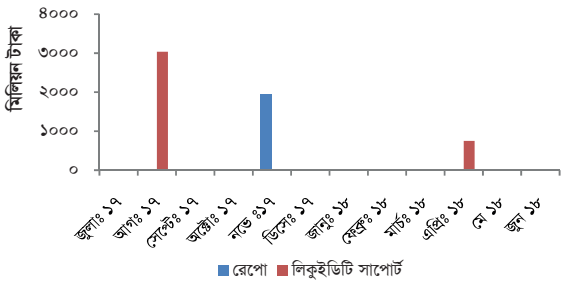
৪.১৯ ব্যাংক ব্যবস্থায় কার্যকরী তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মুদ্রা বাজার, দীর্ঘমেয়াদি সুদের হার ও বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। আন্তঃব্যাংক কলমানি রেট, আগাম-আমানত অনুপাত (এডিআর), লিকুইডিটি কাভারেজ রেশিও (এলসিআর) এবং নিট স্টেবল ফান্ডিং রেশিও (এনএসএফআর) দ্বারা ব্যাংকিং খাতে তারল্য পরিস্থিতি

চার্ট ৪.৬ তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ঃ অর্থবছর-১৮

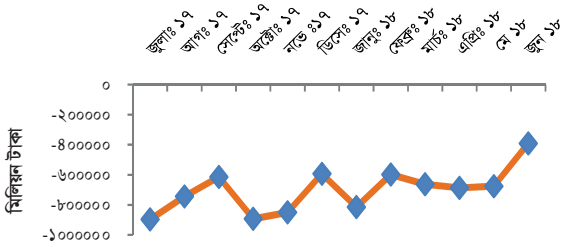
বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়/বিক্রয়



রেপো ও লিকুইডিটি সাপোর্ট



বাংলাদেশ ব্যাংক বিল



উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মূল্যায়িত হয়। অর্থবছর ১৮-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিকের শুরুতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং একইসাথে নিট বৈদেশিক সম্পদের (এনএফএ) ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির কারণে তারল্য পরিস্থিতির সংকোচন পরিলক্ষিত হয়। তারল্য সংকোচনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর) ১০০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৫.৫ শতাংশে এবং রেপো রেট ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে

৬.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করে, যা এপ্রিল ২০১৮ হতে কার্যকর করা হয়। অধিকন্তু, তারল্যের প্রবাহ প্রসারীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিদ্যমান রেপোর মেয়াদ ৭, ১৪ এবং ২৮ দিনে বর্ধিত করে। ফলে ব্যাংকগুলো পূর্বের চেয়ে কিছুটা দীর্ঘ সময়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এতে করে যেকোনো বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য তাদের তারল্যের অবস্থান পুনঃস্থাপন সম্ভবপর হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তারল্য পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে; যার ফলশ্রুতিতে, কলমানি রেট মার্চ ২০১৮-এ ৪.৪০ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৮ শেষে দাঁড়ায় ৩.৪১ শতাংশে।

অপরপক্ষে, ব্যাংকসমূহ অর্থবছর ১৮-এ লিকুইডিটি কাভারেজ রেশিও (এলসিআর) ন্যূনতম অত্যাবশ্যক ১০০ শতাংশের চেয়েও বেশি বজায় রাখতে সক্ষম হয়, যা নির্দেশ করে ন্যূনতম ৩০ দিনের জন্য নগদ বহিঃপ্রবাহের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহে উচ্চ মানসম্পন্ন ও তরল সম্পদ ছিল। অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংকসমূহ ন্যূনতম অত্যাবশ্যক নিট স্টেবল ফান্ডিং রেশিও (এনএসএফআর) বজায় রেখেছিল; যা যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সারা বছরের জন্য ব্যাংকসমূহের পর্যাপ্ত ফান্ডিংকেই নির্দেশ করে (সারণী ৪.৭)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক বিল, সরকারি ট্রেজারি বিল এবং বন্ডের সতর্ক ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য শোষণ এবং নিষ্ক্রিয়করণ করে থাকে।

ব্যাংকিং খাতের অর্জন, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংকসমূহের তদারকি

৫.১ অর্থবছর ১৮ এ অর্থবছরে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে মধ্যম মাত্রার ঘাতসহনীয়তা বজায় রয়েছে। ব্যাংকিং খাতের উন্নয়ন অর্জন এবং একটি সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল ব্যাংকিং খাত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আলোচ্য অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও কর্পোরেট গভর্নেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম, সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতসহ প্রত্যেকটি ব্যাংকের স্থিতিশীলতার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পর্যালোচনা, বৃহৎ ঋণের বিষয়ে অব্যাহত তদারকি, জাল-জালিয়াতির ঘটনা প্রতিরোধ এবং 'স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (Self-Assessment of Anti-Fraud Internal Controls Report)' জোরদারকরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত) এর আলোকে পুঁজিবাজারে তফসিলি ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ তদারকি জোরদার করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহে যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্ষদ পর্যায়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম নিয়মিত মূল্যায়ন করা হয়। ব্যাংকের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রবর্তিত "রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স ফর ব্যাংকস" নামক গাইডলাইন্সটি হালনাগাদ করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকিং খাতে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য সকল ধরনের ঝুঁকি সনাক্ত, পরিমাপ এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সকল কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স এ বর্ণিত নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি যথাযথ তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যাংকিং খাতের অর্জন

৫.২ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে মোট চার ধরনের তফসিলি ব্যাংক রয়েছে। এগুলো হলোঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি), রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ডিএফআই), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (পিসিবি) এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (এফসিবি)। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭ টি-তে। ব্যাংকগুলোর শাখার মোট সংখ্যা ২০১৬ সালের ৯৬৫৪টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৯৯৫৫টি-তে দাঁড়িয়েছে (পরিশিষ্ট-৪, সারণী ১)। ব্যাংকের ধরন অনুসারে ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো এবং দায়-সম্পদের অংশভিত্তিক চিত্র সারণী ৫.১-এ দেখানো হলোঃ

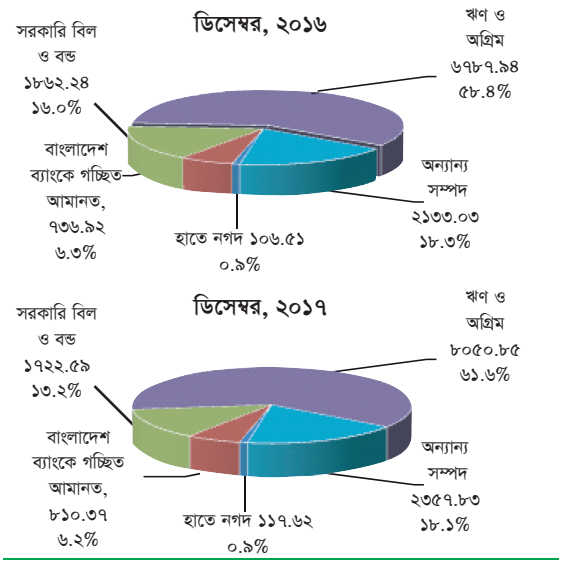
সারণী ৫.১ ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো, সম্পদ এবং আমানত

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৬						২০১৭					
	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ
এসসিবি	৬	৩৭১০	৩২০৯.৫	২৭.৬	২৫৩৫.৪	২৮.৪	৬	৩৭২১	৩৩৭৯.৫	২৫.৯	২৭০০.৬	২৭.৪
বিশেষায়িত	২	১৪০৭	২৯৯.৫	২.৬	২৪৯.৪	২.৮	২	১৪০৭	৩১৭.৬	২.৪	২৭৩.৩	২.৮
বেসরকারি	৪০	৪৪৬৭	৭৫৬০	৬৫.০	৫৭৮৮.০	৬৪.৮	৪০	৪৭৫৮	৮৭৫৮.৩	৬৭.১	৬৫০৮.২	৬৫.৯
বিদেশি	৯	৭০	৫৫৭.৬	৪.৮	৩৬১.১	৪.০	৯	৬৯	৬০৩.৯	৪.৬	৩৯২.৮	৪.০
মোট	**৫৭**	**৯৬৫৪**	**১১৬২৬.৬**	**১০০**	**৮৯৩৩.৯**	**১০০**	**৫৭**	**৯৯৫৫**	**১৩০৫৯.৩**	**১০০**	**৯৮৭৪.৯**	**১০০**

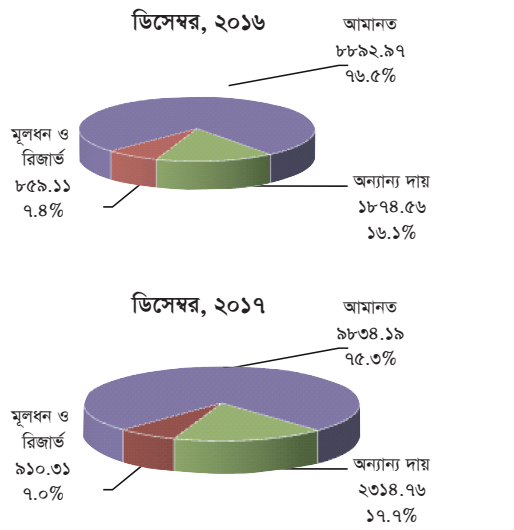
নোটঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ব্যতীত অন্য সকল ব্যাংককে পঞ্জিকাবর্ষ ভিত্তিক স্থিতিপত্র (ব্যালেন্স শিট) প্রস্তুত করে এবং বছরান্তে তাদের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র দাখিল করতে হয়।
উৎসঃ বিআরপিডি ও ডিওএস, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.১ ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত সম্পদ (বিলিয়ন টাকা)



উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.২ ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত দায় (বিলিয়ন টাকা)



উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫.৩ ২০১৭ সালে ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সম্পদের পরিমাণ ছিল শতকরা ২৫.৯ ভাগ, যা ২০১৬ সালে ছিল শতকরা ২৭.৬ ভাগ। অন্যদিকে, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদ ২০১৬ সালের শতকরা ৬৫.০ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে শতকরা ৬৭.১ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ২০১৭ সালে বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণ ছিল ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের শতকরা ৪.৬ ভাগ, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ০.২ ভাগ কম। ২০১৭ সালে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের শতকরা ২.৪ ভাগ, যা ২০১৬-এ ছিল শতকরা ২.৬ ভাগ (সারণী-৫.১)।

৫.৪ ২০১৭ সালে ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত ২০১৬ সালের ৮৯৩৩.৯ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ১০.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৮৭৪.৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট আমানত ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ২৭.৪ ভাগ (২৭০০.৬ বিলিয়ন টাকা) যা ২০১৬ সালে শতকরা ২৮.৪ ভাগ ছিল। অপরদিকে, ২০১৭-এ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানত ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ৬৫.৯ ভাগে দাঁড়িয়েছে যা ২০১৬ সালে ছিল শতকরা ৬৪.৮ ভাগ। ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭-এ বিদেশি ব্যাংকগুলোর আমানত বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ৪.০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। যদিও ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতে তাদের অংশ গতবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর আমানত ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ২.৮ ভাগ যা ২০১৬ সালের তুলনায় প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে (সারণী ৫.১)

সমন্বিত স্থিতিপত্র

৫.৫ সার্বিকভাবে ২০১৭ সালের ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের পরিমাণ ২০১৬ সালের তুলনায় শতকরা ১২.৩ ভাগ বেড়েছে। আলোচ্য বছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদ শতকরা ৫.৩ ভাগ এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদ শতকরা ১৫.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিক সম্পদে (১৩০৫৯.৩ বিলিয়ন টাকা) ঋণ ও অগ্রিম খাতের

অবদান সর্বাধিক, যার পরিমাণ ছিল ৮০৫০.৯ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৬১.৬ ভাগ)। বৈদেশিক মুদ্রাসহ হাতে নগদ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১১৭.৬ বিলিয়ন টাকা; বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ছিল ৮১০.৪ বিলিয়ন টাকা; অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৩৫৭.৮ বিলিয়ন টাকা এবং সরকারি সিকিউরিটিজে (বিল ও বন্ড) বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৭২২.৬ বিলিয়ন টাকা (চার্ট ৫.১)।

৫.৬ পূর্বের ন্যায় ২০১৭ সালেও ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট দায়ের মধ্যে আমানতই প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করেছে, যার পরিমাণ মোট দায়ের শতকরা ৭৫.৩ ভাগ বা ৯৮৩৪.২ বিলিয়ন টাকা। আলোচ্য সালে ব্যাংকগুলোর সামগ্রিক মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৯১০.৩ বিলিয়ন টাকা (মোট আমানতের শতকরা ৭.৫ ভাগ), যা ২০১৬ সালে ছিল ৮৫৯.১ বিলিয়ন (শতকরা ৭.৪ ভাগ) টাকা (চার্ট-৫.২)।

মুখ্য আর্থিক সূচক

অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি সুদৃঢ় ব্যাংকিং খাত গড়ে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় ব্যাংকিং খাত মুখ্য উপাদান হওয়ায় অর্থনীতির সুস্বাস্থ্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুদৃঢ়তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশ কিছু নীতি গ্রহণ করেছে। ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক মাইক্রো প্রুডেনশিয়াল আর্থিক সূচকসমূহ (মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগত মান, ব্যবস্থাপনা, উপার্জন, তারল্য এবং বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা), আর্থিক স্থিতিশীলতার সূচক নামেও পরিচিত, ব্যাংকিং খাতের অর্জন পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মূলধন পর্যাপ্ততা

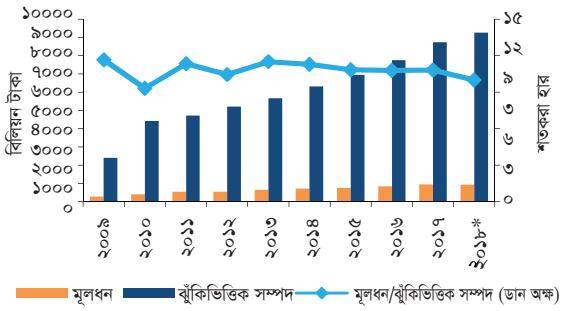
৫.৭ মূলধন পর্যাপ্ততা ব্যাংকগুলোর সার্বিক মূলধন অবস্থা এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি হতে আমানতকারী ও

সারণী ৫.২ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভারীত সম্পদের অনুপাতের গতিধারা (শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮ (জুন)
এসসিবি	৮.৯	১১.৭	৮.১	১০.৮	৮৩	৬.৪	৫.৯	৫.০	২.০
বিশেষায়িত	-৭.৩	-৪.৫	-৭.৮	-৯.৭	-১৭.৩	-৩২.০	-৩৩.৭	-৩৫.৫	-৩১.৯
বেসরকারি	১০.১	১১.৫	১১.৪	১২.৬	১২.৫	১২৪	১২.৪	১২.৫	১২.২
বিদেশি	১৫.৬	২১.০	২০.৬	২০.২	২২.৬	২৫.৬	২৫৪	২৪.৯	২৩.০
মোট	৯.৩	১১.৪	১০.৫	১১.৫	১১.৩	১০.৮	১০.৮	১০.৮	১০.০

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.৩ সমন্বিত মূলধন পর্যাপ্ততার গতিধারা



*৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অন্য পাওনাদারদের সুরক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে। এটি সম্ভাব্য সকল আর্থিক ঝুঁকি যেমন - ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি, সুদহার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, সুনামহানির ঝুঁকি, নিষ্পত্তিকরণ ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ইত্যাদি মোকাবেলায় সহায়তা করে। বাসেল-৩ মোতাবেক ব্যাংকগুলোকে ন্যূনতম মূলধন হিসেবে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ১০.০ ভাগ অথবা ৪.০ বিলিয়ন টাকা, এ দু'য়ের মধ্যে যেটি বেশি তা সংরক্ষণ করতে হয়। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকগুলোর মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮৩৭.৬ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৭ সনে ৯৪৫.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৫.৮ সারণী ৫.২ হতে দেখা যায় যে, ডিসেম্বর ২০১৭-এ ব্যাংকিং খাতের সার্বিক মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল শতকরা ১০.৮৩ ভাগ, যা ডিসেম্বর ২০১৬-এ ছিল

বক্স ৫.১ বাসেল থ্রি লিক্যুইডিটি স্ট্যান্ডার্ড ঃ এলসিআর এবং এনএসএফআর

বাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন লিক্যুইডিটি ফান্ডিংয়ের জন্য দুটি ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড প্রবর্তন করেছে। দু'টি পৃথক কিন্তু একে অপরের পরিপূরক এমন লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই স্ট্যান্ডার্ডগুলোর উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রথম লক্ষ্যটি হলো একটি ব্যাংকের আপদকালীন পরিস্থিতি শুরু হওয়ার পরবর্তী ত্রিশ দিনের ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ উচ্চ-তারল্য মানসম্পন্ন সম্পদ (এইচকিউএলএ) নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি তারল্য ঝুঁকির স্থিতিশীলতার উন্নতি করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কমিটি লিক্যুইডিটি কভারেজ রেশিও (এলসিআর)-এর প্রবর্তন করেছে। দ্বিতীয় লক্ষ্যটি হলো চলমান ভিত্তিতে অধিকতর স্থিতিশীল উৎসের তহবিলের সাথে তাদের কার্যক্রমে অর্থায়নের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর জন্য অতিরিক্ত প্রণোদনা সৃষ্টি করার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা অর্জন করা। এই দ্বিতীয় লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য কমিটি নেট স্টেবল ফান্ডিং রেশিও (এনএসএফআর)-এর উদ্ভাবন করেছে, যা এলসিআর-এর সম্পূরণী এবং এর সময়সীমা হলো এক বছর।

এলসিআর-এর উদ্দেশ্য হলো মূলত সম্ভাব্য তারল্য সঙ্কটের বিপরীতে পরবর্তী ত্রিশ দিনের ব্যাংকিং কার্যক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা। এটা এতটুকু নিশ্চয়তা দেয় যে, ব্যাংকগুলোর কাছে নিট ক্যাশ আউটফ্লো-এর সমতাবিধান করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ দায়মুক্ত, উচ্চ-তারল্য মানসম্পন্ন সম্পদ (এইচকিউএলএ) রয়েছে যা স্বল্পমেয়াদি তীব্র চাপ পরিস্থিতিকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম। এলসিআর হিসাবায়নের সূত্রটি নিম্নরূপঃ

এলসিআর= উচ্চ-তারল্য মানসম্পন্ন সম্পদ (এইচকিউএলএ)-এর স্থিতি/ পরবর্তী ত্রিশ দিনে সর্বমোট নিট ক্যাশ আউটফ্লো

এলসিআর-এর ন্যূনতম মান হবে > ১০০ শতাংশ।

সারণী-১ ২০১৮ অর্থবছরে এলসিআর এবং এনএসএফআর (%)

ভিত্তি তারিখ	এলসিআর	এনএসএফআর
৩০ জুন, ২০১৭	১৭৮.৪৫	১১০.২২
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭	১৭২.১৯	১১০.১৩
৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭	১৭৩.৪৩	১০৭.৫৪
৩১ মার্চ, ২০১৮	১৬৭.৪০	১০৮.৯৫
৩০ জুন, ২০১৮	১৭৫.২৯	১০৯.০৮

উৎসঃ ডিওএস, বাংলাদেশ ব্যাংক।

এনএসএফআর-এ মূলত একটি ব্যাংকের পরবর্তী এক বছরব্যাপী সম্পদের তারল্যের অবস্থা এবং অফ ব্যালেন্স শিট অঙ্গীকার থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য আকস্মিক তারল্যের চাহিদার তুলনায় ন্যূনতম পরিমাণ স্থিতিশীল উৎসের তহবিল থাকতে হবে। এনএসএফআর-এর উদ্দেশ্য হলো স্বল্পমেয়াদি পাইকারি তহবিলের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমানো এবং সকল অন ও অফ ব্যালেন্স শিট আইটেমের তারল্যঝুঁকি সম্পর্কে অধিকতর ভালো মূল্যায়ন করা। এনএসএফআর হিসাবায়নের সূত্রটি নিম্নে দেয়া হলোঃ

এনএসএফআর=সহজলভ্য স্থিতিশীল তহবিলের পরিমাণ (এএসএফ)/প্রয়োজনীয় স্থিতিশীল তহবিলের পরিমাণ (আরএসএফ)

সহজলভ্য স্থিতিশীল তহবিল হলো- এনএসএফআর কর্তৃক বিবেচিত সময়কালে (এক বছর) মূলধন ও দায়ের ঐ অংশটুকু যা নির্ভরযোগ্য হিসেবে প্রত্যাশা করা যায়। এই অনুপাতটি ১০০ শতাংশ থেকে বড় হতে হবে এটা নিশ্চিত করার জন্যে যে সহজলভ্য স্থিতিশীল তহবিলের পরিমাণ (এএসএফ) প্রয়োজনীয় স্থিতিশীল তহবিলের পরিমাণ (আরএসএফ) থেকে বেশি। বাংলাদেশে ২০১৫ সালে এলসিআর ও এনএসএফআর স্ট্যান্ডার্ড প্রবর্তন করা হয়।

সারণী-১ থেকে দেখা যায় যে, অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ন্যূনতম মানদণ্ড ১০০ শতাংশ থেকে অনেক বেশি এলসিআর বজায় ছিল, যা নির্দেশ করে যে ব্যাংকগুলোর কাছে পরবর্তী ত্রিশ দিনের ক্যাশ আউটফ্লো চালিয়ে নেয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ উচ্চ-তারল্য মানসম্পন্ন সম্পদ রয়েছে। ব্যাংকগুলো এনএসএফআর-এর ন্যূনতম মানও বজায় রেখেছে যা নির্দেশ করে যে, সারা বছরে যেকোনো ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অর্থায়নের জন্য তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ তহবিল রয়েছে।

শতকরা ১০.৮০ ভাগ। এসময়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, বিশেষায়িত, বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৫.০৪,-৩৫.৪৫, ১২.৫২ এবং ২৪.৯০ ভাগ। ৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি বেসরকারি ব্যাংক এবং ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক এককভাবে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, জুন ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং খাতের সার্বিক মূলধন পর্যাপ্ততার হার কিছুটা হ্রাস পেয়ে শতকরা ১০.০ ভাগে দাঁড়িয়েছে (চার্ট-৫.৩)।

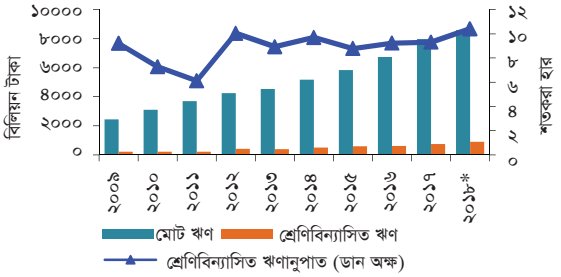
সম্পদের গুণগত মান

৫.৯ ২০১৭ সালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদের বড় অংশই ঋণ ও অগ্রিম (শতকরা ৬১.৬ ভাগ) খাতে রয়েছে। ঋণ ও আগামের উচ্চমাত্রার কেন্দ্রীভূতকরণ ঋণ ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে। অন্যদিকে, বিল, বন্ড এবং শেয়ার ইত্যাদিতে ব্যাংকের বিনিয়োগ ২০১৭ সালে ছিল মোট সম্পদের শতকরা ১৩.২ ভাগ।

৫.১০ সম্পদের গুণগত মান নির্ণয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে মোট ঋণের বিপরীতে মোট শ্রেণিকৃত ঋণের হার। ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের বিপরীতে মোট শ্রেণিকৃত ঋণের হার ছিল শতকরা ৯.৩ ভাগ। সারণী ৫.৩ (ক) থেকে দেখা যায়, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এই হার সর্বনিম্ন এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে তা সর্বোচ্চ ছিল। ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মোট ঋণের বিপরীতে শ্রেণিকৃত ঋণের হার ছিল শতকরা ৪.৯ ভাগ, যেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিদেশি ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এই হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৬.৫, ৭.০ এবং ২৩.৪ ভাগ।

৫.১১ সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর শ্রেণিকৃত ঋণের হারে ২০১০-২০১৭ সাল পর্যন্ত মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১১ সালে এ হার হ্রাস পায় এবং ২০১২ এ কিছুটা বৃদ্ধির পরে (শতকরা ১০ ভাগ) ২০১৩ সাল শেষে পুনরায় হ্রাস পেয়ে শতকরা ৮.৯ ভাগে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে, ২০১৪ সালে তা আবারও বৃদ্ধি (শতকরা ৯.৭ ভাগ) পায় এবং ২০১৫ সালে পুনরায় হ্রাস পেয়ে শতকরা ৮.৮ ভাগে দাঁড়ায়। তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই হারে ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জুন ২০১৮ শেষে এই হার শতকরা ১০.৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে (চার্ট ৫.৪)।

চার্ট ৫.৪ একীভূত শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের তুলনামূলক অবস্থা



*৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫.৩ (ক) ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত (শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮ (জুন)
এসসিবি	১৫.৭	১১.৩	২৩.৯	১৯.৮	২২.২	২১.৫	২৫.১	২৬.৫	২৮.২
বিশেষায়িত	২৪.২	২৪.৬	২৬.৮	২৬.৮	৩২.৮	২৩.২	২৬.০	২৩.৪	২১.৭
বেসরকারি	৩.২	২.৯	৪.৬	৪.৫	৫.০	৪.৯	৪.৬	৪.৯	৬.০
বিদেশি	৩.০	৩.০	৩.৫	৫.৫	৭.৩	৭.৮	৯.৬	৭.০	৬.৭
মোট	**৭.৩**	**৬.১**	**১০.০**	**৮.৯**	**৯.৭**	**৮.৮**	**৯.২**	**৯.৩**	**১০.৪**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.৩ (খ) ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত (শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮ (জুন)
এসসিবি	১.৯	-০.৩	১২.৮	১.৭	৬.১	৯.২	১১.১	১১.২	১১.৭
বিশেষায়িত	১৬.০	১৭.০	২০.৪	১৯.৭	২৫.৫	৬.৯	১০.৫	৯.৭	৭.৪
বেসরকারি	০.০০	০.২	০.৯	০.৬	০.৮	০.৬	০.১	০.২	০.৮
বিদেশি	-১.৭	-১.৮	-০.৯	-০.৪	-০.৯	-০.২	১.৯	০.৭	০.৮
মোট	**১.৩**	**০.৭**	**৪.৪**	**২.০**	**২.৭**	**২.৩**	**২.৩**	**২.২**	**২.৭**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫.৪ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮ (জুন)
এসসিবি	১০৭.৬	৯১.৭	২১৫.২	১৬৬.১	২২৭.৬	২৭২.৮	৩১০.৩	৩৭৩.৩	৪২৮.৫
বিশেষায়িত	৪৯.৭	৫৬.৫	৭৩.৩	৮৩.৬	৭২.৬	৪৯.৭	৫৬.৮	৫৪.৩	৫২.৪
বেসরকারি	৬৪.৩	৭২.০	১৩০.৪	১৪৩.১	১৮৪.৩	২৫৩.৩	২৩০.৬	২৯৪.০	৩৮৯.৮
বিদেশি	৫.৫	৬.৩	৮.৫	১৩.০	১৭.১	১৮.২	২৪.১	২১.৫	২২.৭
মোট	**২২৭.১**	**২২৬.৫**	**৪২৭.৪**	**৪০৫.৮**	**৫০১.৬**	**৫৯৪.০**	**৬২১.৮**	**৭৪৩.১**	**৮৯৩.৪**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

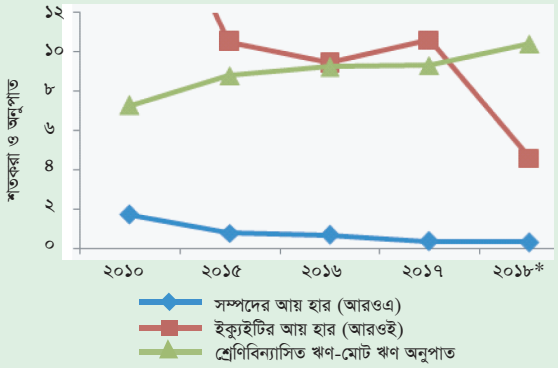
বক্স ৫.২ ব্যাংকসমূহের মুনাফা ও আর্থিক স্থিতিশীলতার উপর শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের প্রভাব

বাংলাদেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের সাম্প্রতিক উর্ধ্বমুখী প্রবণতা নীতি-নির্ধারক এবং স্টেকহোল্ডারদের প্রধান উদ্বেগের বিষয়; কারণ অধিক পরিমাণে মন্দ ঋণ ব্যাংকসমূহের মুনাফা অর্জনের পথে বিশাল চাপ (প্রতিবন্ধকতা) সৃষ্টির পাশাপাশি আর্থিক স্থিতিশীলতাকেও দুর্বল করে দিচ্ছে। চার্ট-১ এ ২০১৪-২০১৮ সময়ে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও দুটি গুরুত্বপূর্ণ লাভজনকতা সূচক-সম্পদের উপর আয়হার (ROA) ও মূলধনের উপর আয়হার (ROE) এর গতিপ্রকৃতি চিত্রিত করা হয়েছে। চিত্র হতে প্রতীয়মান হয় যে, শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ এবং ROA/ ROE-এর মধ্যে ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ এবং লাভজনকতার এই বিপরীতমুখী সম্পর্ক নীতি-নির্ধারকদের জন্য গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।

ব্যাংকসমূহের লাভজনকতার উপর শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের প্রভাবঃ

- শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ বৃদ্ধির দরুণ ব্যাংকগুলোকে অধিক পরিমাণে সংস্থান সংরক্ষণ করতে হয়, ফলে ব্যাংকের লাভজনকতা ব্যাহত হয়।
- সম্পদের উপর আয় হার (ROA) ও মূলধনের উপর আয়হার (ROE) নিম্নমুখী হয়।
- শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ বেশি হলে ব্যাংকগুলোকে সে অনুযায়ী 'মন্দ' ঋণগ্রহীতাদের নিকট হতে ঋণ আদায় কার্যক্রমের ব্যাপ্তি সম্প্রসারিত করতে হয়। এর ফলে ব্যাংকগুলোর পরিচালন ব্যয় (আদায়/মামলা সংক্রান্ত কাজ পরিচালনায়) বৃদ্ধি পায়।
- দুষ্টচক্রঃ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট উপার্জনক্ষমতা না থাকায় ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায়। আবার ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান খেলাপি হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় অবস্থার উত্তরণের জন্যও অতিরিক্ত ঋণ প্রাপ্তির সুযোগও থাকে না। ফলে ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অধিকতর কঠিন পরিস্থিতিতে উপনীত হয় এবং ব্যাংকের ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আরও সংকুচিত হয়।
- আস্থার ঘাটতি ঃ অধিক শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ব্যাংকের উপর জনসাধারণের আস্থার অভাব সৃষ্টি করে। সে ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক জনগণ থেকে আমানত সংগ্রহ ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে, যা ব্যাংকের তহবিল খরচ বৃদ্ধি করে। এভাবে তহবিল খরচ বাড়তে থাকলে ব্যাংকের লাভজনকতা ক্রমেই কমতে থাকে।

চার্ট ১ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ-মোট ঋণ অনুপাত, সম্পদের আয় হার (আরওএ) ও ইক্যুইটির আয় হার (আরওই) এর গতিধারা



*জুন, ২০১৮।
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংকসমূহের আর্থিক স্থিতিশীলতার উপর শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের প্রভাব ঃ

- শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনিয়মিত আদায়ের ফলে ব্যাংকের তারল্য অসামঞ্জস্যতা (Liquidity Mismatch) বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা থাকে, যার দরুন ব্যাংক অধিক তারল্য ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।
- অধিক শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ব্যাংকের ঝুঁকি-ভারীত সম্পদ (Risk-weighted Assets) বৃদ্ধি করে। এর ফলে, ব্যাংকের রক্ষিতব্য রেগুলেটরি মূলধন পর্যাপ্ততার পরিমাণের উপরও চাপ বৃদ্ধি পায়। আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদন FSR (2017) অনুযায়ী ব্যাংকিং খাতের মূলধন ও ঝুঁকি-ভারীত সম্পদ-এর অনুপাত (CRAR) এর উপর শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের সর্বাধিক বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।
- অধিক শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ব্যাংকের সম্মিলিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও প্রচেষ্টা ব্যাহত/বাধাগ্রস্ত করার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের সার্বিক ঘাতসহতা উল্লেখযোগ্যভাবে বিঘ্নিত করে। FSR (2017) প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, বিভিন্ন চাপ পরিস্থিতিতে (Stress Scenario) ব্যাংকসমূহ সুদহার অভিঘাত, বিনিময় হার অভিঘাত ও ইক্যুইটি মূল্য অভিঘাতের বিপরীতে ঘাতসহ হলেও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ, বিশেষ করে, বৃহদাংক ঋণগ্রহীতাদের শ্রেণিবিন্যাসিত বা খেলাপি ঋণ অভিঘাতের বিপরীতে যথেষ্ট ভঙ্গুরমান অবস্থায় রয়েছে।

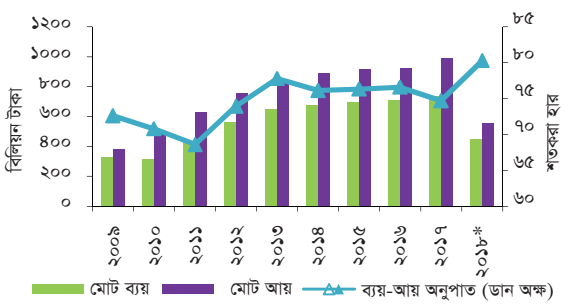
- এক বা একাধিক ব্যাংকের উচ্চ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ অন্যান্য ব্যাংকসহ সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতে সংক্রমণ ঝুঁকি (পদ্ধতিগত ঝুঁকি নামেও পরিচিত) সৃষ্টি করতে পারে। এক বা একাধিক ব্যাংকের আর্থিক দুরাবস্থার প্রভাব খুব সহজেই অন্যান্য ব্যাংকে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং ক্রমশ তা সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থায় সম্প্রসারিত হয়।
- তদুপরি, অধিক শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ব্যষ্টিক (ব্যাংক) ও সামষ্টিক (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) পর্যায়ে ঋণদান খাত নির্বাচন কৌশলকে প্রভাবিত করে থাকে, যা নীতি-নির্ধারকদের কাজকে আরও কঠিন করে তোলে।

বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা এবং বাসেল মূল নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যতা আনয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদে ব্যাংক খাতের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০১২ এর মাধ্যমে ঋণ শ্রেণিবিন্যাস ও প্রভিশনিং নীতিমালা পুনঃবীক্ষণকরতঃ তা অধিকতর কঠোর করা হয়েছে। এতদ্‌বিষয়ে অন্যান্য নীতি সহায়তা ও গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে Macro-Prudential Regulatory ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৫.১২ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর নিকট বিপুল পরিমাণ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ বিদ্যমান থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রকৃত বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা বিবেচনা ব্যতিরেকে বিশাল অংকের ঋণ প্রদান। এছাড়াও, অন্য কারণসমূহের মধ্যে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়নে অদক্ষতা এবং বিতরণকৃত ঋণের অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ অন্যতম। তবে, ব্যাংকগুলোর ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা (যেমন-ঋণ শ্রেণিবিন্যাসকরণ, ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ, প্রভিশনিং এবং অবলোপন) গ্রহণের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। এছাড়া, ঋণ আদায় ও অবলোপন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার পুনর্গঠনের বিষয়েও বাংলাদেশ ব্যাংক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৫.১৩ সারণী ৫.৩ (খ) অনুযায়ী, ২০১৭ সালে সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের প্রভিশন ও স্থগিত সুদ সমন্বয়পূর্বক নিট শ্রেণিকৃত ঋণের সাথে নিট ঋণের অনুপাত ছিল শতকরা ২.২ ভাগ এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য এর অনুপাত ছিল শতকরা ১১.২ ভাগ। সারণী অনুসারে ২০১৭ সালে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (পিসিবি) এর নিট শ্রেণিকৃত ঋণের সাথে নিট ঋণের অনুপাত পূর্বের বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, ডিএফআই, পিসিবি এবং এফসিবি এর

চার্ট ৫.৫ সকল ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের একীভূত চিত্র



*৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫.৫ প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন-সকল ব্যাংক

(বিলিয়ন টাকা)

সকল ব্যাংক	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮ (জুন)
শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	২২৭.১	২২৬.৪	৪২৭.৩	৪০৫.৮	৫০১.৬	৫৯৪.১	৬২১.৭	৭৪৩.০	৮৯৩.৪
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৪৯.২	১৪৮.২	২৪২.৪	২৫২.৪	২৮৯.৬	৩০৮.৯	৩৬২.১	৪৪৩.০	৫২৮.৮
সংরক্ষিত প্রভিশন	১৪২.৩	১৫২.৭	১৮৯.৮	২৪৯.৮	২৮১.৬	২৬৬.১	৩০৭.৪	৩৭৫.৩	৪৪৮.৯
প্রভিশন উদ্বৃত্ত (+)/ ঘাটতি (-)	-৬.৯	৪.৬	-৫২.৬	-২.৬	-৭.৯	-৪২.৮	-৫৪.৭	-৬৭.৭	-৭৯.৯
প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৯৫.৪	১০৩.০	৭৮.৩	৯৯.০	৯৭.২	৮৬.১	৮৪.৯	৮৪.৭	৮৪.৯

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নিট শ্রেণিকৃত ঋণের সাথে নিট ঋণের অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ১১.২, ৯.৭, ০.২ ও ০.৭ ভাগ। জুন ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং খাতে নিট শ্রেণিকৃত ঋণের সাথে নিট ঋণের অনুপাত শতকরা ২.৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

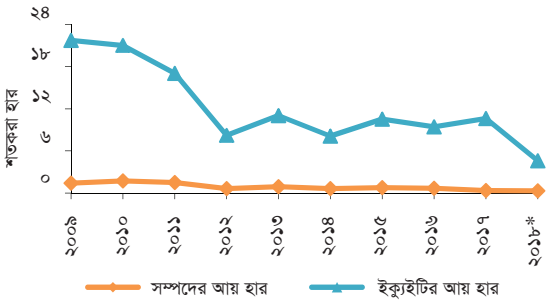
৫.১৪ সারণী ৫.৪ এ চার ধরনের তফসিলি ব্যাংকের ২০১০ হতে ২০১৭ পর্যন্ত শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ২০১০ সালে

ছিল ১০৭.৬ বিলিয়ন টাকা, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৩৭৩.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর শ্রেণিকৃত ঋণ ২০১০ সালের ৬৪.৩ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালের ২৯৪.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর শ্রেণিকৃত ঋণ ২০১০ সালের ৪৯.৭ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৫৪.৩ বিলিয়ন টাকায় উপনীত হয়েছে। একইভাবে বিদেশি ব্যাংকগুলোর শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ২০১০ সালের ৫.৫ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ এ ২১.৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। উক্ত সারণীতে আরও দেখা যায় যে, ২০১৬ সালে ব্যাংকিং খাতে মোট শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ৬২১.৮ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ এ ৭৪৩.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং বিগত বছরের তুলনায় ২০১৭ এ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা একই সময়ে বিশেষায়িত ও বিদেশি ব্যাংকের ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে। জুন ২০১৮ শেষে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, বিশেষায়িত, বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪২৮.৫, ৫২.৪, ৩৮৯.৮ এবং ২২.৭ বিলিয়ন টাকা।

৫.১৫ সারণী ৫.৫-এ ২০১০ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর শ্রেণিকৃত ঋণের মোট পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয় প্রভিশন ও রক্ষিত প্রভিশন দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণী অনুযায়ী, ২০১০ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত (২০১১ সাল ব্যতীত) ব্যাংকগুলো সামগ্রিকভাবে শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ২০১১ সালে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক রক্ষিত প্রভিশনের পরিমাণ ছিল শতকরা ১০৩ ভাগ, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে শতকরা ৮৪.৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

৫.১৬ ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণে ঘাটতির মূল কারণ ছিল কয়েকটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণের বৃদ্ধি, নিম্ন মানসম্পন্ন ও অপর্যাপ্ত

চার্ট ৫.৬ সমন্বিত উপার্জনশীলতা-সকল ব্যাংক



*৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫.৬ প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	আইটেম	এসসিবি	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশি
২০১৬	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৭৪.০	২৭.৮	১৪৪.২	১৬.০
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১১৩.২	২৮.৪	১৪৯.৪	১৬.৪
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬৫.১	১০২.২	১০৩.৬	১০২.৫
২০১৭	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২১৬.৯	২৬.১	১৮৪.৩	১৫.৬
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৩৪.৩	২৬.২	১৯৮.২	১৬.৫
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬১.৯	১০০.৪	১০৭.৫	১০৫.৮
২০১৮ জুন	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৫২.৯	২৫.০	২৩৪.৬	১৬.২
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৬২.০	২৭.৯	২৪২.০	১৬.৯
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬৪.১	১১১.৬	১০৩.২	১০৪.৩

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

জামানত এবং স্বল্প মুনাফা। কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকেও এই অবস্থা বিদ্যমান থাকায় জুন ২০১৮ মাসে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর প্রভিশন সংক্ষরণ পর্যাপ্ততা হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, বিদেশি ব্যাংকগুলো পর্যাপ্ত প্রভিশন সংরক্ষণের জন্য অধিকতর ভালো অবস্থানে রয়েছে। সারণী ৫.৬-এ ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ সালের (জুন পর্যন্ত) প্রভিশনের সর্বশেষ অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

৫.১৭ অনাবশ্যক ও কৃত্রিমভাবে স্ফীত আর্থিক বিবরণী পরিহারকল্পে ২০০৩ সালে ঋণ অবলোপনের জন্য একটি সুষম নীতিমালা জারি করা হয়। উক্ত নীতিমালার শর্ত মেনে ব্যাংক মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণিকৃত ঋণ ও অগ্রিম অবলোপন করতে পারে। সারণী ৫.৭ এ ব্যাংকগুলোর মন্দ ঋণের বিপরীতে মোট অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

৫.১৮ ৪০টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ৩৫টি ব্যাংকই ২০১৭ এর ডিসেম্বর প্রান্তিকে প্রয়োজনীয় প্রভিশন রাখতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু, বাকি পাঁচটি ব্যাংক তাদের সম্পদের নিম্নমান এবং স্বল্প আয়ের কারণে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষায়িত, বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের প্রভিশন সংরক্ষণের হারের পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি পেলেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে এই হারের ক্রমাবনতি হচ্ছে।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

৫.১৯ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি শক্তিশালীকরণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। মোট আয়-ব্যয় অনুপাত, পরিচালন ব্যয় ও মোট ব্যয় অনুপাত, কর্মচারীদের মাথাপিছু আয় ও পরিচালন ব্যয় এবং সুদ হারের ব্যবধান ইত্যাদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত। অধিকন্তু, ব্যবস্থাপনার গুণগত মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম এবং উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও নেতৃত্ব, ব্যাংকিং আইন/বিধি-বিধানের সঠিক পরিপালন, কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

৫.২০ সারণী ৫.৮ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ২০১৭-এ বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল সর্বোচ্চ, যার মূল কারণ ছিল সুদ-বহির্ভূত আয়ের স্বল্পতা ও উচ্চ পরিচালন ব্যয়। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ব্যয়-আয়ের অনুপাত ২০১৬ সালের শতকরা ১৩৭.৮ ভাগ হতে কমে ২০১৭-এ শতকরা ১২৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২০১৭ সালে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (শতকরা ৮১.৩ ভাগ), যার মূল কারণ হিসেবে উচ্চ প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যয়কে চিহ্নিত করা যায়। ২০১৭-এ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭৩.৮ ও ৪৬.৬ ভাগ যা বিগত বছরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন ২০১৮ শেষে রাষ্ট্রীয়

সারণী ৫.৭ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	৩০ জুন ১১	৩০ জুন ১২	৩০ জুন ১৩	৩০ জুন ১৪	৩০ জুন ১৫	৩০ জুন ১৬	৩০ জুন ১৭	৩১ ডিসেঃ ১৭
এসসিবি	৮২.৪	৭২.৯	১০৭.২	১৫৪.৮	২১০.৩	২২০.৪	২২৪.৪	২২৬.২
বিশেষায়িত	৩২.০	২৪.৫	৩২.৬	৩৪.২	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৬
বেসরকারি	৭৭.১	৬৪.৯	১০৯.৭	১২৭.৭	১৫৫.৫	১৮৯.৪	২১৬.৭	২৩৯.৯
বিদেশি	২.৪	২.৬	৩.৭	৪.৪	৫.১	৭.২	৮.৬	১০.৩
মোট	১৯৩.৯	১৬৪.৯	২৫৩.২	৩২১.১	৩৭৬.৫	৪২৩.৬	৪৫৫.৩	৪৮২.০

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫.৮ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	জুন ২০১৮
এসসিবি	৮০.৭	৬২.৭	৭৩.২	৮৪.১	৮৪.১	৮৪.৫	৯০.২	৮১.৩০	৮৩.৯
বিশেষায়িত	৮৭.৮	৮৮.৬	৯১.২	৯৪.৮	৯৯.৫	১১৩.৯	১৩৭.৮	১২৪.০০	১৪৯.৯
বেসরকারি	৬৭.৬	৭১.৭	৭৬.০	৭৭.৯	৭৫.৮	৭৫.৫	৭৩.৫	৭৩.৭৮	৭৮.৪
বিদেশি	৬৪.৭	৪৭.৩	৪৯.৬	৫০.৪	৪৬.৮	৪৭.০	৪৫.৭	৪৬.৫৫	৪৪.৩
মোট	৭০.৮	৬৮.৬	৭৪.০	৭৭.৮	৭৬.১	৭৬.৩	৭৬.৬	৭৪.৬৯	৮০.৩

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮৩.৯ ও ১৪৯.৯ ভাগ; অন্যদিকে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এই অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭৮.৪ ও ৪৪.৩ ভাগ। চার্ট: ৫.৫-এ সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের ব্যয়-আয় অনুপাতের চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

মুনাফা ও উপার্জনশীলতা

৫.২১ উপার্জন এবং মুনাফা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও সবচেয়ে ভালো এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সূচক হচ্ছে সম্পদের উপর আয়হার (ROA), যার পরিপূরক অনুপাত হিসাবে কাজ করে মূলধনের উপর আয় হার (ROE) এবং নিট সুদ মার্জিন (NIM)।

৫.২২ ব্যাংক খাতে ROA এবং ROE দ্বারা পরিমাপকৃত উপার্জন ক্ষমতার মধ্যে ব্যাংকের ধরনভেদে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সারণী ৫.৯-এ ২০১০-২০১৭ সাল পর্যন্ত চার ধরনের ব্যাংকের ROA এবং ROE দেখানো হয়েছে। এ সূচকগুলো বিশ্লেষণে দেখা

সারণী ৫.৯ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	সম্পদের আয় হার (ROA)									ইক্যুইটির আয় হার (ROE)								
	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	জুন ২০১৮	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	জুন ২০১৮
এসসিবি	১.১	১.৩	-০.৫৬	০.৫৯	-০.৫৫	-০.০৪	-০.১৬	০.২১	-০.৬৮	১৮.৪	১৯.৭	-১১.৮৭	১০.৯৩	-১৩.৪৬	-১.৪৭	-৬.০২	৩.৪৫	-১২.২৯
বিশেষায়িত	০.২	০.১	০.০৬	-০.৪০	-০.৬৮	-১.১৫	-২.৮০	-০.৬২	-১.৬২	-৩.২	-০.৯	-১.০৬	-৫.৮১	-৫.৯৭	-৫.৭৯	-১৩.৮৮	-৩.০৭	-৮.৪৪
বেসরকারি	২.১	১.৬	০.৯২	০.৯৫	০.৯৯	১.০০	১.০৩	০.৮৯	০.৫৭	২০.৯	১৫.৭	১০.১৭	৯.৭৬	১০.২৬	১০.৭৫	১১.০৯	১২.০১	৮.১৯
বিদেশি	২.৯	৩.২	৩.২৭	২.৯৮	৩.৩৮	২.৯২	২.৫৬	২.২৪	২.৫৭	১৭.০	১৬.৬	১৭.২৯	১৬.৯৩	১৭.৬৭	১৪.৫৯	১৩.০৮	১১.৩১	১৩.৬৫
মোট	**১.৮**	**১.৫**	**০.৬৪**	**০.৯০**	**০.৬৪**	**০.৭৭**	**০.৬৮**	**০.৭৪**	**০.২৯**	**২১.০**	**১৭.০**	**৮.২০**	**১১.১০**	**৮.০৯**	**১০.৫১**	**৯.৪২**	**১০.৬০**	**৪.৪৪**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

যায় যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ROA ছিল ব্যাংকিং খাতের গড় শতকরা হারের নিচে। যদিও, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে উক্ত হারের সামান্য উন্নতি হয়েছে।হ্রাসকৃত নিট আয়ের কারণে ২০১১-২০১২ সাল পর্যন্ত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ROA এর নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ২০১২ এর পর থেকে উক্ত হার প্রায় স্থিতিশীল রয়েছে। ২০১৪ সালের পর থেকে বিদেশি ব্যাংকগুলোর ROA নিম্নমুখী হলেও তা শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে।

৫.২৩ সারণী ৫.৯ হতে আরও লক্ষ্য করা যায় যে, ২০১৭-এ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ROE দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩.৪৫ ভাগ, যা বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ROE ছিল শতকরা ঋণাত্মক ৩.০৭ ভাগ। ২০১৬ থেকে এর কিছুটা উন্নতি হলেও বিগত বছরগুলোতে তা সব সময় ঋণাত্মক ছিল। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ROE ২০১৭ এ ছিল শতকরা ১২.০১ ভাগ, যা ২০১৩ হতে ক্রমবর্ধমান রয়েছে। বিদেশি ব্যাংকগুলোর ROE ২০১৪ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে শতকরা ১১.৩১ ভাগে দাঁড়িয়েছে। চার্ট: ৫.৮-এ সকল ব্যাংকের উপার্জনশীলতার চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

৫.২৪ সারণী ৫.১০ হতে দেখা যা যে, ২০১৭ এ ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক নিট সুদ মার্জিন (NIM) এর শতকরা ৩.১৩ ভাগ, যা ২০১৬ সালে শতকরা ৩.২৭ ভাগ ছিল। ২০১৬ এর তুলনায় ২০১৭ সালে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত

সারণী ৫.১০ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ মার্জিন

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	জুন ২০১৮
এসসিবি	৩.৬৬	১.১৮	-০.৩২	১.৯৬	১.৬২	১.৭৫	১.৯৮	২.১৩
বিশেষায়িত	৩.৭০	২.৯২	১.৯৮	১.৫০	১.৪৩	০.৭৬	২.০৫	০.৮৬
বেসরকারি	৩.১৯	৩.০৬	২.৭৭	৪.১১	৩.৮৫	৩.৮৯	৩.৫২	৩.৫২
বিদেশি	৫.৫৭	৫.৫৬	৩.৭৩	৫.৯৮	৬.০৮	৪.৯৯	৪.৩৫	৪.৬৪
মোট	**৩.৪৮**	**২.৭৯**	**২.০২**	**৩.৫৬**	**৩.২৮**	**৩.২৭**	**৩.১৩**	**৩.১৮**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংকগুলোর নিট সুদ মার্জিন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নিট সুদ মার্জিন সামান্য হ্রাস পেয়েছে। সূচকগুলোর বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নিট সুদ মার্জিন ব্যাংকিং খাতের গড় নিট মার্জিনের তুলনায় বেশি। ২০১৩ সালে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিট সুদ মার্জিন ঋণাত্মক হলেও পরবর্তী সময়কালে (২০১৪-২০১৭) এর মিশ্র প্রবণতা দেখা গেছে। ২০১৪ সালে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের নিট সুদ মার্জিন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে এর নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে (সারণী ৫.১০)। ২০১৮ সালে জুন শেষে ব্যাংকিং খাতে নিট সুদ মার্জিন দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩.১৮ ভাগ।

তারল্য

৫.২৫ তারল্য অবস্থা (Liquidity Position) ব্যাংকের স্বচ্ছলতার উল্লেখযোগ্য সূচকসমূহের একটি। ব্যাংকিং খাতের তারল্য অবস্থা পরিমাপের সবচেয়ে কার্যকর সূচক হলো ঋণ-আমানত অনুপাত (ADR),

আন্তঃব্যাংক কলমানি রেট, রেপো রেট, লিক্যুইডিটি কভারেজ রেশিও (LCR), নিট স্টেবল ফান্ডিং রেশিও (NSFR)।

৫.২৬ ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক ঋণ-আমানত অনুপাত ২০১৮ সালে তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শতকরা ৭৭.০ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে চতুর্থ ত্রৈমাসিকে শতকরা ৭৬.৭ ভাগে দাঁড়ায় যা সর্বোচ্চ সীমার মধ্যেই ছিল। ২০১৮ এর জুন মাসে ব্যাংকিং খাতে LCR শতকরা ১০০ ভাগের বেশি রয়েছে, অর্থাৎ ব্যাংকগুলোতে উচ্চ-তারল্য মানসম্পন্ন সম্পদ রয়েছে যা কমপক্ষে ৩০ দিন পর্যন্ত ব্যাংকের নগদ অর্থের বহিঃপ্রবাহ মোকাবেলা করার সক্ষমতা প্রকাশ করে। ২০১৮ সালে ব্যাংকগুলোর NSFR ন্যূনতম আবশ্যকীয় পরিমাণ অপেক্ষা বেশি রয়েছে যা বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যাংকের তহবিলের পর্যাপ্ততা নির্দেশ করে।

৫.২৭ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের পূর্ববর্তী ২য় মাসের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ৫.৫ ভাগের (দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ৫.০ ভাগ) সমপরিমাণ অর্থ দ্বিসাপ্তাহিক ভিত্তিতে গড়ে CRR হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। অন্যদিকে প্রচলিত ধারার (Conventional) ব্যাংকের জন্য দৈনিক সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ (SLR) সংরক্ষণের হার তাদের পূর্ববর্তী ২য় মাসের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ১৩.০ ভাগ এবং ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য এ হার শতকরা ৫.৫ ভাগ। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-কে SLR সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে, উপরে উল্লিখিত হারে তাদেরকে CRR সংরক্ষণ করতে হয়।

৫.২৮ সারণী ৫.১১ থেকে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পরেই বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ

সারণী ৫.১১ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	জুন ২০১৮
এসসিবি	২৭.২	৩১.৩	২৯.২	৪৪.৩	৪২.০	৪১.৪	৪০.০	৩০.৪	৩১.৭
বিশেষায়িত	২১.৩	৬.৯	১২.০	১৫.৩	৬.৬	০.০	০.০	০.০	০.০
বেসরকারি	২১.৫	২৩.৫	২৬.৩	২৮.০	২৮.২	১৯.৭	১৭.৯	১৪.৮	২১.৫
বিদেশি	৩২.১	৩৪.১	৩৭.৫	৪৬.২	৫৬.৯	৫১.৮	৪৮.২	৪৩.৮	৪৬.৮
মোট	২৩.০	২৫.৪	২৭.১	৩২.৫	৩২.৭	২৬.৬	২৪.৯	১৯.৯	২৩.৩

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

(SLR) হার সর্বোচ্চ ছিল। ২০১৭ সালে বিগত কয়েক বছরের তুলনায় সামগ্রিকভাবে ব্যাংকগুলোর সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের অনুপাত হ্রাস পেলেও ২০১৮ সালের জুন মাসে তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.২৯ অর্থবছর ১৮-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক হতে ব্যাংকিং খাতে কিছুটা তারল্য চাপ দেখা দেয়। তারল্য চাপ কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এপ্রিল ২০১৮ হতে জমা সংরক্ষণের হার (CRR) শতকরা ১ ভাগ হ্রাস করে ৫.৫০ ভাগ এবং রেপো রেট ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬ ভাগ নির্ধারণ করেছে। ফলে, ব্যাংকিং খাতে তারল্য চাপ প্রশমিত হয়েছে। আর কল-মানি রেট মার্চ ২০১৮ তারিখের শতকরা ৪.৫৬ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৮ তারিখে শতকরা ৩.৪১ ভাগ হয়েছে।

ক্যামেলস্ রেটিং

৫.৩০ ক্যামেলস্ রেটিং হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর সার্বিক অবস্থা নির্ণয় এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন এরূপ ব্যাংকসমূহ চিহ্নিত করা হয়। ব্যাংকের সার্বিক আর্থিক অবস্থা এবং ব্যবস্থাপনা মানের সঠিক প্রতিফলন ঘটানো; দেশীয় প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যতা বিধান এবং সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্ববর্তী ক্যামেলস্ রেটিং নির্দেশিকাটি ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক পরিমার্জন করা হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত ক্যামেলস্ রেটিং গাইডলাইন্সটি ২০১৩ সাল

সারণী ৫.১২ ইসলামি ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র (ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে)

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	ইসলামিক ব্যাংক		প্রচলিত ব্যাংক* (প্রচলিত+ইসলামিক)		ইসলামিক ব্যাংকিং খাত		সকল তফসিলি ব্যাংক	
	২০১৭	২০১৬	২০১৭	২০১৬	২০১৭	২০১৬	২০১৭	২০১৬
১	২		৩		৪=২+৩		৫	
ব্যাংকের সংখ্যা	৮	৮	১৬	১৬	২৪	২৪	৫৭	৫৭
মোট আমানত	২০১৯.৬	১৭৭০.৭	৯৯.৯	৮৬.৬	২১১৯.৫	১৮৫৭.৩	৯৮৭৪.৯	৮৯৩৩.৯
মোট বিনিয়োগ	১৮৬০.১	১৫৬৫.০	৯৮.১	৮২.০	১৯৫৮.২	১৬৪৭.০	৮১০৬.১	৬৭৩৯.৩
বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত	৮৭.৮	৮৬.৩	৭৯.৮	৮৪.২	৮৭.৭	৮৬.৭	৭৫.৯	৭১.৯
তারল্যঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি(-)**	৯৭.৯	১১৩.৬	৪.৮	৩.০	১০২.৭	১১৬.৬	৯৩৩.৮	১২৫৯.৫

* প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামিক ব্যাংকিং শাখাগুলোর জন্য আলাদাভাবে এসএলআর সংরক্ষণ করতে হয় না।
** সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সমন্বিতভাবে এসএলআর এবং তারল্য সংরক্ষণ করে থাকে।

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস), বাংলাদেশ ব্যাংক।

হতে অনুসৃত হচ্ছে, যা ২০১৬ সালে আংশিক পরিমার্জন করা হয়।

৫.৩১ সংশোধিত ক্যামেলস্ রেটিং গাইডলাইন্সটিতে অনুপাত বা সূচক এর ক্ষেত্রেই শুধু বড় ধরনের পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে তা নয়, বরং গুণগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও প্রশ্নমালা (Questionnaire) নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গাইডলাইন্সটি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত বাসেল-৩ নীতিমালাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে এবং এ সম্পর্কিত কতিপয় অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলধন পর্যাপ্ততা রেটিং হিসাবায়নের ক্ষেত্রে উত্তম মানসম্পন্ন মূলধনের ওপর গুরুত্বারোপ করাসহ মূলধনের তুলনায় পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ ও ব্যালেন্সশীট বহির্ভূত দফার পরিমাণ, মোট মূলধনের তুলনায় বৃহদাংক ঋণের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন ক্যামেলস্ রেটিং নির্দেশিকাটিতে সম্পদের গুণগতমান মূল্যায়নের জন্য শ্রেণিকৃত ঋণের হার ও প্রভিশনিং পরিস্থিতির পাশাপাশি সার্বিকভাবে ব্যাংকের লোন পোর্টফোলিও কেন্দ্রীভূত কিনা তা যাচাই করার জন্য HHI (Herfindahl-Hirschman Index) প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া, ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণও হিসাবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, ক্যামেলস্ রেটিং এর 'ব্যবস্থাপনা' অংশে Risk Rating, SME ও Agriculture Financing Performance Rating, Green Banking & CSR Performance Rating এবং Spread Rating অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ক্যামেলস্ রেটিং এর আওতায় ব্যাংকগুলোকে দুই প্রকার রেটিং আরোপের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়- (১) উপাদানভিত্তিক পারফরমেন্স রেটিং, যা ক্যামেলস্ এর ছয়টি উপাদান অর্থাৎ মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগত মান, ব্যবস্থাপনা, উপার্জন ক্ষমতা, তারল্য ও বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা এর ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয় এবং (২) সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং, যা ব্যাংকের সার্বিক আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ণীত হয়ে থাকে। উভয় প্রকার রেটিং '১-৫' স্কেলে নির্ণয় করা হয় যেখানে '১' এর মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো রেটিং এবং '৫' এর মাধ্যমে সবচেয়ে খারাপ রেটিং বোঝানো হয়। পূর্বে কোনো ব্যাংকের সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং '৪' বা '৫' অর্থাৎ 'প্রান্তিক' বা 'অসন্তোষজনক' নির্ণীত হলে সাধারণ ঐ ব্যাংকটিকে 'প্রবলেম ব্যাংক' হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বর্তমানে এ ধরনের ক্ষেত্রে ব্যাংকটিকে 'ব্যাংক আন্ডার স্পেশাল সুপারভিশন হিসেবে চিহ্নিত করা এবং এর কার্যাবলী ও আর্থিক অবস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৫.৩২ ডিসেম্বর ২০১৭-এ কোনো ব্যাংকের রেটিং '১' বা 'শক্তিশালী' নির্ণীত হয়নি, ৪০টি ব্যাংকের রেটিং '২' বা 'সন্তোষজনক', ৯টি ব্যাংকের রেটিং '৩' বা 'মোটামুটি ভালো', ৭টি ব্যাংকের রেটিং '৪' বা 'প্রান্তিক' এবং ১টি ব্যাংকের রেটিং '৫' বা 'অসন্তোষজনক' ছিল।

গ্রাম ও শহর এলাকায় ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম

৫.৩৩ ৩০ জুন ২০১৮ ভিত্তিক তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৫৭টি তফসিলি ব্যাংক তাদের ১০১১৪টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জুন ২০১৮ শেষে ব্যাংকগুলোর গ্রামীণ শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৮৯০টি (যা ব্যাংকগুলোর মোট শাখার শতকরা ৪৮.৩৫ ভাগ) এবং শহরে অবস্থিত শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫২২৪টি (মোট শাখার ৫১.৬৫ শতাংশ)। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গ্রামীণ শাখার সংখ্যা ১৯৮১টি (শতকরা ৫২.৯৫ ভাগ) এবং শহরে অবস্থিত শাখার সংখ্যা ১৭৬০টি (শতকরা ৪৭.০৪ ভাগ)। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর গ্রামাঞ্চলে ১১১৩টি (শতকরা ৭৮.৮৮ ভাগ) এবং শহরাঞ্চলে ২৯৮টি (শতকরা ২১.১২ ভাগ) শাখা রয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গ্রামাঞ্চলে ১৭৯৬টি (শতকরা ৩৬.৭৪ ভাগ) এবং শহরাঞ্চলে ৩০৯২টি (শতকরা ৬৩.২৬ ভাগ) শাখা রয়েছে। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো শহরাঞ্চলের ৭৪টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে মোট আমানতের মধ্যে শহরে ও গ্রামে অবস্থিত শাখাসমূহের অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭৯.৪৪ ভাগ এবং শতকরা ২০.৫৬ ভাগ। অন্যদিকে, ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে ব্যাংকিং খাত হতে প্রদত্ত মোট অগ্রিমের মধ্যে শহরাঞ্চলে প্রদত্ত অগ্রিমের অংশ ছিল শতকরা ৮৯.৪১ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলে প্রদত্ত অগ্রিমের অংশ ছিল শতকরা ১০.৫৯ ভাগ।

ইসলামিক ব্যাংকিং

৫.৩৪ ১৯৮৩ সাল হতে বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশে ৫৭টি ব্যাংকের মধ্যে ৮টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক ব্যাংকিং এবং ১৬টি প্রচলিত ব্যাংক (তিনটি বিদেশি ব্যাংকসহ) ইসলামিক ব্যাংকিং শাখার মাধ্যমে ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম

সারণী ৫.১৩ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধনের ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
ন্যূনতম কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ (সিইটি-১) মূলধন হার	৪.৫	৪.৫	৪.৫	৪.৫	৪.৫
ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার (সিসিবি)	-	০.৬২৫	১.২৫	১.৮৭৫	২.৫
ন্যূনতম সিইটি -১ মূলধন+সিসিবি	৪.৫	৫.১২৫	৫.৭৫	৬.৩৭৫	৭.০
ন্যূনতম টিয়ার-১ মূলধনের হার	৫.৫	৫.৫	৬.০	৬.০	৬.০
ন্যূনতম মোট মূলধনের হার	১০.০	১০.০	১০.০	১০.০	১০.০
ন্যূনতম মোট মূলধন+সিসিবি	১০.০	১০.৬২৫	১১.২৫	১১.৮৭৫	১২.৫
লিভারেজ অনুপাত	৩.০	৩.০	৩.০ পুনঃসমন্বয়	পিলার১ এ স্থানান্তর	

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস), বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিচালনা করেছে। শুরু হতেই ইসলামিক ব্যাংকিং খাত জোরালো প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে চলেছে; যা সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের সম্পদ, অর্থায়ন এবং আমানত বিবেচনায় ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের বর্ধিত মার্কেট শেয়ারের মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে। সারণী ৫.১২ এ ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে সকল ইসলামিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামিক ব্যাংকিং শাখাসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১১৯.৫ বিলিয়ন টাকা; যা সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের (১০০৫২.৪ বিলিয়ন টাকা) শতকরা ২১.০৮ ভাগ। একই সময়ে সকল ইসলামিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামিক ব্যাংকিং শাখাসমূহের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯৫৮.২ বিলিয়ন টাকা; যা দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের (৮১০৬.১ বিলিয়ন টাকা) শতকরা ২৪.১৬ ভাগ (সারণী ৫.১২)।

আইনি কাঠামো ও প্রবিধিগত বাধ্যবাধকতা

ব্যাংকগুলোর জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা

৫.৩৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তে ব্যাসেল-২ সফলভাবে সম্পন্ন হবার পর আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতিনীতির সাথে সঙ্গতি বজায় রাখা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি ২০১৫ হতে ব্যাসেল-৩ এর আওতায় মূলধন পর্যাপ্ততার বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

ব্যাসেল-৩ এর পিলার-১ অনুযায়ী ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি এবং পরিচালন ঝুঁকি এর বিপরীতে ব্যাংকসমূহ ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ হিসাবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪ সালে বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের রোডম্যাপ এবং ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণ বিষয়ক গাইডলাইন্স (Revised Regulatory Capital Framework for banks in line with Basel III) করেছে।

৫.৩৬ মার্চ ২০১৫ ত্রৈমাসিক হতে ব্যাসেল-৩ এর নতুন নীতিমালা অনুসরণপূর্বক মূলধন পর্যাপ্ততার বিবরণী/রিপোর্ট দাখিলের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়। মার্চ ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার হার দাঁড়ায় ১০.১১ ভাগ যেখানে কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন ছিল ৬.৯৮ ভাগ; যা ব্যাসেল-৩ এর মূলধন পর্যাপ্ততার প্রয়োজনীয় হার পূরণে সক্ষম হয়েছে। ব্যাসেল-৩ অনুযায়ী ৫৭টি ব্যাংকের মধ্যে ১০টি ব্যাংক ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার হার ও ৮টি ব্যাংক কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে।

৫.৩৭ ব্যাংকগুলোকে তাদের মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ১০ ভাগ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধন হিসাবে সংরক্ষণের পাশাপাশি অতিরিক্ত আরও শতকরা ২.৫ ভাগ (Phase-in Arrangements অনুসরণপূর্বক) ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার (CCB) হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে; যা কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন দ্বারা গঠিত হবে। ইতোমধ্যে ২০১৬ হতে CCB এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। ২০১৮ সালে CCB এর হার ছিল ১.৮৭৫ ভাগ। যদি CCB এর হার এ সীমার নিচে থাকে তাহলে ব্যাংক মুনাফা বণ্টন করতে পারবে না। মার্চ ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং খাতের CCB এর হার ছিল ০.১১ ভাগ; যা CCB এর নির্ধারিত হার পূরণ করতে পারেনি। এছাড়া, মোট ৫৭টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ১৮টি ব্যাংক CCB সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে (সারণী ৫.১৩)।

৫.৩৮ ব্যাসেল ৩ নীতিমালার আওতায় ব্যাংকিং খাতে অতিরিক্ত অন এবং অফ ব্যালেন্স শিট লিভারেজ এড়ানোর জন্য ২০১৫ সাল হতে লিভারেজ রেশিও প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর জন্য এর সর্বনিম্ন হার শতকরা ৩ ভাগ। মার্চ, ২০১৮ এর শেষ নাগাদ ব্যাংকিং খাতের লিভারেজ রেশিও দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪.৩৪ ভাগ যা ন্যূনতম মাত্রার বেশি রয়েছে। কিন্তু একক ক্ষেত্রে, ৫৭টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি ব্যাংক উক্ত সময়ে লিভারেজ রেশিও এর ন্যূনতম হার সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। এ বিষয়ে গাইডলাইন্সে বর্ণিত নির্দেশনা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যা ডিসেম্বর ২০১৯ এ মূলধন পর্যাপ্ততা হারের সাথে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হবে। ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা হারের ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন ব্যবস্থা (Phase-in Arrangements) সারণী ৫.১৩ এ বর্ণিত হয়েছে।

নতুন মূলধন পর্যাপ্ততা কাঠামোর আওতায় ব্যাংকগুলোকে নিম্নে বর্ণিত অনুপাতগুলো সংরক্ষণ করতে হবেঃ

১. কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ন্যূনতম শতকরা ৪.৫ ভাগ।

২. টিয়ার-১ মূলধন হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ন্যূনতম শতকরা ৬.০০ ভাগ।

৩. অতিরিক্ত টিয়ার-১ মূলধন মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সর্বোচ্চ শতকরা ১.৫০ ভাগ বা কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধনের শতকরা ৩৩.৩৩ ভাগ (দু'টির মধ্যে যেটি বেশি) পর্যন্ত হতে পারবে।

৪. ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CRAR) হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ১০.০০ ভাগ।

৫. টিয়ার-২ মূলধন মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সর্বোচ্চ শতকরা ৪.০০ ভাগ বা কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধনের শতকরা ৮৮.৯ ভাগ (দু'টির মধ্যে যেটি বেশি) পর্যন্ত হতে পারবে।

৬. এছাড়া, ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা ছাড়াও ব্যাংকগুলোকে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ২.৫ ভাগ ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার হিসেবে অতিরিক্ত কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১-এ সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৩৯ Supervisory Review Evaluation Process (SREP) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ব্যাংকগুলোর SRP টিমের সংলাপ এবং পরবর্তীতে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (ICAAP) সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ/মূল্যায়ন পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত SRP- SREP সংলাপকালে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মূলধনের পরিমাণগত ও গুণগত দিক বিবেচনায় নিয়ে পর্যাপ্ত মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করে। ২০১১ সালে প্রথম SREP সংলাপ শুরু করা হয়। আলোচ্য সংলাপকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মে ২০১৩-তে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সংশোধন করে। এর আওতায় ব্যাংকগুলোকে রেসিডুয়াল ঝুঁকি, মুখ্য ঝুঁকিগুলোর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মূল্যায়ন, ঋণ পুঞ্জীভূতকরণ ঝুঁকি, সুদহার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, সুনাম ঝুঁকি, লেনদেন নিষ্পত্তির ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং অন্যান্য বস্তুগত ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ফরম্যাটে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) সংক্রান্ত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের অন-সাইট এবং অফ-সাইট সুপারভিশন বিভাগগুলোতে সংরক্ষিত তথ্যাবলীর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। SRP-SREP সংলাপকালে ব্যাংকগুলো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যথাযথ প্রমাণ ও বাস্তবসম্মত পর্যালোচনাসহ ICAAP সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিলে সমর্থ না হলে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব বিচক্ষণতা এবং পরিদর্শন বিভাগের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোর জন্য মূলধন পর্যাপ্ততার স্তর নির্ধারণ করে থাকে। মে ২০১৪-তে প্রসেস ডকুমেন্টটি পুনরায় সংশোধন করা হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে সবগুলো ব্যাংক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ ভিত্তিক ICAAP সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে।

ঋণ শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশনিং

৫.৪০ অর্থবছর ১৩ এর প্রথম দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং প্রভিশনিং সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম মানের সাথে সামঞ্জস্য আনয়ন করে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংক "খেলাপি ঋণ," (একটি আইনগত ধারণা যা ব্যাংককে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার প্রদান করে) এবং "শ্রেণিকৃত ঋণ," (যা হিসাববিজ্ঞানের একটি ধারণা) সম্পর্কিত ধারণাগত অস্পষ্টতাও দূর করে।

ঋণ পুনর্গঠন

৫.৪১ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বৃহদাংক ঋণগ্রহীতাদের অবদানের বিষয়টি বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে ক্ষতিগ্রস্ত বৃহদাংক ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণ পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বৃহদাংক ঋণ পুনর্গঠন নীতিমালার অধীনে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ১৪৫.৭ বিলিয়ন টাকার ঋণ পুনর্গঠন করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত উক্ত ঋণ হতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ ১.৯ বিলিয়ন টাকা ডাউনপেমেন্ট এবং ২৩.১২ বিলিয়ন টাকা বিভিন্ন ঋণগ্রহীতার নিকট হতে কিস্তি হিসেবে আদায় করেছে।

ব্যাংকগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

৫.৪২ ব্যাংকসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে ব্যাংকের পর্ষদ পর্যায়ে 'রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি প্রতিষ্ঠা', 'অডিট কমিটি গঠন', বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী নিয়োগের ক্ষেত্রে উপযুক্ততা যাচাই পরীক্ষা (ফিট অ্যান্ড প্রোপার টেস্ট), তথ্য প্রকাশে অধিকতর বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত

সংস্কার প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সুনির্দিষ্টকল্পে পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা এবং কার্যক্রম পুনঃসংজ্ঞায়িত ও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর এতদ্‌সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ ইতোমধ্যে সংশোধন করা হয়েছে।

ব্যাংকগুলোর ব্যাংকিং কার্যক্রম তদারকি

৫.৪৩ আর্থিক খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছলতা নিশ্চিতকরণ ও কাঠামোগত দৃঢ়তা স্থাপন এবং একইসাথে আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক (১) অফ-সাইট সুপারভিশন ও (২) অন-সাইট সুপারভিশন নামে দু'ধরনের সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন ব্যাংকের অফ-সাইট পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন মাত্রার উপর ভিত্তি করে ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা নির্ধারণ করার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

ব্যাংকগুলোর অফসাইট মনিটরিং

৫.৪৪ ব্যাংকিং খাতের অর্থনৈতিক সক্ষমতা নিবিড়ভাবে এবং দ্রুত বিশ্লেষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি প্রবর্তনের পাশাপাশি অফ-সাইট মনিটরিং ব্যবস্থা অন-সাইট পরিদর্শনের পরিপূরক হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সে লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও ব্যাংকিং সুপারভিশন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস) হতে বেশ কিছু উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যাংকিং সুপারভিশন স্পেশালিস্ট (বিএসএস)

৫.৪৫ বর্তমান ব্যাংকিং সুপারভিশন কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী এবং নিবিড় করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক অফ-সাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্টের আওতায় ছয়টি ব্যাংকিং সুপারভিশন স্পেশালিস্ট শাখা (বিএসএস) গঠন করে। প্রতিটি শাখায় বিশ্লেষণমূলক কাজের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। বিএসএস শাখাগুলো নিজ নিজ শাখার আওতাধীন ব্যাংকসমূহের 'আর্লি সিগন্যাল প্রোভাইডার' হিসেবে কাজ করে। ব্যাংকসমূহের আর্থিক পরিস্থিতি, ব্যাংকিং কার্যক্রম, ঝুঁকি, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রভৃতির প্রতি অব্যাহত নজরদারিসহ ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের সাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে এ শাখাগুলো ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগসমূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। শাখাগুলো ব্যাংকগুলোর নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী ডায়াগনস্টিক রিভিউ রিপোর্ট (DRR) এবং নির্ধারিত সময় পরপর ক্যুইক রিভিউ রিপোর্ট (QRR) প্রস্তুত করে যেখানে ব্যাংকগুলোর বিদ্যমান মুখ্য ঝুঁকিসমূহের উপর গুরুত্বারোপ এবং প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিএসএস শাখাগুলো নিজ নিজ আওতাধীন ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদ এবং নির্বাহী/অডিট কমিটির সভার কার্যবিবরণীসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বিভিন্ন অনিয়ম এবং ব্যাংকিং আইন ও সার্কুলারের লঙ্ঘন হয়েছে কি না তা সনাক্ত করে থাকে এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

৫.৪৬ ছয়টি বিএসএস শাখার মধ্যে একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংক পর্যবেক্ষণে এবং অপর একটি কেবলমাত্র ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক ও স্পেশাল সুপারভিশনের আওতায় থাকা ব্যাংকের পর্যবেক্ষণে বিশেষভাবে নিয়োজিত। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) রয়েছে। ব্যাংকিং সুপারভিশন স্পেশালিস্ট শাখাসমূহ ব্যাংকগুলোর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এর পরিপালন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করে। স্পেশাল সুপারভিশনের আওতায় থাকা ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিএসএস শাখা ব্যাংকগুলোর প্রধান আর্থিক সূচকসমূহ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটর করে এবং কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে বা

উন্নতির সুযোগ থাকলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের (সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড) ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স পলিসির পরিপালন অবস্থার অগ্রগতি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করছে। এছাড়া, বিকেবি এবং রাকাবকে সমঝোতা স্মারকের নির্দেশনার আওতায় মনিটর করা হচ্ছে।

পর্যবেক্ষক সেল গঠন

৫.৪৭ বিভিন্ন ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগের জন্য অফ-সাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্ট-এ ২০১৭ সালে 'পর্যবেক্ষক সেল' নামে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনকে উন্নত করা, সঠিক ঋণ শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং বিশেষ করে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে যে কোনো ব্যাংকের বোর্ডে একজন পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিতে পারে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ১৪টি ব্যাংকের পর্ষদে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়োজিত পর্যবেক্ষক রয়েছে।

ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৫.৪৮ ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ৬টি কোর রিস্কস ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনস পরিমার্জন করেছে। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর জন্য ২০১২ সনে প্রণীত 'Risk Management Guidelines' শিরোনামে আরো একটি নির্দেশিকার যুগোপযোগীকরণের কাজ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা ব্যাংকগুলোকে তাদের প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিসমূহ নির্ণয়, পরিমাপ, তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণে সমসাময়িক পদ্ধতি আত্মীকরণে সাহায্য করবে।

৫.৪৯ ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অধিকতর দক্ষতা আনয়ন ও সমন্বয় সাধন এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার অনুশীলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের রিপোর্টিং ফরম্যাট পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে এবং ব্যাংকগুলো বর্তমানে নতুন রিপোর্টিং ফরম্যাট 'Comprehensive Risk Management Report (CRMR)' অনুযায়ী অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রতিবেদন দাখিল করছে। ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিমাণগত ও গুণগত মান সঠিকভাবে যাচাই করার লক্ষ্যে উক্ত CRMR এ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত বেশকিছু সমসাময়িক বিষয় এবং একটি 'Questionnaire' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরো নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য Monthly Risk Management Report (MRMR) নামক একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্টিং ফরম্যাট চালু করা হয়েছে। ব্যাংকগুলো কর্তৃক দাখিলকৃত CRMR এবং MRMR এর ভিত্তিতে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস) নিয়মিতভাবে প্রতিটি ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মূল্যায়ন করে থাকে এবং পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য ব্যাংকগুলোকে গঠনমূলক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। ব্যাংকগুলোকে এসব নির্দেশনা পরিপালন করে পরিপালন প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হয়। অধিকন্তু, ব্যাংকগুলোকে তাদের কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করে একটি Risk Appetite Statement প্রস্তুতপূর্বক তা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের মধ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনে দাখিলের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত বিবরণী বিশ্লেষণ এবং এর বাস্তবায়ন তদারকি করে থাকে।

৫.৫০ Comprehensive Risk Management Report (CRMR) এ প্রদত্ত তথ্য, ব্যবস্থাপনা ও পর্ষদ পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, ব্যাংক কর্তৃক দাখিলকৃত পূর্ববর্তী ষাণ্মাসিকের পরিপালন

অবস্থা এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যাংকের সামগ্রিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট রেটিং নির্ধারণ করে থাকে। অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে নির্ণীত এ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট রেটিং ব্যাংকগুলোর ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা উপাদান (Management Component) এ শতকরা ১৫ ভাগ গুরুত্ব বহন করে। ফলে, একটি ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অনুশীলন তাদের ক্যামেলস্ রেটিংয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর নতুন শাখা খোলার লাইসেন্স ও এডি লাইসেন্স প্রাপ্তি, লভ্যাংশ ঘোষণা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ রেটিং বিবেচনায় নেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৬ সালে সামগ্রিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট রেটিং নির্ণয়ের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করেছে। ডিসেম্বর-২০১৭ এর রেটিং অনুযায়ী ৫৭টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ১৮টি নিম্ন (Low) মাত্রার, ২৯টি সহনীয়/মাঝারি (Medium) মাত্রার, ৮টি উচ্চ (High) মাত্রার এবং বাকি ২টি সংকটপূর্ণ (Critical) মাত্রার ঝুঁকিসম্পন্ন ব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

৫.৫১ ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন (Internal Control and Compliance) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে পরিচালন ঝুঁকি ন্যূনতম মাত্রায় রাখার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রণীত স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (Self-Assessment of Anti-Fraud Internal Controls Report) ফরম্যাটটি বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১৮ এ পরিমার্জন করেছে। এ প্রতিবেদনটি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষরে এবং পর্ষদের অডিট কমিটির চেয়ারম্যানের প্রতিস্বাক্ষরে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রতিবেদনটি একটি Questionnaire এর সমন্বয়ে গঠিত, যা Internal Control & Compliance (ICC), General Banking and Operation, Loans and Advances, Foreign Exchange Operation, এবং Information & Communication Technology (ICT) এই ভাগে বিভক্ত এবং ২টি জাল-জালিয়াতি সংক্রান্ত বিবরণীও (যার একটি রিপোর্টিং সময়কালে সনাক্ত হয়েছে এমন সব জাল-জালিয়াতির বিবরণী এবং অন্যটি ব্যাংকের জন্মলগ্ন হতে রিপোর্টিং পিরিয়ডের পূর্ববর্তী সময়কাল পর্যন্ত সনাক্ত হয়েছে ও অনিষ্পন্ন রয়েছে এমন সব জাল-জালিয়াতি ও এর বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ সম্বলিত বিবরণী) এর অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেদনটির প্রশ্নগুলোকে আরো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করার জন্য এবং ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত রিপোর্টিং ফরম্যাটটি সংশোধন করা হয়েছে। ব্যাংকগুলো এ প্রতিবেদনটি ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে দাখিল করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহে অন-সাইট পরিদর্শনকালে উক্ত প্রতিবেদনে সরবরাহকৃত তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে তা অন-সাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্টসমূহেও প্রেরণ করা হয়।

ব্যাংকগুলোর অন-সাইট পরিদর্শন

৫.৫২ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধিবদ্ধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমানে ৭টি বিভাগ - ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ (ডিবিআই-১), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ (ডিবিআই-২), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ (ডিবিআই-৩), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ (ডিবিআই-৪), বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ (ডিএফইআই), ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সাতটি বিভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (ইসলামি শরীয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংকগুলোসহ), বিদেশি ব্যাংক এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ও মানি চেঞ্জারসহ অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহে অন-সাইট পরিদর্শন পরিচালনা করে। এ বিভাগসমূহ বিভিন্ন ধরনের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে যেগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়- ১. বিশদ/নিয়মিত/প্রথাগত পরিদর্শন ২. ঝুঁকি ভিত্তিক/ সিস্টেম চেক পরিদর্শন এবং ৩. বিশেষ/তাৎক্ষণিক পরিদর্শন।

৫.৫৩ বিশদ পরিদর্শনে ব্যাংকসমূহের সার্বিক অবস্থা (যেমন- মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগত মান, তারল্য, উপার্জনক্ষমতা, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ইত্যাদি) মূল্যায়ন করা হয়। এগুলো মূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোকে ঊর্ধ্বমুখী ১-৫ স্কেলে রেটিং করা হয়। অন-সাইট পরিদর্শন বিভাগসমূহ পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশ ও নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কিনা তাও পর্যবেক্ষণ করে থাকে। সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা, ঋণ/বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত মুখ্য ঝুঁকি নির্দেশিকা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়। আমানতকারী, জনসাধারণ বা কোনো প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের ভিত্তিতে বিশেষ/তাৎক্ষণিক পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়।

৫.৫৪ ব্যাসেল কমিটি ফর ব্যাংকিং সুপারভিশন দ্বারা নির্ধারিত ব্যাংক পরিদর্শনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানসমূহের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকসমূহের তদারকি করা হয়। ধারাবাহিক তত্ত্বাবধান/নজরদারি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সারা বছর পর্যায়ক্রমে অন-সাইট পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিচালিত ব্যাংকসমূহের সার্বিক আর্থিক অবস্থা তত্ত্বাবধান করা হয়।

৫.৫৫ অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ (ডিবিআই-১) কর্তৃক সর্বমোট ৯৮৪টি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬৬৩টি ছিল বিশদ পরিদর্শন । বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত মুখ্য ঝুঁকি নির্দেশিকা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে ২৯টি ব্যাংকে ২৩২টি মুখ্য ঝুঁকি ভিত্তিক পরিদর্শন কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক অফিসসহ যেকোনো একটি শাখা মুখ্য ঝুঁকি ভিত্তিক পরিদর্শনের আওতায় আনা হয়েছে। তাছাড়া, ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম (আইএসএস) সফট্ওয়্যার এবং এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (ইডিডব্লিউ) সফট্ওয়্যার কর্তৃক নির্ধারিত

সারণী ৫.১৪ DITF এর সাম্প্রতিক অবস্থা

উপাদানসমূহ	অনিরীক্ষিত হিসাব (৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ ভিত্তিক)	প্রিমিয়াম হার*	নির্ধারিত পরিমাণ
মোট তহবিল	৬৪.০৩ বিলিয়ন টাকা	-	এক লক্ষ টাকা
মোট বিনিয়োগ	১০৫৪৯.৯৮ বিলিয়ন টাকা	-	পর্যন্ত (প্রতি
মোট বীমাযোগ্য আমানতের			ব্যাংকের প্রতি
মধ্যে বীমাকৃত আমানত	৭৯.০০%	-	আমানতকারী)
বীমাযোগ্য আমানত এবং তলবি			
ও মেয়াদি দায়ের হার	২৪.৪৩%	-	
সম্পূর্ণ বীমাকৃত আমানতকারী	৮৮.৬৬%	-	
সাউন্ড ব্যাংক	-	০.০৮%	
আর্লি ওয়ার্নিংভুক্ত ব্যাংক	-	০.০৯%	
প্রবলেম ব্যাংক	-	০.১০%	

* ২০১৩ সাল হতে কার্যকর
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস), বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংকসমূহের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলির উপর ডিবিআই-১ অন-সাইট পরিদর্শন এবং অফ-সাইট নজরদারি পরিচালনা করে। ডিবিআই-১ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের বিশেষ পর্ষদ সভায় উপস্থিত থেকে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উপস্থাপিত প্রধান কার্যালয়ের পরিপালন সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রদান করে থাকে। এছাড়া, ডিবিআই-১ প্রতিমাসে দু'বার ডেপুটি গভর্নর (সুপারভিশন এর দায়িত্বে নিয়োজিত) এর সভাপতিত্বে সুপারভিশন কমিটির সভা অনুষ্ঠান করে থাকে, যেখানে বিভিন্ন নীতিমালা এবং সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। ডিবিআই-১ এর আওতাধীন ব্যাংকগুলোকে বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে তাদের ব্যবস্থাপনা কমিটি (MANCOM), বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক দল এবং বহিঃনিরীক্ষক এর সমন্বয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৫.৫৬ অর্থবছর ১৮ এ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক যথা সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, বেসিক ও বিডিবিএল এর ৬টি প্রধান কার্যালয়, ১২৩টি বড় শাখা এবং ৭৫৩টি ছোট শাখার উপর ৮৩৩টি বিশদ পরিদর্শনসহ মোট ৯৩৩টি পরিদর্শন পরিচালনা করেছে। একই সময়ে উক্ত বিভাগ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের ৩০টি কোর রিস্ক পরিদর্শনসহ ৫০টি বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করা

হয়। এছাড়াও, এ বিভাগ কর্তৃক আইসিবির প্রধান কার্যালয় এবং ৪টি শাখায় বিশদ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়েছে।

৫.৫৭ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ কে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো যথাক্রমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব), আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এসএমই ঋণ কার্যক্রমের উপর বিশদ পরিদর্শন পরিচালনা করতে হয়। অর্থবছর ১৮ এ উক্ত বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকগুলোর ৬টি প্রধান কার্যালয়সহ ৩২টি বড় শাখা, ২১২টি এসএমই সার্ভিস সেন্টার, এসএমই/কৃষি শাখা, ৪৯৫টি ছোট শাখাসহ মোট ৫৩৩টি শাখার উপর বিশদ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও, আলোচ্য সময়ে এ বিভাগ কর্তৃক ৩৪টি পরিদর্শনের সাথে ৪টি বিশেষ পরিদর্শনও পরিচালনা করা হয়।

৫.৫৮ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ এর উপর দেশীয় ৮টি ইসলামি ব্যাংক, ৩টি এনআরবি ব্যাংক (অনিবাসী বাংলাদেশিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) এবং দেশের ব্যাংকিং নীতিমালা ও প্রবিধান পরিপালন সাপেক্ষে পরিচালিত ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মদক্ষতা তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অর্থবছর ১৮ এ ব্যাংক পরির্দশন বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকগুলোর প্রধান/কান্ট্রি অফিসসহ শাখা পর্যায়ে মোট ৩২৫টি পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে উক্ত বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকগুলোর হিসাব বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক দলিলাদি/খাতাপত্র পরীক্ষার মাধ্যমে সামগ্রিক সুস্থতা ও প্রবিধানগত পরিপালনের অবস্থা নির্ণয়ের লক্ষ্যে ব্যাংকের ২০টি প্রধান/কান্ট্রি অফিস এবং ১১৪টি শাখায় বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। একই সময়ে এ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকগুলোর কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন বাস্তবায়নের অগ্রগতিসহ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মূল্যায়ন ও মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে ২০টি প্রধান/কান্ট্রি অফিস এবং ২০টি শাখার উপর ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ ব্যাংকগুলোর 'অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন পদ্ধতি (ICAAP)' এর সঠিকতা পর্যালোচনার লক্ষ্যে ২০টি শাখা এবং ২০টি প্রধান/কান্ট্রি অফিস এর উপর 'তত্ত্বাবধান পর্যালোচনা মূল্যায়ন পদ্ধতি (SREP)' পরিচালনা করে।

৫.৫৯ এছাড়াও, বিভিন্ন ব্যাংকের ১০টি শাখায় ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ (ডিবিআই-৪) এন্টি মানি লন্ডারিং (AML) পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। একই সঙ্গে ডিবিআই-৪ কর্তৃক ৯৭টি শাখা ও ১১টি প্রধান কার্যালয়ে (৮টি ইসলামি ব্যাংক ও ৩টি এনআরবি ব্যাংক) ক্যুইক সামারি পরিদর্শন পরিচালনা করেছে। এছাড়া, বিভাগটি ব্যাংকসমূহের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ ভিত্তিক সম্পদের গুণগত মান (Asset Quality) পর্যালোচনা করে ব্যাংকসমূহের বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে তাদের পর্যবেক্ষণগুলো যাতে প্রতিফলিত হয় তা নিশ্চিত করেছে। বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী চূড়ান্তকরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, বহিঃনিরীক্ষক এবং ডিবিআই-৪ এর পরিদর্শন দলের ত্রিপাক্ষিক সভায় মতবিনিময়ের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা হয়। পাশাপাশি এই বিভাগটি ১৪টি শাখা এবং ১০টি প্রধান কার্যালয়/কান্ট্রি অফিস এর ওপর ২৪টি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সর্বোপরি ব্যাংকসমূহের শাখা ও প্রধান কার্যালয়/কান্ট্রি অফিসের ওপর পরিচালিত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশসমূহের অগ্রগতি ও পরিপালন কার্যক্রমও ডিবিআই-৪ নিয়মিতভাবে তদারকি করে থাকে।

৫.৬০ বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ (ডিএফইআই) ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থায়ন, তহবিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ ব্যাংক এবং মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ওপর পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৮ অর্থবছরে এ বিভাগটি ব্যাংকসমূহের অনুমোদিত ডিলার শাখার ওপর ৬৮টি বিশদ পরিদর্শন, প্রধান কার্যালয়ের ওপর ১০টি বিশদ পরিদর্শন ও বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ওপর ৫৭টি পরিদর্শন পরিচালনা করেছে। এছাড়াও বিভাগটি

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা সংশ্লিষ্ট অনিয়মের উপর ১০২টি বিশেষ পরিদর্শন এবং মানি চেঞ্জারদের ওপর ৬৪টি পরিদর্শন পরিচালনা করেছে।

৫.৬১ যথাযথ ব্যাংকিং নিয়মাচার পরিপালন, নৈতিক আদর্শ ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক সদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) গ্রাহকের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তিকল্পে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রাহক/জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বিভাগটি গণমাধ্যমে প্রচারণা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়াও এটিএম জালিয়াতি, এমআইসিআর চেক ও মোবাইল ব্যাংকিং বিষয়ক সমস্যাসমূহ নিষ্পত্তির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। বিভাগটি জেনারেল ব্যাংকিং, ঋণ ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন এর ওপর বিভিন্ন ব্যাংকে বছরব্যাপী বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করেছে এবং এর ধারাবাহিকতায় কতিপয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বিভাগে ডেডিকেটেড হটলাইন নম্বর, ইমেইল ও প্রচলিত পত্রের মাধ্যমে মোট ৫৭৬৬টি অভিযোগ গৃহীত হয়েছে যাদের মধ্যে ৫৭৩৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তির হার ৯৯.৪২ শতাংশ। এছাড়াও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকে উক্ত সময়ে মোট ১১৬টি বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়েছে।

৫.৬২ FICSD ২০১৪ সালে "Guidelines on Customer Services and Complaint Management" নামে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করে এবং ব্যাংকগুলোকে উক্ত নির্দেশিকা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করে। এ বিভাগ ব্যাংকগুলো কর্তৃক উক্ত নির্দেশিকা পরিপালনের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে মনিটর করছে। গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণে সম্প্রতি এ গাইডলাইনটি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে মেয়াদি ঋণের সুদহার পরিবর্তনের ন্যূনতম এক মাস পূর্বে গ্রাহকগণকে নোটিশ প্রদান এবং কোনো প্রকার Early Settlement Fee কর্তন না করে গ্রাহকগণকে ব্যাংক ত্যাগের স্বাধীনতা প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মেয়াদপূর্তির পূর্বে চলতি কিংবা চাহিবামাত্র প্রদেয় ঋণ সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও Early Settlement Fee না কাটার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। FICSD এর কার্যক্রম বর্তমানে শুধুমাত্র গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং গ্রাহকদের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও কাজ করছে যেন আর্থিক ব্যবস্থার উপর তাদের আস্থা বৃদ্ধি পায়।

৫.৬৩ Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় কেন্দ্রীয় সংস্থার নাম। উক্ত সংস্থা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (Money Laundering Prevention Act), ২০১২ এবং সন্ত্রাস-বিরোধী আইন (Anti-Terrorism Act), ২০০৯ সংশোধনীসহ) এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে বিভিন্ন তথ্য প্রদানকারী সংস্থা ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (STR), নগদ লেনদেন প্রতিবেদন (CTR) এবং মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং এতদ্‌বিষয়ক তথ্য/বার্তা সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট সরবরাহ করে থাকে। অন্যান্য দেশের অনুরূপ সংস্থার সঙ্গে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বিনিময়ের জন্যও এই সংস্থা দায়িত্বপ্রাপ্ত। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (Money Laundering Prevention Act), ২০১২ এর ধারা ২৩ (১) (ই) এবং সন্ত্রাস-বিরোধী আইন (Anti-Terrorism Act), এর ধারা ১৫(১)(ই) (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তথ্য প্রদানকারী সংস্থাসমূহের AML/CFT কার্যক্রমসমূহ অন-সাইট ও অফ-সাইট পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসী অর্থায়ন ও ব্যাপক নাশকতামূলক অস্ত্রের বিস্তার রোধে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে BFIU এর মূল উদ্দেশ্য।

৫.৬৪ ব্যাংক তদারকি কার্যক্রম অধিকতর কার্যকরী করতে এবং FATF সুপারিশ পরিপালনার্থে BFIU ঝুঁকিভিত্তিক পন্থা গ্রহণ করেছে। BFIU কর্তৃক মূলত দু'ধরনের অন-সাইট পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে, যেমন ১) 'সিস্টেম চেক' পরিদর্শন ২) বিশেষ পরিদর্শন। ২০১৮ অর্থবছরে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়নে সম্পৃক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা এবং আইন বা বিধি-বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা ব্যাংকসমূহ এ সংস্থার তদারকি কার্যক্রমে প্রাধান্য পেয়েছে। ঝুঁকিভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনাকালে খাত, গ্রাহক, ভৌগোলিক অবস্থান, ডেলিভারি চ্যানেল, সেবা/পণ্যসহ শাখাসমূহ যে সকল ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে থাকে তা BFIU এর নজরে এসেছে। এসকল ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও তা নিরসনে BFIU নিম্নোক্ত চার ধরনের ঝুঁকি মূল্যায়ন (Risk Assessment) বিবেচনায় নিয়েছে যথাঃ- (১) জাতীয় ঝুঁকি মূল্যায়ন (২) খাতওয়ারি ঝুঁকি মূল্যায়ন (৩) তদারকি সংস্থা (যেমনঃ BFIU) কর্তৃক ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি মূল্যায়ন ও (৪) ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত (ব্যাংকের গ্রাহক, পণ্য/সেবা, দেশ, ভৌগোলিক অবস্থান ও ডিসট্রিবিউশন চ্যানেল বিষয়ক) ঝুঁকি মূল্যায়ন। বিধি-বিধান মেনে চলা এবং পরিপালন নিশ্চিতকল্পে শাখাসমূহের উপর ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে AML/CFT সিস্টেম চেক পরিদর্শন পরিচালিত হয়ে থাকে। পরিদর্শন চলাকালে ব্যাংকের AML/CFT ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমও খতিয়ে দেখা হয়। শাখা পরিদর্শনে যেসকল বিষয় পর্যালোচনা করা হয় তা হলো- কমপ্লায়েন্স অফিসারদের সক্ষমতা, গ্রাহকের KYC কার্যপ্রণালী, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (PEPs) ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, নথি সংরক্ষণ, United Nations Security Council Resolution (UNSCR) অনুমোদিত নজরদারি প্রক্রিয়া, STR চিহ্নিতকরণ, নজরদারি ও প্রতিবেদন দাখিল প্রক্রিয়া, বেনিফিসিয়াল গ্রাহকদের KYC কার্যপ্রণালী, CTR নজরদারি, অনিয়মিত গ্রাহকের KYC, লেনদেন নজরদারি প্রক্রিয়া, স্ব-মূল্যায়ন ও স্বতন্ত্র যাচাই প্রক্রিয়া এবং ত্রৈমাসিক AML/CFT সভা ও প্রশিক্ষণ রেকর্ড। ২০১৮ অর্থবছরে BFIU ৪০টি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এবং ৫৬টি ব্যাংকের ৫৪টি শাখায় সিস্টেম চেক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

৫.৬৫ প্রতিবেদন দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে BFIU কাজ করে যাচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও উৎসাহিত করে আসছে। একই সঙ্গে সংস্থাটি অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্যও কর্মশালার আয়োজন করেছে। এছাড়াও, এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে BFIU নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত BFIU মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য বিনিময়ের জন্য অন্যান্য দেশের FIUগুলোর সাথে ৬০টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ও ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল সুপারভিশন

৫.৬৬ ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট (FSD) একটি স্থিতিশীল ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল কাঠামো তৈরিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নেতিবাচক দিকে ধাবিত হওয়া থেকে আর্থিক ব্যবস্থাকে প্রতিহত করবে এবং নিরাপদ রাখবে। সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ঝুঁকি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত দুর্বলতা পরীক্ষণ এবং ঝুঁকি সনাক্তকরণ মডেল ও বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণের কাজ আলোচ্য বিভাগটি করে থাকে। এছাড়া কতগুলো ম্যাক্রো প্রুডেনশিয়াল সুপারভাইজরি টুল উদ্ভাবন করা হয়েছে যা আগাম সতর্কতামূলক সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আলোচ্য বিভাগটি অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বিষয়ক বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত সমসাময়িক বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং সেক্টর এর স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে এ বিভাগ কর্তৃক ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ প্রয়োজনীয় জ্ঞানভিত্তিক উপাদান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন এবং অপারেশনাল সংক্রান্ত বিভাগগুলোর সাথে বিনিময় করা হয়।

৫.৬৭ এ বিভাগ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক সক্ষমতা মূল্যায়ন এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ঝুঁকি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বাৎসরিক ভিত্তিতে আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদন (Financial Stability Report) প্রকাশ করে আসছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন প্রতিবেদনও (Quarterly Financial Assessment Report) এ বিভাগ প্রকাশ করে আসছে, যা স্টেকহোল্ডারদেরকে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান বৃহৎ সূচকসমূহের গতিধারা, ঝুঁকি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে হালনাগাদ ধারণা প্রদান করে। এছাড়া, এককভাবে প্রতিটি ব্যাংক এবং সামগ্রিকভাবে পুরো ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা মূল্যায়নের পাশাপাশি সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অভিঘাত মোকাবেলায় ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি প্রতিরোধের সক্ষমতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্ট্রেস টেস্ট পরিচালিত হচ্ছে। বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদনে নিয়মিতভাবে স্ট্রেস টেস্টের সামগ্রিক ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে।

৫.৬৮ বিশ্বব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় Financial Projection Model (FPM) নামক একটি পূর্বাভাসমূলক মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে, যা একটি প্রকল্পিত অস্থিতিশীল অবস্থায় আর্থিক খাতের সম্ভাব্য গতিবিধি বিষয়ে পূর্বাভাস প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য মডেলটি ব্যাংক ইন্ড্রাস্ট্রির বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরবর্তী ১২টি ত্রৈমাসিকের প্রক্ষিপ্ত দৃশ্যপট উপস্থাপন করতে পারে। আর্থিক খাতের এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার ঐতিহাসিক, সাম্প্রতিক ও প্রত্যাশিত তথ্যসমূহ আলোচ্য মডেল এর স্বতঃসিদ্ধ শর্তাবলী এবং Stressed Scenario প্রণয়নে বিবেচনায় নেয়া হয়। এর ফলে, প্রত্যকটি ব্যাংকের ঝুঁকি মূল্যায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। FPM ভিত্তিক প্রতিবেদনটি ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হচ্ছে। ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের জন্য Inter-bank Transaction Matrix (ITM) নামক Tool ব্যবহৃত হচ্ছে যা আর্থিক খাতের সম্ভাব্য তারল্য ঝুঁকি খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে Inter-bank Transaction Matrix (ITM) প্রতিবেদনটি প্রস্তুত হচ্ছে। এছাড়া, এ বিভাগ তারল্য, ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য এবং আয়ের প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক আর্থিক সামর্থ্যের চিত্র পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে 'Bank Health Index (BHI) and Heat Map' প্রণয়ন করে আসছে।

৫.৬৯ Domestic Systemically Important Bank (DSIB) এর ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সজাগ ও নিরাপদ থাকার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে DSIB চিহ্নিতকরণের কাজটি করে আসছে কারণ ব্যাংকিং খাতে Domestic Systemically Important Banks (DSIB) এর ব্যর্থতার প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে অধিক হতে পারে। এছাড়া, Domestic Systemically Important Banks (DSIB) পর্যবেক্ষণে একটি বাড়তি তদারকি পদ্ধতি সংক্রান্ত (Additional Supervision Mechanism) কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে যা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ঋণ শৃঙ্খলায় গতি আনয়নের স্বার্থে এবং Non-Financial Corporation এর বৃহদাংক ঋণ পর্যবেক্ষণে Central Database for Large Credit (CDLC) নামক অন্য একটি পর্যবেক্ষণ কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। আলোচ্য তথ্যভাণ্ডারটি নিম্নমান সম্পন্ন সম্পদসমূহকে আর্থিক খাতের জন্য যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হওয়ার পূর্বেই চিহ্নিতকরণে সহায়তা করবে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে Central Database for Large Credit (CDLC) এর বিশ্লেষণী প্রতিবেদনটি প্রস্তুত হয়।

৫.৭০ FSD আর্থিক খাতে সম্ভাব্য পদ্ধতিগত ঝুঁকি চিহ্নিত করার জন্য পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে Bangladesh Systemic Risk Dashboard (BSRD) প্রস্তুত করেছে। এতে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান পদ্ধতিগত ঝুঁকির গুণগত এবং পরিমাণগত সূচকসমূহের বিশ্লেষণ এবং এর আওতাধীন আন্তঃসংযুক্ত মুখ্য ঝুঁকিসমূহ তথা সামষ্টিক ঝুঁকি, ঋণ ঝুঁকি, তহবিল ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, মুনাফা অর্জনে সক্ষমতা ও স্বচ্ছলতা বিষয়ক ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫.৭১ FSD বাংলাদেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা পরিমাপে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে সমন্বিত আর্থিক স্থিতিশীলতা সূচক [Composite Financial Stability Index (CFSI)] প্রণয়ন করছে, যা ৩টি উপ-সূচকের অধীনে ১৮টি নির্দেশকের সমন্বয়ে গঠিত [Banking Soundness Index (BSI), Financial Vulnerability Index (FVI) এবং Regional Economic Climate Index (RECI)]। এই নির্দেশকসমূহ ব্যাংকিং খাত, আর্থিক খাত, প্রকৃত খাত (real sector) এবং বাহ্যিক খাতের মুখ্য স্থিতিশীলতার সূচকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে একটি একক সমন্বিত সূচক গঠন করেছে যা আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা এবং পদ্ধতিগত ঝুঁকি/চাপ নির্দেশ করবে।

৫.৭২ আর্থিক ক্ষেত্রে উত্তম তদারকি নিশ্চিতকরণ এবং Coordination Council-কে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে 'Coordinated Supervision Framework for Bangladesh Financial system' কাঠামোর আওতায় একটি Coordination Council Technical Group (CCTG) গঠন করা হয়েছে। আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের মধ্যে ধারণা ও তথ্য বিনিময় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ বছরে CCTG তিনবার বৈঠকে মিলিত হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা বিপন্ন করতে পারে এমন পদ্ধতিগত ঝুঁকি/চাপ পরিহারের লক্ষ্যে শীর্ষস্থানীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসেবে Financial Stability Council (FSC) গঠন করা হয়েছে। FSC এর মধ্যে আর্থিক খাতের সকল নিয়ন্ত্রক সংস্থা (যেমন MoF, BB, BSEC, MRA, IDRA, Department of Cooperatives, RJSC ইত্যাদি) এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি এজেন্সিসমূহকে (যেমন-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী উক্ত কাউন্সিলের সভাপতি। Domestic Systemically Important Banks/ Financial Institutions (DSIBFs) সমূহ যখন একক নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং Coordination Council (CC)-এর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, তখন সেই সময়ের সমস্যা সমাধানে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই FSC গঠনের মূল লক্ষ্য।

আর্থিক স্থিতিশীলতা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকিং খাতের অবকাঠামো

আমানত বীমা স্কিম

৫.৭৩ ব্যাংকে আমানত রাখার কারণে আমানতকারীদের, মূলত ক্ষুদ্র আমানতকারীদের সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস বা দূর করার লক্ষ্যে আমানত বীমা স্কিম (DIS) গঠন করা হয়েছে। আমানত বীমা স্কিম (DIS) এর মূল উদ্দেশ্য হলো আর্থিক খাতে বাজার শৃঙ্খলা বাড়ানো ও নৈতিক অবক্ষয় কমানো এবং ব্যাংকিং খাতের সংকটকালে জনগণের জন্য ন্যূনতম খরচে নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিত করা। আমানত বীমা স্কিম গঠনের প্রত্যক্ষ যৌক্তিকতা হলো গ্রাহকদের সুরক্ষা, আর পরোক্ষ যৌক্তিকতা হলো সিস্টেম সংক্রান্ত সঙ্কট/ঝুঁকি হ্রাস করা, যেমন- আতঙ্কিত হয়ে একটি ঝুঁকিহীন ব্যাংক থেকে টাকা/আমানত উত্তোলন এবং এভাবে পরিশোধ ব্যবস্থায় (Payment System) বিপর্যয়/অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি। বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে, দীর্ঘমেয়াদে বহুবিধ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি আমানত বীমা স্কিমের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক টেকসই ব্যাংকিং খাতের জন্য অপরিহার্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৫.৭৪ ১৯৮৪ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে "ব্যাংক আমানত বীমা অর্ডিনেন্স ১৯৮৪" নামে প্রথম আমানত বীমা স্কিম (DIS) প্রবর্তন করা হয়। ২০০০ সালের জুলাই মাসে এ অর্ডিনেন্স এর পরিবর্তে সংসদে "ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০" নামে একটি আইন প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের আমানত বীমা কার্যক্রম এ আইনের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ আইনের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংককে আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল (DITF) নামে একটি তহবিল পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ DITF এর ট্রাস্টি বোর্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং এ ট্রাস্টি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে DITF পরিচালিত হয়ে আসছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংক

আন্তর্জাতিক আমানত বীমা অ্যাসোসিয়েশন (IADI) এর সদস্য। DITF এর সাম্প্রতিক অবস্থা সারণী ৫.১৪ এ দেখানো হয়েছে।

৫.৭৫ বাংলাদেশে আমানত বীমা কার্যক্রম একটি পে-বক্স কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সদস্য ব্যাংকের তদারকি এবং ব্যর্থ ব্যাংকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এটির কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা নেই। "ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০" অনুযায়ী আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল (DITF) এর প্রধান কাজ হচ্ছে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে (৩০ জুন/৩১ ডিসেম্বর) সকল তফসিলি ব্যাংক হতে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করা এবং তা সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা। এ ধরনের বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত আয় পুনরায় বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে DITF অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়। এ আইন অনুসারে যদি কোনো ব্যাংকের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার উপক্রম হয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ ব্যাংকের প্রত্যেক আমানতকারীকে তার গচ্ছিত আমানতের সমান বা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান করে।

৫.৭৬ বাজার শৃঙ্খলার কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক আমানত বীমা হার প্রবর্তন করেছে, যা জানুয়ারি-জুন ২০০৭ সাল থেকে কার্যকর করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। অধিকন্তু, বিদ্যমান 'Deposit Protection Act' এর একটি সংশোধিত খসড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে। আইনটির প্রস্তাবিত খসড়ায় সকল তফসিলি ব্যাংকের ন্যায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (NBFIs)-এর আমানতকারীদেরকেও আমানত বীমা স্কিম (DIS) এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কাভারেজ লিমিট বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রিমিয়াম নিরূপণ ও অনলাইনে তা দাখিল করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে Information for Deposit Insurance Premium Assessment (IDIPA) নামে একটি সফ্টওয়্যার চালু করা হয়েছে।

৫.৭৭ জনগণ যদি আমানত বীমা স্কিমের অস্তিত্ব ও সুযোগ সম্পর্কে সচেতন হয় তবে পদ্ধতিগত ঝুঁকি (Systemic Risk) হ্রাসের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়টি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে আমানত বীমা স্কিম সম্পর্কে জনসচেতনতা বিষয়ক একটি সার্কুলার ইস্যু করেছে এবং সাধারণ জনগণকে প্রতিনিয়ত আমানত বীমা স্কিমের সুবিধাদি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এ সম্পর্কিত হালনাগাদকৃত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে।

ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর কার্যক্রম

৫.৭৮ খেলাপি ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ১৮ আগস্ট ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। সিআইবি ১৯ জুলাই ২০১১ হতে অনলাইন সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিমুক্ত ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া বজায় রাখার জন্য সিআইবি-এর অনলাইন সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সিআইবি-এর অনলাইন সেবা সদ্য চালুকৃত নতুন সিআইবি অনলাইন সল্যুশন সফ্টওয়্যার এর মাধ্যমে প্রদান করছে এবং এর উন্নয়নের কাজ বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে, যা ১ অক্টোবর ২০১৫ হতে সরাসরি কার্যক্রম শুরু করেছে। নতুন অনলাইন সিস্টেমটি ভেন্ডরের/বিক্রেতার উপর নির্ভরতা দূর করার পাশাপাশি পূর্ববর্তী অনলাইন সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের বিপুল ব্যয় হ্রাস করেছে। অত্যন্ত আধুনিক আইসিটি সুবিধা গ্রহণ করার মাধ্যমে দক্ষতা ও উৎকর্ষতার বিচারে সিআইবির সেবার মানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের রিপোর্ট প্রণয়ন ও দাখিলের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়ভাবে এটি সময় বাঁচিয়েছে এবং সশরীরে উপস্থিত হওয়ার আবশ্যকতা দূরীভূত করেছে, যা ঋণ প্রদান প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।

৫.৭৯ ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের বিস্তারিত ঋণ তথ্য নিয়ে সিআইবি ডাটাবেইস গড়ে উঠেছে। যে সকল ঋণগ্রহীতার ঋণের স্থিতি ৫০,০০০ টাকা বা তার অধিক এবং ক্রেডিট কার্ডের তথ্য অনুযায়ী শ্রেণিকৃত/খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা বা তার অধিক সেসকল গ্রাহককে সিআইবি ডাটাবেইসের আওতায় আনা হয়েছে। মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা এপ্রিল ২০১৮ শেষে শতকরা ৪১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭,৯৪,৭০৩ এ দাঁড়িয়েছে যা বিগত বছর একই সময়ে ছিল ১২,৭৪,৬১২। অপরদিকে, এপ্রিল ২০১৭ এর তুলনায় এপ্রিল ২০১৮ সালের শেষে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট শ্রেণিকৃত ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ২,১২,৮৪৫ হতে শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৪০,৬৬০ এ দাঁড়িয়েছে।

৫.৮০ মে ২০১৮ হতে সিআইবিতে ঋণগ্রহীতাদের ১ টাকা বা তার অধিক ঋণ ও আগামের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা মে, ২০১৮-এ দাঁড়িয়েছে ১৮,৩২,১৬৬ যা পূর্ববর্তী মাসের (এপ্রিল ২০১৮) তুলনায় ২ শতাংশ বেশি। এছাড়া, বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Getting Credit of Doing Business Report এর 'ঋণ তথ্যসূচকের ব্যাপ্তি' অংশের স্কোর বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গৃহীত উদ্যোগসমূহ নিম্নরূপঃ

১) বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান সিআইবিকে আরও তথ্যবহুল ও সুসংহত করার লক্ষ্যে ঃ

ক) নতুনভাবে পুনর্গঠিত সিআইবি অনলাইন ব্যবস্থাকে নিখুঁতভাবে সমন্বয় করা;

খ) সিআইবি রিপোর্টে প্রদর্শিত ঋণগ্রহীতার ঋণের তথ্যভাণ্ডার ১২ মাস হতে বৃদ্ধি করে ২৪ মাসে উন্নীত করা;

২) স্থাবর সম্পত্তির সহায়ক জামানত/ জামানত তথ্যভাণ্ডার তৈরির লক্ষ্যে সহায়ক জামানত/ জামানত তথ্য ব্যবস্থাকে উন্নততর করা।

সম্প্রতি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) প্রতিষ্ঠার জন্য ৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

টেকসই ব্যাংকিং

৬.১. বাংলাদেশ ব্যাংক মূলধারার ব্যাংকিং এর সঙ্গে পরিবেশসম্মত ব্যাংকিং, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং আর্থিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ব্যাংকিংকে একীভূত করেছে। এসব পরিবেশসম্মত ব্যাংকিং রীতি পর্যায়ক্রমে টেকসই ব্যাংকিং ধারণার জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে টেকসই ব্যাংকিং রীতি অনুসরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। মূলধারার ব্যাংকিং এর সাথে টেকসই ব্যাংকিং একীভূতকরণের বিষয়টি প্রধানত দু'টি পথে পরিচালিত হয়। প্রথমত, পরিবেশগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনে পরিবেশগত উদ্যোগ (রিসাইক্লিনিং প্রোগ্রাম, জ্বালানি দক্ষতার উন্নয়ন) এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাজনিত উদ্যোগ গ্রহণ (সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, উন্নত মানব সম্পদ এবং দাতব্য কার্যক্রমে সহযোগিতা)। দ্বিতীয়ত, প্রডাক্ট ডিজাইন, মিশন পলিসি এবং কৌশল নির্ধারণে পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে টেকসই ব্যাংকিংকে মূলধারার ব্যাংকিং এর সঙ্গে একীভূতকরণ। টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলত তিনটি বড় ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল ঃ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং, করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি।

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং

৬.২. বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১ সাল হতে নীতি-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ সাধারণভাবে নিম্নোক্তরূপে ভাগ করা যায়ঃ নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী।

নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ

৬.৩ জানুয়ারি ২০১১ এ সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা জারি করে, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রথম নীতি নির্দেশনা। তফসিলি ব্যাংকগুলোর জন্য ফেব্রুয়ারি ২০১১, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আগস্ট ২০১৩ ও নতুন ব্যাংকগুলোর জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৩ এ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চলমান উদ্যোগ ত্বরান্বিত করতে জানুয়ারি ২০১৬ হতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যক্ষ পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের সর্বনিম্ন লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে মোট ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের ৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরিউক্ত নীতিনির্ধারণী অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটি জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল গঠনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার উদ্যোগের টেকসইতা নিশ্চিতকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ব্যয়ের শতকরা ১০ ভাগ জলবায়ু ঝুঁকি তহবিলে বরাদ্দ করবে এবং এই ব্যয় অনুদান প্রদান অথবা হ্রাসকৃত সুদে অর্থায়ন উভয়ভাবেই হতে পারে। ইতোমধ্যে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের নবনির্মিত ও সন্নিবেশিত অবকাঠামোসমূহে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। টেকসই ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ও সিএসআর কার্যক্রম সমন্বিতভাবে এবং অধিকতর ফলপ্রদ ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার নিমিত্তে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট নামে একটি সমন্বিত ইউনিট গঠন, কর্মপরিধি ও সামগ্রিক সাংগঠনিক কাঠামো সুনির্দিষ্টকরণের নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। ব্যাংক ও

সারণী ৬.১ বিভিন্ন পণ্য/খাতে পরিবেশবান্ধব অর্থায়নঃ অর্থবছর ১৮

(মিলিয়ন টাকায়)

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ধরন	পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের খাত								মোট
	নবায়নযোগ্য জ্বালানি	জ্বালানি দক্ষতা	বিকল্প জ্বালানি	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	পুনঃপ্রক্রিয়াকৃত ও পুনঃপ্রক্রিয়াতব্য পণ্য	গ্রিন ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং	পরিবেশবান্ধব স্থাপনা	বিবিধ	
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (০৬)	২৫.৫	০	০	১৩৩.২	২৭১.৮	৮২১.৭	২৮০.৮	২৮২.২	১৮১৫.২
বিশেষায়িত ব্যাংক (০২)	৭.৭	০.৩	০	০	০	৩৬	০	১.৫	৪৫.৪
বেসরকারি ব্যাংক (৪০)	২৬০৫.৯	৩১৫৬	৯	৩৪৯১৪.৬	৩৪৭১.৩	৯৫৭১.৪	১০৩৩১	১৮৪৫.১	৬৫৯০৪.৩
বিদেশি ব্যাংক (০৯)	১৯২.৬	০	০	০	০	০	০	০	১৯২.৬
মোট ব্যাংক	২,৮৩১.৭০	৩,১৫৬.৩০	৯	৩৫,০৪৭.৮০	৩,৭৪৩.১০	১০,৪২৯.২০	১০,৬১১.৭০	২,১২৮.৮০	৬৭,৯৫৭.৫০
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৩৪)	৫২৩.৯	১,০৮০.৬০	০	৩০৮.৮	১২৪.১	৫৬০.১	৬৫৮.৩	১৩৩.৮	৩,৩৮৯.৬০
সর্বমোট	৩,৩৫৫.৬০	৪,২৩৬.৯০	৯	৩৫,৩৫৬.৬০	৩,৮৬৭.২০	১০,৯৮৯.২০	১১,২৭০.০০	২,২৬২.৬০	৭১,৩৪৭.২০
শতকরা হিসেবে পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের অংশ	৪.৭০%	৫.৯০%	০.০০%	৪৯.৬০%	৫.৪০%	১৫.৪০%	১৫.৮০%	৩.২০%	১০০.০০%

সূত্র ঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতা কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে ইটিপি স্থাপন ও চালু রাখার বিষয়টি আবশ্যিকভাবে নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সালে পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোর পরিবর্ধন ও সামাজিক ঝুঁকিকে পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা জারি করেছে যা ব্যাংকিং খাতের টেকসইতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এছাড়া জানুয়ারি, ২০১৮ এ উল্লিখিত পরিবেশবান্ধব নীতিমালা ও এতদসংশিষ্ট অন্যান্য নির্দেশনার সম্যক পরিপালন, পরিবীক্ষণ, তথ্যসমূহের সংখ্যা ও গুণগত পরিমাপ এবং বিশেষণ করার নিমিত্তে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অন্যান্য বিভাগে দাখিলকৃত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে পরিবেশবান্ধব ব্যাকিং এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বিশদ দুইটি (ব্যাংকের জন্য একটি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরটি) ফরম্যাট প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন

৬.৪ অর্থবছর ১৮-এ ৩১টি ব্যাংক ও ৮টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের পরিমাণ ৭১.৩৫ বিলিয়ন টাকা। মোট পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি অর্থায়নে ব্যাংকগুলোর খাতওয়ারি অবদান (সারণী ৬.১) লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে (শতকরা ৯২.৩৭ ভাগ), এর পর আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো (শতকরা ৪.৭৫ ভাগ) এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো (শতকরা ২.৫৪ ভাগ)। ব্যাংকগুলোর পণ্যভিত্তিক অর্থায়ন, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরিবেশ ঝুঁকি রেটিং যথাক্রমে চার্ট ৬.১, সারণী ৬.২ ও ৬.৩ এ দেয়া হলো।

পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৬.৫ পরিবেশগত অবস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান থাকায় ঋণ বিতরণকালে পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি সহায়ক উপাদান হতে পারে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য জারিকৃত পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন্স অনুসারে নির্ধারিত সীমার উপরে পরিবেশ ঝুঁকি রেটিং সম্পাদন বাধ্যতামূলক। নির্ধারিত সীমার উপরে সকল প্রকল্প ও ঋণ সুবিধার জন্য পরিবেশ ঝুঁকি রেটিং প্রযোজ্য। অর্থবছর ১৮-এ সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড ব্যতীত সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিবেশ ঝুঁকি রেটিং সম্পাদন করেছে। এ সময়ে ৭৭,৪২৮টি প্রকল্পের রেটিং করা হয়। তন্মধ্যে ৬৬,৯৩০টি প্রকল্পে ২,৮২১.৪০ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে (সারণী ৬.২)।

জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল

৬.৬ অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংকসমূহ জলবায়ু ঝুঁকি তহবিলে ১,৫১৮.২৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে। একই সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের জলবায়ু ঝুঁকি তহবিলে ১.৮২ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে (সারণী ৬.৩)।

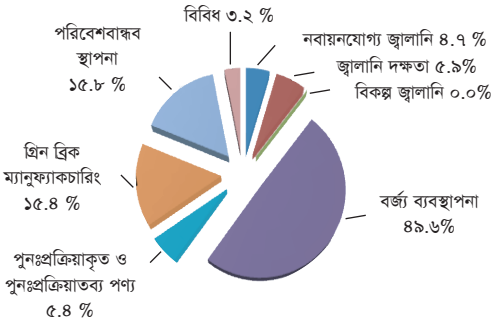
অনলাইন শাখা ও জ্বালানি দক্ষতা

৬.৭ অর্থবছর ১৮-এ ৫৭টি ব্যাংকের ই অনলাইন শাখা ছিল। অর্থবছর ১৮-এর শেষের দিকে মোট শাখার অনুপাতে অনলাইন শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮৭.৩৫ ভাগ যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল শতকরা ৭৫.১০ ভাগ। সৌরবিদ্যুৎ চালিত শাখা স্থাপন করার ব্যাপারে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করেছে। অর্থবছর ১৮ শেষে সৌরবিদ্যুৎ চালিত এরূপ ব্যাংক শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪৬টিতে, অর্থবছর ১৭-এ এরূপ ব্যাংক শাখা ছিল ৫০০টি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

৬.৮ জ্বালানির দক্ষ ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার ভবনের ছাদে সৌর শক্তি ব্যবস্থা ও সিএফসি নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যে চিলারভিত্তিক কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কার্বন পদচিহ্ন পরিমাপের জন্য নিজস্বভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিবি-ইন্ট্রানেট-এর মাধ্যমে ই-রিক্রুটমেন্ট, ডকুমেন্টেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, লিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অনলাইন অফিস অর্ডার সিস্টেম, ইলেকট্রনিক পাস্ সিস্টেম, অনলাইন স্যালারি ও অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট, ব্যক্তিগত নথি হালনাগাদ সিস্টেম ইত্যাদি চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ ও ১০টি শাখা অফিসকে ৩৫০০ এরও বেশি কম্পিউটার সংযোগের মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের (LAN/WAN) আওতায় আনা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মুক্ত তথ্য উদ্যোগ চালু করেছে যা প্রতি মুহূর্তে হালনাগাদ করা হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ রেগুলেটরি রিপোর্টিং ওয়েব

চার্ট ৬.১ অর্থবছর ১৮-এ পণ্যভিত্তিক পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের বিবরণ



সূত্রঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৬.২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরিবেশ ঝুঁকি রেটিং ঃ অর্থবছর ১৮

প্রতিষ্ঠানের ধরন	রেটিংকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	অর্থায়নকৃত রেটেড প্রকল্পের সংখ্যা	রেটেড প্রকল্পে বিতরণকৃত অর্থায়নের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
এসসিবি	৫,৬২৯	৪,৮৭৬	৪৯,৭৭৮.৩৬
বিশেষায়িত	২	৮	৮৩.৪২
বেসরকারি	৬৬,৮৫০	৫৭,৭৫৩	২,৫৪১,৫৯৯.৯৮
বিদেশি	২,৫০৮	১,৮৪২	১৪৩,১০১.৮৮
মোট ব্যাংক	**৭৪,৯৮৯**	**৬৪,৪৭৯**	**২,৭৩৪,৫৬৩.৬৫**
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২,৪৩৯	২,৪৫১	৮৬,৮৩৩.১৩
সর্বমোট	**৭৭,৪২৮**	**৬৬,৯৩০**	**২,৮২১,৩৯৬.৭৮**

সূত্র ঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আপলোড ও এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়ারহাউজের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম, বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, অনলাইন ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো এবং এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং এর কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংক ই-প্রকিউরমেন্ট চালু করেছে।

পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৬.৯ সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট প্রভৃতি পরিবেশবান্ধব পণ্যে অর্থায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ সালে নিজস্ব উৎস হতে ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করে। প্রাথমিকভাবে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় সুবিধা প্রদানের জন্য ছয়টি

পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে বাজার চাহিদা এবং টেকনিক্যাল এডভাইজরি কমিটি'র বিশেষজ্ঞবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত, বাংলাদেশ ব্যাংক এ স্কিমের আওতায় সুবিধা প্রদানযোগ্য পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের সংখ্যা ০৬ (ছয়)টি হতে ৫১(একান্ন)টি তে উন্নীত করে।

এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৮-৯% সুদ ধার্য করতে পারবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি খাতে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের স্থলে পরিবেশবান্ধব "সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম"-কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় "সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম" এর ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি অর্থায়নের বিপরীতে সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারণ করেছে ৭ ভাগ। জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পুঞ্জীভূত বিতরণের পরিমাণ সর্বমোট ৩৭৯৭.২৫ মিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২০১৮-এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় বিতরণ হয়েছে ৬৬৫.৪৭ মিলিয়ন টাকা যা অর্থবছর ১৭-এ বিতরণকৃত টাকা ৩৪৮.৮০ মিলিয়ন এর তুলনায় শতকরা ৯১.০ ভাগ বেশি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সবুজ শিল্প জনপ্রিয় হচ্ছে এবং ২০১৮ অর্থবছরে এ স্কিমের আওতায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩ (তিন) টি গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিতে অর্থায়ন করেছে। সারণী ৬.৪ এবং চার্ট ৬.২ এ ২০১৪ অর্থবছর হতে ২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত এ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণের ধারা এবং পণ্যভিত্তিক ঋণ বিতরণের পরিমাণ তুলে ধরা হয়েছে।

৬.১০ কার্বন নির্গমন ও দূষিত বস্তুকণা হ্রাসসহ জ্বালানি ও প্রযুক্তির দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে ইটভাটা চুল্লির দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিবি'র আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০১২ সালে Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project নামক প্রকল্পটি গঠন করা

সারণী ৬.৩ অর্থবছর ১৮-এ পরিবেশবান্ধব তহবিলের ব্যবহার

(মিলিয়ন টাকা)

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ধরন	পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল	মোট
এসসিবি	১,৮১৫.২	২.৫	১,৮১৭.৭
বিশেষায়িত	৪৫.৪	০.০	৪৫.৪
বেসরকারি	৬৫,৯০৪.৩	১,৪৭১.৩	৬৭,৩৭৫.৬
বিদেশি	১৯২.৬	৪৪.৪	২৩৭.১
মোট ব্যাংক	৬৭,৯৫৭.৫	১,৫১৮.৩	৬৯,৪৭৫.৮
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩,৩৮৯.৬	১.৮	৩,৩৯১.৫
সর্বমোট	৭১,৩৪৭.২	১,৫২০.১	৭২,৮৬৭.২

সূত্র ঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

হয়েছে। উক্ত আবর্তনশীল রিলেন্ডিং প্রক্রিয়ায় এডিবি'র আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের দু'টি ভাগ রয়েছে ঃ পার্ট-এ এর জন্য Fixed Chimney Kiln (FCK) হতে Improved Zig-zag kiln এ রূপান্তর/উন্নয়নের জন্য রিলেন্ডিংযোগ্য অর্থের পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা এবং পার্ট-বি এর জন্য নতুনভাবে Vertical Shaft Brick Kiln (VSBK), Hybrid Hoffman Kiln (HHK) এবং Tunnel Kiln প্রযুক্তিতে ইটভাটা নির্মাণে রিলেন্ডিংযোগ্য অর্থের পরিমাণ ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জুন ২০১৮ পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী ৮টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ১২টি উপপ্রকল্পের মাধ্যমে ২২.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ১৭৭.৩৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি) এর আওতায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা

৬.১১ বাংলাদেশ ব্যাংক International Development Association (IDA) এর অর্থায়নে Financial Sector Support Project (FSSP) এর আওতায় উৎপাদনশীল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রধানত মাঝারি আকারের উৎপাদনশীল শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করছে। এই সুবিধাটির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বেসরকারি খাতের সংস্থাগুলোর জন্য

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা। এই অর্থায়ন সুবিধা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহায়তাকারী কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রদান করা হবে। ঋণগ্রহীতাগণ তাদের প্রস্তাবিত ঋণ কার্যক্রমগুলোর সাথে যুক্ত সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি চিহ্নিত করতে এবং তা কমিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করছে কিনা সে বিষয়সমূহ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (পিএফআই) দায়বদ্ধ থাকবে। এই অর্থায়ন সুবিধা রপ্তানিকারক, ছোট এবং মাঝারি মানের শিল্প উদ্যোক্তা এবং অন্যান্য বেসরকারি খাত সংশিষ্ট সংস্থাগুলোর (উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশিত) জন্য প্রযোজ্য। ২০১৮ অর্থবছরে LTFF এর আনুমানিক মোট তহবিল ২৯২.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (টাকা ২২৯,৬১২.৫০), যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এর অবদান ৩৮.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (টাকা ৩০,২২২.৫০) এবং IDA এর অবদান ২৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (টাকা ১৯৯,৩৯৯.০০)। এই অর্থায়ন মার্কিন ডলারে ৩ থেকে ১০ বছর মেয়াদে দেওয়া হবে এবং এই অর্থ ব্যক্তিমালিকানা খাতের সংস্থাগুলিকে ঋণদান/পুনঃঅর্থায়ন এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন এর জন্য অনুমোদিত অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরবরাহ করা হবে। এ পর্যন্ত ৩১টি পিএফআই এই সুবিধাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এই সুবিধা অনলেন্ডিং এবং পুনঃঅর্থায়ন এর ভিত্তিতে দেশের রপ্তানিকারক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান এর জন্য বিদ্যমান থাকার পাশাপাশি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হবে :

- শিল্প-কারখানার উন্নয়ন (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উন্নয়নসহ), সম্প্রসারণ অথবা নতুন প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ক্রয়,
- নির্দিষ্ট শিল্প জোনগুলোতে (ইপিজেড/বিশেষ অঞ্চল ছাড়া) কারখানার স্থানান্তর;

সারণী ৬.৪ পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর বিতরণ চিত্র

(মিলিয়ন টাকা)

পরিবেশবান্ধব পণ্যের ধরন	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
বায়োগ্যাস	২১২.৮	৮৩.৩	৮৪.৮	৪৬.৬	১০.৫
সোলার হোম সিস্টেম	৩২.২	৮৭.৫	১১৪.৭	৩৫.৩	০.০
২সোলার ইরিগেশন পাম্প	১৭.৯	২৬.৫	০.৬	০.০	০.০
সোলার অ্যাসেম্বলি প্লান্ট	৪৯.৬	১৪৮.১	১৬.৩	০.০	০.০
সোলার মিনি গ্রিড	০.০	০.০	১০.০	০.০	০.০
বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট	১০.০	০.০	৫৮	১৭৯.৬	৬০.০
হাইব্রিড হফম্যান কিলন প্রযুক্তিসম্পন্ন ইট প্রস্তুতকরণ	৫৯.০	৪৭.০	১৭৭.৮	১০.০	০.০
কেঁচো কম্পোস্ট	০.০	১.১	১.৬	১.৩	০.০
গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি	০.০	০.০	৪০০.০	০.০	৫০০.০
কারখানার কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	০.০	০.০	৩৫.৭	৫৫.৩	৮২.০
স্লারি হতে জৈবসার প্রস্তুতকরণ	০.০	০.০	০.২	০.১	০.০
পুনঃপ্রক্রিয়াকরণকরত কাগজ উৎপাদন	০.০	০.০	২০.০	২০.০	০.০
জ্বালানি সাশ্রয় প্রযুক্তি	০.০	০.০	০.০	০.৬	১৩.০
সর্বমোট	**৩৮১.৫**	**৩৯৩.৫**	**৯১৯.৭**	**৩৪৮.৮**	**৬৬৫.৫**

সূত্রঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- দেশে তৈরি পণ্য পরিবহনের জন্য সমুদ্রগামী জাহাজ এবং বিশেষ পরিবহন যানবাহন কেনা।

এই সুবিধার আওতায় টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি Environment and Social Management Framework (ESMF) গঠন করা হয়েছে।

গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)

৬.১২ টেকসই অর্থায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পদক্ষেপ হলো গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড গঠন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ এ বাংলাদেশ ব্যাংক 'জিটিএফ' নামে ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের একটি নতুন দীর্ঘমেয়াদি পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা সৃষ্টি করে। এ তহবিল দেশের পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল, চামড়া ও পাট শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে ব্যবহৃত হবে। পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়নে মূলধন যন্ত্রপাতি ও সহায়ক অনুষঙ্গ আমদানির জন্য রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল, চামড়া ও পাট শিল্পের উৎপাদক-রপ্তানিকারকদের বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়নের জন্য এ তহবিল ব্যবহৃত হবে। এ উদ্যোগগুলোর মধ্যে ওয়েট প্রসেসিংয়ে পানি

ব্যবহারে দক্ষতা, পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত। এ ফান্ডের আওতায় অর্থবছর ১৮ পর্যন্ত ০২টি প্রকল্পে মোট ১৩০,৪৭৭.০০ ডলার বিতরণ করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে বিনিয়োগের নিমিত্তে ইসলামিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৬.১৩ ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তাদের বিধিবদ্ধ তারল্যের রক্ষণীয় মাত্রার অতিরিক্ত/উদ্বৃত্ত তারল্যকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লাভজনকভাবে সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে এবং শিল্পায়নে বিশেষ করে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ অর্থায়নে ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি পরিবেশবান্ধব টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৩, তারিখ: সেপ্টেম্বর ১৮, ২০১৪ এর মাধ্যমে একটি "ইসলামিক রিফাইন্যান্স ফান্ড হিসাব" গঠন করা হয়। উক্ত ফান্ড যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে নবায়নযোগ্য /বিকল্প জ্বালানির প্রসার, জ্বালানি দক্ষ/সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের প্রসারের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং এ সকল বিষয়ে আর্থিক খাতের (ইসলামি শরীয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ) বিনিয়োগ প্রবাহকে সহজ ও সুগম করার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ: অক্টোবর ১২, ২০১৪ জারি পূর্বক "নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ অর্থায়নের নিমিত্তে ইসলামিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" গঠন করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় স্কিম পরিচালনার অভিজ্ঞতা, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও পরিবর্তন, পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের প্রতি গ্রাহক চাহিদা বৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে এবং বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের (Perspective Plan of Bangladesh: 2010-2021, National Sustainable Development Strategy 2010-2021, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ ২০১৬-২০২০, Sustainable Development Goals) বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগ আরও সহজ ও সুগম করার লক্ষ্যে এ বিষয়ক অদ্যাবধি জারিকৃত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহে বর্ণিত নির্দেশনাদি পর্যালোচনা, পরিমার্জন ও সময়োচিত নতুন কিছু নির্দেশনা সংযোজন করে বাংলাদেশ ব্যাংক এসএফডি সার্কুলার নং- ০২, তারিখঃ ০৫/০৪/২০১৮ দ্বারা একটি সমন্বিত ও বিশদ "মাস্টার সার্কুলার" জারি করে। এসএফডি সার্কুলার নং- ০২ (মাস্টার সার্কুলার) অনুযায়ী চলমান স্কিমের নাম হবে "পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে বিনিয়োগের নিমিত্তে ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম।" আলোচ্য স্কিমের আওতায় শুধুমাত্র ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বিবেচনাযোগ্য হবে। উক্ত মাস্টার সার্কুলারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ৮টি খাতের আওতায় পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের সংখ্যা ৫০ (পঞ্চাশ) হতে ৫১ (একান্নটি) তে উন্নীত করেছে। খাতসমূহ হল: নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষ/সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, বিকল্প জ্বালানি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ উপযোগী দ্রব্য প্রস্তুতকরণ, পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদন, পরিবেশবান্ধব স্থাপনা এবং বিবিধ।

৬.১৪ মাস্টার সার্কুলার (এসএফডি সার্কুলার নং- ০২: "পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে বিনিয়োগের নিমিত্তে ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম") অনুযায়ী স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের উপর "সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের বিদ্যমান প্রভিশনাল

মুনাফার হার অথবা ব্যাংক হার (বর্তমানে ৫.০০%) এর মধ্যে যেটি কম", সে হারে তাদের নিকট হতে মুনাফা আদায়যোগ্য হবে এবং উক্ত হার "ভিত্তি হার (Base Rate)" হিসাবে পরিগণিত হবে। অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য ভিত্তি হারের উপর বিনিয়োগের মেয়াদ অনুযায়ী মার্জিন আরোপ করে গ্রাহক পর্যায়ে মুনাফার হার (ভিত্তি হার + মার্জিন) নির্ধারণ করা যাবে যার সর্বোচ্চ হার হবে ৮%-৯%। তবে "সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম" এর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে সরাসরি বিনিয়োগের বিপরীতে তাদের মার্জিন হবে সর্বোচ্চ ২%। স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শুধুমাত্র মেয়াদি বিনিয়োগের (Term Investment) বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানযোগ্য হবে। প্রকল্পের পরামর্শক খরচ, মেরামত সংক্রান্ত ব্যয় এবং চলতি মূলধন বাবদ ব্যয় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় বিবেচিত হবে না। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের বিদ্যমান প্রভিশনাল মুনাফার হার অথবা ব্যাংক হার (বর্তমানে ৫.০০%) এর মধ্যে যেটি কম, সে হারে তাদের নিকট হতে আদায়কৃত মুনাফা তহবিলে যোগানদাতা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (PFI) মধ্যে তাদের বিনিয়োগ স্থিতির অনুপাত (Ratio) অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় রক্ষিত যোগানদাতা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (PFI) চলতি হিসাবে অর্জিত সম্পূর্ণ মুনাফা বণ্টন করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলটি পরিচালনা করলেও "ইসলামিক রিফাইন্যান্স ফান্ড" থেকে কোনো মুনাফা/আয় অর্জন করবে না।

৬.১৫ অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রতি বছরে পুনঃঅর্থায়নকৃত বিনিয়োগ মুনাফাসহ পরিশোধযোগ্য হবে। অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ০১ (এক) বছর মেয়াদি পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে

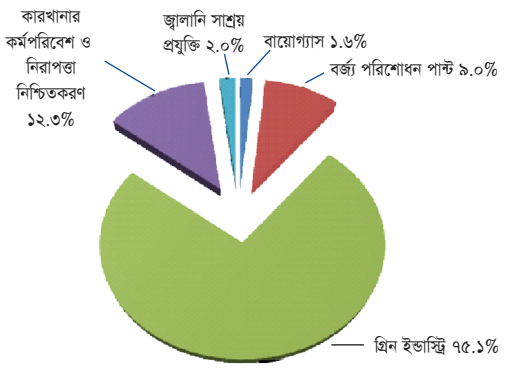
সারণী ৬.৫ অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর খাতের ব্যয়

(মিলিয়ন টাকায়)

খাতসমূহ	ব্যাংকসমূহ		আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	
	পরিমাণ	খাতওয়ারি অংশ (%)	পরিমাণ	খাতওয়ারি অংশ (%)
শিক্ষা	৩৪৮২.৬	৩৩.৩	৮.৩	১৯.৬
স্বাস্থ্য	৪৪৩.০	৪.২	৬.০	১৪.২
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৪৮২১.৭	৪৬.১	৯.৩	২২.০
পরিবেশ	৭৮.৪	০.৮	২.৯	৬.৯
সাংস্কৃতিক কল্যাণ	২৯৪.৬	২.৮	৬.৩	১৪.৯
অবকাঠামো উন্নয়ন	১৮.২	০.২	২.২	৫.২
দরিদ্রদের জন্য আয়-বর্ধক কার্যক্রম	৯.০	০.১	০.৭	১.৭
অন্যান্য	১৩০১.৫	১২.৫	৬.৬	১৫.৬
সর্বমোট	**১০৪৪৯.০**	**১০০.০**	**৪২.৩**	**১০০.০**

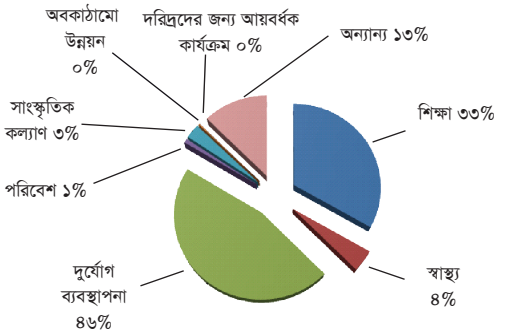
সূত্র: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৬.২ অর্থবছর ১৮-এ পণ্যভিত্তিক পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ



সূত্রঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৬.৩ অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংকসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয়



সূত্র: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

যা সচল ও অশ্রেণিকৃত থাকা সাপেক্ষে মূল অর্থায়নের বিনিয়োগকাল পর্যন্ত প্রতি ০১ (এক) বছর অন্তর অন্তর অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রাহকের অনুকূলে বকেয়া স্থিতির সমপরিমাণে নবায়নযোগ্য হবে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত এই স্কিমের আওতায় সর্বমোট টাকা ২৭৮.৯৭ মিলিয়ন পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে যা জুন ২০১৭ পর্যন্ত ছিল টাকা ১০৩.০১ মিলিয়ন। জুন ২০১৮ পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্জিত মোট মুনাফার পরিমাণ ছিল টাকা ২.৬৪ মিলিয়ন এবং জুন ২০১৭ পর্যন্ত এ পরিমাণ ছিল টাকা ০.৯৩ মিলিয়ন। পুনঃঅর্থায়নকৃত বিনিয়োগের এ মুনাফা ইসলামি রিফাইন্যান্স ফান্ডে বিনিয়োগকারী ব্যাংকসমূহের বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত চলতি হিসাবে তাদের বিনিয়োগ অনুপাতে বণ্টন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ইসলামি পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল টাকা ১৭৫.৯৬ মিলিয়ন এবং অর্জিত মুনাফা ছিল টাকা ১.৭১ মিলিয়ন।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা

৬.১৬ আর্থিক খাতের সিএসআর বিষয়ক বরাদ্দ এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ডিসেম্বর ২২, ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বরাবর সার্কুলার আকারে দিক-নির্দেশনামূলক গাইডলাইন্স জারি করা হয়েছে। উক্ত গাইডলাইনে সিএসআর ব্যয়ের প্রশাসনিক কাঠামো, বাজেট বরাদ্দ, সম্ভাব্য খাত ও এর পরিধি এবং সিএসআর ব্যয় ও কার্যক্রমের সর্বোত্তম ব্যবহার মনিটরিং প্রক্রিয়ার বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত সিএসআর কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে রিপোর্টিং এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জুন ১০, ২০১৫ তারিখে জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নংঃ ০৬ জারি করা হয়েছে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রম

৬.১৭ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৮ অর্থবছরে মোট সিএসআর ব্যয়ের পরিমাণ ছিল

সারণী ৬.৬ অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের খাতভিত্তিক ব্যয়

(মিলিয়ন টাকায়)

খাতসমূহ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
শিক্ষা	২৪.১৭
স্বাস্থ্য	৬.৭৫
মানব সম্পদ উন্নয়ন/দক্ষতা বৃদ্ধি	১৩.০
অন্যান্য	২.০
মোট	৪৫.৯২

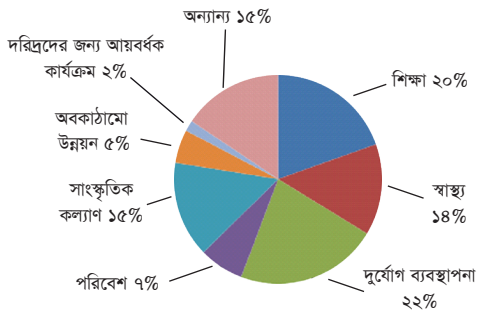
সূত্র: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৬.৭ ৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ সুবিধাযুক্ত মোট হিসাবসংখ্যা

	এসসিবি	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশি	মোট
কৃষক	৪৭৬৮২৪৯	৪০৬৬২৭৯	৪৮৩০২৯	০	৯৩১৭৫৫৭
অতি দরিদ্র	১৬০৬৫৮৪	৮৫৭০১৩	২০২৩৫	০	২৪৮৩৮৩২
মুক্তিযোদ্ধা	১৯৫৪৫৯	৩০৩৯	২৭৫২	০	২০১২৫০
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা	৩৭৮৮২২৪	৯১১৪০৯	৮৩৩	০	৪৭০০৪৬৬
ফুড অ্যান্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি প্রকল্প	৫৯২১৬	১৯৬৯	২৮৮৬৩	০	৯০০৪৮
দুস্থ পুনর্বাসন প্রকল্প	১১০৫	০	৩১৭	০	১৪২২
সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মী	৯৭০৩	০	৩৯	০	৯৭৪২
তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক	৫১০৫৫	১৭৮	২২৩৪৭২	৫১	২৭৪৭৫৬
চামড়া শিল্পে কর্মরত শ্রমিক	৭১	০	৪০৫৮	৭৬	৪২০৪
জাতীয় সেবা কর্মসূচি	১৯৩৫৭	১১৫৭৩	৯১০৫	০	৪০০৩৫
ক্ষুদ্র জীবন বীমা কর্মসূচি	৯৬৭৩৫	৬৬০২	৮১৭৭	০	১১১৫১৪
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী	১৪৩২২৫	৩৯৩৭৫	৯৪	০	১৮২৬৯৪
অন্যান্য	৪০৮৯২৭	৩৫৭৫১	১৮৯১৯	০	৪৬৩৫৯৭
মোট	১১১৪৭৯১০	৫৯৩৩১৮৮	৭৯৯৮৯৩	১২৭	১৭৮৮১১১৮

সূত্র: ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৬.৪ অর্থবছর ১৮-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয়



সূত্র: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১০,৪৯১.৩০ মিলিয়ন টাকা যার পরিমাণ ২০১৭ অর্থবছরে ছিল ৫,৪৪৫.৪০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক ব্যয়ের চিত্র টেবিল ৬.৫ এ তুলে ধরা হয়েছে। ব্যাংকসমূহ মোট সিএসআর ব্যয়ের সিংহভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা এবং অন্যান্য খাতে যথাক্রমে ৪৬.১%, ৩৩.৩% এবং ১২.৫% হারে ব্যয় করেছে। স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ খাতে যথাক্রমে ৪.২%, ২.৮% এবং ০.৮% হারে ব্যয় করেছে। এছাড়াও, অবকাঠামোগত উন্নয়ন খাতে সিএসআর ব্যয়ের হার ছিল ০.২%। দরিদ্রদের জন্য আয়-বর্ধক কর্মসূচির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের সিএসআর ব্যয় ছিল খুবই নগণ্য। ২০১৮ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের খাতভিত্তিক সিএসআর ব্যয়ের হার চার্ট ৬.৩ এ তুলে ধরা হয়েছে।

৬.১৮ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৮ অর্থবছরে মোট সিএসআর ব্যয় ছিল ৪২.৩০ মিলিয়ন টাকা। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিক পরিমাণ সিএসআর ব্যয় হয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে ২২%। এছাড়াও, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত সময়কালে শিক্ষা, অন্যান্য, সংস্কৃতি এবং স্বাস্থ্য খাতে মোট সিএসআর ব্যয়ের যথাক্রমে ১৯.৬%, ১৫.৪%, ১৪.৯% এবং ১৪.১% হারে ব্যয় করেছে। পরিবেশ ও অবকাঠামো উন্নয়ন খাত তুলনামূলক অগ্রাধিকার কম পাওয়ায় এ খাতসমূহে ২০১৮ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬.৯% ও ৫.২% হারে ব্যয় হয়েছে। দরিদ্রদের জন্য আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যে ব্যয় করেছে মাত্র ১.৭%। ২০১৮ অর্থবছরে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক সিএসআর ব্যয়ের হার চার্ট ৬.৪ এ তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সিএসআর কার্যক্রম

৬.১৯ বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, ক্ষমতায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে অনুদান সহায়তা প্রদান এবং এ সকল খাতের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর বার্ষিক মুনাফা হতে ৫০ মিলিয়ন টাকা ছাড়করণের মাধ্যমে "বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল" গঠন করেছে। এরপর তহবিলটি ২০১৫ সালে ১০০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল হতে ৪৫.৯২ মিলিয়ন টাকা (বাংলাদেশ ব্যাংকের লভ্যাংশ ও সুদ সহ) অনুমোদন করেছে যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল ৫৩.৭৪ মিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয় সারণী ৬.৬ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৬.৮ ৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাবে মোট স্থিতি

(বিলিয়ন টাকায়)

	এসসিবি	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশি	মোট
কৃষক	০.৭২	০.৮৬	১.৩৯	০.০	২.৯৭
অতি দরিদ্র	০.৪৩	২.৩৬	০.০৪	০.০	২.৮৩
মুক্তিযোদ্ধা	২.০৫	০.০২	০.০৬	০.০	২.১২
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা	২.০৪	৩.১২	০.০	০.০	৫.১৭
ফুড অ্যান্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি	০.০১	০.০	০.০৪	০.০	০.০৫
দুস্থ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প	০.০	০.০	০.০	০.০	০
সিটি কর্পোরেশনের কর্মী	০.০১	০.০	০.০	০.০	০.০১
তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক	০.০৩	০.০	১.২৪	০.০	১.২৮
চামড়া শিল্পে কর্মরত শ্রমিক	০.০	০.০	০.০২	০.০	০.০২
জাতীয় সেবা কর্মসূচি	০.০৮	০.৮১	০.০৬	০.০	০.৯৫
ক্ষুদ্র জীবন বীমা কর্মসূচি	০.১৩	০.০২	০.০১	০.০	০.১৬
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী	০.১১	০.০৯	০.০	০.০	০.২০
অন্যান্য	০.২৫	০.০৩	০.০৭	০.০	০.৩৬
মোট	৫.৮৬	৭.৩১	২.৯৩	০.০	১৬.১০

সূত্র: ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম

৬.২০ টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম একটি অন্যতম কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে বিশ্বব্যাপী আবির্ভূত হয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক শহর ও পল্লি অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষক ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাব

৬.২১ বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোকে জানুয়ারি ২০১০ এ কৃষকদের জন্য বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাব খোলার নির্দেশনা প্রদান করে। কৃষক হিসাব ছাড়াও আরও বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাব খোলার জন্য এসকল ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তৈরি পোশাক শিল্প, চামড়া ও পাদুকা শিল্পজাত কারখানায় কর্মরত শ্রমিক, শারীরিক প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধীর বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাব খোলার জন্য সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৬.২২ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাব (No-Frill Account) এর হালনাগাদকৃত তথ্য ছক ৬.৭ এ তুলে ধরা হলো। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবিরাম উদ্যোগ এর ফলে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত কৃষক হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯.৩২ মিলিয়ন। কৃষক হিসাব ছাড়াও অতি দরিদ্র, মুক্তিযোদ্ধা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীদের হিসাবের সংখ্যা যথাক্রমে ২.৪৮ মিলিয়ন, ০.২০ মিলিয়ন এবং ৪.৭০ মিলিয়নে পৌঁছেছে। বিভিন্ন শ্রেণির সর্বমোট হিসাব সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭.৮৮ মিলিয়ন। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সকল ধরনের বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাবের স্থিতি ১৬.১০ বিলিয়ন (সারণী ৬.৮)।

স্কুল ব্যাংকিং

৬.২৩ ১৮ বছরের কমবয়স্ক শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং খাতে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের পরিধি আরো গভীর ও প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। তখন থেকে ব্যাংকগুলো সঞ্চয়ী ও মেয়াদি হিসাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে আসছে। স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চয়ী প্রবণতা সৃষ্টি এবং তাদেরকে আর্থিক শিক্ষা ও

সারণী ৬.৯ ৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং মোট হিসাব সংখ্যা ও পুঞ্জীভূত জমার পরিমাণ

ব্যাংকের ধরন	হিসাব সংখ্যা	পুঞ্জীভূত জমা (বিলিয়ন টাকা)
এসসিবি	৪৩৬০০১	১.৮০
বিশেষায়িত	১২৭৯৫৭	০.২৬
বেসরকারি	৯৭৩৬১৮	১২.০০
বিদেশি	২২৬০	০.১৪
মোট	**১৫৩৯৮৩৬**	**১৪.২০**

সূত্র: ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আধুনিক, প্রযুক্তিবান্ধব ব্যাংকিং এর সাথে পরিচিত করানো। ব্যাংকগুলোর স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে অক্টোবর ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি বিশদ নীতিমালা জারি করে। গাইডলাইন অনুযায়ী, ০৬ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত যেকোন শিক্ষার্থী তার পিতা-মাতা/অভিভাবকের সাথে ন্যূনতম ১০০ টাকা জমার মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে পারবে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ১.৫ মিলিয়ন স্কুল ব্যাংকিং হিসাবে মোট জমার পরিমাণ ১৪.১৯ বিলিয়ন টাকা। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের হালনাগাদকৃত তথ্য সারণী ৬.৯ এ তুলে ধরা হলো।

পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের জন্য ব্যাংকিং

৬.২৪ পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সহায়তার আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ০৯ মার্চ ২০১৪ তারিখে সকল তফসিলি ব্যাংককে নিবন্ধনকৃত এনজিও এর মাধ্যমে ১০ টাকা জমা প্রদান ও কোনোরূপ চার্জ/ফি ব্যতীত ব্যাংক হিসাব খোলার নির্দেশনা প্রদান করে। এ উদ্যোগটি পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের মধ্যে সঞ্চয়ী প্রবণতা গড়ে তুলবে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করবে। সংশ্লিষ্ট এনজিও পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের হিসাব পরিচালনার সকল দায়িত্ব বহন করবে এবং তাদের কল্যাণে কাজ করবে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ১৯টি ব্যাংক বিভিন্ন নিবন্ধনকৃত এনজিও এর সাথে এ সকল হিসাব পরিচালনার বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর

করেছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৪,৬৮৪ টি হিসাবে মোট জমার পরিমাণ ৩.৩৯ মিলিয়ন টাকা। পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের জন্য ব্যাংকিং বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি টেবিল ৬.১০ এ বর্ণিত রয়েছে।

এজেন্ট ব্যাংকিং

৬.২৫ ভৌগোলিকভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, আর্থিক সেবাপ্রত্যাশী ও গরীব জনগোষ্ঠীর নিকট সুরক্ষিত ও নিরাপদ ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বর, ২০১৩ তে এজেন্ট ব্যাংকিং গাইডলাইন্স ইস্যু করে। সর্বশেষ ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে চালু করা হয় Prudential Guidelines for Agent Banking Operation in Bangladesh। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ২০টি ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন লাভ করেছে এবং ১৭টি ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করেছে। জুন, ২০১৭ এর তুলনায় জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট আউটলেটের সংখ্যা ৩২২৪টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৩৫১টি তে দাঁড়িয়েছে এবং হিসাব সংখ্যা ০.৮৭ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.৭৮ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এ সকল হিসাবের স্থিতি ২০.১২ বিলিয়ন টাকা, যা জুন, ২০১৭ তে ছিল ৬.৫১ বিলিয়ন। জুন, ২০১৮ তে এ সকল হিসাবের মাধ্যমে প্রবাসীদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৩৫.১৪ বিলিয়ন টাকা।

১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম

৬.২৬ সমাজের আর্থিক সুবিধাবঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং সেবার আওতাধীন করতে এবং ১০ টাকার হিসাবধারীদের ব্যাংকিং কার্যক্রমে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক মে, ২০১৪ এ ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে। এই তহবিলের আওতায় রিফাইন্যান্স সুবিধা প্রাপ্তির সর্বোচ্চ সীমা একক ৫০ হাজার টাকা এবং গ্রুপভিত্তিক ৫.০০ লক্ষ টাকা। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোকে নির্দিষ্ট শর্তে সুদের হারের উপর প্রণোদনা রেয়াত প্রদান করা হয়। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৯৫৯.৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। বর্তমানে রিফাইন্যান্স সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ৪০টি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণকারী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

সারণী ৬.১০ ৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পথশিশু/ কর্মজীবী শিশুদের মোট হিসাব সংখ্যা ও পুঞ্জীভূত জমার পরিমাণ

ব্যাংকের নাম	সংশ্লিষ্ট NGOর নাম	হিসাব সংখ্যা	পুঞ্জীভূত জমা (লক্ষ টাকায়)
সোনালী ব্যাংক লিঃ	উদ্দীপন	৪	০.০৪
জনতা ব্যাংক লিমিটেড	ইবিসিআর প্রজেক্ট	১৫০	০.৮০
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	উদ্দীপন	৩১৯	০.৬০
রূপালী ব্যাংক লিঃ	মানবসেবা এবং সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, এসইউএফ	৯৭৩	১০.৮০
বাংলাদেশ ডেভেঃ ব্যাংক লিঃ	ব্র্যাক	৮০	০.১০
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	উদ্দীপন	১৬৩	০.৪০
ব্যাংক এশিয়া লিঃ	অপরাজেয় বাংলাদেশ, উদ্দীপন ব্র্যাক	১৯১	২.১০
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	অপরাজেয় বাংলাদেশ, এইড বাংলাদেশ, মানবসেবা এবং সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	২৪৭	১.৬০
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	এএসডি	৪৩	০.০১
ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	সিপিডি	১৯	০.১
সোশাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	শক্তি বিদ্যালয়	১০৩৮	৮.২
ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	প্রদীপন, সাজিদা ফাউন্ডেশন	২২৬	১.৯০
পূবালী ব্যাংক লিঃ	অপরাজেয় বাংলাদেশ, ব্র্যাক, নারী মৈত্রী	৫৪৪	৪.০০
দি সিটি ব্যাংক লিঃ	প্রদীপন	১৫৪	১.৮০
ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	মানবসেবা এবং সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	২৮০	১.০০
আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ	এএসডি	৭৫	০.৩
উত্তরা ব্যাংক লিঃ	পরিবর্তন	৭৬	০.১
প্রাইম ব্যাংক লিঃ	ব্র্যাক	৬০	০.১
ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ	এডুকেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন	২০	০.০৪
মোট		৪৬৮৪	৩৩.৯৯

উৎসঃ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প (এসএমইপিডি-২)

৬.২৭ সমগ্র দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে এশীয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক 'সেকেন্ড স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম সাইজড

এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসএমইডিপি-২)' শীর্ষক একটি প্রজেক্ট এর মাধ্যমে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করছে। এই প্রজেক্ট এর আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে অবস্থিত কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নারী উদ্যোক্তাসহ অন্যান্য উদ্যোক্তার মধ্যে অধিকতর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন করা হবে। এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করার জন্য ২৪০ মিলিয়ন মা.ড. এর প্রাথমিক তহবিল নিয়ে ১৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর মধ্যে এসএমইডিপি-২ প্রজেক্ট এর "Loan Agreement" এবং "Project Agreement" স্বাক্ষরিত হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ব্যাংক জুন, ২০২১ সালের মধ্যে প্রজেক্টটি বাস্তবায়ন করবে। চুক্তি সম্পাদনকারী ২০টি ব্যাংক ও ১২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রজেক্ট এর আওতায় জুন, ২০১৮ মাস পর্যন্ত প্রায় ১.৬০ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

এনআরবি রেমিট্যান্স

৬.২৮ অনিবাসী বাংলাদেশি অর্থ প্রেরণকারীদের জন্য একটি গতিশীল, সক্রিয় ও অনলাইন ভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার প্রচলনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অনিবাসী বাংলাদেশিদের তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কেননা, অনিবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০১৮ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স আয় ১৭.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে যা ২০১৭ অর্থবছরে ছিল ১২.৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রচলিত ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিতকরণের জন্য বর্তমানে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করছে। অনিবাসী বাংলাদেশিদের প্রচলিত ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স প্রেরণে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিতকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সাল থেকে "বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড" প্রবর্তন করেছে। সর্বশেষ ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক দক্ষ পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী এবং সাধারণ পেশাজীবী উভয় ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ ২০ জন রেমিটার, বন্ডে সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী ৯ জন, সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী অনিবাসী বাংলাদেশি মালিকানাধীন ৩টি এক্সচেঞ্জ হাউস এবং সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণকারী ৫টি ব্যাংককে এ সম্মাননা প্রদান করেছে।

আর্থিক শিক্ষা

৬.২৯ সমাজে আর্থিক সেবাবঞ্চিত বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪ সাল থেকে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২টি টেলিভিশন ও ১০টি বেতার সম্প্রচার কর্মসূচি প্রস্তুত করেছে। স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রমকে সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করছে। সরকারের সংশিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালায় বিদেশে গমনেচ্ছুদের "আর্থিক শিক্ষা ও প্রবাসী/অনিবাসীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে সুযোগ-সুবিধা বিষয়ক" প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, বৈধ পন্থায় রেমিটেন্স প্রেরণকে গতিশীল করতে দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে বিদেশে গমনেচ্ছুদের মাঝে এ সংক্রান্ত ব্রশিউর বিতরণ করা হয়।

অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই) এবং মায়া ঘোষণা

৬.৩০ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের বিশ্বব্যাপী একটি নেটওয়ার্ক হলো অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই)। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গুণগত আর্থিক সেবার প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে বিশ্বের নীতিনির্ধারকদের ক্ষমতায়ন করাই এএফআই'র মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে বিশ্বের ৯১টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসহ ১০৬টি প্রতিষ্ঠান এ সংস্থার সদস্য। ২০০৯ সালের জুন মাস

থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর AFI এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি।

৬.৩১ বৃহত্তর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বের ব্যাংকিং সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সামাজিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের লক্ষ্যে ২০১১ সালে মেক্সিকোর মায়াতে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল পলিসি ফোরাম-এ সর্বপ্রথম মায়া ডিক্লারেশন ঘোষণা করা হয়। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের পক্ষে মায়া ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ ব্যাংক। মায়া ডিক্লারেশনের অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি দেশব্যাপী আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪ সালে এএফআই পলিসি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও এএফআই এর যৌথ আয়োজনে ০৪-০৮ ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ডিজিটাল আর্থিক সেবা প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চাইল্ড অ্যান্ড ইউথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল (সিওয়াইএফআই)

৬.৩২ ২০১৫ সাল হতে বাংলাদেশ ব্যাংক চাইল্ড অ্যান্ড ইউথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল (CYFI) এর সাথে কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর CYFI'র সুপারভাইজরি বোর্ড সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু ও তরুণদের জন্য আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে অবদানের জন্য CYFI'র পক্ষ হতে "গ্লোবাল ইনক্লুশন অ্যাওয়ার্ড" দেওয়া হয়। CYFI এবং জার্মান ফেডারেলের যৌথ উদ্যোগে ৬ষ্ঠ গ্লোবাল ইনক্লুশন অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। ২০১৭ সালে ১৯টি দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করে বাংলাদেশ "গ্লোবাল ইনক্লুশন অ্যাওয়ার্ড" অর্জন করে। অ্যাওয়ার্ডটি টেকসই এবং উদ ৬াবনী আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং আর্থিক শিক্ষা অগ্রসরে অবদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে দেওয়া হয়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং তত্ত্বাবধান

৭.১ বাংলাদেশে কার্যরত বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বৈচিত্র্যময় পণ্য ও সেবার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গ্রাহকের পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পুঁজিবাজার এবং গৃহায়ন খাতের উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংক কোম্পানির ন্যায় অধিকাংশ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সাবসিডিয়ারি কোম্পানির মাধ্যমে মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নিয়মিত পরিদর্শন ও অফ-সাইট সুপারভিশনের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঝুঁকি ভিত্তিক তদারকি কার্যক্রমও পরিচালনা করছে। ২০১৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পদ ও আমানত প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে মজবুত কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করেছে।

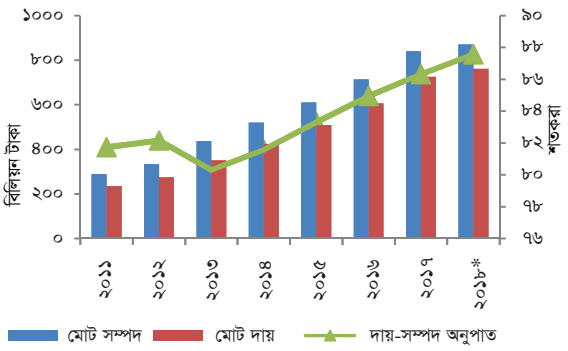
৭.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অর্পিত। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা ১৯৯৪ এর নির্দেশনা মোতাবেক নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন হবে ১(এক) বিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের তুলনায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক পরিধি সীমিত। যেমন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো ধরনের তলবী আমানত গ্রহণ করতে পারে না যা চেক, ড্রাফ্ট বা গ্রাহক কর্তৃক চাহিবা মাত্র ফেরত প্রদান করতে হয়। এছাড়াও, তারা সঞ্চয়ী এবং চলতি আমানত সংরক্ষণ অথবা নগদ ঋণ প্রদানের মতো কোনো অপারেটিং অ্যাকাউন্ট সুবিধা প্রদান করতে পারে না। তবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কমার্শিয়াল পেপার ইস্যুকরণ, ঋণপত্র খোলা এবং ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অথবা

সারণী ৭.১ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো

	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮*
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৩১	৩১	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৪
সরকারি মালিকানাধীন	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
যৌথ মালিকানাধীন	১০	১০	১০	১০	১১	১২	১২
বেসরকারি	২০	১৮	১৮	১৮	১৯	১৯	১৯
নতুন শাখার সংখ্যা	৮	৭	২০	১৫	১৪	৩০	৮
মোট শাখার সংখ্যা	১৬৮	১৭৫	১৯৫	২১০	২২৪	২৫৪	২৬২

*৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত।
উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৭.১ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদ, দায় ও তাদের অনুপাত



*৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত।
উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরোক্ষভাবে সরকারি তহবিল গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মেয়াদি আমানত গ্রহণ করতে পারে যা সর্বনিম্ন তিন মাস মেয়াদি হতে হবে। তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স স্কিম এর আওতাভুক্ত নয় এবং স্বর্ণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করতে পারে না। বিভিন্ন Prudential Guidelines এর মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় শনাক্তকরণ নীতি, সম্পদের শ্রেণিকরণ ও প্রভিশন নীতি, মূলধন পর্যাপ্ততার নীতি, একক ও গোষ্ঠী ভিত্তিক ঋণ প্রদানের সীমা নির্ধারণ পুঁজি বাজারে বিনিয়োগের সীমা, সিআরআর/এসএলআর সংরক্ষণ নীতি, ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিওর শ্রেণিকরণ ও মূল্যায়ন

সম্পর্কিত নীতি, হিসাব ও তা প্রদর্শন নীতি, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট দাখিল সম্পর্কিত বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৭.৩ বর্তমানে ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টি সরকারি মালিকানাধীন, ১২টি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং অবশিষ্ট ১৯টি স্থানীয় ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। ৩০ জুন ২০১৮ এ দেশব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬২টিতে। শাখাগুলোর মধ্যে ৯২টি ঢাকা শহরে এবং অবশিষ্ট ১৭০টি সারাদেশে ৩৪টি জেলায় অবস্থিত। সারণী ৭.১ এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন কাঠামো দেখানো হল।

সম্পদ

৭.৪ আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের সামগ্রিক সম্পদের পরিমাণ ডিসেম্বর ২০১৬ সালের ৭১৩.৮৭ বিলিয়ন টাকা হতে ডিসেম্বর ২০১৭ সালে শতকরা ১৭.৮২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪১.০৭ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। জুন ২০১৮ শেষে মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৭০.৩০ বিলিয়ন টাকা (সারণী ৭.২ ও চার্ট ৭.১)।

বিনিয়োগ

৭.৫ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করলেও মূলত শিল্পখাতেই তাদের বিনিয়োগ পুঞ্জীভূত। জুন, ২০১৮ এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ ছিল শিল্পে শতকরা ৪৪.২ ভাগ, আবাসনে ১৮.২ ভাগ, মার্জিন লোনে ১.৯৫ ভাগ, ব্যবসা ও বাণিজ্যে ১৫.৯ ভাগ, মার্চেন্ট ব্যাংকিং এ ৩.৮ ভাগ, কৃষিতে ২.৯ ভাগ এবং অন্যান্য খাতে শতকরা ১৩.১ ভাগ (চার্ট ৭.১)।

৭.৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ এর বিধান অনুসারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে পারে। ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজিবাজারে মোট বিনিয়োগ ছিল ২১.২৬ বিলিয়ন টাকা

সারণী ৭.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায় ও আমানত

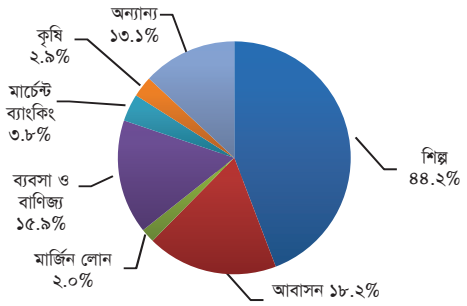
(বিলিয়ন টাকা)

	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭*	২০১৮*
মোট সম্পদ	৩৩৩.৯	৪৩৬.৩	৫২০.১	৬১১.০	৭১৩.৯	৮৪১.০৭	৮৭০.৩০
মোট দায়	২৭৪.৩	৩৫০.৪	৪২৪.২	৫০৯.০	৬০৬.৪৬	৭২৫.৯৫	৭৬২.০৪
দায়-সম্পদ অনুপাত	৮২.২	৮০.৩	৮১.৫	৮৩.৩	৮৪.৯৫	৮৬.৩৬	৮৭.৫৬
মোট আমানত	১৪৫.৪	১৯৮.৩	২৩৮.৫	৩১৮.১	৩৮২.৪৩	৪৬৭.৯৮	৪৮০.১০
মোট দায়ের শতকরা হিসেবে আমানত	৫৩.০	৫৬.৬	৫৬.২	৬২.৫	৬৩.১	৬৪.৪১	৬৩.০০

*৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত।
উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৭.২ ৩০ জুন ২০১৮ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ

(৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)



উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

যা ডিসেম্বর ২০১৬-এ ছিল ২০.৫৫ বিলিয়ন টাকা। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের পরিমাণ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের শতকরা ২.৫ ভাগ। জুন, ২০১৮ শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজিবাজারে মোট বিনিয়োগ দাঁড়ায় ১৮.৫৬ বিলিয়ন টাকা।

আমানত

৭.৭ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ ডিসেম্বর ২০১৬ সালের ৩৮২.৪৩ বিলিয়ন টাকা (মোট দায়ের শতকরা ৬৩.০৫ ভাগ) হতে ডিসেম্বর ২০১৭ সালে শতকরা ২২.৩৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৭.৯১ বিলিয়ন টাকায় (মোট দায়ের শতকরা ৬৪.৪১ ভাগ) উন্নীত হয়। জুন ২০১৮ এ মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮০.১ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয় (সারণী ৭.২ ও চার্ট ৭.২)।

অন্যান্য দায় ও ইক্যুইটি

৭.৮ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক দায়ের পরিমাণ ডিসেম্বর ২০১৬ সালের ৬০৬.৪৬ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ১৯.৭০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৭২৫.৯৫ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। মোট ইক্যুইটির পরিমাণ ২০১৬ সালের ১০৭.৪৪ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ৭.১৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ১১৫.১২ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। জুন ২০১৮ এ সামগ্রিক দায় ও ইক্যুইটির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৬২.০৪ ও ১০৮.২৬ বিলিয়ন টাকা।

বন্ড ও সিকিউরিটাইজেশন কার্যক্রম

৭.৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ধরনের বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে বন্ড মার্কেট উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ হতে অনাপত্তি গ্রহণপূর্বক ছয়টি বন্ড বাজারে ছাড়া হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ও রেটিং

৭.১০ ব্যাংকের ন্যায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ক্যামেল রেটিং এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, যাতে তাদের কর্মপন্থার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। ক্যামেল রেটিং এ ব্যবহৃত নির্দেশক ছয়টি হলো মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগত মান, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, উপার্জন ক্ষমতা, তারল্য পরিস্থিতি ও বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা।

মূলধন পর্যাপ্ততা

৭.১১ মূলধন পর্যাপ্ততা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূলধনের সার্বিক অবস্থার উপর আলোকপাত করে এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে আমানতকারীদের সুরক্ষা প্রদানসহ প্রধান আর্থিক ঝুঁকি (যেমন- ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, সুদহার ঝুঁকি ইত্যাদি) মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে। ব্যাসেল অ্যাকর্ড এর আওতায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে

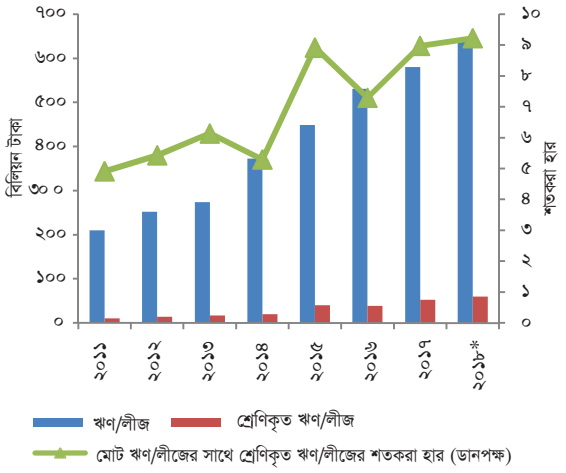
সারণী ৭.৩ মোট ঋণ/ লীজ এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/ লীজ

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮*
মোট ঋণ/লীজ	২৫২.১	২৭৩.৬	৩৭২.৮	৪৪৮.৫	৫৩০.৭	৫৮০.৪	৬৪১.৯
শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজ	১৩.৭	১৬.৮	১৯.৭	৪০.০	৩৮.৭	৫২.১	৫৯.২
মোট ঋণ/লীজের সাথে শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজের হার	৫.৪	৬.১	৫.৩	৮.৯২	৭.২৯	৮.৯৭	৯.২২

*৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত।
উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৭.৩ আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট ঋণ/লীজ, শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজ ও তাদের অনুপাত



*৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত।
উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

শতকরা ১০ ভাগ মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়, যার মধ্যে মুখ্য মূলধন কমপক্ষে শতকরা ৫ ভাগ।

সম্পদের গুণগত মান

৭.১২ সম্পদের গুণগত মান নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে মোট ঋণ/লীজের তুলনায় বিরূপ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ/লীজের হার। জুন ২০১৮ শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের হার ছিল ৯.২২ শতাংশ। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদের মধ্যে ঋণ, লীজ ও অগ্রিমের পরিমাণ ৭৪.৩৪ শতাংশ।

ব্যবস্থাপনা দক্ষতা

৭.১৩ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

পূর্বশর্ত। মোট আয়-ব্যয় অনুপাত, পরিচালন ব্যয় ও মোট ব্যয় অনুপাত, কর্মচারী প্রতি আয় ও পরিচালন ব্যয়, এবং সুদ হারের ব্যবধান ইত্যাদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আয় ও উপার্জন ক্ষমতা

৭.১৪ আয় ও উপার্জন ক্ষমতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতার পরিচায়ক। উপার্জন এবং মুনাফা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বহুল ও সর্বোত্তম ব্যবহৃত সূচক হচ্ছে সম্পদের ওপর আয়হার (ROA) যা ইক্যুইটির ওপর আয় হার (ROE) এর সম্পূরক। জুন ২০১৮ এ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ROA ও ROE ছিল যথাক্রমে শতকরা ০.৩ ভাগ ও ২.৫ ভাগ (সারণী-৭.৪)।

তারল্য পরিস্থিতি

৭.১৫ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র মেয়াদি আমানত গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোট মেয়াদি দায়ের শতকরা ৫ ভাগ বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ (এসএলআর) রূপে, যার মধ্যে মেয়াদি আমানতের শতকরা ২.৫০ ভাগ (দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ২ ভাগ) নগদ তরল সম্পদ (সিআরআর) হিসাবে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করতে হয়। মেয়াদি আমানত গ্রহণ করে না এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএলআর শতকরা ২.৫ ভাগ।

বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা

৭.১৬ সুদ হার বা ইক্যুইটির পরিবর্তন কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ-দায়, উপার্জন এবং মূলধনের উপর কি ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলে, তা বাজার ঝুঁকিজনিত সংবেদনশীলতার মাত্রা নির্দেশ করে। এ সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের সময় কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজার ঝুঁকি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণে কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে সুদহার অথবা ইক্যুইটি মূল্যের (অথবা

সারণী ৭.৪ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের হার (শতকরা)

	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮*
ইক্যুইটি আয় হার (ROE)	১০.৪	৭.৫	৯.৯	৯.৯	৬.৯	৮.৩	২.৫
সম্পদ আয় হার (ROA)	১.৯	১.৫	১.৮	১.৮	১.০	১.১৪	০.৩২

*৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত।
উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

উভয়েরই) সম্ভাব্য অভিঘাতজনিত দুর্বলতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়। অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই বাজার ঝুঁকির প্রাথমিক উৎস নন্-ট্রেডিং অবস্থা এবং সুদ হার পরিবর্তনে তার সংবেদনশীলতা থেকে উদ্ভূত হয়।

সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং

৭.১৭ জুন ২০১৮ ভিত্তিতে ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টির সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং "২ বা সন্তোষজনক", ২০টি প্রতিষ্ঠানের "৩ বা মোটামুটি ভালো", ৩টির "৪ বা প্রান্তিক" এবং ২টি প্রতিষ্ঠানের "৫ বা অসন্তোষজনক"। একটি প্রতিষ্ঠান এ সময় পর্যন্ত ক্যামেলস্ রেটিংয়ের আওতায় আসেনি।

আইনি কাঠামো ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স

৭.১৮ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সর্বোপরি এদের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ২০১৮ সালে কতিপয় নীতি ও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা এবং ব্যাসেল অ্যাকর্ড বাস্তবায়নে অগ্রগতি

৭.১৯ জানুয়ারি ২০১২ হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাসেল-২ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। আন্তর্জাতিক উত্তম পন্থাসমূহের অনুশীলন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন কাঠামো অধিকতর ঝুঁকিভিত্তিক ও আঘাত-সহনশীল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Market Discipline (CAMD) for Financial Institutions নামক একটি গাইডলাইন

জারি করেছে। বিধিবদ্ধ পরিপালন হিসেবে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান গাইডলাইন্সটি অনুসরণ করছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন

৭.২০ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা রয়েছে। এ নীতিমালায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি, নিরীক্ষা কমিটি এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্ষদে পরিচালকের মোট সদস্য সংখ্যা ৯ থেকে ১১ জন। পরিচালক পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের ভিশন/মিশন, বার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা, মুখ্য কর্মক্ষমতার সূচক, প্রধান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত গাইডলাইন্স ইত্যাদি প্রণয়ন ও অনুমোদন করে থাকে। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যাবলী ও কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন।

সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস ও প্রভিশনিং

৭.২১ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ, অগ্রিম, লীজ, বিনিয়োগ ইত্যাদির মেয়াদ পর্যালোচনায় সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সংস্থান সংরক্ষণ করে থাকে। বিদ্যমান নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ/লীজের মেয়াদোত্তীর্ণের ভিত্তিতে এদের স্ট্যান্ডার্ড, বিশেষ উল্লেখ হিসাব, নিম্নমান, সন্দেহজনক ও মন্দ/ক্ষতি মানে শ্রেণিকরণ করে যথাক্রমে শতকরা ১, ৫, ২০, ৫০ ও ১০০ ভাগ সংস্থান সংরক্ষণ করতে হয়। জুন ২০১৮ ভিত্তিতে মোট বকেয়া ঋণ/লীজের পরিমাণ ছিল ৬৪১.৯ বিলিয়ন টাকা যার মধ্যে বিরূপ শ্রেণিকৃত ছিল ৫৯.২ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৯.২২ ভাগ। জুন ২০১৮ ভিত্তিতে সংরক্ষিত সংস্থানের পরিমাণ ছিল ৪.১৮ বিলিয়ন টাকা (সারণী-৭.৪)।

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা

৭.২২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ/লীজ হিসাব পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ করতে হয়। ১ম, ২য়, ৩য় এবং ততোধিক ধাপে পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে যথাক্রমে মোট মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ/লীজের শতকরা ১৫ ভাগ, ৩০ ভাগ ও ৫০ আগ অথবা মোট বকেয়া ঋণ/লীজের শতকরা ১০ ভাগ, ২০ ভাগ ও ৩০ ভাগ, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, তা ডাউন পেমেন্ট হিসেবে নগদে গ্রহণ করতে হয়।

মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৭.২৩ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিরাপত্তা সম্পর্কিত পাঁচটি মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন ও সম্ভাব্য সকল ঝুঁকিকে দক্ষতার সাথে সনাক্ত ও মোকাবেলার জন্য একটি সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স প্রণয়ন করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে উক্ত গাইডলাইন্সে ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, অপারেশনাল ঝুঁকি, পরিপালন ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং মানি লন্ডারিং ঝুঁকিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধিমালা

চার্জ-এর তালিকা

৭.২৪ আমানতকারী / বিনিয়োগকারী / গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণার্থে কতিপয় সেবার বিপরীতে ধার্যকৃত চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণসহ বিদ্যমান ও সম্ভাব্য গ্রাহকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন সেবার বিপরীতে ধার্যকৃত চার্জের একটি সম্পূর্ণ তালিকা শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের সুবিধাজনক দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাদের ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্যাদি আপলোড করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ষান্মাসিক ভিত্তিতে এতদ্সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল করে থাকে। কমিটমেন্ট ফি, সুপারভিশন

ফি এবং চেক ডিজঅনার ফি নামে কোনো কমিশন/চার্জ আরোপ করা যাবে না। আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সকল প্রকার ঋণ/লীজের বিপরীতে ধার্যকৃত ফি/চার্জ/কমিশনের ক্ষেত্রে অভিন্নতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে একটি সার্কুলার জারি করা হয়।

বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবাসমূহ এবং কমার্শিয়াল পেপারের গাইডলাইন্স

৭.২৫ গ্রাহকের পরিবর্তিত ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্যাংকের পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নানাবিধ পণ্য ও সেবা প্রদান করে আসছে। এ সকল পণ্য ও সেবার রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক Guidelines on Products and Services of Financial Institutions in Bangladesh জারি করেছে যা গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি পরিবর্তিত পরিবেশে পণ্য ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগিতা করছে। দক্ষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রসার এবং নতুন পণ্য ও সেবা প্রণয়নে শৃঙ্খলা আনার ক্ষেত্রে এ গাইডলাইন্স সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

কমার্শিয়াল পেপারের বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি গাইডলাইন্স ইস্যু করা হয়েছে যা প্রয়োজনীয় শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কমার্শিয়াল পেপারে বিনিয়োগকারী, ইস্যুকারী জামিনদার, ইস্যুয়িং বা পেয়িং প্রতিনিধি হিসেবে কাজের দ্বার উন্মোচন করেছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কস্ট অব ফান্ড সূচক

৭.২৬ ২০১৩ সালে প্রকাশিত "গাইডলাইন্স অন দ্য বেস রেট সিস্টেম ফর নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স" অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠনসমূহকে নিয়মিতভাবে তাদের বেস রেট এবং কস্ট অব ফান্ডস বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হয়। এসব বিবরণীর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কস্ট অব ফান্ডস সূচক নামে একটি সমন্বিত বিবরণী প্রস্তুত করে তার আলোকে প্রতিমাসে ইনডেক্স হালনাগাদ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করে থাকে। একটি গ্রহণযোগ্য রেফারেন্স রেট হিসেবে কস্ট অব ফান্ডস সূচক ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রচলিত বেস রেট সিস্টেম সুদহার নির্ধারণ পদ্ধতিকে সহজতর করে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। ডিসেম্বর ২০১৭ মাসে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কস্ট অব ফান্ডস সূচক ছিল শতকরা ৭.৮৯ ভাগ যা জুন ২০১৮ মাসে বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ৯.৩৪ ভাগ।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কোড অব কনডাক্ট সংক্রান্ত গাইডলাইনস

৭.২৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সততা, নৈতিকতা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং পণ্য ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে একটি Code of Conduct for Banks & Non-Bank Financial Institutions, 2017 প্রণয়ন করা হয়েছে।

আর্থিক বাজার

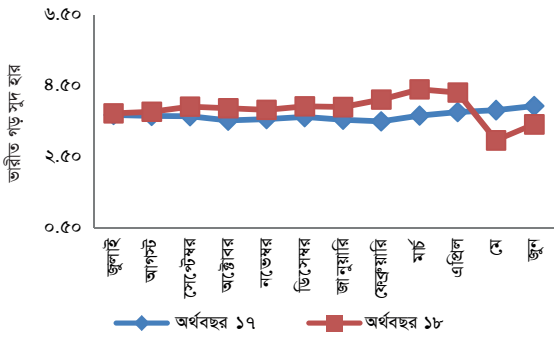
৮.১ বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা তিনটি ব্যাপক খণ্ডিত খাত নিয়ে গঠিত। খাতগুলো হলো-প্রচলিত খাত, আধা-প্রচলিত খাত এবং অপ্রচলিত খাত। এই শ্রেণিকরণ করা হয় খাতসমূহে প্রবিধানের ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে। মুদ্রাবাজার (ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের কার্যক্রমসমূহের সমন্বয়ে গঠিত), পুঁজিবাজার, বন্ড মার্কেট এবং বীমা বাজার নিয়ে প্রচলিত আর্থিক খাত (আর্থিক বাজার) গঠিত। কিছু নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রচলিত আর্থিক খাতের অন্তর্ভুক্ত এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা হয়; যেমন-বাংলাদেশ ব্যাংক (ব্যাংক ব্যবস্থার জন্য), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পুঁজিবাজারের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে), ইনস্যুরেন্স রেগুলেটরি অথরিটি (বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য), মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য)। বিশেষ কিছু বিষয়সমূহ তত্ত্বাবধানে অর্থ মন্ত্রণালয়ও ভূমিকা পালন করে। সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেট ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজারসহ দেশের আর্থিক এবং পুঁজিবাজারে এই সকল প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থবছর ১৮-এ আন্তঃব্যাংক কলমানি হারে একটি ঊর্ধ্বমুখী গতি স্পষ্টত থাকার ফলে, সামগ্রিক মুদ্রা বাজার মাঝারি পর্যায়ের তারল্য চাপ অনুভব করে (চার্ট ৮.১)। এপ্রিল ২০১৮ থেকে প্রান্তীয় তারল্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নগদ জমা সংরক্ষণ (সিআরআর) হার শতকরা ৬.৫০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৫.৫০ ভাগ করা হয়। একটি কার্যকরী তারল্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের (খোলা বাজার কার্যক্রম হাতিয়ার) সতর্ক ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থায় বিদ্যমান অতিরিক্ত তারল্য আংশিকভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয়, যা প্রমিত কলমানি হারে ও উচ্চ মূল্যস্ফীতি, প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং বিনিময় হারে ভারসাম্য বজায় রাখতে অবদান রাখে।

সারণী ৮.১ কলমানি মার্কেটের লেনদেনের পরিমাণ ও ভারীত গড় সুদের হার

সময়	লেনদেনের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	ভারীত গড় সুদের হার (%)	লেনদেনের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	ভারীত গড় সুদের হার (%)
	অর্থবছর ১৭		অর্থবছর ১৮	
জুলাই	৯৫৯.৮২	৩.৬৮	১৩৯২.৯৯	৩.৭২
আগস্ট	১১৩২.২৩	৩.৬৫	১৬৭৬.৪৭	৩.৭৭
সেপ্টেম্বর	১০৭৬.০২	৩.৬৪	১৫৯৭.৭৮	৩.৯১
অক্টোবর	৯৯৮.২৬	৩.৫২	১৬৯৬.৭৬	৩.৮৭
নভেম্বর	১০৩৭.৩৪	৩.৫৬	১২৫৬.১৯	৩.৮২
ডিসেম্বর	৯০২.২০	৩.৬২	১৩৩৭.০৫	৩.৯২
জানুয়ারি	১১৪২.২২	৩.৫৪	১৪০৬.৩২	৩.৯০
ফেব্রুয়ারি	১২৩১.৪৪	৩.৫০	১৪২৮.৬৫	৪.১১
মার্চ	১৩০০.৫৬	৩.৬৬	১৬৪৯.৭৬	৪.৪০
এপ্রিল	১৩৩১.৪০	৩.৭৬	১২৪৭.৫৮	৪.৩১
মে	১৪০০.৭০	৩.৮১	১১৭৫.৯২	২.৯৬
জুন	১৩২০.৭৬	৩.৯৩	১১২৫.৭৯	৩.৪১
গড়	**১১৫২.৭৫**	**৩.৬৬**	**১৪১৫.৯৪**	**৩.৮৪**

উৎসঃ ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৮.১ কলমানি সুদের হারের গতি ধারা



উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মুদ্রা বাজার

কল মানি মার্কেট কার্যক্রম-অর্থবছর ১৮

৮.২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত দেশের মুদ্রা বাজারে আলোচ্য অর্থবছর ১৮ তে প্রমিত প্রবৃদ্ধির ধারা লক্ষ্য করা যায়। তারল্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রাইমারি ডিলার ও প্রাইমারি ডিলার

সারণী ৮.২ পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ১৮

মোট অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা	মেয়াদ	প্রাপ্ত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		গৃহীত দরপত্রের সুদের হার (%)
		সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	
৪	১-দিন/২-দিন	২	৩.০৪	২	৩.০৪	৬.৭৫
	১০-দিন	৩	২.৭৯	৩	২.৬৯	৬.৭৫
	মোট ঃ	**৫**	**৫.৮৩**	**৫**	**৫.৭৩**	**৬.৭৫***

* গৃহীত দরপত্রের সার্বিক সুদের হার।
@ বর্তমান পুনঃক্রয় হার হলো ৬ শতাংশ যা ১৫ এপ্রিল, ২০১৮ থেকে কার্যকরী রয়েছে।
উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বহির্ভূত ব্যাংকগুলোর ধারণকৃত যোগ্য ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ডের বিপরীতে রেপো, বিশেষ রেপো ও তারল্য সহায়তা সুবিধা (LSF) প্রদান প্রভৃতি বিভিন্ন খোলাবাজার কার্যক্রমের হাতিয়ারসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অতি সতর্ক নীতি পদক্ষেপ যেমন-বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের ব্যবহারের ফলে বাজার থেকে অতিরিক্ত তারল্য উত্তোলন করে, যা কলমানি বাজারে ভারীত গড় সুদের হারে স্থিতিশীলতা আনতে অবদান রাখে। অর্থবছর ১৮-এ আন্তঃব্যাংক কলমানি বাজারে গড় লেনদেন পরিমাণে প্রমিত অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে আন্তঃব্যাংক কলমানি হার শতকরা ২.৯৬ ভাগ থেকে শতকরা ৪.৪০ ভাগের মধ্যে স্থিতিশীল থাকে (সারণী ৮.১ এবং চার্ট ৮.১)। কলমানি মার্কেটে লেনদেনের পরিমাণ অর্থবছরের প্রথম মাসসমূহে কিছুটা বেশি ছিল, যা তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রমিত প্রবৃদ্ধি বজায় রাখে। বিচক্ষণ মুদ্রানীতির অনুসরণে অর্থবছর ১৮-এর শেষ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি হার (রেপো হার) সংশোধন করে। তবে, শেষ ত্রৈমাসিকে লেনদেনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় অর্থবছর ১৮ এ সুদ হারে দৃঢ় গতি বজায় থাকে। আলোচ্য অর্থবছরে আন্তঃব্যাংক কলমানির পরিমাণ ২৬৩.১৯ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ১৭-এর তুলনায় শতকরা ২২.৮৩ ভাগ বেশি ছিল।

পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ১৮

৮.৩ ব্যাংকসমূহের জরুরি তারল্যের প্রয়োজনে রক্ষিত সরকারি ট্রেজারি বিল এবং বন্ডের জামানতভিত্তিক অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার পূর্বনির্ধারিত নীতি হারে ব্যাংকগুলো স্বল্প সময়ের জন্য তারল্য সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের পুনঃক্রয় (repo) চুক্তি নিলাম করে থাকে। পুনঃক্রয় হার শতকরা ৬.৭৫ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৬.০০ ভাগে আনা হয়েছে, যা এপ্রিল, ২০১৮ থেকে কার্যকর হয়েছে। উপরন্তু, তারল্য পরিস্থিতি সহজতর করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিদ্যমান পুনঃক্রয় সীমা ৭, ১৪ এবং ২৮ দিনে উন্নীত করেছে। অর্থবছর ১৮-এ রেপো, বিশেষ রেপো এবং এলএসএফ (LSF) সুদহার যথাক্রমে শতকরা ৬.০০, শতকরা ৯.৭৫ এবং শতকরা ৬.০০ ভাগ ছিল। অর্থবছর ১৮-এ আমানতের ফ্লোর হার বজায় রেখে

সারণী ৮.৩ বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলাম-অর্থবছর ১৮

বিলের মেয়াদ	প্রস্তাবিত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বিলের স্থিতি (জুন ২০১৮ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা (%)	
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
৭- দিন	২৬৭০	৭২৫৩.৩০	২৪৩৩	৬৪১৮.৩১	৮০.৫০	২.৯৬-২.৯৮	০.১৪-২.৯৮
১৪- দিন	৪৮৭	২১৪৫.৮৮	৩৯৬	১৮৫৬.০৬	৭.৪৫	২.৫০-২.৯৮	০.১০-২.৯৮
৩০- দিন	২০৮	১৫৪.৭৮	২০৮	১৫৪.৭৮	০.০০	২.৯২-২.৯৮	২.৯৬-২.৯৮
মোট ঃ	**৩৩৬৫**	**৯৫৫৩.৯৬**	**৩০৩৭**	**৮৪২৯.১৫**	**৮৭.৯৫**	**২.৫০-২.৯৮**	**০.১০-২.৯৮**

উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৮.৪ সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম-অর্থবছর ১৮

বিলের মেয়াদ	প্রস্তাবিত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বিলের স্থিতি (জুন ২০১৮ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা (%)	
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
৯১- দিন	১৪৬০	৮৬৯.২৬	৪২৪	২৬২.৪০	১২৩.০০	২.৮৫-৪.৯১	০.৭৩-৪.৭১
১৮২- দিন	৬৬৪	৩৬৪.৮৩	১৭০	১১৮.০০	৭১.০০	৩.১০-৫.৪১	৩.৩৯-৪.৮৩
৩৬৪- দিন	৪৬২	২০৮.৯০	১৬৭	৬৫.৪৭	৭৫.০০	৩.৪৮-৫.৮৯	২.৯৪-৪.৮০
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				৫১.১৩			
মোট ঃ	**২৫৮৬**	**১৪৪২.৯৯**	**৭৬১**	**৪৯৭.০০**	**২৬৯.০০**	**২.৮৫-৫.৮৯**	**০.৭৩-৪.৮৩**

উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সংকেত প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত আয়ে অবদান রাখতে এবং মুদ্রানীতির মুখ্য লক্ষ্য পূরণের জন্য রিভার্স রেপোর সুদহার শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয় ।

৮.৪ অর্থবছর ১৮-এ মোট ৪টি পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত নিলামে মোট ৫.৮৩ বিলিয়ন টাকার ৫টি দরপত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে মোট ৫.৭৩ বিলিয়ন টাকার সকল দরপত্র গৃহীত হয় । অর্থবছর ১৭-এর মোট নিলামে ১.১৬ বিলিয়ন টাকার ৬টি দরপত্রের মধ্যে সকল দরপত্রই গৃহীত হয়েছিল । অর্থবছর ১৮-এ গৃহীত দরপত্রসমূহের মূল্যমান ৪.৫৭ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল (সারণী ৮.২) । অর্থবছর ১৮-এ গৃহীত দরপত্রের সুদের হারের সীমা ছিল বার্ষিক শতকরা ৬.৭৫ ভাগ, পূর্ববর্তী অর্থবছর ১৭-তে এ সুদের হারের সীমা ছিল শতকরা ৬.৭৫-৯.৭৫ ভাগ ।

বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ১৮

৮.৫ মুদ্রানীতির মুখ্য উদ্দেশ্যের আলোকে রিজার্ভ মুদ্রা ও মুদ্রা গুণককে সঠিক পর্যায়ে রাখতে বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থবাজার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করে থাকে । বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে কোনো জামানত প্রদান করে না । অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের তুলনায় বিপরীত পুনঃক্রয়ের সুদহার (নীতি হার) বেশি ছিল (শতকরা ৪.৭৫ ভাগ), যা বাজারে অধিক তারল্য প্রবাহের কারণে ব্যাংক আমানতের উপর ন্যূনতম সুদহার বজায় রাখতে ইঙ্গিত প্রদান করে । অর্থবছর ১৮-এ মোট ১.৫ বিলিয়ন টাকার ১টি দৈনিক বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু উক্ত নিলামের দরপত্রটি গৃহীত হয়নি । অর্থবছর ১৭-এ প্রাপ্ত মোট ৮৪.৬০ বিলিয়ন টাকার দরপত্রের মধ্যে কোনো দরপত্রই গৃহীত হয়নি । ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ হতে বিপরীত পুনঃক্রয়ের সুদের হার শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে ।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিল নিলাম- অর্থবছর ১৮

৮.৬ ব্যাংক ব্যবস্থায় দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং স্থিতিশীল তারল্য পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য 'মুক্তবাজার কার্যক্রম' এর হাতিয়ার হিসেবে ৭-দিন ও ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল এপ্রিল ২০১৬ হতে এবং ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কার্যক্রম অর্থবছর ১০ হতে পুনরায় শুরু হয়ে অর্থবছর ১৮-তেও অব্যাহত থাকে । সুদের হার ও বৈদেশিক বিনিময় হার, মূল্যস্ফীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং ব্যাংক আমানতের সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১৮-তে দক্ষতার সাথে জোরালোভাবে এ সকল হাতিয়ার ব্যবহার করে । অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামের ফলাফলসমূহ সারণী ৮.৩ এ দেখানো হলো ।

সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেট

সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম

৮.৭ ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ড স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দায় হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

বক্স ৮.১ বাংলাদেশে আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের অনুসৃত পদ্ধতি

আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ঝুঁকিসমূহ সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন যা আর্থিক ব্যবস্থার জন্য হুমকি স্বরূপ। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক দূরদর্শী পদ্ধতি ব্যবহার করে বৈশ্বিক এবং দেশীয় সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আর্থিক বাজার এবং আর্থিক অবকাঠামোর বিভিন্ন সূচকের গতিধারার বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়। আর্থিক ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন এবং অনাগত ঝুঁকি সনাক্তকরণের পর বাংলাদেশ ব্যাংক এ সকল ঝুঁকি হতে আর্থিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বিভিন্ন দূরদর্শী নীতি ও হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও সক্ষমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ মাইক্রো প্রুডেনসিয়াল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রো প্রুডেনসিয়াল সুপারভিশন কার্যক্রম সাধারণত ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট (এফএসডি) কর্তৃক গৃহীত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অপ্রত্যাশিত অর্থ প্রবাহ, ঋণ প্রবৃদ্ধি এবং তারল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রায়শই বিধিবদ্ধ জমার হার এবং তারল্য অনুপাত পরিবর্তন করে থাকে। গৃহস্থালি খাতে অত্যধিক ঋণ এবং অপ্রত্যাশিত ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আগাম-আমানত অনুপাত ও ভোক্তা অর্থায়ন স্কীমের ঋণের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে থাকে কেননা এগুলো আর্থিক ব্যবস্থায় সিস্টেমিক ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে পুঁজি বাজারে সহনীয় মাত্রার বিনিয়োগ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক এরূপ বিনিয়োগের জন্য প্রুডেন্সিয়াল সীমা আরোপ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক অভ্যন্তরীণ সিস্টেমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকসমূহের জন্য উচ্চ মূলধন সংরক্ষণের শর্ত আরোপ না করলেও এ প্রতিষ্ঠানগুলো হতে সঙ্কট সৃষ্টির সম্ভাবনা কমিয়ে আনার জন্য কয়েকটি বিভাগ সমন্বিতভাবে এগুলোকে নিবিড়ভাবে তদারকি করে থাকে।

ঋণের অত্যধিক প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক ও বাণিজ্য চক্রের সহগামিতা হ্রাস করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কাউন্টার সাইক্লিক্যাল ক্যাপিটাল বাফার চালু করেছে। আন্তঃব্যাংক লেনদেন ম্যাট্রিক্স (আইটিএম) এর মাধ্যমে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংক্রমণ ঝুঁকি সনাক্তকরণে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল (এফপিএম) এর মাধ্যমে অতীত সময়ের বিশ্লেষণ এবং গ্রহণযোগ্য অনুমিতির উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ১২ (বারো) ত্রৈমাসিকের জন্য ব্যাংকিং খাতের সম্ভাব্য আর্থিক পরিস্থিতি প্রক্ষেপণ করা হচ্ছে। ব্যাংক হেলথ্ ইনডেক্স -এর মাধ্যমে শিল্প ও পিয়ার গ্রুপের সাথে ব্যাংকগুলোর কর্মদক্ষতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক বৃহদাকারের নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনগুলোর (এনএফসি) ঋণগ্রস্ততা এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আর্থিক সংকটে পতিত হলে তা সমগ্র আর্থিক খাতের জন্য সিস্টেমিক ঝুঁকির সৃষ্টি করবে কিনা তা বিশ্লেষণ শুরু করেছে। এছাড়াও এফএসডি সিস্টেমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ব্যাংকসমূহ সনাক্তকরণ পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে নিবিড় পরিবীক্ষণ করছে। কারণ সিস্টেমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ব্যাংক সংকটে নিপতিত হলে সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থায় তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ব্যাংকিং খাতের দীর্ঘমেয়াদি কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে এফএসডি কম্পোজিট ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ইনডেক্স ব্যবহার করছে।

আরো উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক স্থিতিশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ তদারকিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অভ্যন্তরীণ নোটিং/ রিপোর্টিং-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে সরবরাহ করে থাকে। নীতিমালা সংক্রান্ত বিষয়াদি আর্থিক খাতের অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে আর্থিক স্থিতিশীলতা সম্পর্কে সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণকে অবহিত করে থাকে। আর্থিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাসমূহ হচ্ছে-বার্ষিক ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট, কোয়ার্টারলি ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট এবং বাংলাদেশ সিস্টেমিক রিস্ক ড্যাশবোর্ড। পরিশেষে, বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকল্পে এতদসংক্রান্ত পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিতভাবে স্টেকহোল্ডারগণের মতামত গ্রহণ করে থাকে।

বর্তমানে অনুসৃত আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা প্রক্রিয়ার একটি সহজ কাঠামো ছক-১ এ দেখানো হলোঃ

ছক-১ঃ আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুসৃত প্রক্রিয়া

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি (বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ)	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	আর্থিক বাজার	আর্থিক অবকাঠামো

আর্থিক স্থিতিশীলতা মূল্যায়নে ব্যবহৃত হাতিয়ারসমূহ

মাইক্রো-প্রুডেন্সিয়াল হাতিয়ারসমূহ: ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক তদারকিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক ব্যবহৃত মাইক্রো -প্রুডেন্সিয়াল হাতিয়ারসমূহঃ

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ন্যূনতম সংরক্ষিতব্য মূলধন
- মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের হার
- পিলার ২ মূলধন পর্যাপ্ততা
- ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার
- লিভারেজ অনুপাত
- প্রভিশন সংরক্ষণ
- একক ঋণ গ্রহীতা এবং বৃহৎ ঋণের ঊর্ধ্বসীমা
- ঋণ-সম্পদের মূল্য অনুপাত
- ঋণ-আয় অনুপাত
- বৈদেশিক মুদ্রা ধারণের পরিমাণ
- আবশ্যকীয় তারল্য সংরক্ষণ ইত্যাদি

ম্যাক্রো-প্রুডেন্সিয়াল/সিস্টেমিক ঝুঁকি তদারকির হাতিয়ারসমূহঃ

- ইন্টার ব্যাংক ট্রানজেকশন ম্যাট্রিক্স (আইটিএম)
- স্ট্রেস্ টেস্ট
- ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল
- ব্যাংক হেলথ্ ইনডেক্স (বিএইচআই) এবং হিট ম্যাপ
- বৃহদাংক ঋণের কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার (সিডিএলসি)
- সিস্টেমিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণ
- কাউন্টার সাইক্লিক্যাল ক্যাপিটাল বাফার
- পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট
- কম্পোজিট ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ইনডেক্স (সিএফএসআই)
- মুদ্রা নীতি
- ঋণ-জিডিপি অনুপাত
- চলতি হিসাবের স্থিতি ও মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাত
- বাজেট ঘাটতি ও মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাত
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
- বৈদেশিক ঋণ ইত্যাদি

নীতি পদক্ষেপ

- মাইক্রো-প্রুডেন্সিয়াল হাতিয়ার সমূহের সময়োপযোগী ব্যবহারঃ
  রিজার্ভ সংরক্ষণের সীমা (নগদ তারল্য অনুপাত, সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত)
  লিভারেজ অনুপাতের সীমা আরোপ
  ঋণ-আমানত অনুপাতের সীমা আরোপ
- বৈদেশিক মুদ্রা ধারণের সীমা নির্ধারণ (নিট ওপেন পজিশন)
- ঋণ-সম্পদের মূল্য অনুপাত, ঋণ-আয় অনুপাত, ঋণ পরিশোধ-আয় অনুপাত ইত্যাদি
- বৃহৎ ও গ্রুপ ঋণের ঊর্ধ্বসীমা
- তারল্য সংরক্ষণের হার (এলসিআর, এনএসএফআর) এর সীমা
- সিস্টেমিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকের জন্য নিবিড় তত্ত্বাবধান
- খানা (হাউজহোল্ড) খাতে ঋণ সীমা
- পুঁজি বাজারে বিনিয়োগের সীমা
- কাউন্টার সাইক্লিক্যাল ক্যাপিটাল বাফার
- ব্যাংক ইন্টারভেনশন ও রেজ্যুলেশন প্যান
  ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পুনঃমূলধনীকরণ, একত্রীকরণ ও অধিগ্রহণ ইত্যাদি
- অন্যান্য নীতি পদক্ষেপ

স্থিতিশীলতা মূল্যায়নের ফলাফল অবহিতকরণ

নীতি পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে আর্থিক স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে অবহিতকরণ।	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান	আর্থিক স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ আর্থিক খাতের অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে অবহিতকরণ	প্রকাশনাঃ ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট (এফএসআর) কোয়ার্টারলি ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট (কিউএফএসএআর) বাংলাদেশ সিস্টেমিক রিস্ক ড্যাশবোর্ড (বিএসআরডি)

আর্থিক খাতের সকল স্টেকহোল্ডার হতে মতামত/পর্যবেক্ষণ গ্রহণ

বাংলাদেশ ব্যাংক ইস্যু করে থাকে। এ পরোক্ষ মুদ্রা হাতিয়ারসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহার করে। সিকিউরিটিজগুলো নিলামের মাধ্যমে ইস্যু করা হয় যেখানে ঐ সকল দরপত্রকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ আয়সীমায় প্রজ্ঞাপিত পরিমাণ পূরণ করতে পারে। দরপত্রের জন্য সর্বনিম্ন আয় হারকে পূর্বনির্ধারিতভাবে আংশিক বরাদ্দ রাখা হয়। এ দরপত্রসমূহ ইস্যু করার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত; সরকারের বাজেট ঘাটতিতে অর্থায়ন এবং দ্বিতীয়ত; বাজারে বিরাজমান অতিরিক্ত তারল্যকে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। অর্থবছর ১৮-এ দরপত্র নিলামের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ২০টি প্রাথমিক ডিলার (পিডি) অবলেখক এবং বাজার নির্ধারক হিসেবে নিলামে অংশগ্রহণের কাজ করে। এছাড়াও, নিলাম হার, বাজারের অবস্থা, এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নিলাম কমিটি অবমূল্যায়িত পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংকে/ পিডি এবং নন-পিডি ব্যাংকসমূহে হস্তান্তর করতে পারে। নিম্নতর খরচে সরকারের অর্থায়ন এবং সিকিউরিটিজসমূহের held for trade (HFT) এবং held to maturity (HTM) এর জন্য সরকারি ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক মূল্যনির্ধারণে গতিশীলতা বজায় জন্য অর্থবাজারে উচ্চতর হার নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যকর হারের সংকেত প্রদানের উদ্দেশ্যে অর্থবছর-১৮ তে নিলাম কমিটি কর্তৃক আবশ্যকীয় পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংকে হস্তান্তর করা হয়।

৮.৮ অর্থবছর ১৮-এ সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ৯১-দিন, ১৮২-দিন ও ৩৬৪-দিন মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক নিলাম অব্যাহত ছিল। অর্থবছর ১৮-এ ট্রেজারি বিলের নিলামের ফলাফলের সারসংক্ষেপ সারণী ৮.৪ এ দেখানো হয়েছে। মূলত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ খুবই কম থাকায় এবং বাজারে অতিরিক্ত তারল্য থাকায় অর্থবছর ১৭ এর তুলনায় অর্থবছর ১৮-এ অধিকাংশ ট্রেজারি বিলের ভারীত গড় সুদ হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু, ব্যাপক পরিমাণ মেয়াদপূর্তির তুলনায় গৃহীত ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিলসমূহের বছরভিত্তিক স্থিতির পরিমাণ নিম্নতর ছিল।

৮.৯ অর্থবছর ১৮-এ মোট ১৪৪২.৯৯ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ২৫৮৬টি দরপত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে মোট ৪৯৭.০০ বিলিয়ন (৫১.১৩ বিলিয়ন টাকার হস্তান্তরসহ) টাকা মূল্যের ৭৬১টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের ভারীত আয় হার সীমা ছিল বার্ষিক শতকরা ০.৭৩ ভাগ থেকে শতকরা ৪.৮৩ ভাগ। অর্থবছর

সারণী ৮.৫ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডের নিলাম-অর্থবছর ১৮

বন্ডের মেয়াদ	প্রস্তাবিত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বন্ডের স্থিতি (জুন ২০১৮ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের সীমা* (%)
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		
২-বছর	৪২৯	২০২.৪৬	১৪৩	৫৮.১৪	১০০.৫০	৩.৪১৮০-৫.৩২৭৪
বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থানান্তর				১০.৮৬		
৫-বছর	৪০৪	১২১.৭৩	২২১	৫৩.৫৮	২৮৭.৭০	৫.৬৩১৭-৫.৯৮৩৬
				৩.৪২		
১০-বছর	৪৯৯	১৪৯.৮৬	২৪৯	৬৩.৮৭	৫১৮.৪৯	৬.৭০৫৫-৭.৪১৪০
				৪.১৩		
১৫-বছর	২৫৮	৭০.১৬	৮৫	২৭.২২	২৩৮.৬৬	৭.২৩৬৩-৮.১৯৪৩
				২.৭৮		
২০-বছর	২৭৪	৭০.৪৭	১৩৩	২৫.২১	২০৮.৮৭	৭.৮৭১৫-৮.৮১৭৮
				১.৭৯		
মোট	**১৮৬৪**	**৬১৪.৬৮**	**৮৩১**	**২৫১.০০**	**১৩৫৪.২২**	**৩.৪১৮০-৮.৮১৭৮***

* গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের সীমা।
উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০১৭-এ ১৫৬২.৭৬ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ২৪৪৬টি দরপত্র পাওয়া গিয়েছিল, যার মধ্যে মোট ৫০৫.০০ বিলিয়ন টাকা (১৪.৬৮ বিলিয়ন টাকার হস্তান্তরসহ) মূল্যের দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি) এর নিলাম

৮.১০ তারল্য পরিস্থিতি ও সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পূর্বঘোষিত নিলাম সময়সূচি অনুযায়ী ষান্মাসিকভিত্তিক সুদ কুপনবাহী ২-বছর, ৫-বছর, ১০-বছর, ১৫-বছর এবং ২০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের নিলাম প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হয়। তারল্য এবং সম্পদ-দায়ের সামঞ্জস্যতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মে ২০১৩ থেকে ২-বছর মেয়াদি বিজিটিবি প্রবর্তন করা হয়।

৮.১১ বিজিটিবি নিলাম সভা কর্তৃক নির্ধারিত কাট অফ কুপন হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বন্ডের দাম ব্যবহার করা হয়। ব্যাংকসমূহ তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয়তার (SLR) উদ্দেশ্যে held to maturity (HTM) এবং held for trade (HFT) আকারে গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল এবং বিজিটিবি ব্যবহার করতে পারে। HTM সিকিউরিটিজগুলো অভিহিত মূল্যের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য বছর শেষে পরিশোধিত হয়, আর HFT সিকিউরিটিজগুলো marking to market পদ্ধতি অনুসারে লেনদেন করা হয়। এ সকল বিল এবং বন্ডসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের MI মডিউল ব্যবহারের মাধ্যমে সেকেন্ডারি মার্কেটে লেনদেনের জন্যও যোগ্য। অর্থবছর ১৮-এ আলোচ্য বন্ডগুলোর ৩২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ৬১৪.৬৬ বিলিয়ন টাকার মোট ১৮৬৪টি দরপত্রের মধ্যে ২৫১.০০ বিলিয়ন টাকার ৮৩১টি দরপত্র গৃহীত হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ১.৭৯ বিলিয়ন টাকা হস্তান্তর করা হয়। জুন ২০১৮ শেষে এ বন্ডের স্থিতি শতকরা ৪.৮৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫৪.২২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৭ শেষে ছিল ১২৯১.২২ বিলিয়ন টাকা।

৮.১২ অর্থবছর ১৮-এ ট্রেজারি বন্ডগুলোর ভারীত গড় আয় হার শতকরা ৩.৪১৮০ ভাগ থেকে শতকরা ৮.৮১৭৮ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থবছর ১৮-এর বিজিটিবি নিলামের ফলাফলসমূহ সারণী ৮.৫ এ দেখানো হলো।

৮.১৩ অর্থবছর ১৭-এ ৪৯০.১০ বিলিয়ন টাকার ১৬৮৯টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং ১৫১.০০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ০.৪৮ বিলিয়ন টাকা হস্তান্তর করা হয়। অর্থবছর ১৭-এ ভারীত গড় আয় হার শতকরা ৪.২৩৪০ ভাগ থেকে শতকরা ৮.৪৪০০ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড)

৮.১৪ ইসলামি ব্যাংকিং খাতের সুসংহত তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য মুদ্রাবাজারের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকসমূহ ও ব্যক্তিগণের দ্বারা তৈরি তহবিলের বিপরীতে নিশ্চয়তাস্বরূপ সরকার বন্ড ইস্যু করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, সরকার এ খাত থেকে কোনো অর্থ ধার করে না। ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক সঞ্চয়ের হার এবং স্ব স্ব ইসলামি ব্যাংকের স্থিতিপত্রের সংশ্লিষ্ট সূচকের দ্বারা প্রতিফলিত বিনিয়োগের উপর বন্ডের আয় নির্ভর করে। অর্থবছর ০৪-এ ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ৬-মাস মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড প্রচলন করা হয়। নতুন হাতিয়ার হিসেবে ৩-মাস মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ডটি জানুয়ারি ২০১৫ থেকে চালু হয়। ইসলামি শরিয়াহ্ মোতাবেক বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড পরিচালিত হয়। নিয়ম অনুসারে, ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যবসার লাভ-লোকসান গ্রহণে সম্মত বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণ এবং যে কোন অনিবাসী বাংলাদেশি এ বন্ড ক্রয় করতে পারে। জুন ২০১৮ শেষে উক্ত বন্ডের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯২.৯৫ বিলিয়ন টাকা, যেখানে মোট অর্থায়ন ও নিট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮১.২০ বিলিয়ন টাকা এবং ১১.৭৫ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০১৭ শেষে উক্ত

বন্ডের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৮৪.০১ বিলিয়ন টাকা; অপরদিকে মোট অর্থায়ন ও নিট স্থিতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৪.৭০ বিলিয়ন টাকা এবং ২৯.৩১ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ১৮-এ ইসলামি ব্যাংকগুলোর উচ্চতর অর্থায়ন চাহিদা থাকার কারণে ইসলামিক বন্ডের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বন্ডের সার্বিক লেনদেনের সারসংক্ষেপ সারণী ৮.৬ এ দেওয়া হলো।

সারণী ৮.৬ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক বন্ড

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
ক) বিক্রয়	১২২.৯৪	৮৪.০১	৯২.৯৫
খ) অর্থায়ন	৩৭.৮০	৫৪.৭০	৮১.২০
গ) নিট স্থিতি	৮৫.১৪	২৯.৩১	১১.৭৫

উৎস ঃ মতিঝিল অফিস, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পুঁজিবাজার

অর্থবছর ১৮-এ পুঁজিবাজারের কার্যক্রম

৮.১৫ ২০১০ সালের পতনের পর থেকে পুঁজিবাজারকে স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্বেষণে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) কে সমৃদ্ধির কর্ণধার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) মে ২০১৮ হতে চাইনিজ কনসোর্টিয়াম 'সেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ (SZSE) এবং সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জ (SSE) কে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)-এর কৌশলগত বিনিয়োগকারী হিসেবে অনুমোদন প্রদান করে। তাছাড়া, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড জুন ০৭, ২০১৮ তারিখে United Nations Sustainable Stock Exchanges (SSE) -এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৮.১৬ চার্ট ৮.২ থেকে দেখা যায় যে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) এর ব্যাপক মূল্যসূচক এবং বাজার মূলধন অর্থবছর ১৮-এর জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী ছিল। তবে, অর্থবছর ১৮-এর ডিসেম্বর-জুন সময়ে ডিএসই-এর মূল্যসূচক এবং বাজার মূলধন উভয়ই নিম্নমুখী ছিল। নভেম্বর ২০১৭ শেষে, ডিএসইএক্স সূচক এবং বাজার মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬৩০৬.৯ ও ৪২৪১.৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৭ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫৬৫৬.১ ও ৩৮০১.০ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর-১৮ শেষে ডিএসইএক্স সূচক এবং বাজার মূলধন হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৫৪০৫.৫ ও ৩৮৪৭.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (চার্ট ৮.২)।

প্রাথমিক ইস্যু

৮.১৭ অর্থবছর ১৮-এ ৯টি নতুন কোম্পানি পুঁজিবাজার হতে ০.২ বিলিয়ন টাকার মূলধন সংগ্রহ করে, যা অর্থবছর ১৭-এ ৯টি কোম্পানির মাধ্যমে সংগৃহীত ০.৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় কম। অর্থবছর ১৮-এ নতুন ইক্যুইটি ইস্যুর মাধ্যমে শুধু পাবলিক অফারিং এর মাধ্যমে ০.২ বিলিয়ন টাকা মূলধন সংগৃহীত হয়। অর্থবছর ১৭-এ প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ও পাবলিক অফারিং-এর মাধ্যমে যথাক্রমে ০.১ বিলিয়ন এবং ০.৩ বিলিয়ন টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

৮.১৮ অর্থবছর ১৮-এ পাবলিক অফারিং এর বিপরীতে ২১ গুণেরও বেশি টাকার আবেদন জমা পড়ে, যা প্রাইমারি বাজারে নতুন ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজের স্বল্পতার ইঙ্গিত দেয়। অর্থবছর ১৮-এ ১৪৮টি কোম্পানি তাদের লভ্যাংশে রক্ষিত টাকার বিপরীতে মোট ৪২.৮ বিলিয়ন টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে, যা অর্থবছর ১৭-এর ১১৭টি কোম্পানির ইস্যুকৃত ১৯.০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় বেশি। অপরদিকে, অর্থবছর ১৮-এ ৩টি কোম্পানি মোট ৩.৩ বিলিয়ন টাকার রাইট শেয়ার ইস্যু করে, যা অর্থবছর ১৭-এর ৪টি কোম্পানির ইস্যুকৃত ৮.৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় কম।

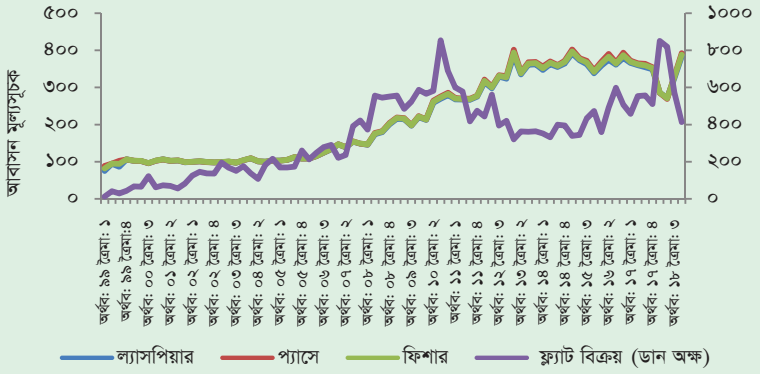
সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম

৮.১৯ অর্থবছর ১৮ শেষে বাজার মূলধনের শতকরা হিসেবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত প্রাধান্য বিস্তার করে, যার অবদান হল শতকরা ৩৯.৩ ভাগ, এর পর ক্রমান্বয়ে সেবা ও বিবিধ (শতকরা ৩৪.১ ভাগ), আর্থিক খাত (শতকরা ২৬.৪ ভাগ), এবং কর্পোরেট বন্ড (শতকরা

বক্স ৮.২ বাংলাদেশে আবাসন মূল্য সূচক (এইচপিআই) হিসাবায়ন

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আবাসন মূল্যের পরিবর্তনের গতিধারা এবং মুদ্রা নীতি ও আর্থিক স্থিতিশীলতার সাথে এর সম্পর্ক গবেষক ও নীতি নির্ধারকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। নীতি নির্ধারকদের জন্য মূল্যস্ফীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে আবাসন মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির উৎস ও গতিপ্রকৃতি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এছাড়া মুদ্রানীতি প্রণয়ন, আর্থিকখাতের নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতার জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইএমএফ এর প্রস্তাবিত ফাইনান্সিয়াল সাউন্ডনেস ইন্ডিকেটরে আবাসন মূল্য এবং মোট ঋণের সাথে আবাসন খাতের ঋণ ও বাণিজ্যিক স্থাপনা খাতের ঋণের অনুপাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবাসন মূল্য মূলত তিনটি চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে থাকে। প্রথমত, আবাসন মূল্য গৃহস্থালী সম্পদকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ভোগের উপর প্রভাব ফেলে। দ্বিতীয়ত, এটা আবাসন খাতে বিনিয়োগ এবং নির্মাণশিল্পকে প্রভাবিত করে, অর্থনীতিতে যার গুণিতক প্রভাব অনেক বেশি। চূড়ান্তভাবে এই চ্যানেলসমূহ আর্থিক গুণিতক প্রভাবের ফলে পুনঃশক্তি সঞ্চার করে, কারণ আবাসন জামানত হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা ব্যাংকের ব্যালেন্সশীট ও প্রকৃত অর্থনীতিতে ব্যাংকের ঋণ দেয়ার প্রবণতাকেও প্রভাবিত করে। কাজেই আবাসন বাজারের মূল্যের গতিপ্রকৃতি এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব অনুধাবনের জন্য আবাসন মূল্যের গতিধারার একটি নির্ভরযোগ্য সূচক হিসাবায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ।

সারণী-১ সামষ্টিক পর্যায়ে বিভিন্ন ভারীত গড় পদ্ধতিতে বাংলাদেশের আবাসন মূল্য সূচক এবং ফ্লাট বিক্রয়ের গতিধারা (ভিত্তিবছর:২০০৪ ত্রৈমাসিক ১)



উৎসঃ ডেলটা ব্র্যাক হাউজিং কর্পোরেশন লিমিটেড।

বাংলাদেশে আবাসন খাতের মূল্যের গতিধারা নির্ণয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ আবাসন খাতের মূল্য সূচক (এইচপিআই) তৈরির লক্ষ্যে একটি গবেষণা-কর্ম পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত গবেষণায় ডেলটা ব্র্যাক হাউজিং কর্পোরেশন লিমিটেড থেকে অর্থবছর ৯৯-অর্থবছর ১৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত বন্ধকী ঋণের সেকেন্ডারি তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ভারীত গড় পদ্ধতিতে বাংলাদেশের আবাসন মূল্যসূচক হিসাবায়ন করেছে। উক্ত হিসাবায়ন অনুযায়ী আবাসন মূল্যের গতিধারা অর্থবছর ০৬ থেকে অর্থবছর ১২ পর্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১৩ থেকে অর্থবছর ১৭ পর্যন্ত মূল্যসূচক মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল এবং ফ্ল্যাটের বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডেভেলপারগণ ফ্ল্যাটের মূল্য শতকরা ১৫-২০ ভাগ হ্রাস করার ফলে অর্থবছর ১৭ ত্রৈমা:৪-অর্থবছর ১৮ ত্রৈমা: ২ পর্যন্ত মূল্যসূচক সামান্য হ্রাস পেয়েছে (সারণী-১)। তবে অর্থবছর ১৮ এর ত্রৈমা:২ এর পর নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বিশেষ করে রড ও সিমেন্টের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির ফলে মূল্যসূচক পুনরায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

০.১ ভাগ)-এর অবদান রয়েছে। অর্থবছর ১৮ শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের নতুন ইস্যুসহ মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ অর্থবছর ১৭-এর ৩৮০১.০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৪৭.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ১৭.২ ভাগ (চার্ট ৮.৩)। অর্থবছর ১৮ শেষে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে বাজার মূলধনের পরিমাণ অর্থবছর ১৭-এর তুলনায় শতকরা ০.৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১২৩.৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ১৪.০ ভাগ। তাছাড়া, অর্থবছর ১৮-এ ডিএসই ও সিএসই-এর সেকেন্ডারি বাজারে মোট সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ বিগত অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১১.৭ ভাগ ও শতকরা ৬.৯ ভাগ হ্রাস পায়। অর্থবছর ১৮-এ ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) অর্থবছর ১৭-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৪.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৫৪০৫.৪৬ ও সিএসই সকল শেয়ারের মূল্য সূচক শতকরা ৬.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৫৫৮.৩২-এ দাঁড়ায় (সারণী ৮.৭ ও ৮.৮)।

অনিবাসী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ

৮.২০ অর্থবছর ১৮-এ অনিবাসী বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক অনিবাসী বিনিয়োগকারী টাকা হিসাব (NITA)-এর মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার/সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের মোট আন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ অর্থবছর ১৭-এর ৬৪.০ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৫.৪ বিলিয়ন টাকায়। অপরদিকে, শেয়ার / সিকিউরিটিজ বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিদেশে প্রত্যাবাসনের মোট অর্থের পরিমাণ অর্থবছর ১৭-এর ৪৬.৭ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৫৯.৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। শুরু (এপ্রিল ১৯৯২) থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিনিয়োগের মোট আন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫০.৬ বিলিয়ন টাকা, এর বিপরীতে বিদেশে প্রত্যাবাসিত বিক্রয়লব্ধ অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭৬.৮ বিলিয়ন টাকা।

সারণী ৮.৭ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এর কার্যক্রম

বিবরণ	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
ক) তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা*	৫৫৯	৫৬৩	৫৭২
খ) ইস্যুকৃত ইক্যুইটি এবং ঋণ* (বিলিয়ন টাকা)	১১২৭.৪	১১৬৫.৫	১২১৯.৭
গ) প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এবং পাবলিক অফারিং এর মাধ্যমে নতুন ইক্যুইটি (বিলিয়ন টাকা)	৪.৩	০.৪	০.২
ঘ) বাজার মূলধন (বিলিয়ন টাকা)	৩১৮৫.৭	৩৮০১.০	৩৮৪৭.৩
ঙ) লেনদেন পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	১০৭২.৫	১৮০৫.২	১৫৯০.৯
চ) লেনদেন সংখ্যা (বিলিয়ন)	২৯.০	৫৪.৪	৪৫.৮
ছ) ব্রড ইনডেক্স (DSEX)©	৪৫০৭.৬	৫৬৫৬.১	৫৪০৫.৫

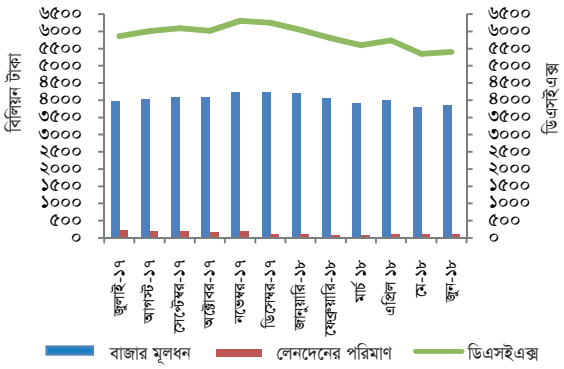
* কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড, ডিবেঞ্চার এবং ট্রেজারি বন্ডসহ।
© DSE জানুয়ারি ২০১৩ হতে S & P Dow Jones কর্তৃক প্রণয়নকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী বেঞ্চমার্ক DSE ব্রড ইনডেক্স (DSEX) চালু করে।
উৎস ঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

সারণী ৮.৮ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর কার্যক্রম

বিবরণ	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
ক) তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা *	২৯৮	৩০৩	৩১২
খ) ইস্যুকৃত ইক্যুইটি এবং ঋণ * (বিলিয়ন টাকা)	৫৬৬.১	৬০৬.৬	৬৫৬.৯
গ) বাজার মূলধন (বিলিয়ন টাকা)	২৫০৬.১	৩১১৩.২	৩১২৩.৫
ঘ) লেনদেন - পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	৭৮.১	১১৮.১	১০৯.৯
ঙ) লেনদেন - সংখ্যা (বিলিয়ন)	২.৫	৪.০	৩.৫
চ) সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক	১৩৮০২.৬	১৫৫৮০.৪	১৬৫৫৮.৩

* কোম্পানি মিউচুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ।
উৎস ঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ।

চার্ট ৮.২ ডিএসই এর বাজার কার্যক্রমের গতিধারা



উৎস ঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

আইসিবি কার্যক্রম

৮.২১ দেশে দ্রুত শিল্পায়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় মূলধন বাজার পুনর্গঠন, বিশেষ করে দেশের সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ (আইসিএমএল), আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ (আইএএমসিএল) এবং আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিঃ (আইএসটিসিএল) নামে তিনটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে আইসিবি'র মূলধন বাজার উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থবছর ১৮-এ বিনিয়োগকারীদের হিসাবের বিপরীতে নিট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০.৬ বিলিয়ন টাকা এবং এর বিপরীতে আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ০.৯ বিলিয়ন টাকা।

৮.২২ অর্থবছর ১৮-এ আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ (আইসিএমএল) ৫টি কোম্পানিকে ০.৫ বিলিয়ন টাকার শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইস্যু করার অবলেখক সহায়তা প্রদান এবং ১৩টি কোম্পানির ৫.০ বিলিয়ন টাকার ইস্যু ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেছে।

৮.২৩ আইসিবি'র অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ (আইএএমসিএল) দেশের দ্রুত সম্প্রসারিত অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলোর অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জুন ২০১৮ শেষে কোম্পানিটি ৯টি ক্লোজড-এন্ডস ও ১৩টি ওপেন-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড পুঁজি বাজারে নিয়ে আসে। এছাড়া, কোম্পানিটি বিভিন্ন নিয়মিত এবং বিশেষ প্রকারের মিউচুয়াল ফান্ড পুঁজিবাজারে নিয়ে আসে। অর্থবছর ১৮-এ ২২টি মিউচুয়াল ফান্ডের পোর্টফোলিও-তে নিট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭.৪ বিলিয়ন টাকা।

৮.২৪ আইসিবি'র সিকিউরিটিজ ট্রেডিং সাবসিডিয়ারি কোম্পানি (আইএসটিসিএল) দেশের একটি একক বৃহত্তম স্টক ব্রোকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং অর্থবছর ১৮-এ মোট ১৫৪.৭ বিলিয়ন টাকার লেনদেন করে, যা ঢাকা ও চট্টগ্রাম উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের মোট লেনদেনের শতকরা ১০.০ ভাগ। মূল আইসিবি অর্থবছর ১৮-এ ৩.৭ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় করে, এর বিপরীতে ১.২ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ইউনিট সার্টিফিকেট পুনঃক্রয় করে। আলোচ্য অর্থবছরে আইসিবি ০.৯ বিলিয়ন টাকার আমানত গ্রহণ করে এবং বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে ৮.৯ বিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন করে। অর্থবছর ১৮-এ আইসিবি মোট ৮.৪ বিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ অঙ্গীকার করে, যার মধ্যে ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ ২.১ বিলিয়ন টাকা এবং ডিবেঞ্চার ক্রয় ০.০৬ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ১৭-এ আইসিবি মোট ৪৮.৩ বিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ অঙ্গীকার করেছিল।

পুঁজিবাজারে তফসিলি ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ

৮.২৫ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোর পুঁজিবাজারের সিকিউরিটিজে (ইক্যুইটি ও ডিবেঞ্চার হিসেবে) জুন ২০১৮ শেষে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৮.৪ বিলিয়ন টাকা, জুন ২০১৭ শেষে যার পরিমাণ ছিল ২৮৬.০ বিলিয়ন টাকা। শেয়ার ও সিকিউরিটিজ এর বিপরীতে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগামের স্থিতি জুন ২০১৮ শেষে দাঁড়ায় ৩৬.৬ বিলিয়ন টাকা, যা জুন ২০১৭ শেষে ছিল ৩৪.১ বিলিয়ন টাকা।

পুঁজিবাজার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

৮.২৬ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং সার্বিক কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) অর্থবছর ১৮-এ বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বর্ণনা করা হলোঃ

- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Clearing and Settlement) Rules, 2017 অনুযায়ী বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগকারীর আস্থা বৃদ্ধি এবং পুঁজিবাজার থেকে তারল্য সংকট দূরীকরণের উদ্দেশ্যে Clearing

and Settlement Company গঠনের জন্য ডিএসই, সিএসই এবং সিডিবিএল যৌথভাবে কাজ করছে।

- OTC মার্কেটে পুঁজিবাজারের তালিকা বহির্ভূত কোম্পানিসমূহের লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ডিএসই Over the Counter Bulletin Board Regulation 2017 এর খসড়া প্রণয়ন করেছে।

- ডিমিউচুয়ালাইজেশন পরবর্তী টেকসই উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ডিএসই পুঁজিবাজারে কোম্পানি বহুমুখীকরণের জন্য Exchange Traded Fund (ETF) উদ্বোধন করার জন্য কাজ করছে।

- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015 এর সংশোধনী অনুযায়ী Electronic Subscription System (ESS) -এর মাধ্যমে সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ তারিখ থেকে IPO bidding process শুরু হয়েছে ।

ঋণ বাজার

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম

৮.২৭ অর্থবছর ১৮-এ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগামে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (সারণী ৮.৯)। জুন ২০১৮ শেষে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট আগামের পরিমাণ ৮৪৭০.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৭ শেষের ৭২১৬.৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১৭.৪ ভাগ বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অর্থবছর ১৭-এর তুলনায় অর্থবছর ১৮-এ মোট আগামের মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে আগাম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৪৩.৮ ভাগ বেশি। এরপর ২০১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল চলতি মূলধনে অর্থায়ন শতকরা ২২.৬ ভাগ, শিল্প খাত শতকরা ২২.৫ ভাগ, নির্মাণ খাত শতকরা ২২.৩ ভাগ, কৃষি, বন ও মৎস্য খাত শতকরা ১৬.৫ ভাগ, ব্যবসা খাত শতকরা ১১.৫ ভাগ এবং অন্যান্য খাতে শতকরা ১২.৮ ভাগ।

৮.২৮ অর্থবছর ১৮-এ মোট আগামের খাতভিত্তিক অবদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যবসা খাতের (শতকরা ৩৪.০ ভাগ) ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে। তারপর রয়েছে চলতি মূলধনে অর্থায়ন (শতকরা ২১.০ ভাগ), শিল্প খাত (শতকরা ১৯.০ ভাগ), নির্মাণ খাত (শতকরা ১০.০ ভাগ), কৃষি, বন ও মৎস্য (শতকরা ৫.০ ভাগ), পরিবহন ও যোগাযোগ খাত (শতকরা ১.০ ভাগ) এবং অন্যান্য খাত (শতকরা ১০.০ ভাগ)। অর্থবছর ১৮-এ তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট আগামের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যভিত্তিক অবদান চার্ট ৮.৩ এ দেখানো হলো।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ

৮.২৯ অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণ শতকরা ১৩.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭০৭.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আদায়ের পরিমাণও অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৩৪.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭০১.৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জুন ২০১৮ শেষে ঋণের স্থিতি শতকরা ১৮.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৮.৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। তবে, অর্থবছর ১৮-এ মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ শতকরা ৩২.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং জুন ২০১৮ শেষে মোট ঋণ স্থিতির শতকরা হিসেবে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.৫ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী-৮.১০)।

৮.৩০ জুন ২০১৮ শেষে ২০২৮.৪ বিলিয়ন টাকার মোট মেয়াদি শিল্প ঋণের স্থিতির মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশ ছিল শতকরা ৬৪.৩ ভাগ, যা মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে তাদের মুখ্য ভূমিকা নির্দেশ করে (সারণী ৮.১০ এবং চার্ট ৮.৪)। মোট স্থিতিতে ছয়টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুইটি বিশেষায়িত ব্যাংকের অবদান ছিল

শতকরা ২০.৯ ভাগ। তবে, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ বেশি থাকায় বর্তমানে ঋণদানে তাদের প্রকৃত ভূমিকাও গৌণ যেহেতু ব্যাংকগুলো অর্থবছর ১৮-এ মাত্র ৩৬.৮ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৫.২ ভাগ) ঋণ বিতরণ করে, যেখানে সর্বমোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৭০৭.৭ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০১৮ শেষে মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অবদান সবচেয়ে বেশি (৫২৮.৯ বিলিয়ন টাকা), এর পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (১২০.৮ বিলিয়ন টাকা), রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (২৬.৩ বিলিয়ন টাকা), বিদেশি ব্যাংক (২১.২ বিলিয়ন টাকা) এবং বিশেষায়িত ব্যাংক (১০.৫ বিলিয়ন টাকা)।

৮.৩১ জুন ২০১৮ শেষে বিদেশি ব্যাংকগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল খুবই কম (মোট স্থিতির শতকরা ৮.২ ভাগ)। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে কম (যথাক্রমে শতকরা ১০.৯ ভাগ এবং ১২.৮ ভাগ)। জুন ২০১৮ শেষে বিশেষায়িত ব্যাংক এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি (যথাক্রমে শতকরা ৪৯.১ ভাগ এবং শতকরা ৩১.৬ ভাগ)। দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক- বিকেবি এবং রাকাব মূলত কৃষি খাতে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় মেয়াদি শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা খুবই নগণ্য।

সারণী ৮.৯ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম

(বিলিয়ন টাকা)

খাত	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮[সা]	পরিবর্তন (%)
কৃষি, বন ও মৎস্য	৩৭৭.৮	৪৪০.২	১৬.৫
শিল্প	১২৯৩.৯	১৫৮৫.৫	২২.৫
চলতি মূলধনের জন্য অর্থ যোগান	১৪৭৭.৯	১৮১১.২	২২.৬
নির্মাণ	৬৫২.৫	৭৯৭.৮	২২.৩
পরিবহন ও যোগাযোগ	৫০.৯	৭৩.২	৪৩.৮
ব্যবসা	২৫৮৪.১	২৮৮২.৪	১১.৫
অন্যান্য	৭৭৯.৭	৮৭৯.৮	১২.৮
মোট	**৭২১৬.৯**	**৮৪৭০.১**	**১৭.৪**

[সা] সাময়িক।

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি প্রকল্প II (আইপিএফএফ II)

৮.৩২ দেশের অবকাঠামো খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন এবং পরবর্তী সময়ে বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও সক্ষমতা জোরদারকরণের মধ্যে দিয়ে বাস্তবিক অবকাঠামোগত ঘাটতি পূরণে একটি টেকসই প্ল্যাটফর্ম নির্মাণের লক্ষ্যে ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) প্রকল্পের একটি ফলো-অন প্রকল্প হিসেবে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক (বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তাসহ) ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফ II) (জুলাই ২০১৭-জুন, ২০২২) শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে।

সারণী ৮.১০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণপ্রদানকারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান	বিতরণ		আদায়		স্থিতি		মেয়াদোত্তীর্ণ		মোট স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার	
	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪২.৯	২৬.৩	৪৪.২	৫৬.০	৩৩১.১	৪১১.৫	৯০.২	১২৯.৯	২৭.৩	৩১.৬
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৬৫.৩	৫২৮.৯	৩৯১.৪	৫৫৩.৯	১১২২.৪	১৩০৪.৫	১৩৪.০	১৬৬.৫	১১.৯	১২.৮
বিদেশি ব্যাংক	১৩.৫	২১.২	১১.৭	১৩.৫	২২.৭	৩২.৭	২.৭	২.৭	১১.৭	৮.২
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (বিকেবি, রাকাব)	৬.৪	১০.৫	৫.৪	১২.০	১৫.২	১২.৬	৪.৯	৬.২	৩২.১	৪৯.১
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৯৩.৪	১২০.৮	৬৮.৩	৬৮.৮	২১৮.৫	২৬৭.২	২০.৯	২৯.০	৯.৫	১০.৯
মোট ঃ	**৬২১.৬**	**৭০৭.৭**	**৫২০.৯**	**৭০১.৯**	**১৭০৯.৯**	**২০২৮.৪**	**২৫২.৬**	**৩৩৪.৩**	**১৪.৮**	**১৬.৫**

উৎস ঃ এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

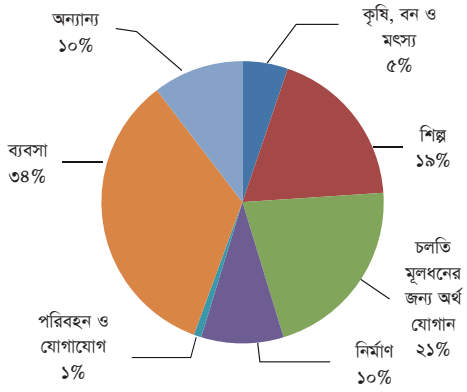
৮.৩৩ আইপিএফএফ II প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় হলো ৪১৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (আইডিএ ৩৫৬.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকার ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। আইপিএফএফ II প্রকল্পের আওতায় অর্থায়নযোগ্য খাতগুলো হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্দর উন্নয়ন, পরিবেশগত, শিল্পজাত ও ভারি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হাইওয়ে ও এক্সপ্রেসওয়ে, বিমানবন্দর, পানি সরবরাহ ও বিতরণ, শিল্প এলাকা ও পার্ক, সামাজিক খাত এবং তথ্য-প্রযুক্তি খাত। পরামর্শদাতা নিয়োগে এবং মূল স্টেক হোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কারিগরি সহায়তা (TA) উপাদানটি ব্যবহার করা হবে। প্রকল্পের বাস্তবিক কারিগরি সহায়তা (TA) গ্রহণ করবে এরূপ সুবিধাভোগীদের মধ্যে রয়েছে-পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল)।

ইক্যুইটি অ্যান্ড এন্টারপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ)

৮.৩৪ ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সম্ভাবনাময় কৃষিভিত্তিক/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তথ্য-প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রদত্ত ১.০ বিলিয়ন টাকার তহবিল নিয়ে অর্থবছর ০১-এ ইক্যুইটি অ্যান্ড এন্টারপ্র্যানারশীপ তহবিল (ইইএফ) গঠন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবির মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির আওতায় আইসিবি এখন ইইএফ এর পরিচালনামূলক কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করছে, যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট নীতি নির্ধারণ, তহবিল পরিচালনা ও কার্যক্রম পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কাজ করছে।

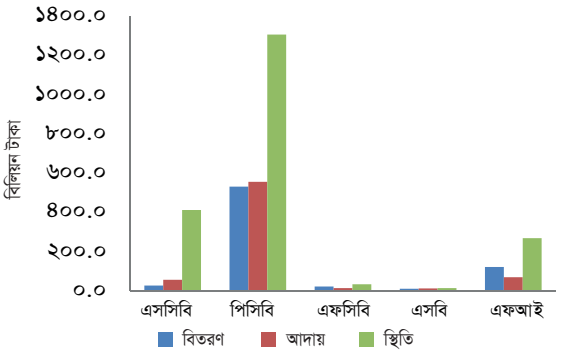
৮.৩৫ বিভিন্ন অর্থবছরে এ পর্যন্ত সরকার এই তহবিলে ২২.৩ বিলিয়ন টাকা অবমুক্ত করেছে। শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৩৬.৮ বিলিয়ন টাকার ইইএফ সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করে সর্বমোট ৭৮.৫ বিলিয়ন টাকা প্রকল্প ব্যয় সম্বলিত ২০৬৩টি (১৯২৩টি কৃষিভিত্তিক/ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ১৪০টি আইটি) প্রকল্পে বিভিন্ন ধাপে ইইএফ মঞ্জুরি দেয়া

চার্ট ৮.৩ মোট আগামের খাতভিত্তিক অবদান ঃ অর্থবছর ১৮



উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৮.৪ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ ঃ অর্থবছর ১৮



উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

হয়েছে। অর্থবছর ১৮ শেষে সরকার থেকে প্রকল্পের অনুকূলে ২২.৩ বিলিয়ন টাকা মঞ্জুরির বিপরীতে পুঞ্জীভূত ইক্যুইটি ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫.৩ বিলিয়ন টাকা। এ পর্যন্ত ২৯৫টি ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানি ৩.০ বিলিয়ন টাকা আংশিক অথবা সম্পূর্ণ শেয়ার-বাই-ব্যাক সুবিধা গ্রহণ করেছে। ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প ৫৪০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ইইএফ-এর সহায়তাপ্রাপ্ত আইসিটি প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিশ্বমানের সফটওয়্যার এখন দেশব্যাপী ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এগুলো রপ্তানিও হচ্ছে। কৃষিভিত্তিক ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলো পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নেও অবদান রাখছে।

গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান

৮.৩৬ জুন ২০১৮ শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহায়ন ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৮১৫.২ বিলিয়ন টাকা (সারণী ৮.১১), যা বেসরকারি খাতে ঋণের শতকরা ৯.৬ ভাগ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মোট গৃহায়ন ঋণ পোর্টফোলিও-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের বিশাল আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে গৃহায়ন ঋণ পোর্টফোলিও সম্প্রসারণ করছে। জুন ২০১৮ শেষে সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৭৬.০ বিলিয়ন টাকা ঋণ স্থিতি নিয়ে এ ব্যাংকগুলো বাজারে প্রাধান্য বজায় রেখেছে (সারণী ৮.১১)। এ খাতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অবস্থান দ্বিতীয়; জুন ২০১৮ শেষে মোট গৃহায়ন ঋণ স্থিতির মধ্যে তাদের ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ১৬৬.১ বিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলোর ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ২২.৯ বিলিয়ন টাকা। এ ছাড়া, গৃহ নির্মাণে বিশেষায়িত বেসরকারি খাতের ২টি ঋণপ্রদানকারী সংস্থাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ প্রদান করছে। তারা কিছু চুক্তিভিত্তিক আমানত স্কিমসহ দীর্ঘমেয়াদি আমানতের গ্রহণের ভিত্তিতে ঋণদান কার্যক্রমে তহবিল যোগান দিচ্ছে।

৮.৩৭ জুন ২০১৮ শেষে রাষ্ট্র মালিকানাধীন হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি)-এর গৃহ নির্মাণ ঋণ স্থিতি দাঁড়ায় ৩০.১ বিলিয়ন টাকা। এ প্রতিষ্ঠানের তহবিলের উৎস হচ্ছে সরকার পরিশোধিত মূলধন ও সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়কৃত সুদবাহী ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার। এইচবিএফসি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দ্বিতীয় উৎস থেকে তহবিল পাচ্ছে না। অতীতে এইচবিএফসি স্বল্প সুদবাহী ডিবেঞ্চার ইস্যু করে তা রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিক্রয়ের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে গৃহায়ন ঋণে অর্থায়ন করত। পরিচালন ব্যয় ও ঘাটতি অর্থায়ন ব্যয় মিটানোর পর ইতিপূর্বে প্রদত্ত ঋণের আদায়কৃত তহবিলের মাধ্যমে এর নতুন ঋণ প্রদান কার্যক্রমও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে এইচবিএফসি এর নতুন ঋণদান কার্যক্রম হ্রাস পেয়েছে। এইচবিএফসি অর্থবছর ১৭ এবং অর্থবছর ১৮-এ যথাক্রমে ৫.৪ বিলিয়ন টাকা ও ৫.১ বিলিয়ন টাকা আদায়ের বিপরীতে যথাক্রমে ২.৮ বিলিয়ন টাকা এবং ৩.৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

৮.৩৮ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সৃষ্ট গৃহায়ন তহবিল এনজিওগুলোকে সর্বনিম্ন শতকরা ১.৫ ভাগ সরল সুদে গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণে অর্থায়ন করে থাকে, যারা পল্লি এলাকায় ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের শতকরা ৫.৫ ভাগ সরল সুদে সর্বোচ্চ দশ বছর মেয়াদে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত গৃহায়ন তহবিল থেকে ৬১৬টি ঋণ বিতরণকারী এনজিওর পলি গৃহনির্মাণ কর্মসূচি মাধ্যমে ২.৯ বিলিয়ন টাকা গৃহ নির্মাণ ঋণ হিসেবে অবমুক্ত করা হয়েছে, যা ৬৪টি জেলার ৪০৪টি উপজেলাকে আওতায় এনেছে এবং দেশে ৭৫৪৪৪টি গৃহ নির্মাণ করেছে। জুন ২০১৮ শেষে আদায়যোগ্য মোট ১.৮ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে তহবিল ১.৭ বিলিয়ন টাকা আদায় করেছে এবং এ আদায়ের হার দাঁড়ায় শতকরা ৯৭.৬ ভাগ।

৮.৩৯ উপরন্তু, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় একটি ১২তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের জন্য মঞ্জুরকৃত ০.৩ বিলিয়ন টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ০.২ বিলিয়ন টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৪৪ জন শ্রমজীবী মহিলা আবাসন সুবিধা পাবে। অধিকন্তু, বিজিএমইএ ও বিইপিজেডএ'র সদস্য কোম্পানিগুলোর দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল/ডরমিটরি নির্মাণে ঋণ সুবিধা প্রদানে গৃহায়ন তহবিল পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির অনুকূলে গৃহায়ন তহবিল হতে ০.০২ বিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। সমাজের চরম সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের আবাসন নির্মাণের জন্যও গৃহায়ন তহবিল একটি

পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং এ প্রকল্পটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে। গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম ছাড়াও, গৃহায়ন তহবিল ০.১ বিলিয়ন টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে সিডর, আইলা প্রভৃতির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গরিব লোকজনের মধ্যে বিতরণ করেছে।

বৈদেশিক মুদ্রাবাজার

৮.৪০ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং আর্থিক লেনদেন সহজতর করার ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রাবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে অংশগ্রহণকারী হলো-বাংলাদেশ ব্যাংক, অনুমোদিত ডিলারগণ এবং গ্রাহকেরা। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় প্রবিধান আইন ১৯৪৭ মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি পরিচালনা করে না, বরং প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে মুদ্রাবাজারের কার্যক্রমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও হস্তক্ষেপ করে। দেশের মুদ্রানীতির অবস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ স্থিতি, বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (ব্যালেন্স অব পেমেন্ট) এবং সার্বিক সামষ্টিক অর্থনীতির আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে মুদ্রাবাজারে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নির্দেশিকা ইস্যু করে। মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান শিথিলকরণ এবং ১২ আগস্ট ১৯৯৩ সালে গঠিত বাংলাদেশ ফরেন একচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (বাএএফইডিএ)-এর কার্যপরিধির বিস্তৃতির কারণে মূলত আন্তঃব্যাংক লেনদেনে বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

৮.৪১ আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজার হলো বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ বাজার একটি পাইকারি বাজারের ন্যায় কাজ করে, যার মাধ্যমে অধিকাংশ মুদ্রা লেনদেনগুলো সম্পন্ন হয়। প্রধানত ব্যাংকারদের মধ্যে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই বাজারটি ব্যবহার করা হয়। আন্তঃব্যাংক বাজারের তিনটি প্রধান অংশ হলো-স্পট বাজার, অগ্রবর্তী (ফরওয়ার্ড) বাজার এবং ভবিষ্যৎ বাজার।

সারণী ৮.১১ গৃহায়ন খাতে ঋণের স্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	মোট স্থিতি (জুন শেষে)		
	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮[সা]
ক) গৃহায়ন অর্থায়নে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো	৭১.১	৭৭.৯	৮২.৮
১। এইচবিএফসি	৩০.১	২৯.৯	৩০.১
২। ডেল্টা-ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স	৩৩.৪	৩৯.১	৪২.৩
৩। ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স	৭.৬	৮.৯	১০.৪
খ) ব্যাংকগুলো	৪৪৯.৫	৫৩৩.২	৬৬৫.০
১। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩০৯.২	৩৭২.৮	৪৭৬.০
২। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	১১৯.৩	১৪০.৪	১৬৬.১
৩। অন্যান্য ব্যাংক	২১.০	২০.০	২২.৯
গ) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৫১.৯	৬৩.৮	৬৬.৭
ঘ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান			
গ্রামীণ ব্যাংক	-০.০১	০.২	০.৭
মোট ঃ	**৫৭২.৫**	**৬৭৫.১**	**৮১৫.২**

সা = সাময়িক।
উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং গ্রামীণ ব্যাংক।

৮.৪২ বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা আনতে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ হলো আরেকটি উল্লেখযোগ্য অংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারা গৃহীত ও নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক সম্পদ হলো বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ। সাধারণত, বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের অসামঞ্জস্যতা অর্থায়ন অথবা মুদ্রা বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করতে রিজার্ভ ব্যবহার করা হয়। একটি অর্থনীতির কোনো বাহ্যিক অভিঘাতে টিকে থাকার সক্ষমতা পরিমাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হলো বৈদেশিক রিজার্ভ।

৮.৪৩ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৩ সাল থেকে ভাসমান (ফ্লোটিং) মুদ্রা বিনিময় হার চালু করেছে। নিয়ন্ত্রিত ভাসমান মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থায়, আন্তঃব্যাংক এবং গ্রাহক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো স্বাধীনভাবে নিজস্ব হার স্থির করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে মার্কিন ডলার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

৮.৪৪ অর্থবছর ১৮-এ নিট বৈদেশিক সম্পদে নিম্নমুখী প্রবণতা এবং উচ্চ আমদানি প্রবৃদ্ধির জন্য

ডলারের উচ্চ চাহিদার কারণে মুদ্রা বিনিময় হারে শতকরা ৩.৭ ভাগ অবচিতি হয়। জুন ২০১৭ এর ডলারের বিপরীতে ৭৯.১ বাংলাদেশি টাকার তুলনায় জুন ২০১৮ শেষে ডলারের বিপরীতে মুদ্রা বিনিময় হার দাঁড়ায় ৮২.১ বাংলাদেশি টাকা (পিরিয়ডভিত্তিক গড়)। আমদানি বিলের ব্যাপক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। অর্থবছর ১৮-এ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২.৯ মার্কিন ডলারে যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল ৩৩.৫ মার্কিন ডলার। অপরদিকে, অধিক আমদানি ব্যয়ের কারণে দেশের চলতি হিসাব (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট) ইতোমধ্যে ব্যাপক ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে এবং যার বিস্তৃতি জিডিপির শতকরা ৩.৩ ভাগ।

৮.৪৫ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের অযৌক্তিক অস্থিতিশীলতা এড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে নিবিড় পরিবীক্ষণ করে। বৈদেশিক বিনিময় তারল্য সহজতর করার লক্ষ্যে অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক অভ্যন্তরীণ আন্তঃব্যাংক বাজারে ২.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছে।

কৃষি এবং মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এমএসএমই) অর্থায়ন

৯.১ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকপ্রাপ্ত খাত। এটি দেশের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের প্রধান উৎসও বটে এবং এ খাতে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৭ ভাগ নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে জিডিপি'তে কৃষিখাতের অবদান শতকরা ১৪ ভাগ। তাছাড়া দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি চাহিদা মেটানো, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি দেশের অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। কৃষি ও পল্লি ঋণকে যথাসময়ে, সহজ ও ঝামেলামুক্তভাবে কৃষকপর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে "কৃষি এবং পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি" বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। পরিবেশগত দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কৃষি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থবছর ১৮-এ কৃষি খাতে প্রকৃত ঋণ বিতরণ ছিল ২১৩.৯৩ বিলিয়ন টাকা, (প্রারম্ভিক লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ১০৪.৮৭ ভাগ) যা লক্ষ্যমাত্রা ২০৪ বিলিয়ন টাকাকে (সারণী ৯.১) অতিক্রম করেছে।

সারণী ৯.১ কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী*

(বিলিয়ন টাকা)

	বিতরণ	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
১।	**ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা**	**১৬৪.০০**	**১৭৫.৫০**	**২০৪.০০**
	ক) শস্য (চা ব্যতীত)	৮০.৯৯	৮৬.৫৩	১০২.৮৬
	খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন	৪.৬৯	৪.৮৬	৭.৭৭
	গ) গবাদিপশু	১৬.৯৪	২১.৫৩	২৭.১০
	ঘ) কৃষি পণ্য বিপণন	২.১৯	২.৩৬	৩.৫২
	ঙ) মৎস্য	১৬.৭৮	১৯.০৩	২৩.১১
	চ) দারিদ্র্য দূরীকরণ	৯.৫৭	৯.৯৫	১২.৬৪
	ছ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	৩২.৮৪	৩১.২৪	২৭.০০
	প্রকৃত বিতরণ	**১৭৬.৪৬**	**২০৯.৯৯**	**২১৩.৯৩**
	ক) শস্য (চা ব্যতীত)	৮৬.৯৫	১০০.৬১	১০৩.৩৭
	খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন	২.৬০	৩.০১	২.৭৪
	গ) গবাদিপশু	২৬.১৪	৩০.৫৭	৩০.৫৮
	ঘ) কৃষি পণ্য বিপণন	১.০৯	১.১৪	১.১৪
	ঙ) মৎস্য	১৯.৮৫	২৪.১৩	২৪.৬৪
	চ) দারিদ্র্য দূরীকরণ	১৫.৫৯	১৮.৮৫	২১.৫০
	ছ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	২৪.২৪	৩১.৬৮	২৯.৯৬
৩।	**মেয়াদ ভিত্তিক ঋণ বিতরণ**	**১৭৬.৪৬**	**২০৯.৯৯**	**২১৩.৯৩**
	ক) স্বল্প মেয়াদি	১৪৪.২২	১৭১.০৭	১৭৮.৬৬
	খ) দীর্ঘ মেয়াদি	৩২.২৪	৩৮.৯২	৩৫.২৭
৪।	প্রকৃত আদায়	১৭০.৫৬	১৮৮.৪১	২১৫.০৩
৫।	আদায়যোগ্য ঋণ	২২৭.৯০	২৫৪.৭০	২৮৬.৬৪
৬।	মোট ঋণের স্থিতি	৩৪৪.৭৭	৩৯০.৪৮	৪০৬.০১
৭।	মোট মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	৫৬.৭৮	৬৭.০৮	৭২.১১
৮।	মোট ঋণের স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার	১৬.৪৭	১৭.১৮	১৭.৭৬

* বিআরডিবি এবং বিএসবিএল ব্যতীত।
উৎসঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অর্থবছর-১৮ এ কৃষি ঋণ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

৯.২ এই কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের বাস্তবায়ন নিম্নরূপঃ

- প্রায় ৩.৯৬ মিলিয়ন কৃষক যার মধ্যে ১.৫৮ মিলিয়ন নারী। উক্ত নারী ঋণগ্রহীতারা বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ৬৩.০৯ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত মোট ১৬,৭১৩ টি প্রকাশ্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ০.০০৯৫ মিলিয়ন কৃষকের মাঝে ৩.৬৯ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রায় ৩.০৭ মিলিয়ন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ১৫০.৯২ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- চর, হাওর প্রভৃতি অনগ্রসর এলাকার ৮৩৩৯ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ০.৩ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রীয়-মালিকানাধীন ব্যাংকসহ অন্য তফসিলি ব্যাংকগুলোতে মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক প্রায় ৯.২২ মিলিয়ন (পুঞ্জীভূত) হিসাব খোলা হয়।

সারণী ৯.২ কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম*

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর	অর্থবছর	অর্থবছর	অর্থবছর	অর্থবছর ১৮					
	১৪	১৫	১৬	১৭	এসসিবি	বিকেবি	রাকাব	পিসিবি	এফসিবি	মোট
বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	১৪৫.৯৫	১৫৫.৫০	১৬৪.০০	১৭৫.৫০	৩০.১০	৪৯.০০	১৬.৮০	১০৩.২৭	৪.৮৩	২০৪.০০
প্রকৃত বিতরণ	১৬০.৩৭	১৫৯.৮০	১৭৬.৫০	২০৯.৯৯	৩৩.৮৯	৪৯.৭৬	১৭.১১	১০৭.০৯	৬.০৮	২১৩.৯৩
আদায়	১৭০.৪৬	১৫৪.১০	১৭০.৬০	১৮৮.৪১	২৯.৩৮	৪৯.৬৩	১৮.৪৫	১১০.২২	৭.৩৫	২১৫.০৩
বকেয়া	৭৬.১২	৬৭.২৯	৫৬.৭৮	৬৭.০৮	৩০.৩৫	২৩.৯	১৪.২৭	৩.৫৯	০.০০	৭২.১১
স্থিতি	৩৪৬.৩৩	৩২৯.৪০	৩৪৪.৮০	৩৯০.৪৮	১০৩.০৫	১৫৪.৬১	৪৩.৭৯	১০১.৪১	৩.১৪	৪০৬.০১

* বিআরডিবি এবং বিএসবিএল ব্যতীত।
উৎসঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় প্রায় ১৯,৯৫৯ জন উপজাতি কৃষকের মাঝে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ সুদহারে বিকেবি কর্তৃক প্রায় ০.৬১ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- ৩৮টি ব্যাংক অর্থবছর ১৭-এ তাদের বিতরণ ও যথাযথ আদায়ের প্রেক্ষিতে আমদানি বিকল্প ফসলে (যেমন ডাল, তেলবীজ, মসলাজাতীয় ফসল এবং ভুট্টা) শতকরা ৬ ভাগ হারে ২২ মিলিয়ন টাকা সুদ ভর্তুকি বাবদ পেয়েছে। অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংকসমূহ আমদানি বিকল্প ফসলে ০.৯১ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে যার বিপরীতে সুদ ভর্তুকি প্রদানের বিষয়টি নীতিমালা অনুযায়ী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কৃষি ঋণ বিতরণ

৯.৩ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণ বিতরণে এগিয়ে আসায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অর্থবছর ১৮-এ ২০৪ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত বিতরণ ছিল ২১৩.৯৩ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ১৭-এর মোট বিতরণ ২০৯.৯৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১.৯ ভাগ বেশি। সারণী ৯.১ এ কৃষি ঋণের সামগ্রিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থা এবং চার্ট ৯.১ ও ৯.২-এ অর্থবছর ১৭ ও ১৮-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বিতরণ দেখানো হলো।

৯.৪ সার্বিক কৃষি ঋণ বিতরণের প্রায় শতকরা ৮৩.৫১ ভাগ ছিল স্বল্পমেয়াদি এবং অবশিষ্ট ১৬.৪৯ ভাগ ছিল সেচ যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও গবাদিপশু ইত্যাদি খাতে প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। অর্থবছর ১৮-এ স্বল্পমেয়াদি ঋণের সিংহভাগই ছিল শস্য উৎপাদন, যা মোট স্বল্পমেয়াদি ঋণের যথাক্রমে শতকরা ৫৭.৮৫ ভাগ (সারণী ৯.১)।

৯.৫ কৃষি খাতে (সকল ব্যাংকসহ) মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৫.৫৩ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৩.৯৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৪০৬.০১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল ৩৯০.৪৭ বিলিয়ন টাকা (সারণী ৯.২)।

৯.৬ কৃষি ও পলি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক যথা-বিকেবি ও রাকাব এবং ছয়টি রাষ্ট্রীয়-মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বিদেশি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অবদানও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থবছর ১৮-এ রাষ্ট্রীয়-মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো, বিকেবি, রাকাব, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১২.৫৮, ১.৫৬ ও ১.৮৭, ২৫.৮১, ৩.৭০ ভাগ বেশি

ঋণ বিতরণ করেছে (সারণী ৯.২)। এছাড়া, বিআরডিবি এবং বিএসবিএল তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ৯.৬১ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করায় অর্থবছর ১৮-এ মোট কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২২৩.৫৪ বিলিয়ন টাকায় (সকল ব্যাংকসহ) দাঁড়িয়েছে।

ঋণ আদায়

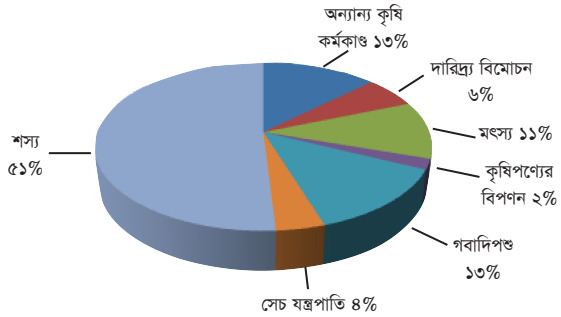
৯.৭ ব্যাংকগুলোর নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে সার্বিক সহযোগিতার ফলে অর্থবছর ১৮-এ কৃষি ঋণ আদায় পূর্ববর্তী অর্থবছর ১৭-এর মোট আদায় ১৮৮.৪১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১৪.১৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২১৫.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কৃষি ঋণের প্রকৃত আদায়ের হার অর্থবছর ১৮-এ ছিল শতকরা ৭৫.০২ ভাগ (আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে), যা পূর্ববর্তী অর্থবছর ১৭-এ ছিল শতকরা ৭৩.৯৭ ভাগ (সারণী ৯.১)।

৯.৮ কৃষি ঋণের স্থিতির তুলনায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার ১৭.১৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৮ শেষে শতকরা ১৭.৭৬ ভাগে দাঁড়িয়েছে (সারণী ৯.১ ও সারণী ৯.২)। সঠিক তথ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ফসল কাটার মৌসুমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকগুলোর ঋণ আদায়ের কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং প্রণোদনামূলক পদক্ষেপগুলো অধিকতর জোরদার করা প্রয়োজন, যাতে আগামী বছরগুলোতে কৃষি ঋণ আদায়ে অধিকতর অগ্রগতি সাধিত হয়।

কৃষি ঋণের উৎসসমূহ

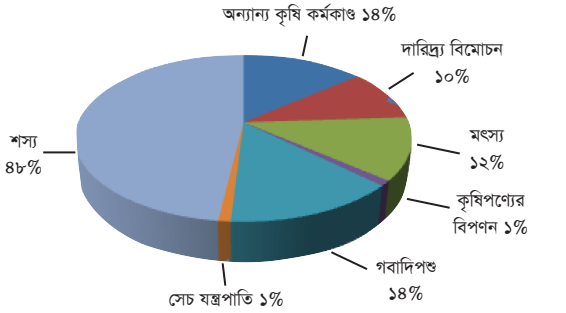
৯.৯ বার্ষিক কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অগ্রণী ভূমিকা পালনের পাশাপাশি দু'টি বিশেষায়িত বাংক (বিকেবি ও রাকাব) এবং ছয়টি রাষ্ট্রীয়-মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃষি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অর্থবছর ১৮-এ মোট বিতরণ ২১৩.৯৩ বিলিয়ন টাকা এর মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মোট ১০৭.০৯ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করে যা মোট কৃষি ঋণের শতকরা ৫০.০৬ ভাগ, দুটি

চার্ট ৯.১ অর্থবছর ১৮-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা



উৎসঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৯.২ অর্থবছর ১৮-এ প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণ



উৎসঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিশেষায়িত ব্যাংক (বিকেবি এবং রাকাব) এবং ছয়টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ১০০.৭৬ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করে যা মোট কৃষি ঋণের শতকরা ৪৭.১ ভাগ, এবং বিদেশি বেসরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ৬.০৮ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করে যা মোট কৃষি ঋণের শতকরা ২.৮৪ ভাগ। অর্থবছর ১৮ শেষে মোট বকেয়া ঋণের স্থিতিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ২৯.৪৯ ভাগ, যেখানে রাকাব এবং বিকেবি- এর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল বকেয়া ঋণের যথাক্রমে শতকরা ৩২.৪৯ ও ১৫.৪৬ ভাগ (সারণী ৯.২)। অর্থবছর ১৮ শেষে বেসরকারি ব্যাংকসমূহের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় বকেয়া ঋণের শতকরা ৩.৪৩ ভাগ।

সারণী ৯.৩ কৃষি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন

(রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির বিপরীতে)

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৬			অর্থবছর ১৭			অর্থবছর ১৮		
	পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ	পুনঃঅর্থসংস্থান পরিশোধ	পুনঃঅর্থসংস্থান স্থিতি	পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ	পুনঃঅর্থসংস্থান পরিশোধ	পুনঃঅর্থসংস্থান স্থিতি	পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ	পুনঃঅর্থসংস্থান পরিশোধ	পুনঃঅর্থসংস্থান স্থিতি
১। বিকেবি	০.০০	৮.০৯	২৬.৮৫	০.০০	২.৪০	২৪.৯৯	০.০০	১.৯৪	২৩.০৫
২। রাকাব	০.০০	৩.৩০	৭.৯২	০.০০	১.২০	৭.৪৮	৩.০০	০.৫০	৯.৯৮
মোটঃ	০.০০	১১.৩৯	৩৪.৭৭	০.০০	৩.৬০	৩২.৪৭	৩.০০	২.৪৪	৩৩.০৩

উৎস ঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা

রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন

৯.১০ দেশের অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিয়ত বিকেবি এবং রাকাবকে সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে আসছে। এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সুদের হার শতকরা ৫.০০ ভাগ এবং উপকারভোগী গ্রাহক পর্যায়ে তা শতকরা ৯.০০ ভাগ এবং ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর। অর্থবছর ১৮-এ রাকাব বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কৃষি ও পল্লি ঋণের বিপরীতে ৩.০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়নের বিস্তারিত পরিস্থিতি সারণী ৯.৩ -এ দেখানো হলো।

বর্গাচাষিদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.১১ ভূমিহীন বর্গাচাষি (ভূমি যাদের ২.৪ এর কম) যাদের ব্যাংকে সীমিত প্রবেশাধিকার রয়েছে, তাদের মাঝে জামানতবিহীন ঝামেলামুক্ত এবং সময়মতো কৃষি ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ৬.০০ বিলিয়ন টাকার একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গ্রহণ করেছে। এ স্কিমটি ২০০৯ সালে ৫ বিলিয়ন টাকার একটি তহবিল নিয়ে শুরু করে। অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সুদের হার শতকরা ৫ ভাগ এবং উপকারভোগী গ্রাহক পর্যায়ে তা শতকরা ৯ এবং ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ তিন বছর। এই বিশেষ স্কিমটি বাস্তবায়িত হয় ব্র্যাকের মাধ্যমে। এ স্কিমের আওতায় অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক ব্র্যাকের মাধ্যমে ০.১৭ মিলিয়ন বর্গাচাষির বিপরীতে মোট ৬ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করেছে।

দুগ্ধ উৎপাদন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.১২ দেশের জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ও দুধ আমদানি হ্রাসকল্পে এবং বেকার যুবকদের মধ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতের জন্য ২ বিলিয়ন টাকার একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ও সুদ ভর্তুকি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চৌদ্দটি অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বিতরণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পেয়ে থাকে। ঋণ গ্রহণকারীগণের কাছ থেকে ঋণ আদায়ের পর সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শর্ত পূরণ সাপেক্ষে তাদের বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে শতকরা ৫ ভাগ হারে সুদ ভর্তুকি পেয়ে থাকে। অর্থবছর ১৮-এ এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মোট ২ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। এ স্কিমের আওতায় মোট ১৮,৪২৯ জন গ্রাহক ঋণ সুবিধা পেয়েছে। এ স্কিমের আওতায় অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১.৯৩ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করেছে।

পাট খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.১৩ অর্থবছর ১৫-এ পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কাঁচাপাট ক্রয়ে চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২ বিলিয়ন টাকার একটি বিশেষ ঘূর্ণায়মান পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করেছে। অর্থবছর ১৮-এ ১৮টি ব্যাংক এ স্কিমের আওতায় মোট ০.৬৮ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেছে।

ডিমান্ড লোন

৯.১৪ বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন ছাড়াও দেশের কৃষি ঋণের গতিকে ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা হলো ডিমান্ড প্রমিজরি নোটের বিপরীতে ৯০ দিন মেয়াদি ডিমান্ড লোন। অর্থবছর ১৮-এ বিকেবি ও রাকাব প্রত্যেককে ৩ বিলিয়ন করে টাকা ডিমান্ড লোন হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় দাতা সংস্থা কর্তৃক গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য অর্থায়নকৃত ঘূর্ণায়মান তহবিল

সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (এসআইডিএ)-এর অনুদান

৯.১৫ এসআইডিএ ০.২৪ বিলিয়ন টাকার অনুদান প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৯৮৬ সালের ৩০ নভেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তির আওতায় এই অনুদান পরিচালিত হয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক অর্ধ-বার্ষিক কিস্তির আসল ১৫ মার্চ ও ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পরিশোধ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ একই দিনে উক্ত পরিশোধ পুনরাবর্তন করে।

নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট গ্রান্ট (এনওআরএডি)

৯.১৬ এনওআরএডি ০.২৬ বিলিয়ন টাকার অনুদান প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৯৮৬ সালের ৪ আগস্ট তারিখে স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তির আওতায় এই অনুদান পরিচালিত হয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক অর্ধ-বার্ষিক কিস্তির আসল ১৫ মার্চ ও ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পরিশোধ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ একই দিনে উক্ত পরিশোধ পুনরাবর্তন করে।

গ্রামীণ ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ ঋণ স্কিম

৯.১৭ নেদারল্যান্ড সরকার ০.০৪ বিলিয়ন টাকার অনুদান প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৯৮৫ সালের ২৪ নভেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তির আওতায় এই অনুদান পরিচালিত হয়ে থাকে। এ স্কিমের আওতায় গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরা বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ পেয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক আবর্তনশীল তহবিলের অর্ধ-বার্ষিক কিস্তি প্রত্যেক বছর ১৫ ডিসেম্বর তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট

সারণী ৯.৪ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ

(বিলিয়ন টাকা)

মেয়াদ	উপ-খাতসমূহ			মোট	নারী উদ্যোক্তা
	ব্যবসা	উৎপাদন	সেবা		
অর্থবছর ১১	১৫৪.৩৬	৩২.৩৭	৩৬৫.৮৩	৫৫২.৫৬	২০.০৭
অর্থবছর ১২	১৮৩.৮৪	৩৫.০৯	৩৭৯.১৯	৫৯৮.১২	২৩.১১
অর্থবছর ১৩	২৩৩.০৪	৪২.০২	৫১৮.৪১	৭৯৩.৪৬	২৪.৭২
অর্থবছর ১৪	২৫১.২৯	৬০.৬০	৫৯৪.৪৭	৯০৬.৩৬	৩৬.৫১
অর্থবছর ১৫	৩২৩.৫০	৯৮.৯৪	৬৮০.৪৩	১১০২.৮৭	৩৯.৬৮
অর্থবছর ১৬	৩২৯.৯৭	১৪১.৩৩	৮১৯.৩৮	১২৯০.৬৮	৫৪.৮৮
অর্থবছর ১৭	৩৭৩.৭৮	১৮৪.৪৪	৯৯৯.৬৩	১৫৫৭.৮৫	৪৫.৯৬
অর্থবছর ১৮*	৪৮৮.৭১	২৬৬.৯১	৮০২.৪৭	১৫৫৮.০৯	১২১.৭৪

* সাময়িক।

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশোধ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ একই দিনে উক্ত পরিশোধ পুনরাবর্তন করে।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানাধীন কৃষি ঋণ প্রকল্প / কর্মসূচিসমূহ:

বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে কৃষিঋণ সম্পর্কিত প্রকল্প/প্রোগ্রাম

স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মারস এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ডাইভার্সিফিকেশন ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট (এসএমএপি)

৯.১৮ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অর্থায়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং কৃষকদেরকে কৃষি প্রযুক্তি সুবিধা প্রদান করার জন্য এই প্রকল্প গঠিত হয় এবং ২০১৫ সালে এর যাত্রা শুরু হয়। এই প্রকল্পের দাতা সংস্থা হলো জাইকা এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রকল্পের মোট মূল্য ৮.২৩ বিলিয়ন টাকা এবং এর মেয়াদকাল ২০১৪-২০২১। এই প্রকল্প সুবিধা পেতে ১১টি ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অর্থবছর ১৮-এ ১০টি ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে ৩.৭৫ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয় এবং ২.৫৮ বিলিয়ন টাকা মোট ৪৩,০৩৯ জন গ্রাহকের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত ১৪০০ শাখা হতে ৩০টি মডেল শাখাকে নিয়ে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে। মডেল শাখাসমূহের বিশেষ কাজগুলো আলাদা করে অন্যান্য শাখার নিকট পৌঁছানো এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ পদ্ধতি, নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি এবং পশুপালনের নতুন নতুন পদ্ধতির সাথে গ্রাহকদেরকে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে তাদেরকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট সার্ভিস প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত ২.১ মিলিয়ন গ্রাহককে টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

এডিবি ফান্ডেড নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)

৯.১৯ উত্তরবঙ্গ বাংলাদেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এবং গরীব এলাকা যেখানে শতকরা ৬২ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ঐ এলাকার দরিদ্রতা কমিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০১ সালে এডিবির অর্থায়নে এই প্রকল্প চালু হয়। প্রকল্পের ঋণ অংশ ৩৫.৭১ মিলিয়ন এসডিআর। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল ২০০১-২০০৯ সাল পর্যন্ত। কিন্তু প্রকল্প হতে তৈরি ঘূর্ণায়মান তহবিল এর মাধ্যমে প্রকল্পটি এখনও চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলার ৬১টি উপজেলার মধ্যে বিস্তৃত। প্রকল্প শুরু হতে ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৩ বিলিয়ন টাকা গ্রাহকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় রয়েছে ০.৩৩ মিলিয়ন কৃষক।

এডিবি ফান্ডেড সেকেন্ড ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন প্রজেক্ট (এসসিডিপি)

৯.২০ এনসিডিপি এর সফলতার ফলে নতুন প্রকল্প এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের ঋণ অংশ ২৬ মিলিয়ন ইউএসডি যা এডিবি কর্তৃক প্রদত্ত। প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১১ সালে। ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি ২০১১ সালে স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২৫টি জেলার ৫৪টি উপজেলার মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ বিস্তৃত। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ২.০৩ বিলিয়ন টাকা গ্রাহকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় রয়েছে ০.২ মিলিয়ন কৃষক।

মার্জিনাল অ্যান্ড স্মল ফার্ম ক্রপ ইন্টেনসিফিকেশন প্রজেক্ট (এমএসএফএসসিআইপি)-কুড়িগ্রাম জেলা

৯.২১ এ প্রকল্পটি ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (আইএফএডি) এর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এবং এর ঋণ অংশ ১৪০ মিলিয়ন টাকা। প্রকল্পটি কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি থানায় বিস্তৃত। ০৪টি অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রাথমিকভাবে এর মেয়াদকাল ছিল ১৯৮৭-১৯৯৭

কিন্তু আবর্তনশীল তহবিল হতে এখন পর্যন্ত প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। পিএফআইসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক রেটে ঋণ নিয়ে থাকে এবং উপকারভোগী পর্যায়ে সুদের হার নির্ধারিত হয় পিএফআই এর মাধ্যমে। ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এর স্থিতি ছিল ৬০ মিলিয়ন টাকা।

গভর্নমেন্ট গ্যারান্টির বিপরীতে প্রাক অর্থায়ন

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

৯.২২ 'এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট প্রোগ্রাম' বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংককে প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। দারিদ্র্য বিমোচন এবং উপার্জন বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আনসার ভিডিপি সদস্যদের এ ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। ঋণ অংশ এবং সুদের জন্য এ ক্ষেত্রে সরকারি গ্যারান্টি প্রদান করা হয়ে থাকে। ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ঋণ অংশের স্থিতি ছিল ২.২৫ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক রেটে এ ঋণ প্রদান করে থাকে এবং গ্রাহক পর্যায়ে তা সর্বোচ্চ শতকরা ৯ ভাগ। অর্থবছর ১৮-এ এ কর্মসূচির আওতায় ৪,১৫৮ জন গ্রাহক উপকার পেয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক

৯.২৩ বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে কর্মসংস্থান ব্যাংককে প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে। ঋণ অংশ এবং সুদের জন্য এ ক্ষেত্রে সরকারি গ্যারান্টি প্রদান করা হয়ে থাকে। জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ২ বিলিয়ন টাকা কর্মসংস্থান ব্যাংককে প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক রেটে প্রাক-অর্থায়ন করে থাকে এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে তা সর্বোচ্চ শতকরা ৯ ভাগ চার্জ করে। অর্থবছর ১৮-এ এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫,১৬১ জন গ্রাহক উপকার পেয়েছে।

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন (সিএমএসএমই)

৯.২৪ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচন তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে **কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প** (সিএমএসএমই) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর "এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট(এসএমইএসপিডি)"

সারণী ৯.৫ বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের অধীনে সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

(জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

(বিলিয়ন টাকা)

	তহবিলের নাম	পুন:অর্থায়নের পরিমাণ				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাত ভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১.	গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৬.৬৩	১.৯৪	৬.৬২	১৫.১৯	২,৮৩৭	-	-	২,৮৩৭
২.	ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম :	৮.৪৫	১৮.৬৭	৭.৮৩	৩৪.৯৫	১১,৫৮০	১৭,০৮৭	৪,৮০৯	৩৩,৪৭৬
	i) বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	৩.৮৫	৫.৯৮	২.৪৫	১২.২৮	৫,০২৯	৫,৯২৬	১,৭৬৭	১২,৭২২
	ii) বাংলাদেশ ব্যাংক মহিলা এন্টারপ্রাইপ তহবিল	৪.০৪	১১.৫৮	৪.৮১	২০.৪৩	৬,০৫৮	১০,১০১	২,৮৪৫	১৯,০০৪
	iii) বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রসারিত মহিলা এন্টারপ্রাইপ তহবিল	০.৫৬	১.১১	০.৫৭	২.২৪	৪৯৩	১,০৬০	১৯৭	১,৭৫০
৩.	নব্য উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	০.০০	০.১৮	০.০২	০.২০	২০০	-	১৬৬	৩৬৬
৪.	ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক তহবিল	৩.৪২	০.৩৮	০.৯৬	৪.৭৬	১৩৪	৪৭৩	৩০	৬৩৭
৫.	JICA এফএসপিডিএসএমই তহবিল	০.৫৩	৩.১৩	৩.২০	৬.৮৬	৪৬২	৩৪	৩৪৪	৮৪০
৬.	JICA ইউনিএমপি	-	-	০.০৪	০.০৪	১	-	-	১
৭.	ইজিবিএমপি (IDA Fund)	০.৮০	১.৩৩	১.০০	৩.১৩	১,৩৬৮	১,৩০৬	৪৮৬	৩,১৬০
৮.	এসএমইএসডিপি (ADB -1) তহবিল	১.৪৫	১.৩২	০.৫৮	৩.৩৫	৮০০	২,০৯৬	৩৬৮	৩,২৬৪
৯.	এসএমইডিপি (ADB-2) তহবিল	০.০০	৫.৬৮	১.৭৯	৭.৪৭	৩,৭৬৫	৭,৪৩৫	২,৪৪৫	১৩,৬৪৫
	সর্বমোট	২১.২৭	৩২.৬৩	২২.০৪	৭৫.৯৫	২১,১৪৭	২৮,৪৩১	৮,৬৪৮	৫৮,২২৬

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নামে একটি নতুন ডিপার্টমেন্ট স্থাপন করেছে। নীতিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন করে সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে এসএমইএসপিডি তার যাত্রা শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় সিএমএসএমই খাতে অর্থায়নের উপর গুরুত্বারোপের জন্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৯.২৫ অধিকন্তু, সিএমএসএমই খাতে অর্থায়ন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অপেক্ষাকৃত কম খরচে এ খাতে তহবিল সরবরাহের জন্য বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যা অর্থবছর ১৮ তেও অব্যাহত রেখেছে। সম্প্রতি যে সকল খাতে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে সেগুলো হলো-কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, কুটির, ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পের নব্য উদ্যোক্তা, ইসলামি শরীয়াহ্ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন, সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাইকার সহায়তাপুষ্ট আর্থিক খাত প্রকল্প এবং আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি)। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাতের উন্নয়নে অর্থায়ন করছে। অর্থবছর ১৮ এ সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৭৪৩,৬১২ জন সিএমএসএমই গ্রহীতার বিপরীতে মোট ১৫৫৮.০৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। অন্যদিকে অর্থবছর ১৮ এ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ৬৭,৩০৯ জন নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ১২১.৭৪ বিলিয়ন টাকা ঋণ পেয়েছে যা অর্থবছর ১৭ এর তুলনায় শতকরা ১৬৫ ভাগ বেশি।

লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

৯.২৬ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সাল থেকে "এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি" এর আওতায় লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক 'এসএমই ঋণ কর্মসূচি' প্রণয়ন করেছে, যাতে দেশের সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি (এমএফআই) সম্ভাব্য সকল পন্থায় এসএমই খাতে অর্থায়নের নির্দেশনা রয়েছে, যাকে অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই) কতৃক এসএমই খাতে অর্থায়নের শ্রেষ্ঠ অনুশীলন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে

সারণী ৯.৬ ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

(বিলিয়ন টাকা)

তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাত ভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ক.বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল - সাধারণ								
১ ব্যাংক (২০)	৩.৪৯	২.৯১	০.৭১	৭.১১	৩,১১২	৩,৯৫৬	৮১৮	৭,৮৮৬
২ আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২৩)	০.৩৬	৩.০৭	১.৭৪	৫.১৭	১,৯১৭	১,৯৭০	৯৪৯	৪,৮৩৬
উপ-মোট	**৩.৮৫**	**৫.৯৮**	**২.৪৫**	**১২.২৮**	**৫,০২৯**	**৫,৯২৬**	**১,৭৬৭**	**১২,৭২২**
খ.বাংলাদেশ ব্যাংক - মহিলা								
১ ব্যাংক (৩৩)	৩.৫৪	৫.৫৬	২.৪৫	১১.৫৪	৩,৬৮১	৭,৫০৪	১,৯১৯	১৩,১০৪
২ আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২২)	০.৫০	৬.০২	২.৩৬	৮.৮৮	২,৩৭৭	২,৫৯৭	৯২৬	৫,৯০০
উপ - মোট	**৪.০৪**	**১১.৫৮**	**৪.৮১**	**২০.৪৩**	**৬,০৫৮**	**১০,১০১**	**২,৮৪৫**	**১৯,০০৪**
গ.বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রসারণ - ২০১৪								
১ ব্যাংক (২৭)	০.৫১	০.৩৭	০.২৩	১.১১	২৪২	৭১৯	১০৯	১০৭০
২ আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৭)	০.০৫	০.৭৪	০.৩৪	১.১৩	২৫১	৩৪১	৮৮	৬৮০
উপ - মোট	**০.৫৬**	**১.১১**	**০.৫৭**	**২.২৪**	**৪৯৩**	**১,০৬০**	**১৯৭**	**১,৭৫০**
মোট	**৮.৪৫**	**১৮.৬৭**	**৭.৮৩**	**৩৪.৯৫**	**১১,৫৮০**	**১৭,০৮৭**	**৪,৮০৯**	**৩৩,৪৭৬**

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৯.৭ নব্য উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকা)

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাত ভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৬)	১.০	৬.৯	১১.৩	১৯.২	৪১	-	৮৬	১২৭
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৩)	২.০	১৭৫.৪	৪.৫	১৮১.৯	১৫৯	-	৮০	২৩৯
	মোট	৩.০	১৮২.৩	১৫.৮	২০১.১	২০০	-	১৬৬	৩৬৬

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নিজ নিজ লক্ষ্যমাত্রা পঞ্জিকাবর্ষ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) অনুসারে প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৯.২৭ ২০১৮ সালে সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল ১৬১০.৩২ বিলিয়ন টাকা। ২০১৮ এর প্রথমার্ধে (জানুয়ারি-জুন) এ খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৭৭৫.৪৮ বিলিয়ন টাকা যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৪৮.২ শতাংশ। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থবছরভিত্তিক সিএমএসএমই খাতের তিনটি উপ বিভাগ যথা- ব্যবসা, সেবা ও ম্যানুফ্যাকচারিং এ সিএমএসএমই ঋণ প্রদানের চিত্র সারণী ৯.৪ এ দেখানো হলো।

পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.২৮ সিএমএসএমই খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিয়মিত অর্থায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণের বিপরীতে ছয় ধরনের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বাস্তবায়ন করেছে। এ সবগুলো তহবিল ঘূর্ণায়মান প্রকৃতির। এছাড়া, তিনটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ইতোমধ্যে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি কর্তৃক পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ সারণী ৯.৫ এ দেখানো হলো। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৫৮,২২৬ জন গ্রহীতার বিপরীতে মোট ৭৫.৯৫ বিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়েছে। মোট অর্থায়নের মধ্যে ২১.২৭ বিলিয়ন টাকা চলতি মূলধন খাতে, ৩২.৬৩ বিলিয়ন টাকা মধ্যমেয়াদি ঋণ ও ২২.০৪ বিলিয়ন টাকা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন/ প্রাক অর্থায়ন সুবিধাসমূহ

গ্রামাঞ্চলে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.২৯ বাংলাদেশ ব্যাংক বিভাগীয় সদর দপ্তর এবং নারায়ণগঞ্জ শহরের বাইরে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের

সারণী ৯.৮ ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

(বিলিয়ন টাকা)

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাত ভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৩)	৩.১৯	০.১০	০.০০	৩.২৯	৮৯	৪৪২	২১	৫৫২
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১)	০.২৩	০.২৮	০.৯৬	১.৪৭	৪৫	৩১	৯	৮৫
	মোট	৩.৪২	০.৩৮	০.৯৬	৪.৭৬	১৩৪	৪৭৩	৩০	৬৩৭

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৯.৯ এসএমইডিপি ফান্ড (এডিবি ফান্ড-২) হতে সিএমএসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)			সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাত ভিত্তিক)				
		চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (১৯)	-	৩.০১	০.৮৭	৩.৮৮	২,২৪৬	৫,৩১৯	১,২৩০	৮,৭৯৫
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৩)	-	২.৬৭	০.৯২	৩.৫৯	১,৫১৯	২,১১৬	১,২১৫	৪,৮৫০
	মোট	-	৫.৬৮	১.৭৯	৭.৪৭	৩,৭৬৫	৭,৪৩৫	২,৪৪৫	১৩,৬৪৫

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

উন্নয়নে অর্থায়নের লক্ষ্যে নভেম্বর ২০০১ সালে নিজস্ব অর্থায়নে ১ বিলিয়ন টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করেছে। ব্যাপক চাহিদার কারণে ২০১২ সালে এ তহবিল ২ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়, যা পরবর্তীতে ২০১৩ সালে ৪ বিলিয়ন, ২০১৫ সালে ৪.৫ বিলিয়ন এবং ২০১৮ সালে ৭ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। এ স্কিমের আওতায় বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক রেটে এবং গ্রহীতাদেরকে শতকরা ১০ ভাগ রেটে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০১৮ সনের জুন পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় ২৮৩৭ জন উদ্যোক্তার বিপরীতে ১৫.১৯ বিলিয়ন টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে (সারণী ৯.৫)।

ছোট শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.৩০ দেশের ছোট শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব অর্থায়নে "স্মল এন্টারপ্রাইজ ফান্ড (এসইএফ)" নামে ১ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে যা পরবর্তীতে ৮.৫ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতা বৃদ্ধি করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ছোট শিল্পে অর্থায়নের বিপরীতে এ তহবিল হতে ব্যাংক রেটে পুনঃঅর্থায়ন করা হচ্ছে। গ্রহীতাদের মধ্যে এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমটির বেশ চাহিদা রয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত অর্থ ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে পরবর্তীতে আবার কুটির, ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন করা হয়। জুন ২০১৮ পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় ৩৩,৪৭৬ জন ঋণ গ্রহীতার বিপরীতে মোট ৩৪.৯৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পের নব্য উদ্যোক্তা তহবিল

৯.৩১ বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব অর্থায়নে ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের নব্য উদ্যোক্তাদের প্রারম্ভিক মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে ১ বিলিয়ন টাকার একটি তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিলের আওতায় নির্বাচিত উদ্যোক্তাগণ যারা স্বীকৃত সরকারি অথবা বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাদেরকে জামানতসহ ২.৫ মিলিয়ন টাকা এবং জামানতবিহীন ১ মিলিয়ন টাকা সিএমএসই ঋণ প্রাপ্য হবেন যা শতকরা ১০ ভাগ হারে (ব্যাংক হার + ৫%) পুনঃঅর্থায়ন করা হবে। জুন ২০১৮ শেষে ৩৬৬টি নতুন উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ২০১.১০ মিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে (সারণী ৯.৭)।

ইসলামি শরীয়াহ্ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.৩২ বাংলাদেশ ব্যাংক সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে এসএমই অর্থায়নে ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামি শরীয়াহ্ভিত্তিক একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিলের আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহ, ক্ষুদ্র শিল্প (নারীদের দ্বারা পরিচালিত এসএমইসমূহ) খাত এবং নব্য উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহ ইত্যাদিতে অর্থায়নের বিপরীতে ইসলামিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। জুন ২০১৮ শেষে ৬৩৭টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক এবং

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোট ৪.৭৬ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে (সারণী ৯.৮)।

জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ/পূর্ব অর্থায়ন স্কিম

৯.৩৩ এসএমই খাতের উন্নয়ন এবং অর্থায়নের জন্য জাইকা, জাপান এবং বাংলাদেশ সরকারের (বিএফআইডি, এমওফ) মধ্যে একটি ঋণচুক্তি ২০১১ সালে স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক "ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক খাত প্রকল্প (FSPDSME)"BD-P67" নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসএমই খাতে বিশেষ করে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদে অর্থায়ন প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করাই ছিল এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। কারিগরি সহায়তাসহ উক্ত প্রকল্পে তহবিলের পরিমাণ ৫ বিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন। ২৫টি ব্যাংক এবং ২১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের সিএমএসএমই খাতে মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদে অর্থায়নের বিপরীতে ব্যাংক রেটে এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত ৮৪০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ০.৬৯ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে (সারণী ৯.৫)। রানা প্লাজা ধ্বংসের প্রেক্ষিতে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার খাতে সম্প্রতি সৃষ্ট সংকটের এর দরুণ জাইকার সহযোগিতাপুষ্ট আর্থিক খাত প্রকল্প (FSPDSME)- এর আওতায় উক্ত খাতদ্বয়ে শ্রমিকদের উন্নত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কিছু বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। BGMEA এবং BKMEA -এর সদস্যভুক্ত তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার খাতে কর্মরত ১০০-২০০০ শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে যারা কারখানায় উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠাসহ রিট্রোফিটিং, ভবন পুনঃনির্মাণ এবং পরিস্থাপনের লক্ষ্যে দরখাস্ত করবেন তাদেরকে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে। এই টু স্টেপ লোন ফান্ডের আওতায় গঠিত আর্থিক খাত প্রকল্প (FSPDSME)- এর জন্য পূর্ব-অর্থায়ন হিসেবে শতকরা ১০০ ভাগ উপ-ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে। জুন ২০১৮ শেষে রিট্রোফিটিং-এর উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে দু'টো তৈরি পোশাক শিল্পকে মোট ০.১৬ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই FSPDSME এর কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি জাইকার দ্বি-ধাপ তহবিল হতে বরাদ্দকৃত পুরো অর্থ গ্রহণ করেছে। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধে উক্ত তহবিল ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে চালু রয়েছে।

সারণী ৯.১০ গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
১। মোট বিতরণ	**৬৬২.৬১**	**৮৩১.৫৬**	**৯৬৪.৬৫**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১৬৯.৩৩	২০৭.৮৯	২৪৩.২১
খ) ব্র্যাক	২১৮.৫১	২৬৬.৬৩	৩১৮.০৬
গ) আশা	২০৯.০৫	২৬৯.৫৯	২৯৬.৮১
ঘ) টিএমএসএস	২৬.২০	৩৩.০৬	৪৩.২৩
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৩৯.৫২	৫৪.৩৯	৬৩.৩৪
২। মোট আদায়	**৪৪৪.২৭**	**৭৩১.৭৪**	**৯০৬.২২**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১৮১.০০	১৮২.৭০	২২৫.৫৯
খ) ব্র্যাক	১৯৩.৬০	২৩৮.৯৮	২৮৫.৭৬
গ) আশা	১৭৬.৪৯	২৩৪.৮৭	২৯৯.৫১
ঘ) টিএমএসএস	২৪.৫২	২৯.১৪	৩৮.২৮
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৩১.৫৫	৪৬.০৫	৫৭.০৮
৩। মোট ঋণের স্থিতি	**৩৯৬.৭৫**	**৪৯৬.২৪**	**৫৬১.৪৪**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১০৯.৩৯	১৩৪.৫৭	১৫২.২০
খ) ব্র্যাক	১২৭.৮৩	১৫৫.৪৮	১৮৪.৭১
গ) আশা	১২০.২৮	১৫৪.৭১	১৬১.৯৯
ঘ) টিএমএসএস	১৪.৮২	১৮.৭০	২৩.৫০
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	২৪.৪৩	৩২.৭৮	৩৯.০৪
৪। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	**৭.৪৭**	**৭.৮০**	**১৩.২৮**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১.২৭	০.৫৬	০.৫০
খ) ব্র্যাক	৩.০২	২.৩৫	৪.৩৯
গ) আশা	২.৩৮	৩.৬৭	৬.৩৫
ঘ) টিএমএসএস	০.৩৩	০.৫৬	০.৭৪
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	০.৪৮	০.৬৬	১.৩০
৫। মোট স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার	**১.৮৮**	**১.৫৭**	**২.৩৭**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১.১৬	০.৪১	০.৩৩
খ) ব্র্যাক	২.৩৬	১.৫১	২.৩৮
গ) আশা	১.৯৮	২.৩৭	৩.৯২
ঘ) টিএমএসএস	২.২৪	৩.০২	৩.১৩
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	১.৯৬	২.০০	৩.৩৩

উৎস ঃ গ্রামীণ ব্যাংক ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)।

আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি)

৯.৩৪ তৈরি পোশাক খাতে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ সালের ৩৬তম জাপানি ODA প্যাকেজের আওতায় জাপান সরকার (JICA দ্বারা প্রতিনিধিত্ব) ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে "আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (UBSP)" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ চুক্তি অনুযায়ী JICA ১২০৮৬ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন প্রদান করবে, যার মধ্যে ৪১২৯ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন (২.৭ বিলিয়ন টাকা) ব্যবহার করা হবে টু স্টেপ লোন (TSL) এর ক্ষেত্রে। এ প্রজেক্টের অনুমোদিত নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএন্ডএসপিডি ডিপার্টমেন্ট TSL এর উপাদানসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়ন করবে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ২৫টি ব্যাংক এবং ১০টি নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপি ডিপার্টমেন্টের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। জুন ২০১৮ শেষে একটি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ০.০৪ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে (সারণী ৯.৫)।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্প (এডিবি ফান্ড-২)

৯.৩৫ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার যৌথ উদ্যোগে ২০০৯ সালে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্প (এসএমইপিডি) সৃষ্টি করে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে যোগ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়ন প্রাপ্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটির মোট তহবিলের পরিমাণ ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত তহবিলে এডিবি এর বিশেষ তহবিল থেকে ৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকার ১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যোগান দেয়। এ তহবিল থেকে ১৩৬৪৫টি প্রকল্পের বিপরীতে ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঘূর্ণায়মান ভিত্তিতে ৭.৪৭ বিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয় (সারণী ৯.৯)। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৭.৪২ বিলিয়ন টাকা আদায় করা হয়।

নব উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন

৯.৩৬ বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সিএমএসএই শিল্প প্রতিষ্ঠানে শুধু অর্থায়নের জন্যই জড়িত করছে। এই নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন (এসডিসি) এর সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার শ্রমবাজারে নব্য প্রবেশকারী এবং যুবক শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Skills for Employment Investment Programme (SEIP)" নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বাস্তবায়নকারী এজেন্সী হিসেবে এসএমইএসপিডি ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে ১০৯৬৯ জনকে চাকরি প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৯৯১০ জন বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়েছে এবং ৭৮৪০ জন প্রশিক্ষণ শেষে সনদ পেয়েছে। ৪৬০০ জন বিভিন্ন এসএমই খাতে চাকরি পেয়েছে এবং ১৪৩১ জন স্ব-কর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধিকাংশ জনগণ তাদের নিজস্ব ব্যবসা চালু করতে পারবে এবং এ জন্য নতুন উদ্যোক্তাদের সহায়তার লক্ষ্যে পুনঃঅর্থসংস্থান প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়ন

বাংলাদেশে এসএমই-এর সহায়তায় স্থানীয় অর্থায়ন উদ্যোগ (এলএফআই)

৯.৩৭ জামানত প্রদানে সহযোগিতার মাধ্যমে উদীয়মান নারী এসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসার উন্নয়নসহ ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে 'জাতিসংঘ মূলধন উন্নয়ন তহবিল' (UCDF) এর অর্থায়নে 'লোকাল ফাইন্যান্স ইনিশিয়েটিভস (LFI) SME নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্ভাবনাময় মহিলা সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা উন্নয়ন এবং সহায়ক জামানত প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের উপযোগী করে তোলা। বাংলাদেশ ব্যাংক ০.২

মিলিয়ন ডলারের প্রকল্পটি পিছিয়ে পরা মহিলা উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ৬ জন মহিলা উদ্যোক্তাকে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ৮.৫ মিলিয়ন টাকার বিপরীতে ৬.৮ মিলিয়ন টাকার ক্রেডিট গ্যারান্টি ইস্যু করেছে।

জুন ২০১৮ পর্যন্ত সিএমএসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

৯.৩৮ সিএমএসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত মুখ্য পদক্ষেপসমূহ :

- সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা মোট ঋণ পোর্টফোলিও-এর শতকরা ২০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০২১ সাল নাগাদ শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীত করা হবে।
- সিএমএসএমই এর বিভিন্ন খাতভিত্তিক ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা লক্ষ্যে ২০২১ সাল নাগাদ উক্ত খাতে ঋণের শতকরা ৪০ ভাগ সেবা খাতে এবং ৩৫ ভাগ ব্যবসা খাতে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সিএমএসএমই এর অধীন বিভিন্ন শিল্পের সংজ্ঞা জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এর আলোকে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন ধরনের সিএমএসএমই প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বাণিজ্য শিল্পকে মাঝারি ও কুটির শিল্প থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
- এক বছর মেয়াদি ঋণের জন্য ৩ মাস এবং মধ্য ও মেয়াদি ঋণের জন্য ৩ থেকে ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের জন্য ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সিএমএসএমই কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএমই প্রধানদের সঙ্গে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মনিটরিং বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- সিএমএসএমই খাতে মহিলা উদ্যোক্তাগণকে বিনা জামানতে ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে ২.৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- নতুন উদ্যোক্তা পুনঃভরণ স্কিমের আওতায় জামানতবিহীন ১ মিলিয়ন টাকার বেশি এবং জামানতসহ ২.৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- সিএমএসএমই খাতে গুচ্ছভিত্তিক অর্থায়ন জোরদার করা হয়েছে। বিদ্যমান গুচ্ছভিত্তিক অর্থায়ন এবং নতুন গুচ্ছভিত্তিক অর্থায়ন উন্নয়নের জন্য ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা

৯.৩৯ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নারীর ক্ষমতায়ন ব্যতীত কোনোভাবেই সম্ভব নয়। নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলধারায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর এসএমই এন্ড এসপিডি ডিপার্টমেন্ট নারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার বেশকিছু নীতি উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর কিছু পদক্ষেপ নিম্নরূপ:

- সিএমএসই নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করা, ক্ষুদ্র শিল্পের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের কমপক্ষে শতকরা ১৫ ভাগ তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটি শাখায় নারী উদ্যোক্তাবান্ধব ডেস্ক প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সম্ভব হলে সেই ডেস্কে নারী উদ্যোক্তাদের প্রকল্প প্রস্তুতি, ঋণ আবেদন পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ ও সেবা দেওয়ার জন্য একজন নারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সকল ব্যাংক এবং নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনতম ২.৫ মিলিয়ন টাকা নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে কোনো জামানত ছাড়া শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে প্রদান করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

- সিএমএসএমই ঋণ সুবিধায় ব্যাপক সংখ্যক ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদান নীতি চালু করা হয়েছে। এরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাগণ সুবিধা ভোগ করছে।

- শিল্প-কারখানায় নারী উদ্যোক্তাদের জড়িত করার লক্ষ্যে উৎসাহ, প্রশিক্ষণ, ক্লাস্টার পদ্ধতি ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সেই মোতাবেক ব্যাংক এবং নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

- নারী উদ্যোগ উন্নয়ন গতি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর প্রধান কার্যালয় এবং শাখাসমূহে একটি পৃথক 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট' উন্মুক্ত করেছে। সকল ব্যাংক এবং নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এরূপ ইউনিট খোলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

- সকল পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় নারী পরিচালিত উদ্যোগ অর্থায়নের সর্বোচ্চ ঋণসীমা শতকরা ৯ ভাগ (ব্যাংক রেট+সর্বোচ্চ শতকরা ৪ ভাগ বিস্তার) আরোপ করা হয়েছে।

- কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র খাতে নব্য নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংক এবং নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আদেশ দেয়া হয়েছে।

- সকল ব্যাংক এবং নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অন্তত তিনজন (০৩) সম্ভাব্য সিএমএসএমই নারী উদ্যোক্তা যারা কখনও ঋণ পায়নি তাদের চিহ্নিত করতে এবং প্রশিক্ষণ দিতে এবং সর্বোপরি তাদের অন্তত একজনের আর্থিক সংস্থান করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

UNCDF-এর অর্থায়নে একটি পাইলট প্রকল্প বর্তমানে নারী পরিচালিত সিএমএসএমই উদ্যোগ নির্দিষ্ট শর্তাবলী সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণের বিপরীতে ক্রেডিট গ্যারান্টি দিয়ে অর্থায়নে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে।

গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

৯.৪০ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সফলতা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। দেশের ব্যাংকিং সেবা বহির্ভূত এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সেবা ও ঋণের প্রাপ্যতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ICT নির্ভর নতুন আর্থিক উপকরণ (মোবাইল ব্যাংকিং এবং এজেন্ট ব্যাংকিং) পল্লি ও শহর উভয় এলাকার জনগোষ্ঠীর আর্থিক সেবা প্রাপ্তিতে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশে সহস্রাধিক এনজিও এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মসূচি পরিচালনা করছে। নিবন্ধিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা এবং গ্রাহক প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাচ্ছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৭০৫টি অনুমোদনপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ১২৮টি সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান মোট ৩০.৫ মিলিয়ন জনগণকে ক্ষুদ্র ঋণ সেবা প্রদান করছে, যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল ২৮.৯ মিলিয়ন।

৯.৪১ ক্ষুদ্র ঋণকে বিস্তৃত ও সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব চিন্তা ও ধারণার উপর ভিত্তি করে PKSF প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯০ সালের মে মাসে সূচনালগ্ন থেকে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) অংশীদার সংস্থাগুলোর (POs) সহায়তায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা প্রদানকরত দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণ তহবিল সরবরাহকারী এবং সামর্থ্য সৃষ্টিকারী শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। পিকেএসএফ কর্তৃক অর্থবছর ১৮-এ ১৭৭টি অংশীদার সংস্থাকে (POs) প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১০.৫ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৭ অর্থবছরের ২৭৭.৫ বিলিয়ন টাকার চেয়ে ৩২.৯৩ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১১.৮৭ ভাগ বেশি।

সরকারি অর্থসংস্থান

১০.১ মধ্যম আয়ের দেশের জন্য প্রয়োজনীয় পলিসি টুল কার্যকরকরণে স্বল্পমেয়াদে সামষ্টিক চাহিদা এবং দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন ক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে অর্থবছর ১৮-এর রাজস্ব কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধি উদ্দীপক মেগা উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে "ফার্স্ট ট্র্যাক" পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে এবং মধ্যমেয়াদে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সহজলভ্য করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সময়ে সামষ্টিক অর্থনীতি অধিকতর স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র শতকরা হিসেবে ৫.০ শতাংশ হারে যৌক্তিক এবং সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয়েছে।

অর্থবছর ১৮-এর বাজেট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি

১০.২ দেশে একটি আদর্শ কর পূণর্বিন্যাসের লক্ষ্যে কর নীতি এবং কর প্রশাসনে ব্যাপক সংস্কার গ্রহণ করেছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, পরবর্তী দশক নাগাদ মোট কর রাজস্বের ন্যূনতম শতকরা ৫০ ভাগ প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সংগৃহীত হবে।

১০.৩ অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫৯৪.৫ বিলিয়ন টাকা, যা প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শতকরা ৯.৯ ভাগ কম এবং অর্থবছর ১৭-এ প্রাপ্ত রাজস্ব আদায়ের তুলনায় শতকরা ২৮.৯ ভাগ বেশি। কর রাজস্ব অর্থবছর ১৭-এর প্রকৃত আদায়ের তুলনায় শতকরা ৩০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৮৯.৫ ভাগ। অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয় অর্থবছর ১৭-এর তুলনায় শতকরা ১৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

১০.৪ অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র শতকরা ১১.৫ ভাগে নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ১৭-এ শতকরা ১০.২ ভাগ ছিল। কর রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছর ১৮-

সারণী ১০.১ সরকারের রাজস্ব আয় এবং ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৭#	অর্থবছর ১৭# জিডিপি'র শতকরা হার	অর্থবছর ১৮*	অর্থবছর ১৮* জিডিপি'র শতকরা হার	অর্থবছর ১৯©	অর্থবছর ১৯ জিডিপি'র শতকরা হার ©
১. মোট রাজস্ব	**২০১২.১**	**১০.২**	**২৫৯৪.৫**	**১১.৫**	**৩৩৯২.৮**	**১৩.৪**
ক. কর রাজস্ব	১৭৮০.৮	৯.০	২৩২২.০	১০.৩	৩০৫৯.৩	১২.১
খ. কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব	২৩১.৪	১.২	২৭২.৫	১.২	৩৩৩.৫	১.৩
২. মোট ব্যয়	**২৬৯৫.০**	**১৩.৬**	**৩৭১৫.০**	**১৬.৫**	**৪৬৪৫.৭**	**১৮.৩**
ক. পরিচালন ব্যয়	১৭৫৮.৫	৮.৯	২১০৫.৮	৯.৪	২৮২৪.২	১১.১
খ. এডিপি	৮৪০.৯	৪.৩	১৪৮৩.৮	৬.৬	১৭৩০.০	৬.৮
গ. অন্যান্য	৯৫.৬	০.৫	১২৫.৪	০.৬	৯১.৬	০.৪
৩. বাজেট ঘাটতি	**৬৮২.৯**	**৩.৫**	**১১২০.৪**	**৫.০**	**১২৫২.৯**	**৪.৯**

= প্রকৃত, * = সংশোধিত বাজেট, © = প্রস্তাবিত বাজেট

উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৮-১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

এ জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে শতকরা ১০.৩ ভাগে নির্ধারণ করা হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল শতকরা ৯.০ ভাগ। একইভাবে, কর-বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছর ১৮-এ জিডিপি'র শতকরা হিসেবে ১.২ ভাগে নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ১৭-এ একই ছিল (সারণী ১০.১)।

ব্যয়

১০.৫ অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে মোট সরকারি ব্যয় দাঁড়ায় ৩৭১৫.০ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ১৬.৫ ভাগ) যা অর্থবছর ১৭-এর প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ৩৭.৮ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে পরিচালন ব্যয় দাঁড়ায় ২১০৫.৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৯.৪ ভাগ) যা অর্থবছর ১৭-এর প্রকৃত পরিচালন ব্যয় ১৭৫৮.৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১৯.৭ ভাগ বেশি (সারণী ১০.১)।

১০.৬ অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে আয় ও মুনাফার উপর প্রত্যক্ষ কর শতকরা ৪৮.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭৭.৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৭-

এ ৫২৪.৩ বিলিয়ন টাকা ছিল। অর্থবছর ১৭-এর প্রকৃত প্রাপ্তির তুলনায় অর্থবছর ১৮-এ রপ্তানি শুল্ক, ভূমি রাজস্ব, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), আমদানি শুল্ক, মাদক শুল্ক, অন্যান্য কর ও শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল) এবং যানবাহন কর খাতে যথাক্রমে শতকরা ৮১.৮, ৪৩.০, ২৯.৭, ২৭.৮, ২৫.০, ১১.৫, ১০.৪, ৬.৮ এবং ৫.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে আবগারি শুল্ক বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ১৭-এর তুলনায় ৭.১ শতাংশ হ্রাস পায় (সারণী ১০.২)।

১০.৭ অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতে ভাড়া ও ইজারা, প্রশাসনিক ফি বাবদ প্রাপ্তি, সেবা বাবদ প্রাপ্তি, টোল ও লেভি বাবদ প্রাপ্তি, জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ১৭-এর প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তির তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৯০.২, ৪২.৩, ৩২.৬, ১১.২ এবং ৪.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, আলোচ্য সময়ে মূলধন রাজস্ব, সুদ, লভ্যাংশ ও মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৭৯.৭, ১২.৪ ও ৮.১ ভাগ হ্রাস পায় (সারণী ১০.২)। অর্থবছর ১৮ ও অর্থবছর ১৯-এর কর রাজস্ব যথাক্রমে চার্ট ১০.১ এবং চার্ট ১০.২-এ দেখানো হল।

১০.৮ অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ১৪৮৩.৮ বিলিয়ন টাকা ধার্য করা হয় (জিডিপি'র শতকরা ৬.৬ ভাগ)। যা অর্থবছর ১৭-এর প্রকৃত এডিপি'র তুলনায় শতকরা ৭৬.৪ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে, মোট এডিপি'র শতকরা প্রায় ৪১.৯ ভাগ অবকাঠামো খাতে (বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস, ও প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবহন ও যোগাযোগ), শতকরা ১৬.০ ভাগ সামাজিক খাতে (শিক্ষা ও ধর্ম, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ) এবং শতকরা ৩.৬ ভাগ কৃষি খাতে ব্যয় করা হয়েছে (সারণী ১০.৩)।

অর্থবছর ১৮-এর বাজেট ঘাটতি এবং এর অর্থায়ন

১০.৯ অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়ায় ১১২০.৪ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৫.০ ভাগ) (সারণী ১০.১)। অর্থবছর ১৮-এ ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ ঋণের অংশ ছিল ৬৬০.২ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ২.৯ ভাগ); এর মধ্যে ১৯৯.২ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র

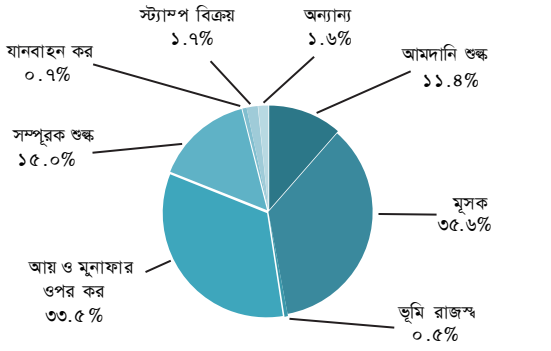
সারণী ১০.২ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৭#	অর্থবছর ১৮*	অর্থবছর ১৯©
১. কর রাজস্ব	**১৭৮০.৮**	**২৩২২.০**	**৩০৫৯.৩**
ক. এনবিআর কর রাজস্ব	১৭১৬.৪	২২৫০.০	২৯৬২.০
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৫২৪.৩	৭৭৭.৪	১০০৭.২
আমদানি শুল্ক	২০৭.৬	২৬৫.৪	৩২৫.৫
রপ্তানি শুল্ক	০.২	০.৪	০.৪
সম্পূরক শুল্ক	৩১৪.৯	৩৪৭.৭	৪৮৭.৭
মূল্য সংযোজন কর (মূসক)	৬৩৭.৬	৮২৭.১	১১০৫.৬
আবগারি শুল্ক	১৭.৯	১৬.৬	২০.৯
অন্যান্য কর ও শুল্ক	১৩.৮	১৫.৪	১৪.৮
খ. এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	**৬৪.৪**	**৭২.০**	**৯৭.৩**
মাদক শুল্ক	০.৭	০.৯	১.০
যানবাহন কর	১৪.৭	১৫.৫	১৪.৩
ভূমি রাজস্ব	৮.৫	১২.২	১৪.০
স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল)	৩৬.৯	৩৯.৪	৬৩.০
সারচার্জ	৩.৫	৪.০	৪.৯
২. কর বহির্ভূত রাজস্ব	**২৩১.৪**	**২৭২.৫**	**৩৩৩.৫**
প্রশাসনিক ফি	২৪.০	৩৪.১	৩৮.৯
লভ্যাংশ ও মুনাফা	৩২.৩	২৯.৭	৩৪.০
সুদ	২২.১	১৯.৪	৫৪.৬
মূলধন রাজস্ব	২.৫	০.৫	২.৪
সেবা বাবদ প্রাপ্তি	৩৮.৪	৫০.৯	৬৬.৬
টোল ও লেভি	৫.৫	৬.১	৬.৬
জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	৬.১	৬.৪	৬.০
অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	১৩.১	২৫.২	২৩.৩
ভাড়া ও ইজারা	৩.৭	৭.০	৬.৩
কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৮৩.৭	৯৩.২	৯৪.৮
মোট	**২০১২.১**	**২৫৯৪.৫**	**৩৩৯২.৮**

= প্রকৃত, * = সংশোধিত বাজেট, © = প্রস্তাবিত বাজেট
উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৮-১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়।

চার্ট ১০.১ রাজস্ব আয়ের বন্টন*ঃ অর্থবছর ১৮ (সংশোধিত)



*= সংশোধিত বাজেট
উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৮-১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়।

শতকরা ০.৮৯ ভাগ) ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণ এবং অবশিষ্ট ৪৬১.০ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ২.০৫ ভাগ) ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ, যা প্রধানত জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ হতে গৃহীত (চার্ট ১০.৩)। বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক অর্থায়নের পরিমাণ (অনুদান ব্যতীত) ৪১৫.৭ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ১.৮৫ ভাগ) (সারণী ১০.৪)।

অর্থবছর ১৮-এর বাজেটে রাজস্ব আয়ের প্রধান প্রধান পদক্ষেপসমূহ

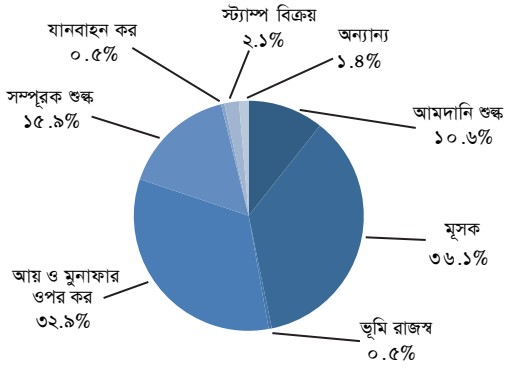
প্রত্যক্ষ কর

১০.১০ আয় ও মুনাফার ওপর প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ কর সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৩৩.৫ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৭-এ শতকরা ২৯.৪ ভাগ ছিল। অর্থবছর ১৮-এর জাতীয় বাজেটে প্রত্যক্ষ করের আংশিক পরিবর্তিত প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো হল ঃ

ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর

- ব্যক্তি শ্রেণি করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ২,৫০,০০০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- মহিলা এবং পঁয়ষট্টি বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ৩,০০,০০০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়।
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয় সীমা বৃদ্ধি করে ৪,০০,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়।
- তালিকাভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ৪,২৫,০০০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়।
- শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পিতা-মাতা কিংবা আইনত অভিবাবকদের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয় সীমা পূর্ববর্তী অর্থবছর থেকে আরও ২৫,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়।

চার্ট ১০.২ রাজস্ব আয়ের বণ্টন*ঃ অর্থবছর ১৯ (প্রাক্কলিত)



*= প্রস্তাবিত বাজেট
উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৮-১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণী ১০.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন খাতের অংশ

(শতকরা হার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৭ #	অর্থবছর ১৮*	অর্থবছর ১৯©
কৃষি	৫.২	৩.৬	৪.১
পরিবহন	২৪.৭	২৫.৩	২৬.৩
শিক্ষা ও ধর্ম	১১.৬	৯.৬	৯.৬
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ এবং গৃহায়ন	১৩.০	১০.২	১০.৩
বিদ্যুৎ	১২.২	১৫.১	১৩.৩
পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৯.৭	১১.৩	৯.৭
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	৫.১	৬.৫	৬.৯
পানি সম্পদ	৩.০	২.৮	২.৭
শিল্প	০.৯	১.১	১.২
তেল, গ্যাস, ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১.০	০.৯	১.১
যোগাযোগ	১.৭	০.৬	১.৫
অন্যান্য	১১.৯	১৩.২	১৩.৫
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**

= প্রকৃত, * = সংশোধিত বাজেট, © = প্রস্তাবিত বাজেট
উৎস ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

সারণী ১০.৪ বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের ধারা

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৭ #	অর্থবছর ১৮*	অর্থবছর ১৯©
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৫৫৯.৯	৬৬০.২	৭১২.৩
ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণ	-৮৩.৮	১৯৯.২	৪২০.৩
ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ	৬৪৩.৬	৪৬১.০	২৯২.০
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	১১৬.০	৪১৫.৭	৫০০.২
বাজেট ঘাটতি (অনুদান সহ)	৬৭৫.৯	১০৭৫.৮	১২১২.৪
বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৬৮২.৯	১১২০.৪	১২৫২.৯
জিডিপি (মেমোরেনডাম আইটেম)	১৯৭৫৮.২	২২৫০৪.৮	২৫৩৭৮.৫

= প্রকৃত, * = সংশোধিত বাজেট, © = প্রস্তাবিত বাজেট
উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৮-১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

- অনিবাসী এবং সমবায় সমিতির আয়ের উপর কর হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় যথাক্রমে ৩০ শতাংশ ও ১৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

- করমুক্ত আয়ের সীমার অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনকারী কোনো কর প্রদানকারীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর বাসিন্দার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ৫,০০০ টাকায়, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন-এর ক্ষেত্রে ৪,০০০ টাকায় এবং অন্য যেকোনো এলাকার ক্ষেত্রে ৩,০০০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়।

কর্পোরেট আয়ের ওপর কর

- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি এবং ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কর হার যথাক্রমে ২৫ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানি এবং ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কর হার যথাক্রমে ৩৫ শতাংশ এবং ৪২.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

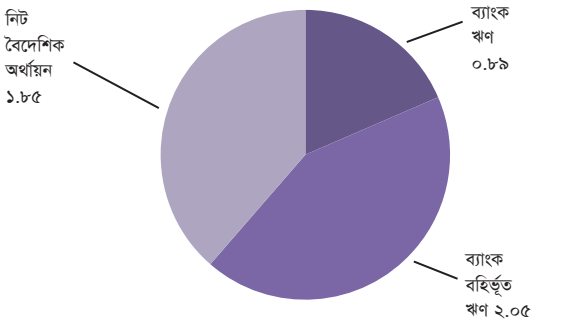
- মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর কর হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ৩৭.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

- সিগারেট, বিড়ি, জর্দা চর্বণ তামাক, গুল এবং অন্যান্য তামাক পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানির কর হার বিদ্যমান ৪৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এবং পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন মোবাইল ফোন অপারেটরদের কর হার যথাক্রমে ৪০ শতাংশ এবং ৪৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

- লভ্যাংশ আয়ের উপর কর হার বিদ্যমান ২০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

চার্ট ১০.৩ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন* (অনুদানসহ)ঃ অর্থবছর ১৮ (সংশোধিত)



* = সংশোধিত বাজেট
উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৮-১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়।

- তৈরি পোশাক রপ্তানির উপর কর হার ২০ শতাংশ থেকে থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়। একইসাথে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গ্রিন বিল্ডিং সনদপ্রাপ্ত তৈরি পোশাক কোম্পানির ক্ষেত্রে কর হার ১৪ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়।

মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

১০.১১ বাংলাদেশে পরোক্ষ করের একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর বা মূসক। সরকারের গৃহীত কিছু সংস্কার কার্যক্রম এবং করদাতাদের ইতিবাচক মনোভাবের ফলে সরকারের কোষাগারে মূসক-এর অবদান বেড়েছে। অর্থবছর ১৮-এ মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২৭.১ বিলিয়ন টাকা, যা মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৩৫.৬ ভাগ এবং অর্থবছর ১৭-এ মূসক বাবদ মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ৬৩৭.৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২৯.৭ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১৮-এর জাতীয় বাজেটে মূসকের প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো হল ঃ

মূসক অব্যাহতি

- দেশজ ভারি শিল্পের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রেফ্রিজারেটর এবং ফ্রিজ খাতের দেশীয় উৎপাদকারীদের ওপর বিদ্যমান মূসক অব্যাহতির সুবিধা ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

- শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত খাতের দেশীয় উৎপাদনকারীদের উপর বিদ্যমান মূসক অব্যাহতির সুবিধা ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

- ভোজ্য তেলের দাম স্থিতিশীল এবং ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যে পাম তেল এবং সয়াবিন তেলের উৎপাদন এবং খুচরা পর্যায়ের উপর বিদ্যমান মূসক অব্যাহতির সুবিধা ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

- শিল্পায়নের ক্ষেত্রে জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে এর দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য এলপিজি সিলিন্ডারের দেশজ উৎপাদনকারীদের উপর বিদ্যমান মূসক অব্যাহতির সুবিধা ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

মূসক আরোপ ও বর্ধিতকরণ

- তামাক গ্রহণ নিরুৎসাহিত করতে দেশীয় ব্রান্ডের প্রতি ১০ শলার সিগারেটের উপর বিদ্যমান ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্কের পরিবর্তে ৫২ শতাংশ এবং এ ধরনের সিগারেটের নিম্ন সেগমেন্টের মূল্য বিদ্যমান ২৩ টাকার পরিবর্তে ২৭ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

- বিদেশি ব্রান্ডের প্রতি ১০ শলার সিগারেটের উপর সম্পূরক শুল্ক হার ৫৫ শতাংশ এবং এ ধরনের সিগারেটের নিম্ন সেগমেন্টের মূল্য ৩৫ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

- ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম (ইএনডিএস) এবং রি-ফিল প্যাকের উপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক হার ১০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ এবং একই সাথে ১০০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

- ফাস্ট ফুডের স্থানীয় সরবরাহের উপর বিদ্যমান ১৫ শতাংশ মূসকের পাশাপাশি ১০ শতাংশ সম্পূরক কর আরোপ করা হয়েছে।

- সার্কভুক্ত নয় এমন কোন এশীয় দেশ ভ্রমণে উড়োজাহাজের টিকেটের উপর আবগারি শুল্ক বিদ্যমান ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০০ টাকায় এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ ভ্রমনে উড়োজাহাজের টিকেটের উপর আবগারি শুল্ক বিদ্যমান ১৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০০ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

- ফুড সাপ্লিমেন্ট-এর উপর ২৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

- স্ট্রেইনলেস স্টিলের টেবিলওয়ার / কিচেনওয়ারের উপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক হার ২০ শতাংশের পরিবর্তে ২৫ শতাংশ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

আমদানি শুল্ক ও কর

১০.১২ দেশজ শিল্পের কোনো ক্ষতি না করে এর সুরক্ষা এবং প্রসারণ, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারণে, আমদানিকৃত পণ্যের নিম্ন মূলমান দেখানো প্রতিরোধ এবং দ্রুত পণ্য নিরূপণ ও পণ্য খালাসের লক্ষ্যে অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসরণকৃত উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে শুল্ক-ব্যবসার সম্পর্ক জোরদার এবং কার্যকর হয়েছে। আমদানি শুল্ক অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে শতকরা ২৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৫.৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৭-এ ২০৭.৬ বিলিয়ন টাকা ছিল। অর্থবছর ১৮-এর জাতীয় বাজেটে আমদানি শুল্ক এবং করের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ হলো ঃ

- কৃষিক্ষেত্রের আরও কয়েকটি কাঁচামাল এবং উপাদানের জন্য বিদ্যমান ১ শতাংশ আমদানি শুল্ক হার আরোপ করা হয়েছে যা ঐ সব যন্ত্রাংশের স্থানীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করবে।

- তামাকের উৎপাদন এবং সেবনকে নিরুৎসাহিত করতে তামাকের উপর ২৫ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

- শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপনে প্রয়োজনীয় পণ্যে ৫ শতাংশ কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

- চামড়া শিল্পের জন্য আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্র হিসেবে বাসবার ট্রাঙ্ককিং সিস্টেম এবং ইলেকট্রনিক প্যানেল-এ আমদানি শুল্ক হার হ্রাস করা হয়েছে।

- ক্যান্সারসহ অন্যান্য ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এমন বিবিধ কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান কর অব্যাহতির সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

- সিরামিক শিল্পে ব্যবহৃত অভ্রক, অপরিশোধিত মিকা, মিকা রিফেটেড শিট-এ আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশ এবং অ্যালুমিনা লাইনার-এ আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১০ শতাংশ করা হয়েছে।

- সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত সোলার মডিউল/প্যানেল আমদানির উপর আমদানি শুল্ক হার বিদ্যমান ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে এবং একই সাথে ঐসব সোলার মডিউল/প্যানেল উৎপাদনে ব্যবহৃত ফটোভোল্টিক সেল আমদানিতে শূন্য আমদানি কর ধার্য করা হয়েছে।

- দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাটারী উৎপাদনে ব্যবহৃত জিঙ্ক, ক্যালট এবং আর্সেনিক ও এন্টিমনি-তে আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

- সেলফোন, ল্যাপটপ এবং প্যাড-এর মতো বিভিন্ন আইসিটি পণ্য সমন্বিতকরণে (assemble) এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশে আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে।

- এলপিজি সিলিন্ডার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এমন বিভিন্ন কাঁচামালে আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

- দূষণ এবং জ্বালানি খরচ বাঁচাতে হাইব্রিড মোটরযানের উপর আমদানি শুল্ক ও কর হ্রাস করা হয়েছে।

- গোলমরিচ, দারুচিনি, এলাচ এবং জিরার উপর আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

অর্থবছর ১৯-এর বাজেট

১০.১৩ অর্থবছর ১৯-এর প্রস্তাবিত বাজেটে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৭.৮ শতাংশ যা বিগত চার দশকে সর্বোচ্চ এবং মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশে ধার্য করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত বাজেটে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় নীতিগত সমর্থনের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে অর্জনের জন্য নানা পদক্ষেপ বিবেচনায় আনা হয়েছে।

১০.১৪ অর্থবছর ১৯-এর বাজেটের মোট আকার নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৬৪৫.৭ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপি'র শতকরা ১৮.৩ ভাগ এবং অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা শতকরা ২৫.১ ভাগ বেশি। প্রাক্কলিত বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ১৭৩০.০ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপি'র শতকরা ৬.৮ ভাগ। এ উন্নয়ন ব্যয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ১৬.৬ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১৯-এর এডিপি'র শতকরা ১৬.৫ ভাগ মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা এবং পরিবার কল্যাণ), শতকরা ১৬.৪ ভাগ কৃষি খাতে (কৃষি, পল্লি উন্নয়ন ও পল্লি প্রতিষ্ঠান, পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত), শতকরা ১৪.৩ ভাগ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে, শতকরা ২৬.৩ ভাগ যোগাযোগ খাতে (সড়ক, রেলপথ, ব্রীজ এবং যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত), ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ এবং গৃহায়ণ খাতে শতকরা ১০.৩ ভাগ এবং শতকরা ১৬.২ ভাগ অন্যান্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে (সারণী ১০.৫)।

১০.১৫ বরাদ্দের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে তিনটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো-সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত

অবকাঠামো এবং সাধারণ সেবা। অর্থবছর ১৯-এর প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ২৭.৩ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) খাতে বরাদ্দ শতকরা ২৪.৪ ভাগ। ভৌত অবকাঠামো খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৩১.০ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বৃহত্তর কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন খাতে শতকরা ১২.৭ ভাগ, যোগাযোগ খাতে শতকরা ১১.৪ ভাগ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে শতকরা ৫.৪ ভাগ। সাধারণ সেবা খাতে শতকরা ২৫.৩ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সরকারি বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) প্রকল্প, বিভিন্ন শিল্পে নগদ সহায়তা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় ভর্তুকি ও বিনিয়োগ খাতে শতকরা ৪.৮ ভাগ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

১০.১৬ এই প্রধান তিনটি খাত ছাড়াও সুদ পরিশোধ খাতে শতকরা ১১.১ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট শতকরা ০.৫ ভাগ নীট ঋণদান ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় আঞ্চলিক সমতা, উন্নত অবকাঠামো, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ব্যয়ের গুণগত মানের প্রতি অঙ্গীকারের বিষয়টি মনে রেখে বড় আকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাজস্ব প্রাপ্তি

১০.১৭ অর্থবছর ১৯-এর বাজেটে প্রক্ষেপিত রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ৩৩৯২.৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ১৩.৪ ভাগ), যা অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ৩০.৮ ভাগ বেশি। কর রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তি অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেট-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৩১.৮ ভাগ এবং শতকরা ২২.৪ ভাগ হারে বৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে। অর্থবছর ১৯-এর বাজেটে জিডিপি'র শতকরা হিসেবে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি শতকরা ১৩.৪ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। অর্থবছর ১৮-এর

সারণী ১০.৫ রাজস্ব ব্যয়ের ধারা

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৭ #	অর্থবছর ১৮*	অর্থবছর ১৯®
সামাজিক খাত	**৭৪৮.৩**	**১০৫৪.৪**	**১২৩০.৪**
জন প্রশাসন	৩১৩.০	৪১৭.৩	৮৩৫.১
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৩৩২.৫	৩৫৪.০	৪৮৩.৮
প্রতিরক্ষা	২৩৬.২	২৬৪.২	২৯০.৮
জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	১৯৬.৯	২৩৯.৮	২৬৫.৯
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১৮.৪	২৫.২	২৯.৬
কৃষি খাত	১৬৮.৯	২১০.৩	২৬২.৬
পরিবহন ও যোগাযোগ	২২৯.০	৪৬৯.৫	৫৬৪.৬
স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন	১৭৯.১	২৯৯.৮	৩২৬.৭
গৃহায়ণ	৫০.১	৩৭.৮	৪৯.৬
অন্যান্য	২২২.৬	৩৪২.৫	৩০৬.৫
মোট	**২৬৯৫.০**	**৩৭১৫.০**	**৪৬৪৫.৭**

= প্রকৃত, * = সংশোধিত বাজেট, ® = প্রস্তাবিত বাজেট
উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিসার ২০১৮-১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সংশোধিত বাজেটে উক্ত হার শতকরা ১১.৫ ভাগ ছিল (সারণী ১০.১)। অর্থবছর ১৯-এর বাজেটে আয় ও মুনাফার ওপর প্রত্যক্ষ কর অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ২৯.৬ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে, যেখানে পরোক্ষ কর (মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক) শতকরা ৩৩.২ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতের লভ্যাংশ ও মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ১৯-এর বাজেটে অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ১৪.৬ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে (সারণী ১০.২)।

১০.১৮ অর্থবছর ১৯-এর প্রস্তাবিত বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতে সুদ, সেবা বাবদ প্রাপ্তি, প্রশাসনিক ফি বাবদ প্রাপ্তি এবং টোল ও লেভি বাবদ প্রাপ্তি যথাক্রমে শতকরা ১৮২.১, ৩০.৬, ১৪.১ এবং ৮.৪ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ভাড়া ও ইজারা, অ-বাণিজ্যিক বিক্রয় এবং জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ৯.৭, ৭.৬ এবং ৬.৭ ভাগ হারে হ্রাস পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

ব্যয়

১০.১৯ অর্থবছর ১৯-এ মোট সরকারি ব্যয় ৪৬৪৫.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে, যা অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ২৫.১ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১৯-এর পরিচালন ব্যয় অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ৩৪.১ ভাগ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি শতকরা ১৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে অন্যান্য ব্যয় শতকরা ২৬.৯ ভাগ হ্রাস পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (সারণী ১০.১)। অর্থবছর ১৯-এর বাজেটে প্রক্ষেপিত পরিচালন ব্যয় ২৮২৪.২ বিলিয়ন টাকা (সারণী ১০.১)। মোট ব্যয়ের শতকরা প্রায় ২৬.৫ ভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে সামাজিক খাতে, যার প্রধান অংশই (৯৬.৩ ভাগ) শিক্ষা ও প্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ কর্মসূচি, এবং স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়িত হবে (সারণী ১০.৬)।

সারণী ১০.৬ সামাজিক খাতে রাজস্ব ব্যয়ের খাতসমূহ

(বিলিয়ন টাকা)

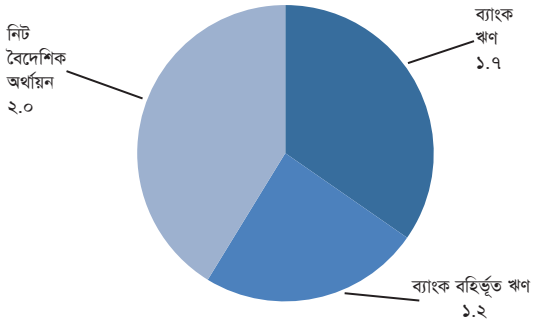
	অর্থবছর ১৭ #	অর্থবছর ১৮*	অর্থবছর ১৯©
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৪৮৬.৪	৫৯৯.৩	৬৭৯.৪
স্বাস্থ্য	৬৬.২	২০০.১	২৩৩.৮
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	৩২.৪	৩৪.১	৪৩.৪
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১.২	১.৯	২.৩
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	১৬২.১	২১৯.০	২৭১.৬
মোট	**৭৪৮.৩**	**১০৫৪.৪**	**১২৩০.৪**

= প্রকৃত, * = সংশোধিত বাজেট, © = প্রস্তাবিত বাজেট
উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৮-২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়।

অর্থবছর ১৯-এর বাজেট ঘাটতি ও এর অর্থায়ন

১০.২০ অর্থবছর ১৯-এ বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) ১২৫২.৯ বিলিয়ন টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে যা অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেট ঘাটতির তুলনায় ১৩২.৫ বিলিয়ন টাকা বেশি। অর্থবছর ১৯-এ প্রক্ষেপিত বাজেট ঘাটতি-জিডিপি অনুপাত শতকরা ৪.৯ ভাগ যা অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে ছিল ৫.০ ভাগ। অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণের মাধ্যমে ঘাটতির ৭১২.৩ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ২.৮ ভাগ) পূরণ করা হবে এবং বৈদেশিক অর্থায়নের মাধ্যমে অবশিষ্ট ৫০০.২ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ২.০ ভাগ) মেটানো হবে (চার্ট ১০.৪), যা অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেটে ছিল যথাক্রমে ৬৬০.২ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ২.৯ ভাগ) এবং ৪১৫.৭ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ১.৮ ভাগ)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৪২০.৩ বিলিয়ন টাকা ও ব্যাংক-বহির্ভূত খাত হতে ২৯২.০ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সরণি ১০.৪)।

চার্ট ১০.৪ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (অনুদানসহ) ঃ অর্থবছর ১৯ (প্রাক্কলিত)



উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৮-২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বৈদেশিক খাত

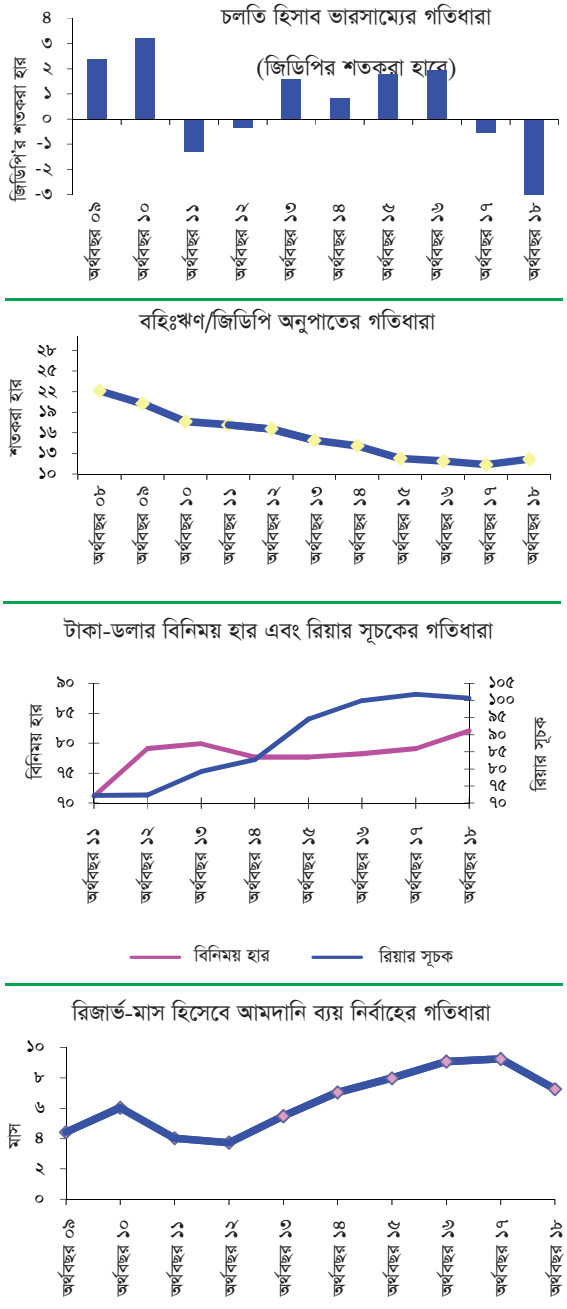
বহিঃবাণিজ্য এবং লেনদেন ভারসাম্য

১১.১

বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতির পাশাপাশি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং কিছু কিছু অর্থনীতির মুদ্রার উপর বাজারের চাপ এখনো অস্থিতিশীল অবস্থায় বিরাজমান। এর ফলে, অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশের অর্থনীতির বহিঃখাতের অবস্থা কিছুটা অবনতির দিকে যায়। চলতি হিসাব খাতের ব্যাপক ঘাটতির কারণে সার্বিক ভারসাম্যেও ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। আমদানির ব্যাপক প্রবৃদ্ধির তুলনায় রপ্তানির কম প্রবৃদ্ধির কারণে বাণিজ্য ঘাটতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, চলতি হিসাব খাতের ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা হোক, আমদানির ব্যাপক বৃদ্ধি, বিনিয়োগ পণ্য এবং বন্যাপ্রবণ আবহাওয়ার জন্য খাদ্যদ্রব্য আমদানির উচ্চ চাহিদাকে প্রতিফলিত করে।

১১.২ চলতি হিসাব ভারসাম্যের ঘাটতি জিডিপির শতকরা হিসাবে অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ০.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৩.৬ ভাগে দাঁড়ায়। ডলারের বিপরীতে টাকার নামিক বিনিময় হার ২০১৮ এর জুনের শেষে ৮২.১ টাকায় দাঁড়ায় যা ২০১৭ এর একই সময়ে ছিল ৭৯.১ টাকা (সময় গড়)। নামিক বিনিময় হার নতুন ভিত্তির আলোকে (ভিত্তি অর্থবছর ১৬=১০০, ১৫টি মুদ্রার ঝুড়ি) অর্থবছর ১৮এ শতকরা ৪.৫ ভাগ অবচিতি হয়। একইভাবে, রিয়ার সূচকে অর্থবছরে ১৮-এ শতকরা ১.৭ ভাগ অবচিতি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ অর্থবছর ১৮-এর জুন শেষে ৩২.৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা আমদানি ব্যয় মেটানোর সক্ষমতা হ্রাস করলেও প্রায় আগামী ৫.৫ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত। অর্থবছর ১৮এর শেষের দিকে বাংলাদেশের বহিঃঋণ স্থিতি বৃদ্ধি পায়। বহিঃঋণ (সরকারি)-জিডিপির অনুপাত পূর্বের বছরগুলোতে নিম্নমুখী প্রবণতা থাকলেও অর্থবছর ১৭-এর শতকরা ১১.৩ ভাগ থেকে অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ১২.১ ভাগে দাঁড়ায়। বহিঃখাতের প্রধান নির্দেশকসমূহের সার্বিক চিত্র চার্ট ১১.১এ দেখানো হল।

চার্ট ১১.১ ঃ বহিঃখাতের প্রধান নির্দেশকসমূহ



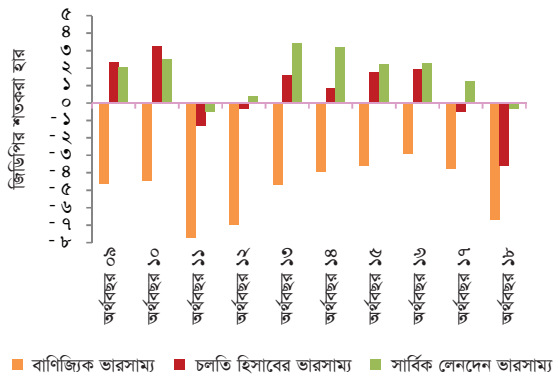
উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য

১১.৩ চলতি হিসাবের ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৯৭৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল ১৩৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেবা খাত এবং বাণিজ্য ভারসাম্যে ব্যাপক ঘাটতির জন্যেই মূলত চলতি হিসাবে ঘাটতি দেখা দেয়। তবে, আর্থিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলে অর্থবছর ১৮-এ ৯০৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। মূলধনী হিসাব উদ্বৃত্ত অর্থবছর ১৭-এর ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমে অর্থবছর ১৮-এ ২৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। একইসময়ে, সার্বিক ভারসাম্যে অর্থবছর ১৭-এর ৩১৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্তের তুলনায় ৮৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা যায়।

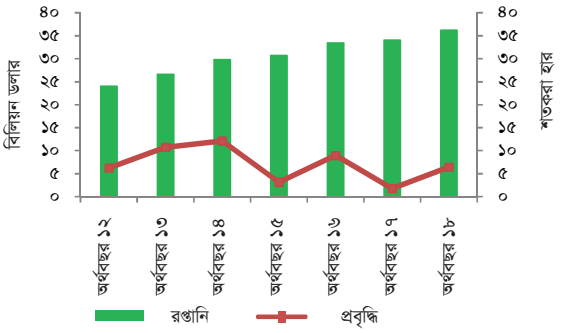
চার্ট ১১.২ বাণিজ্য, চলতি হিসাব ও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

(জিডিপির শতকরা হারে)



উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১১.৩ রপ্তানি আয়ের গতিধারা



উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

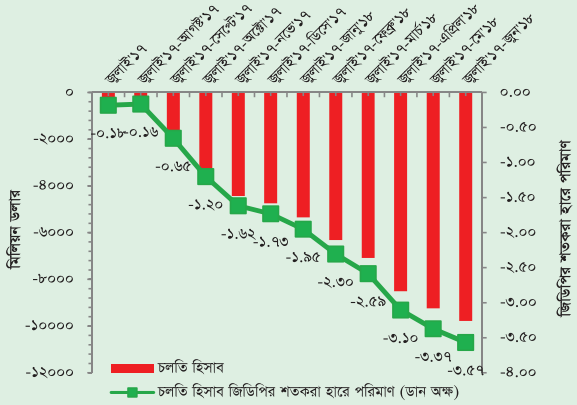
১১.৪ বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৭-এর ৯৪৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে অর্থবছর ১৮-এ ১৮২৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। আমদানি ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মোট রপ্তানি আয়ের সামান্য প্রবৃদ্ধির ফলে এ বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেবা খাতের ঘাটতি অর্থবছর ১৭-এর ৩২৮৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৩৯.১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৪৫৭৩.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। প্রাথমিক আয় হিসাবের ঘাটতিও অর্থবছর ১৭-এর ১৮৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি (শতকরা ২৭.৯১ ভাগ) পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ২৩৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। মাধ্যমিক আয় অর্থবছর ১৭-এর ১৩২৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১৬.১৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ১৫৪৪৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। রেমিট্যান্স প্রেরণে খরচ কমানো এবং বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহ প্রদানসহ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে অর্থবছর ১৮-এ প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্স শতকরা ১৭.৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। তবে, এ সকল খাতের নিট ফলাফল থেকে দেখা যায়, সার্বিক হিসাব ভারসাম্যে অর্থবছর ১৭-এর ৩১৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্তের তুলনায় অর্থবছর ১৮-এ ৮৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি দাঁড়ায় (পরিশিষ্ট ৩-এর সারণী ১৬)।

১১.৫ সাম্প্রতিক বছরসমূহে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৈদেশিক মুদ্রা মজুতের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়। এটা আর্থিক হিসাবের দ্বিতীয় প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে। বৈদেশিক মুদ্রা মজুতের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। এ কারণে বিনিয়োগ পরিবেশ বৃদ্ধি এবং অভিমুখী আর্থিক প্রবাহকে সহজীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অগ্রগতিমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে

বক্স ১১.১ বাংলাদেশের চলতি হিসাবে সাম্প্রতিক ঘাটতি বৃদ্ধি ঃ কারণ এবং ফলাফল

২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের চলতি হিসাব ভারসাম্যের ঘাটতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যার পরিমাণ ৯,৭৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ব্যালেন্স অব পেমেন্টস্ ম্যানুয়াল ৬ (বিপিএম৬) অনুযায়ী, চলতি হিসাব ভারসাম্য নির্ভর করে বাণিজ্য ভারসাম্য, নিট সেবা, নিট আয় এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের উপর। ২০১৮ অর্থবছরে ৬.৪ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধির বিপরীতে আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৫.২ শতাংশ। একটি শক্তিশালী এবং প্রতিক্ষিপ্ত রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (১৭.৩ শতাংশ) সত্ত্বেও আমদানি প্রবৃদ্ধি রপ্তানির তুলনায় বেশি হওয়ায় চলতি হিসাব ঘাটতি বেড়ে (ছক) জিডিপির ৩.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (২০১৭ অর্থবছরে যা ছিল জিডিপির ০.০৬ শতাংশ)। ২০১৮ অর্থবছরে আমদানিকৃত পণ্যসমূহের মধ্যে মূলধনী পণ্য (৪৩.১ শতাংশ) এবং বন্যাজনিত আবহাওয়ার বিরূপ আচরণের ফলে খাদ্যশস্য (১৪০.৯ শতাংশ) আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই সাথে সার, তেলবীজ, লৌহ, ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতু, কাঁচা তুলা, দুধ এবং দুধজাত দ্রব্য, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, সুতা, ক্লিংকার, রাসায়নিক দ্রব্য এবং স্ট্যাপল ফাইবার আমদানিও বৃদ্ধি পেয়েছে (যথাক্রমে ৩৬.৪%, ৩২.১%, ২৮.১%, ২৭.৯%, ২৬.৯%, ২৬.১%, ১৯.২%, ১৮.৯%, ১৭.২% এবং ১৬.০%)।

চার্ট: অর্থ বছর ২০১৮-এ চলতি হিসাবের গতিধারা



সূত্রঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আমদানির উর্ধ্বগতির ফলে মুদ্রা বিনিময় হার এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর বাড়তি চাপ পড়েছে। ২০১৮ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার অবচয় হয়েছে ৩.৭ শতাংশ। বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৩১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে হস্তক্ষেপ করেছে। অন্যদিকে, দেশের বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রার মজুত দিয়ে প্রায় ৬ মাসের আমদানি মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব যেখানে গত অর্থবছরে ৮ মাসের আমদানি মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব ছিল। অধিকন্তু, ২০১৮ অর্থবছরে চলতি হিসাব ঘাটতির প্রায় ৮৬ শতাংশ মেটানো হয়েছে মূলধনী ও আর্থিক হিসাবের উদ্বৃত্তি থেকে। যদি আর্থিক ব্যবস্থাপনা দক্ষ হয় এবং বৈদেশিক মূলধনকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় তবে চলতি হিসাবের এ ঘাটতি দেশের প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নকে উদ্দীপ্ত করতে পারে।

চলতি হিসাবকে জাতীয় সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের পার্থক্য হিসেবেও দেখানো যায়। চলতি হিসাবে ঘাটতি, বিনিয়োগ বা বিনিয়োগের উচ্চ হারের বিপরীতে নিম্ন জাতীয় সঞ্চয়ের প্রতিফলন। বাংলাদেশে অধিক বিনিয়োগের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিম্ন জাতীয় সঞ্চয়ের কারণে তা হচ্ছে না, যার ফলে চলতি হিসাবে ঘাটতি ঘটতে পারে।

কাজেই প্রশ্ন হচ্ছে চলতি হিসাব ঘাটতি বাংলাদেশের জন্য ভালো না মন্দ? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু নিয়ামকের উপর যা এ ঘাটতি বাড়াতে পারে। রপ্তানি সম্পর্কিত মধ্যবর্তী পণ্যের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আমদানির কারণে যদি চলতি হিসাব ঘাটতি হয় তবে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে তা লাভজনক হতে পারে। আবার যদি সঞ্চয়ের তুলনায় অধিক বিনিয়োগের কারণে চলতি হিসাব ঘাটতি হয়ে থাকে তবে তা দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিকেই নির্দেশ করে। যাহোক, চলতি হিসাব ঘাটতির নিট অবস্থান আন্তর্জাতিক বাজারের প্রেক্ষাপটে দেশীয় অর্থনীতির প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে। চলতি হিসাব ঘাটতির এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রোধে এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে রপ্তানি আয় এবং রেমিট্যান্স বৃদ্ধির প্রতি জোর দিতে হবে।

গুরুত্ব দিয়ে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদেরকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত প্রণোদনার জন্য সরকার ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বিভিন্ন ধরনের নীতিমালা গ্রহণ করেছে। যাহোক, নিট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ অর্থবছর ১৮-এ শতকরা ৪.২৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৫৮৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। পোর্টফোলিও বিনিয়োগও পূর্ববর্তী বছরের ৪৫৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় অর্থবছর ১৮-এ

শতকরা ২০.১৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

১১.৬ অর্থবছর ১৮-এ রপ্তানি আয় (এফওবি) শতকরা ৬.৪৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬২০৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং আমদানি ব্যয় (এফওবি) শতকরা ২৫.২৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪৪৬৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (চার্ট ১১.৩ ও ১১.৪)। সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের পরিস্থিতি পরিশিষ্ট-৩ এর সারণী- ১৬ তে দেয়া হল।

রপ্তানি

১১.৭ রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৭-এর ৩৪৬৫৫.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৫.৮১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৩৬৬৬৮.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণী ১১.১)। রপ্তানি আয়ের সিংহ ভাগ (প্রায় চার পঞ্চমাংশেরও অধিক) আসে পোশাক খাত (ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য) হতে।

রপ্তানি পণ্যসমূহ

১১.৮ **তৈরি পোশাক** (ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য) ঃ ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য যা থেকে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় শতকরা ৮৩.৪৯ ভাগ অর্জিত হয়, অর্থবছর ১৭-এর ২৮১৪৯.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৩০৬১৪.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য হতে অর্থবছর ১৭-এর তুলনায় অর্থবছর-১৮-এ যথাক্রমে শতকরা ৭.২ ভাগ এবং ১০.৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

১১.৯ **চামড়া** ঃ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৭-এর ৬৯৭.০ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৫১৯.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.১০ **হিমায়িত খাদ্যঃ** হিমায়িত খাদ্য খাতে অন্তর্ভুক্ত মূলত হিমায়িত চিংড়ি যার রপ্তানি অর্থবছর ১৮-এ হ্রাস পায়। হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৭-এর ৪৯০.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৪.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৪৬৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

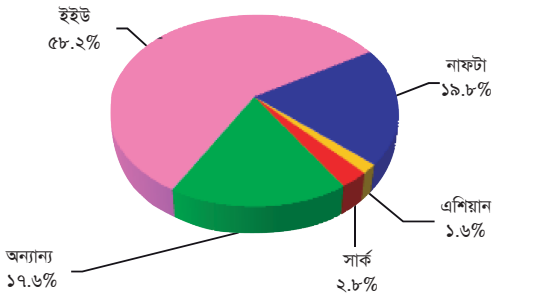
সারণী ১১.১ রপ্তানি কাঠামো

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	শতকরা পরিবর্তন
১. কাঁচা পাট	১৬৭.৮	১৫৫.৬৮	-৭.২
২. পাটজাত দ্রব্য	৭৯৪.৬	৮৬৯.৯	৯.৫
৩. চা	৪.৪৭	২.৭৭	-৩৮.০
৪. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	৬৯৭.০	৫১৯.৯	-২৫.৪
৫. হিমায়িত চিংড়ি এবং মাছ	৪৯০.১	৪৬৭.০	-৪.৭
৬. ওভেন পোশাক	১৪৩৯২.৬	১৫৪২৬.৩	৭.২
৭. নিটওয়্যার দ্রব্যাদি	১৩৭৫৭.৩	১৫১৮৮.৫	১০.৪
৮. রাসায়নিক দ্রব্য	১৪০.০	১৫০.৭	৭.৭
৯. পেট্রোলিয়াম উপজাত	২৪৩.৮	৩৩.৭	-৮৬.২
১০. প্রকৌশলী দ্রব্যাদি	৬৮৮.৮	৩৫৬.০	-৪৮.৩
১১. বিশেষায়িত বস্ত্রখাত	১০৬.১	১১০.০	৩.৭
১২. পাদুকা	৭৭৭.৮	৮০৯.৭	৪.১
১৩. অন্যান্য	২৫৭৪.৭	২৫৭৮.১	০.১
মোট ঃ	৩৪৮৩৫.১	৩৬৬৬৮.১৭	৫.৩

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

চার্ট ১১.৪ অর্থবছর ১৮-এ রপ্তানি আয়ের গন্তব্যভিত্তিক চিত্র



উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১১.১১ **পাদুকা** ঃ পাদুকা রপ্তানি আয় অর্থবছর-১৭ এর ৭৭৭.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ৪.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৮০৯.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.১২ **রাসায়নিক দ্রব্য** ঃ রাসায়নিক দ্রব্য হতে রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৭-এর ১৪০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৭.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ১৫০.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.১৩ **চা ঃ** অর্থবছর ১৮-এ চা রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ৩৮.০ ভাগ হ্রাস পায়।

১১.১৪ **পাটজাত দ্রব্য** (কার্পেট ব্যতীত) ঃ অর্থবছর ১৮-এ পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ৮৬৯.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়, যা অর্থবছর ১৭-এর ৭৯৪.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ৯.৫ ভাগ বেশি।

১১.১৫ **কাঁচাপাট ঃ** অর্থবছর ১৮-এ ১৫৫.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কাঁচাপাট রপ্তানি করা হয়েছে যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল ১৬৭.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রপ্তানি পণ্যের গন্তব্যসমূহ

১১.১৬ রপ্তানি বহুমুখীকরণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ভৌগোলিকভাবে রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণ। বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশের রপ্তানির শতকরা অংশ থেকে দেখা যায়, ইউরোপিয়ান এবং এশিয়া অঞ্চলে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও আমেরিকান অঞ্চলে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে অর্থবছর ১৮-এ মোট শতকরা ৫৮.২ ভাগ (অর্থবছর ১৭-এ শতকরা ৫৫.৫ ভাগ) রপ্তানি করা হয়েছে, যেখানে শতকরা ১৯.৮ ভাগ (অর্থবছর ১৭-এ শতকরা ২০.৩ ভাগ) রপ্তানি করা হয়েছে নাফটা (NAFTA) জোটভুক্ত দেশগুলোতে। অর্থবছর ১৮-এ সার্ক (SAARC), ASEAN এবং অন্যান্য অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোতে রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে মোট রপ্তানির শতকরা ২.৮, ১.৬ এবং ১৭.৬ ভাগ (চার্ট ১১.৪)।

রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)

১১.১৭ রপ্তানি খাতের উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে দেশের রপ্তানিকারকদেরকে বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার অংশগ্রহণের মাধ্যমে (আইডিএ) ১৯৮৯ সাল থেকে ৩০.১৬ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রাথমিক তহবিল নিয়ে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) এর কার্যক্রম শুরু হয়। রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির কারণে সময়ে সময়ে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)ও বাড়ানো হয়েছে। নভেম্বর, ২০১৭-এ রপ্তানিকারকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) ২.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৩.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়।

১১.১৮ রপ্তানিকারকগণ অথরাইজড্ ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রপ্তানি এলসি/ফার্ম রপ্তানি চুক্তি/ইনল্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে আমদানির ক্ষেত্রে ইডিএফ ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। টেক্সটাইল, পোশাক, এক্সেসরিজ/প্যাকেজিং সামগ্রী, প্লাস্টিক সামগ্রী, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা, সিরামিক সামগ্রী, রঙিন সুতা, কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাই-সাইকেল, ইত্যাদি খাতসমূহ ইডিএফ-এর পুনঃঅর্থায়ন ঋণ সুবিধার আওতাধীন হবে।

১১.১৯ ঋণে শৃঙ্খলা বজায়ের লক্ষ্যে একক প্রতি ঋণগ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ঋণের সীমা অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা, সিরামিক সামগ্রী, রঙিন সুতা, কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাই-সাইকেল, এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং এবং প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারী রপ্তানিকারক ব্যতীত একজন ঋণগ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে, এ ঋণ সীমা চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা, সিরামিক সামগ্রী, রঙিন সুতা, কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাই-সাইকেল-এর জন্য ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং-এর জন্য ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারী রপ্তানিকারকদের জন্য ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১১.২০ ইডিএফ অর্থায়নের আওতায় ডলারের সুদের হার ছয় মাস LIBOR+২.৫%। এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অংশ LIBOR+১.০% এবং অবশিষ্ট ১.৫% অথরাইজড ডিলার ব্যাংকগুলো বহন করে থাকে। সাধারণত ইডিএফ থেকে পুনর্ভরণের প্রাথমিক সময়সীমা ১৮০ দিন যা পরবর্তীতে রপ্তানি প্রক্রিয়া ও রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনে আরো ৯০ দিন পর্যন্ত বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

১১.২১ আবর্তনশীল পদ্ধতিতে ইডিএফ ঋণ বিতরণের মোট পরিমাণ অর্থবছর ১৮-এ ৫.৭৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৭-এ ৫.৩৪ বিলিয়ন ডলার ছিল। জুন ২০১৮-এ ইডিএফ-এর স্থিতির পরিমাণ ২.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ২.৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানি

১১.২২ অর্থবছর ১৮-এ মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ অর্থবছর ১৭-এর ৪৩৪৯১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ২৫.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪৪৬৩.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৮-এ চাল আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে উল্লেখযোগ্য হারে খাদ্যশস্য আমদানিতে শতকরা ১৪০.৯ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। খাদ্যশস্যের আমদানি অর্থবছর ১৭-এর ১২৮৬.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৩০৯৮.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের আমদানি অর্থবছর ১৭-এর ৪২৪০.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে শতকরা ৩.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৪৩৮৫.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র ডাল আমদানিতে (সকল শ্রেণি, শতকরা ৩৫.৪ ভাগ) ও চিনি (শতকরা ৭.৬ ভাগ) ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য সকল পণ্যের আমদানিতে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অর্থবছর ১৭-এ ভোগ্যপণ্য ও মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি ২১৩৫৯.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১৮.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ২৫২০২.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। সব ধরনের মূলধনী দ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যের আমদানি ব্যয় শতকরা ৩০.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ২৬১৭৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৭ এ ছিল ২০১১৮.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইপিজেড এর আমদানি অর্থবছর ১৭-এর ৩১৯০.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ১৭.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৩৭৫৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণী ১১.২)।

সারণী ১১.২ আমদানি কাঠামো

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	% পরিবর্তন
ক) খাদ্যশস্য	**১২৮৬.৪**	**৩০৯৮.৮**	**১৪০.৯**
১। চাল	৮৯.৩	১৬০৪.৫	১৬৯৬.৮
২। গম	১১৯৭.১	১৪৯৪.৩	২৪.৮
খ) অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য	**৪২৪০.৪**	**৪৩৮৫.৩**	**৩.৪**
১। দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য	২৫৩.৬	৩২১.৭	২৬.৯
২। মসলা	২৬৮.৯	২৮২.৪	৫.০
৩। তেলবীজ	৪৩২.৪	৫৭১.১	৩২.১
৪। ভোজ্য তেল	১৬২৫.৬	১৮৬৩.২	১৪.৬
৫। ডাল (সকল প্রকার)	৬৭১.৪	৪৩৩.৯	-৩৫.৪
৬। চিনি	৯৮৮.৫	৯১৩.০	-৭.৬
গ) ভোগ্য ও মধ্যবর্তী পণ্য	**২১৩৫৯.৮**	**২৫২০২.২**	**১৮.০**
১। ক্লিংকার	৬৪৩.৮	৭৬৫.৭	১৮.৯
২। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৪৭৭.৬	৩৬৫.২	-২৩.৫
৩। পিওএল	২৮৯৭.৬	৩৬৫২.৩	২৬.০
৪। রাসায়নিক দ্রব্য	১৯৭৫.৫	২৩১৫.০	১৭.২
৫। ঔষধ সামগ্রী	২৪৫.৬	২৫২.৭	২.৯
৬। সার	৭৩৭.৪	১০০৫.৬	৩৬.৪
৭। ট্যানিং ও ডাইং প্রক্রিয়াজাত সামগ্রী	৬০৬.৭	৬৯৫.০	১৪.৬
৮। প্লাস্টিক এবং রাবার সামগ্রী	২২২০.৩	২৫২৫.১	১৩.৭
৯। কাঁচা তুলা	২৫২৮.৯	৩২৩৫.৪	২৭.৯
১০। সুতা	১৯৭১.৮	২৩৫১.০	১৯.২
১১। টেক্সটাইল এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ	৬০৩৮.০	৬৮৫৯.৫	১৩.৬
১২। তন্তুজাত দ্রব্য	১০১৬.৬	১১৭৯.৭	১৬.০
ঘ) মূলধনী পণ্য ও অন্যান্য	**২০১১৮.৬**	**২৬১৭৯.০**	**৩০.১**
১। লৌহ, ইস্পাত এবং অন্যান্য বেজ ধাতু	৩৭৭১.০	৪৮৩১.৯	২৮.১
২। মূলধনী দ্রব্য	৩৮১৬.৮	৫৪৬২.৪	৪৩.১
৩। অন্যান্য	১২৫৩০.৮	১৫৮৮৪.৭	২৬.৮
মোট আমদানি (সিআইএফ)	**৪৭০০৫.২**	**৫৮৮৬৫.৩**	**২৫.২**
ইপিজেড-এর আমদানি	৩১৯০.৭	৩৭৫৬.০	১৭.৭
মোট আমদানি (এফওবি)	**৪৩৪৯১.০**	**৫৪৪৬৩.২**	**২৫.২**

সূত্র- এনবিআর-এর তথ্য থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

বাণিজ্য শর্ত

১১.২৩ অর্থবছর ১৮-এর বাণিজ্য শর্ত ছিল ৮৭.১১ যা অর্থবছর ১৭-তেও একই ছিল। একই অর্থবছরে রপ্তানি ও আমদানির মূল্য সূচক উভয়ই শতকরা ৩.৬ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায় (সারণী ১১.৩)।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ

১১.২৪ দেশের চলতি হিসাব খাতকে শক্তিশালী করে তুলতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের অন্তঃপ্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের অন্তঃপ্রবাহ অর্থবছর ১৭-এর ১২৭৬৯.৫

মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে শতকরা ১৭.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ১৪৯৮১.৭ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ২০১৭ সালে সৌদি আরবের শ্রম বাজার খুলে দেয়ার কারণে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিয়ত বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহকে উৎসাহিত করছে এবং বৈদেশিক বিনিময় হাউজ ও দেশীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্টের অনুমোদন নীতি সহজীকরণসহ রেমিট্যান্স বিতরণ নেটওয়ার্ককে আরো সহজ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে রেমিট্যান্স সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ২৫০টি বিদেশি ব্যাংক/এক্সচেঞ্জ হাউজ এর ১২১৪টি ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে। রেমিট্যান্স সংগ্রহকে আরো সহজ করার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে নতুন নতুন বিনিময় হাউজ/শাখা অফিস খুলতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে রেমিট্যান্স সংগ্রহের জন্য কয়েকটি স্থানীয় ব্যাংক ২৯টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিনিধি অফিস স্থাপন করেছে।

১১.২৫ উপরন্তু, ব্যাংকগুলো নিজস্ব শাখা এবং এটিএম বুথের পাশাপাশি মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট (এমএফআই)-এর শাখা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে এবং বাংলাদেশ পোস্ট অফিসকে রেমিট্যান্স বিতরণের সাব-এজেন্ট হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে। সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের আউটলেটের সহযোগিতায় এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমেও রেমিট্যান্স বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, দেশে এবং দেশের বাইরে কাস্টমারদের অথবা স্টেকহোল্ডারদের কোনো অভিযোগ এবং উপদেশ, এবং সাবলীল ও ঝামেলামুক্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে "ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এবং কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট" নামে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি নতুন বিভাগ গঠন করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে সুবিধাভোগীদের নিকট রেমিট্যান্স বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স সংগ্রহের খরচ কমিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

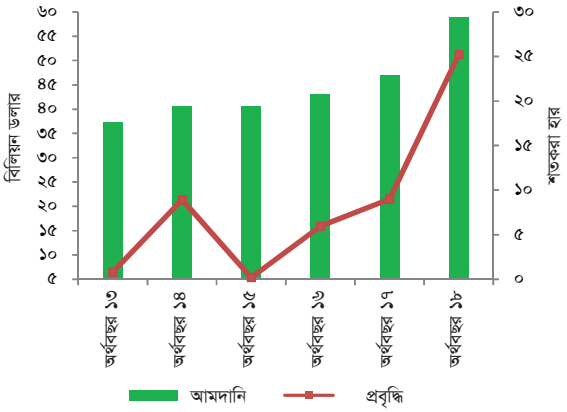
সারণী ১১.৩ বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত

(ভিত্তি অর্থবছর ঃ ০৬=১০০)

বছর	রপ্তানি মূল্য সূচক	আমদানি মূল্য সূচক	পণ্য বাণিজ্য শর্ত
অর্থবছর ০৯	১২৫.১৩	১৪০.৩৫	৮৯.১৬
অর্থবছর ১০	১৩২.৬৪	১৪৮.৩২	৮৯.৪৩
অর্থবছর ১১	১৪৬.৪১	১৬৬.৫১	৮৭.৯৩
অর্থবছর ১২	১৫১.৭১	১৭৬.৪৪	৮৫.৯৮
অর্থবছর ১৩	১৬৩.০৪	১৮৯.৬২	৮৫.৯৮
অর্থবছর ১৪	১৭২.০৯	২০০.৩৭	৮৫.৮৯
অর্থবছর ১৫	১৮২.৪	২১২.৩৭	৮৫.৮৯
অর্থবছর ১৬	১৯৫.৯৫	২২৪.৯৪	৮৭.১১
অর্থবছর ১৭	২০৬.৬১	২৩৭.১৮	৮৭.১১
অর্থবছর ১৮	২১৪.০৫	২৪৫.৭২	৮৭.১১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ১১.৫ আমদানি ব্যয়ের গতিধারা



উৎসঃ এনবিআর-এর তথ্য থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

১১.২৬ অনিবাসী বাংলাদেশিদের সবসময় ঋণের চাহিদা থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক সাম্প্রতিক সময়ে তাদের ধারণকৃত বন্ডের (ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড) শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত ঋণ সুবিধার অনুমতি প্রদান করেছে। উপরন্তু, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে অনিবাসীরা গৃহ ঋণ নেওয়ার সুবিধা পাবে। রেমিট্যান্স সেবা দ্রুততর করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক

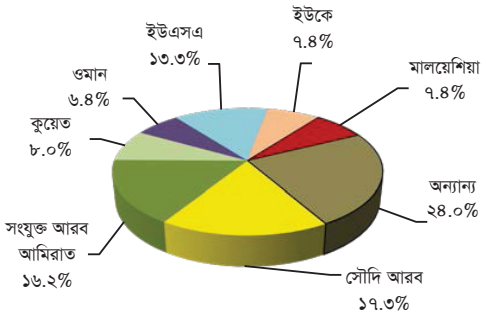
ব্যাংকগুলোকে তাদের সকল শাখা অফিসে "রেমিট্যান্স হেল্প ডেস্ক" খোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১১.২৭ বাংলাদেশের অর্জিত রেমিট্যান্সের সিংহভাগ মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে। অর্থবছর ১৮-এ মোট রেমিট্যান্সের সবচেয়ে বেশি (শতকরা প্রায় ১৭.৩ ভাগ) আসে সৌদি আরব থেকে, এর পরে সংযুক্ত আরব আমিরাত (শতকরা ১৬.২ ভাগ), যুক্তরাষ্ট্র (শতকরা ১৩.৩ ভাগ), কুয়েত (শতকরা ৮.০ ভাগ), মালয়েশিয়া (শতকরা ৭.৪ ভাগ), যুক্তরাজ্য (শতকরা ৭.৪ ভাগ) এবং ওমান (শতকরা ৬.৪ ভাগ) থেকে আসে। এছাড়া অন্য দেশগুলো থেকে শতকরা ২৪.০ ভাগ রেমিট্যান্স আসে। অর্থবছর ১৮-এর প্রধান রেমিট্যান্স প্রেরণকারী দেশগুলোর অবস্থান চার্ট ১১.৬-এ দেখানো হয়েছে।

বৈদেশিক সাহায্য

১১.২৮ বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ অর্থবছর ১৭-এর ৩৬৭৭.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৬৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৬১২৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণী ১১.৪)। অর্থবছর ১৮-এ বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪৮৭৫.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ১৮-এ খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ২৬.৫ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল ২৮.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ১৮-এ প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৬০৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল ৩৬৪৮.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ৩০ জুন ২০১৮-এ মোট বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩১১০.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থবছর ১৮-এর জিডিপি'র শতকরা ১২.১ ভাগ) যেখানে অর্থবছর ১৭-এর জুন পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল ২৮৩৩৭.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থবছর ১৭-এর জিডিপি'র শতকরা ১১.৩ ভাগ)। অর্থবছর ১৮-এ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৯১.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (IMF থেকে পুনঃক্রয় ব্যতীত) যা অর্থবছর ১৭-এর ১১২৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ২৬৮.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা শতকরা ২৩.৯ ভাগ বেশি।

চার্ট ১১.৬ অর্থবছর ১৮-এ দেশভিত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ



উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অর্থবছর ১৮-এ আসল এবং সুদ বাবদ যথাক্রমে ১০৯৬.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২৯৪.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করা হয়, যেখানে অর্থবছর ১৭-এ এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৯৪.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২২৯.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ১৮-এ ঋণ পরিশোধের পরিমাণ রপ্তানি আয়ের শতকরা ৩.৮ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল শতকরা ৩.৩ ভাগ।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার কার্যক্রম ও মুদ্রা বিনিময় হারের গতিবিধি

১১.২৯ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৩ সাল থেকে ভাসমান বিনিময় হার অনুসরণ করে আসছে। ভাসমান বিনিময় হারের অধীনে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় মূলত বাজার যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে। তবে স্থিতিশীলতার প্রয়োজন অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার অভ্যন্তরীণ বাজারে বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে কোনো বিদেশি মুদ্রা ক্রয়ের প্রয়োজন হয়নি। তবে বৈদেশিক মুদ্রার তারল্য ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১৮-এ স্থানীয় আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ২.৩১ বিলিয়ন ডলার বিক্রয় করে।

১১.৩০ অর্থবছর ১৮-এ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক বিনিময় বাজারে কিছুটা বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থবছর ১৮-এর শুরু থেকে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশের টাকার অবচিতি পরিলক্ষিত হয়। অর্থবছর ১৮-এ আমদানি প্রবৃদ্ধির (বিশেষ করে মূলধনী পণ্য, খাদ্য ও জ্বালানি পণ্য) কারণে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায় যার কারণে এক ধরনের অবচিতি চাপের সৃষ্টি হয়। অর্থবছর ১৮-এর জুন শেষে ডলার প্রতি টাকার বিনিময় হার ছিল ৮২.১০ টাকা যা অর্থবছর ১৭-এ ছিল ৭৯.১২ টাকা। যার ফলে ডলার প্রতি টাকার শতকরা ৩.৮ ভাগ অবচিতি হয়। যা পূর্বের বছরে ছিল শতকরা ২.৭ ভাগ। অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের দক্ষ তারল্য ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ পর্যবেক্ষণের কারণে বৈদেশিক বিনিময় বাজারে পর্যাপ্ত তারল্য সরবরাহের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

১১.৩১ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ বলতে বুঝায় প্রধান প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা (জি-৭), সংরক্ষিত স্বর্ণ, এবং স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস্ (এসডিআর) এর সমষ্টি। অর্থবছর ১৮-এর শুরুর দিকে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ছিল ৩২.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বছর শেষে সামান্য হ্রাস পেয়ে ৩২.৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণী ১১.৫)। বাংলাদেশ ব্যাংক আয়ের লক্ষ্যে বন্ড (সভ্রেন, সুপরন্যাশনাল, অধিক সুনামখ্যাত বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত), ইউএস গভর্নমেন্ট টি-বিল ও নোট এবং আন্তর্জাতিকভাবে সুনামখ্যাত বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি ডিপোজিটে বিনিয়োগের মাধ্যমে বহিঃসম্পদের পোর্টফোলিও বহুমুখী করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বিনিয়োগ থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক নিউইয়র্ক ফেড এর রেপো প্রক্রিয়ায়ও অংশগ্রহণ করে থাকে যা খুব কম ঝুঁকিতে সঙ্গত মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে। এছাড়া, রপ্তানি জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ থেকে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) এর আওতায় রপ্তানিকারকদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করে

সারণী ১১.৪ বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি এবং দায় পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭*	অর্থবছর ১৮**
১। প্রাপ্তি	৩৫৬৩.৬	৩৬৭৭.৩	৬১২৫.৫
ক) খাদ্য সাহায্য	৩১.৯	২৮.৮	২৬.৫
খ) প্রকল্প সাহায্য	৩৫৩১.৭	৩৬৪৮.৫	৬০৯৯.০
২। পরিশোধ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি)	১০৫০.৬	১১২৩.৩	১৩৯১.৭
ক) আসল	৮৪৮.৫	৮৯৪.১	১০৯৬.৮
খ) সুদ	২০২.১	২২৯.২	২৯৪.৯
৩। জুন শেষে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	২৬৩০৫.৭	২৮৩৩৭.৪	৩৩১১০.৭
৪। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	১১.৯	১১.৩	১২.১
৫। রপ্তানির শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি) পরিশোধ	৩.১	৩.৩	৩.৮

আইএমএফ থেকে গৃহীত লোন ব্যতীত।
* সংশোধিত, ** সাময়িক
উৎস ঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণী ১১.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

মাস	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
জুলাই	১৫৫৩৪	২১৩৮৪	২৫৪৬৯	৩০০৩৯	৩২৯৯৪
আগস্ট	১৬২৫২	২২০৭০	২৬১৭৫	৩১১৬৫	৩৩৫৯৬
সেপ্টেম্বর	১৬১৫৫	২১৮৩৭	২৬৩৭৯	৩১৩৮৬	৩২৮১৭
অক্টোবর	১৭৩৪৬	২২৩১৩	২৭০৫৮	৩১৮৯৫	৩৩৪৫৩
নভেম্বর	১৭১০৬	২১৫৯০	২৬৪০৮	৩১৩৭১	৩২৬২৪
ডিসেম্বর	১৮০৯৫	২২৩১০	২৭৪৯৩	৩২০৯২	৩৩২২৭
জানুয়ারি	১৮১১৯	২২০৪২	২৭১৩৯	৩১৭২৪	৩২৬৯৫
ফেব্রুয়ারি	১৯১৫১	২৩০৩২	২৮০৫৯	৩২৫৫৭	৩৩৩৬৯
মার্চ	১৯২৯৫	২৩০৫৩	২৮২৬৬	৩২২১৫	৩২৪০২
এপ্রিল	২০৩৭০	২৪০৭২	২৯১০৬	৩২৫১৯	৩৩০৯৬
মে	২০২৬৮	২৩৭০৮	২৮৮০৩	৩২২৪৬	৩২৩৪৯
জুন	২১৫০৮	২৫০২৬	৩০১৬৮	৩৩৪৯৩	৩২৯৪৪

উৎস ঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

থাকে। অধিকন্তু, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ থেকে রপ্তানিকারকদের সহায়তার মাধ্যমে রপ্তানি খাতের প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ড (ইডিএফ) এবং গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ) গঠন করে। তাছাড়া, দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা (এলটিএফএফ) নামে একটি পৃথক প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন করছে। এর

পাশাপাশি, বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিয়োগ অংশীদার হিসেবে আইটিএফসি (আইডিএ এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান) এর সিন্ডিকেট সদস্য পদে অংশগ্রহণ করে।

মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

১১.৩২ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কার্যক্রম পদ্ধতি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় আর্থিক বাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিসমূহের বিভিন্ন মূল দিকগুলোর উপরও জোরালো প্রভাব বিস্তার করে। নিয়ম-নীতিগত ধারণার মধ্যে রয়েছে আর্থিক নীতি কাঠামো, বিনিময় হার নীতি ও ব্যবস্থা, বহিঃঋণ অবস্থা, এবং ভূ-রাজনৈতিক চিত্র। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনস্ (আরএমজি) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ রাখে। বাংলাদেশ ব্যাংক অন্য পক্ষের সাথে লেনদেনে ঝুঁকি সর্বনিম্ন করার উদ্দেশ্যে তার মজুদকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এজেন্সি কর্তৃক (স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওর, মুডিস্ এবং ফিচ) নির্ধারিত ভালো ক্রেডিট রেটিং এর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে বিনিয়োগ করেছে। বৈদেশিক বিনিময় হার ঝুঁকি সর্বনিম্ন এবং মজুদ মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার বিন্যাসকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আর্থিক উন্নয়ন এবং বিনিময় হার নীতির সাথে তাল মিলাতে প্রধান প্রধান মুদ্রায় বহুমুখী করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। সরকার ও অন্যান্যদের বাধ্যতামূলক পরিশোধ মেটাতে পর্যাপ্ত তারল্য সংরক্ষণের পাশাপাশি সার্বিক সময়ে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার মজুদকে দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণি যথা তারল্য এবং বিনিয়োগ কিস্তিতে বিভক্ত করা হয়।

১১.৩৩ রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনস্ মোতাবেক সুদ হার ও বিনিময় হার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ সময় সীমা এবং মুদ্রা লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করা হয় যেখানে কার্যক্রম ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে মজুদ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম তিনটি বিভিন্ন রিপোর্টিং ইউনিট যথা ফ্রন্ট অফিস, মিডল অফিস এবং ব্যাক অফিসের অধীনে বিভক্ত করা হয়। নির্ধারিত তারল্য সীমাবদ্ধতা এবং বাজার ও ঋণ ঝুঁকি সীমার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক তার পোর্টফোলিও বিনিয়োগকে বিভিন্ন খাত যেমন স্বর্ণ, টি-বিল, রেপো, স্বল্প মেয়াদি ডিপোজিট, উচ্চ রেটিং সম্পন্ন সভরেন, সুপরান্যাশনাল এবং কর্পোরেট বন্ডে বহুমুখীকরণ করেছে। বিদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে তহবিল জমা ও বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে।

সারণী ১১.৬ এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতাধীন বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

লেনদেনের শিরোনাম	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	শতকরা পরিবর্তন
প্রাপ্তি (রপ্তানি)	১২৭.৭৯ (১০.০২)	১৮৩.৬০ (১৪.৮০)	১৮৯.২১ (১৫.৮৪)	৩.০৬%
পরিশোধ (আমদানি)	৫৫৭৯.৮৮ (৪৩৭.৪৬)	৫৯৯৬.৯২ (৪৮৩.৩৪)	৮০৮৮.৫২ (৬৭৭.১৮)	৩৪.৮৮%
নিট ঃ ঘাটতি (-)/ উদ্বৃত্ত (+)	-৫৪৫২.০৯ (-৪২৭.৪৪)	-৫৮১৩.৩২ (-৪৬৮.৫৪)	-৭,৮৯৯.৩১ (-৬৬১.৩৪)	৩৫.৮৮%

নোট ঃ ১) বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ বিলিয়ন টাকা নির্দেশ করে।
২) এসিইউ ডলার=১ মার্কিন ডলার; ১ মার্কিন ডলার = ৮৩.৭২১৭ টাকা।

সারণী ১১.৭ আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির বিপরীতে বকেয়া দায়ের স্থিতি

(মিলিয়ন এসডিআর)

সুবিধাদি	জুন ২০১৭ শেষে বকেয়া দায়ের স্থিতি	অর্থবছর ২০১৮-এ পরিশোধ	জুন ২০১৮ শেষে বকেয়া দায়ের স্থিতি
ইসিএফ এপ্রিল, ২০১২	৬৩৯.৯৬	১৮.৬৭	৬২১.৬৭৩

উৎস ঃ ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU) এর আওতায় লেনদেন

১১.৩৪ অর্থবছর ১৮-এ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের মোট লেনদেনের নিট

পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১৮-এ ACU সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় পূর্বের ১৮৩.৬০ মিলিয়ন ACU ডলার (১৪.৮০ বিলিয়ন টাকা) থেকে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ১৮৯.২১ মিলিয়ন ACU ডলারে (১৫.৮৪ বিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায় এবং ACU সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ৫৯৯৬.৯২ মিলিয়ন ACU ডলার (৪৮৩.৩৪ বিলিয়ন টাকা) হতে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮-এ ৮০৮৮.৫২ মিলিয়ন ACU ডলারে (৬৭৭.১৮ বিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের মোট লেনদেনের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ নেট দেনাদার ছিল। তবে অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশের এ দেনার পরিমাণ পূর্বের অর্থবছরের ৫৮১৩.৩২ মিলিয়ন ACU ডলার (৪৬৮.৫৪ বিলিয়ন টাকা) হতে শতকরা ৩৫.৮৮ ভাগ বা ২০৮৫.৯৯ মিলিয়ন ACU ডলার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮৯৯.৩১ মিলিয়ন ACU ডলারে (৬৬১.৩৪ বিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ACU এর আওতায় বিগত তিন বছরে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ সারণী-১১.৬ এ দেখানো হলো।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

১১.৩৫ এপ্রিল ২০১২-এ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)-এর নির্বাহী বোর্ড বাংলাদেশের জন্য ৩-বছর মেয়াদি Extended Credit Facility (ECF) অধীনে ৬৩৯.৯৫৮ মিলিয়ন এসডিআর অনুমোদন করেছে। বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ইসিএফ গ্রহণ করেছে। অর্থবছর ১৮-এ ECF-এর অধীনে পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮.৬৭৩৪ মিলিয়ন এসডিআর (সারণী ১১.৭)। ফলে অর্থবছর ১৮এর শেষে ECF-এর অধীনে আইএমএফ-এর নিকট বকেয়া দায়ের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২১.৬৭৩ মিলিয়ন এসডিআর (সারণী ১১.৭)। অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলকে সার্ভিস চার্জ বাবদ ৩.৪৫২ মিলিয়ন এসডিআর পরিশোধ করে। অর্থবছর ১৮ শেষে আইএমএফ কর্তৃক বাংলাদেশের জন্য এসডিআরের বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫১০.৪ মিলিয়ন এসডিআর এবং কোটার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৬৬.৬০ মিলিয়ন এসডিআর। অর্থবছর ১৮ শেষে আইএমএফ-এর সাথে এসডিআর স্থিতির পরিমাণ ছিল ৯৪৬.৫৭ মিলিয়ন।

বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালার পরিবর্তন

১১.৩৬ ২০১৮ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থা সহজীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ-

- **বাংলাদেশের ইপিজেডস্থ ইউনিটসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন প্রসঙ্গেঃ** ইপিজেডস্থ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ডেভেলপারসমূহ এবং বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান ইউনিটসমূহকে সেবা প্রদানের নিমিত্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। কোনো নির্দিষ্ট ইপিজেডে সেবা প্রদানকারী ডেভেলপারসমূহ এবং বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে। এই উদ্দেশ্যে ইপিজেড ইউনিটের জন্য বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা বিধিবিধানসমূহ উক্ত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও প্রযোজ্য হবে।

- **ইপিজেড এবং ইজেডস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের টাকা হিসাব পরিচালনা প্রসঙ্গেঃ** ইপিজেডস্থ বি এবং সি টাইপ প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব হতে অর্থ নগদায়ন করার পাশাপাশি অনুমোদিত পরিশোধিত অর্থ টাকা হিসাবে জমা করার সুযোগ রয়েছে। আলোচ্য সুবিধা ইজেডস্থ বি ও সি টাইপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য রাখা হয়েছে।

- **ইপিজেড এলাকায় কার্যরত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের বৈদেশিক/স্থানীয় মুদ্রায় পরিচালিত হিসাবের মাধ্যমে শেয়ার মূলধন এবং অনুমোদিত ঋণের ব্যবহার প্রসঙ্গেঃ** ইপিজেডস্থ এ এবং বি টাইপ প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের বিদেশি শেয়ারহোল্ডারের নিকট হতে প্রাপ্ত ইক্যুইটি এবং বহিঃউৎস হতে প্রাপ্ত

অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণও বৈদেশিক মুদ্রা হিসেবে জমা করার প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বি ও সি টাইপ প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই তাদের স্থানীয় মুদ্রার ইক্যুইটি এবং স্থানীয় উৎস হতে গৃহীত অনুমোদিত ঋণ মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তর করতে পারবে।

- **বিদেশে কর্মরত অনিবাসী বাংলাদেশিদের অনুকূলে টাকা ঋণ প্রদান প্রসঙ্গেঃ** বিদেশে কর্মরত অনিবাসী বাংলাদেশিগণ কর্তৃক টাকায় গৃহীতব্য গৃহঋণের সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যমান ডেট ইক্যুইটি অনুপাত ৫০ঃ৫০ থেকে বৃদ্ধি করে ৭৫ঃ২৫ করা হয়েছে।

- **বিদেশে অধ্যয়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণ প্রসঙ্গেঃ** বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য আবেদন করতে বা ভিসা পেতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বীমা/ চিকিৎসা বীমা ফি আগেই পাঠানোর বাধ্যবাধকতা থাকে। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সাপেক্ষে এডি ব্যাংকগুলোকে স্বাস্থ্য বীমা/চিকিৎসা বীমা ফি বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের প্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

- **বায়ার্স ক্রেডিট এর মাধ্যমে আমদানির বিপরীতে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু প্রসঙ্গেঃ** International Islamic Trade Finance Corporation (IITFC) হতে গৃহীতব্য সর্বোচ্চ ১৮০ দিন মেয়াদি বায়ার্স ক্রেডিটের মাধ্যমে শিল্প পণ্য আমদানিকারকগণ স্বীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের লক্ষ্যে কাঁচামাল আমদানির জন্য এডি ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতীত IITFC এর অনুকূলে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করতে পারবে।

- **বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ককপিট ও কেবিন ক্রুদের অনুকূলে ওভারসিজ ভাতা বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণ প্রসঙ্গেঃ** এডি ব্যাংক ও মানিচেঞ্জারদের বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ককপিট ও কেবিন ক্রুদের অনুকূলে ওভারসিজ ভাতা বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের প্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

- **কারেন্সি নোট আমদানি ও রপ্তানি প্রসঙ্গেঃ** বিদেশ হতে বাংলাদেশে আগমনকালে এবং বাংলাদেশ হতে বহির্গমনকালে বহনযোগ্য বাংলাদেশি মুদ্রার পরিমাণ মাথাপিছু টাকা ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) হতে টাকা ১০,০০০/-(দশ হাজার)এ উন্নীত করা হয়েছে।

- **স্টিল শিল্পের অন্তর্ভুক্ত টিন ও রড উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত ৪টি প্রধান কাঁচামাল আমদানিকল্পে ৩৬০ দিন বিলম্বে মূল্য পরিশোধ সুবিধায় ঋণপত্র স্থাপন প্রসঙ্গেঃ** ইস্পাত শিল্পের অন্তর্ভুক্ত টিন (Flat Steel) ও রড (Long Steel) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত ৪টি প্রধান কাঁচামাল যথা-এইচ আর কয়েল, স্ক্র্যাপ, পিগ অয়েল ও স্পঞ্জ আয়রন নিজস্ব কারখানায় ব্যবহারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বোচ্চ ৩৬০ দিন বিলম্বে মূল্য পরিশোধ সুবিধায় আমদানি করতে পারবে।

- **বিদেশি নিবাসী ব্যক্তির অনুকূলে পারিবারিক রেমিট্যান্স সুবিধা প্রসঙ্গেঃ** বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি নাগরিকগণ তাদের অর্জিত নিট আয়ের ৭৫% পর্যন্ত নিজ দেশের পাশাপাশি অন্য দেশে অবস্থানরত পরিবারের অন্য সদস্যদের অনুকূলেও প্রেরণ করতে পারবেন।

- **বিলম্বে পরিশোধ্য LC'র আওতায় খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি প্রসঙ্গেঃ** খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির লক্ষ্যে ইস্যুকৃত LCAF এর মেয়াদ ইস্যু পরবর্তী ৩০ মাস পর্যন্ত বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহারযোগ্য মূলধনী যন্ত্রপাতির খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির লক্ষ্যে এডি ব্যাংকসমূহকে ৩৬০ দিনের Usance ভিত্তিতে এলসি খোলার প্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এরূপ বিলম্বে পরিশোধ্য এলসির মাধ্যমে আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের মূল্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে এবং usance interest সহ সর্বমোট খরচ বার্ষিক ৬% এর মধ্যে রাখতে হবে।

- **Royalty, Fees for technical knowledge অথবা technical assistance এবং Franchise fees বাবদ অর্থ ছাড়করণের ক্ষেত্রে Bangladesh Investment Development Authority Act, 2016 এর প্রয়োগ প্রসঙ্গেঃ** বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (BIDA) কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদেশে ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের নিকট Royalty, Fees for technical knowledge অথবা technical assistance এবং Franchise fees, ইত্যাদি বাবদ অর্থ ছাড়করণের জন্য এডি ব্যাংকগুলোকে প্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

- **বিদেশি শিপিং লাইন্স/তাদের এজেন্টদের প্রেরণযোগ্য অতিরিক্ত অর্থের উৎস হিসেবে Demurrage, Detention, Handling এবং সমতুল্য অন্যান্য খরচ আদায় প্রসঙ্গেঃ** বাংলাদেশে সংগৃহীত বিদেশি শিপিং লাইন্স/তাদের এজেন্টদের জাহাজ ভাড়া ছাড়াও Demurrage, Detention, Handling এবং সমতুল্য অন্যান্য খরচ প্রযোজ্য কর কর্তন সাপেক্ষে প্রেরণযোগ্য অতিরিক্ত অর্থের উৎস হিসেবে গণ্য হবে।

- **Asian Clearing Union (ACU) এর মাধ্যমে পরিশোধ প্রসঙ্গেঃ ACU** সদস্যভুক্ত দেশের মধ্যে পরিচালিত হিসাবের লেনদেন "ACU ডলার" এর পাশাপাশি "ACU ইউরোতে" নিষ্পন্ন করার ব্যবস্থা পুনরায় চালু করার জন্য এডি ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একইসাথে "জাপানিজ ইয়েনকে" ACU ব্যবস্থায় লেনদেন নিষ্পন্ন করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- **রপ্তানিকারকের জন্য বহিঃরেমিট্যান্স সুবিধা প্রসঙ্গেঃ** কতিপয় শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে এডি ব্যাংকসমূহকে রপ্তানিকারকগণের ERQ হিসাবে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স না থাকলেও তাদের প্রকৃত সেবা ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক ৫০০০ মার্কিন ডলার প্রেরণ করার প্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

- **জাহাজী দলিলপত্রাদি উত্তোলন প্রসঙ্গেঃ** সাধারণ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ অগ্রিম প্রত্যাবাসিত রপ্তানিমূল্যের বিপরীতে Bill of Lading/Airway Bill/Railway receipts কিংবা পণ্যের মালিকানা সম্পর্কিত অন্য কোনো দলিলাদি সরাসরি আমদানিকারক বা তাদের মনোনীত অন্য কোনো পক্ষের অনুকূলে ইস্যু করার বিষয়ে এডি ব্যাংক অনুমতি দিতে পারবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এডি ব্যাংক পণ্য জাহাজীকরণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জাহাজীকরণ দলিলাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য রপ্তানিকারকের অনুকূলে সার্টিফিকেট ইস্যু করবে।

- **রপ্তানিকারকদের Single pool এ ৩০ দিন মেয়াদে রক্ষিত ফান্ডের ব্যবহার প্রসঙ্গেঃ** রপ্তানিকারকদের Single pool-এ ৩০ দিন মেয়াদে রক্ষিত দায়মুক্ত রপ্তানিলব্ধ অর্থ তাদের মূল কোম্পানির পাশাপাশি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আমদানি দায় পরিশোধের জন্যও ব্যবহার করা যাবে।

- **রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) হতে ঋণ গ্রহণের সীমা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ঃ** উৎপাদন উপকরণাদি আমদানির লক্ষ্যে ইডিএফ হতে বিজিএমইএ এবং বিটিএমএ এর সদস্য প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক প্রতি ঋণ সীমা ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে।

- **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলে কার্যরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন প্রসঙ্গেঃ** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাস্টম্স (অর্থনৈতিক অঞ্চল) প্রসিডিউর, ২০১৭ সংশোধনের মাধ্যমে Domestic Processing Zone (DPA) এবং বাংলাদেশের Tariff Area (TA) এর মধ্যকার লেনদেনের ক্ষেত্রে আমদানি/রপ্তানি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালনে ছাড় দেয়া হয়েছে। ফলে, এরূপ লেনদেন টাকায় সম্পাদিত হবে এবং এক্ষেত্রে EXP /IMP ফরম অনুসরণের বাধ্যবাধকতা রহিত করা হয়েছে।

- **বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি ব্যাংকিং কোম্পানির শাখা অফিস কর্তৃক উক্ত কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য রেমিট্যান্স প্রেরণ প্রসঙ্গেঃ** অন্যান্য নির্দেশনা পরিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি ব্যাংকিং কোম্পানির শাখা অফিস কর্তৃক উক্ত কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ বাবদ অর্থ প্রেরণের জন্য এডি ব্যাংকগুলোকে সাধারণ প্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

- **ইন্টারনেট হতে প্রাপ্ত রপ্তানি আদেশের বিপরীতে রপ্তানিকারক হতে সরাসরি ভোক্তা পর্যায়ে পণ্য রপ্তানি প্রসঙ্গে ঃ** ই-কমার্স ব্যবস্থায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত রপ্তানি আদেশের বিপরীতে রপ্তানিকারক হতে সরাসরি ভোক্তা পর্যায়ে পণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংককে ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনের জন্য 'সংগ্রহকারী সেবা' প্রদানের সাধারণ প্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

- **বিদেশি মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির পক্ষে নিবাসী ব্যক্তির অনুকূলে বিদেশি ব্যাক টু ব্যাক গ্যারান্টির বিপরীতে গ্যারান্টি ইস্যু প্রসঙ্গেঃ** অন্যান্য নির্দেশনা পরিপালন সাপেক্ষে এডি ব্যাংক বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির পক্ষেও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিদেশি ব্যাংকের ব্যাক টু ব্যাক গ্যারান্টির বিপরীতে স্থানীয় টাকায় অথবা বিনিময়যোগ্য সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় গ্যারান্টি ইস্যু করতে পারবে।

- **HR Coil, Scrap, Pig Iron & Sponge Iron বকেয়া পরিশোধ ভিত্তিতে আমদানির ক্ষেত্রে LCAF এর প্রযোজ্য মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গেঃ** স্টিল কোম্পানির নিজস্ব কারখানায় Flat ও long steel উৎপাদনের নিমিত্ত HR Coil, Scrap, Pig Iron & Sponge Iron ৩৬০ দিনের বকেয়া পরিশোধ ভিত্তিতে আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য LCAF এর মেয়াদ ইস্যুর দিন হতে ১৮ মাস পর্যন্ত বৈধ থাকবে।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম

১১.৩৭ নতুন আর্থিক সেবা উদ্ভাবন এবং আর্থিক খাতের কার্যক্রমের বহুমুখীতা বিবেচনায় এ খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানিলন্ডারিং অপরাধ সংশ্লিষ্টরা তাদের অপরাধলব্ধ আয়ের উৎস গোপন করার জন্য সবসময় অভিনব পন্থা অবলম্বন করে থাকে। তাই শক্তিশালী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা আর্থিক খাতের অপরাধীদের এ খাতের অপব্যবহার হতে প্রতিহত করে থাকে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ২০১৮ অর্থবছরে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যসমূহ নিম্নরূপ:

আইনি কাঠামো

অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা আইন ২০১২ এর আওতায় বিদেশি রাষ্ট্রের সহায়তার অনুরোধ গ্রহণ এবং বিদেশি রাষ্ট্র হতে সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুরোধ প্রেরণের জন্য 'কেন্দ্রীয় সংস্থা' হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার জন্য পরিপালনীয় বিধি-বিধান

- মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য বিএফআইইউ বিস্তারিত নির্দেশনা সম্বলিত একটি সার্কুলার জারি করেছে।

- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিএফআইইউ বিস্তারিত নির্দেশনা সম্বলিত একটি সার্কুলার জারি করেছে।

- ইউনিফর্ম কেওয়াইসি ফরম ব্যবহারের নির্দেশনা সম্বলিত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিসমূহের জন্য একটি সার্কুলার লেটার জারি করা হয়েছে।

- রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য একটি ঝুঁকি ভিত্তিক সুপারভিশন ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সুপারভিশন ম্যানুয়ালটি রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহে ঝুঁকিভিত্তিক অন-সাইট এবং অফ-সাইট সুপারভিশন পরিচালনায় সহায়ক হবে।

- তাৎক্ষণিকভাবে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার জন্য ব্যাংকের পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও মানি চেঞ্জারসমূহকে goAML সফ্টওয়্যারে ইউজার আইডি প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (এসটিআর)

১১.৩৮ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহ ২০১৮ অর্থবছরে বিএফআইইউতে ৩৮৬৫টি সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (এসটিআর) দাখিল করেছে এবং একই সময়কালে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ব্যাংকের হিসাব সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহের জন্য ৫৪৬টি অনুরোধ করেছে। প্রাপ্ত এসটিআরসমূহের মধ্যে ৬৭৮টি পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, যথাযথ ব্যাংকিং তথ্যসহ ৪৭৫টি অনুরোধের জবাব প্রদান করা হয়েছে। বিএফআইইউ কর্তৃক প্রেরিত কেইসসমূহের অগ্রগতি মনিটরিং করা হচ্ছে।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় উদ্যোগ

- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য বিনিময় এবং আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ পুলিশ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাথেও তথ্য বিনিময় এবং আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ পুলিশ এবং বিএফআইইউ কর্তৃক যৌথভাবে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নে জাতীয় ঝুঁকি নিরূপণ প্রতিবেদন রিভিউ করা হয়েছে।

- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৮-২০২০ প্রণয়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক হেড অব বিএফআইইউ এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

- মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং অন্যান্য অপরাধ বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে বিএফআইইউ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ৬০টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে, যার মধ্যে ২০১৮ অর্থবছরে ৯টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে-মোনাকো, ভেনিজুয়েলা, সলোমন আইল্যান্ড, ভানুয়াতু, পাপুয়া নিউগিনি, নিউজিল্যান্ড, তাঞ্জানিয়া, নামিবিয়া এবং কিউবা।

- ২০১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশের এফআইইউ এর নিকট হতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদির জন্য ২৮টি অনুরোধ পেয়েছে যার সবগুলোর জবাব প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বিএফআইইউ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির জন্য বিভিন্ন দেশের এফআইইউতে ৫৬টি অনুরোধ প্রেরণ করেছে।

- ভুটান এবং মালদ্বীপের এফআইইউ-কে এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে বিএফআইইউ কো-স্পন্সর হিসেবে যথাক্রমে কোরিয়া এবং শ্রীলঙ্কার সাথে উক্ত দেশ দু'টিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

- ইন্দোনেশিয়া, চাইনিজ তাইপে এবং সলোমন আইল্যান্ড এর মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিরূপণের লক্ষ্যে বিএফআইইউ এর তিনজন কর্মকর্তা এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি)'র মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশন টিমে অ্যাসেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন

- বিএফআইইউ এবং ইউএন কাউন্টার-টেরোরিজম ইমপ্লিমেন্টেশন টাস্কফোর্স/ইউএন কাউন্টার টেরোরিজম সেন্টার (সিটিআইটিএফ-ইউএনসিটিসি)-এর যৌথ উদ্যোগে বিমস্টেক সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য "Promoting Regional Co-operation on Targeted Financial Sanctions" শিরোনামে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

- বিএফআইইউ তফসিলি ব্যাংকের উর্ধ্বতন পরিপালন কর্মকর্তাদের জন্য তিনদিন ব্যাপী প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা সম্মেলন আয়োজন করে এবং এতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ১১৪ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "Money Laundering Risk and Vulnerabilities for Banks".

- বিএফআইইউ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপালন কর্মকর্তাদের জন্য দুইদিন ব্যাপী প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা সম্মেলন আয়োজন করে এবং এতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ৭৬ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "Corporate governance of the financial institutions".

- বিএফআইইউ তফসিলি ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তাগণের জন্য দুইটি আঞ্চলিক সম্মেলন এবং ১১টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। এসব প্রোগ্রামে তফসিলি ব্যাংকসমূহের শাখা পর্যায়ের ৭৩২ জন পরিপালন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

- বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির মাধ্যমে বিএফআইইউ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, বীমা প্রতিষ্ঠান এবং ডিএনএফবিপি এর কর্মকর্তাগণের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। উক্ত প্রশিক্ষণসমূহে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৭৮ জন, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ১৮০ জন, বীমা প্রতিষ্ঠানের ৫০ জন এবং ডিএনএফবিপি-র ৯০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

- বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) ২০১৮ অর্থবছরে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ১২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে এবং এসব কর্মশালায় বিএফআইইউ এর প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিসোর্স পার্সন অংশগ্রহণ করেন।

- রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আয়োজিত ৫৬টি প্রশিক্ষণে বিএফআইইউ কর্মকর্তাগণ রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

- ইউনাইটেড নেশনস্ অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাগণের জন্য Targeted financial sanction focus on proliferation financing শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন করে। এর পাশাপাশি সংস্থাটি বাংলাদেশ কাস্টমসের কর্মকর্তা এবং বেসরকারি সংস্থার জন্যও দুইটি কর্মশালা আয়োজন করে।

- বিএফআইইউ বাংলাদেশ পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট এর ৩০০ জন তদন্তকারী কর্মকর্তাকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে।
- প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) কর্তৃক আয়োজিত "Basic Intelligence Course on Combating Financing of Terrorism" শীর্ষক প্রশিক্ষণে বিএফআইইউ এর ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ

১১.৩৯ মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদার করার লক্ষ্যে বিএফআইইউ দেশের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন- এপিজি, এগমন্ট গ্রুপ, এফএটিএফ ও বিমস্টেক, ইউএনওডিসি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিএফআইইউ এর কর্মকর্তাগণ ২০১৮ অর্থবছরে এসব সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বিএফআইইউ এর কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

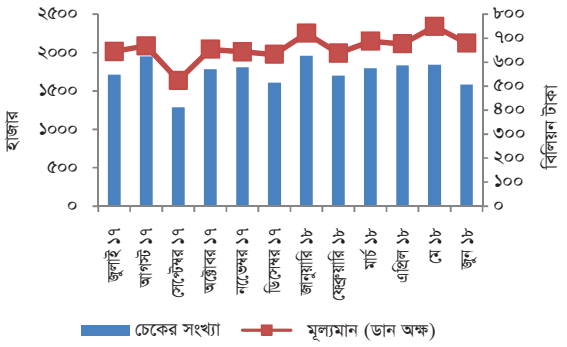
পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্

১২.১ দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বাজার অবকাঠামোর মধ্যে পেমেন্ট সিস্টেম অন্যতম। একটি দক্ষ পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেম অর্থের সরল প্রবাহ নিশ্চিত করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও পেমেন্ট সিস্টেম ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমের অবকাঠামো গ্রামীণ ও দূরবর্তী এলাকায় পরিসেবাগুলোকে বিতরণ করতে সক্ষম যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং অর্থনৈতিক বিকাশের পথকে সুগম করে।

পেমেন্ট সিস্টেমের কার্যপরিধি

১২.২ বাংলাদেশে পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমের গুরুত্ব বিবেচনায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম বিভাগ (পিএসডি) তিনটি বিস্তৃত ক্ষেত্রে কাজ করে, যেমন অপারেশন, পলিসি এবং রেগুলেশন, ওভারসাইট। বর্তমানে, বাংলাদেশ ব্যাংক চারটি প্রধান আন্তঃব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেম পরিচালনা করে; যার মধ্যে তিনটি সিস্টেম খুচরা মূল্যের জন্য (রিটেইল ভ্যালু-আরভি)-বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস), বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন), ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) এবং একটি উচ্চ মূল্যের (হাই ভ্যালু-এইচভি)-বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (বিডি-আরটিজিএস) সিস্টেম। সমান্তরালভাবে, এই বিভাগ পেমেন্ট সিস্টেমস্ কার্যাবলী তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি ই-কমার্স লেনদেনগুলো সহজতর করার জন্য মোবাইল আর্থিক পরিসেবা, ই-অর্থ পরিসেবা এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক পেমেন্ট গেটওয়ে পরিসেবাকে লাইসেন্স প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এ বিভাগের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের পেমেন্ট সিস্টেমগুলোর নিরাপত্তা, কার্যকারিতা এবং আন্তর্জাতিক মানের সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করা হয়।

চার্ট ১২.১ রেগুলার ভ্যালু চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান



উৎসঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস (বিএসিএইচ)

১২.৩ ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠার পর BACH দুই ধরনের আন্তঃব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস্ পরিচালনা করে থাকে- বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS) এবং বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)। উভয় পদ্ধতি দলগত (batch) ভাবে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় BACH সিস্টেম তার সদস্য ব্যাংকসমূহ থেকে প্রাপ্ত ইন্সট্রুমেন্ট ও নির্দেশনা ২৪/৭ এর ভিত্তিতে গ্রহণ করে পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়া নিষ্পত্তি করে থাকে। প্রত্যেক নিকাশ কার্যক্রম সম্পাদনের পর বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত প্রতিটি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বহিতে তা একক বহুপাক্ষিক (single multilateral) নিট অঙ্কে নিষ্পত্তি হয়। এই ব্যবস্থাটি কেন্দ্রীয় প্রসেসিং সেন্টার মতিঝিল, ঢাকা এবং ডিজাস্টার রিকভারি সাইট, মিরপুর হতে পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস)

১২.৪ BACPS চেক ইমেজিং অ্যান্ড ট্রানকেশন সিস্টেম (CIT) প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন কাগজ ভিত্তিক উপকরণ যেমন- চেক, পে-অর্ডার, ডিভিডেন্ড

এবং রিফান্ড ওয়ারেন্ট ইত্যাদির ইলেকট্রনিক নিকাশ কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এই ইলেকট্রনিক চেক উপস্থাপন পদ্ধতি সমগ্র দেশের নিকাশ কার্যক্রমকে একই ছাতার নিচে আনতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিকাশ সময়কে কমিয়ে সাধারণ মূল্যের ইন্সট্রুমেন্টের জন্য টি+১ এবং উচ্চ মূল্যের ইন্সট্রুমেন্ট এর জন্য টি+০ করা হয়।

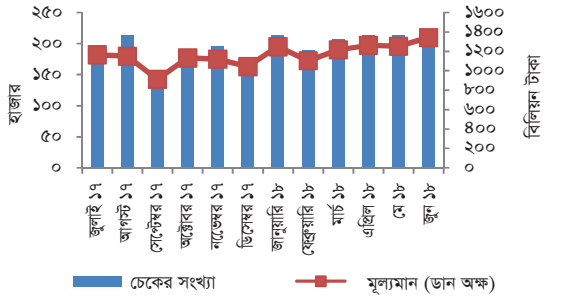
বিএসিপিএস লেনদেন অবস্থা

১২.৫ ৩০ জুন, ২০১৮ অর্থবছরে মোট ২০.৮৭ মিলিয়ন সাধারণ মূল্যের এবং ২.৩২ মিলিয়ন উচ্চ মূল্যের চেক ও অন্যান্য ইন্সট্রুমেন্ট নিকাশ করা হয় যার মূল্য যথাক্রমে ৭৯১৮.২৯ বিলিয়ন এবং ১৩৯৬৫.০৮ বিলিয়ন টাকা। চার্ট ১২.১ এবং ১২.২ এর মাধ্যমে অর্থবছর ২০১৮ এর নিকাশকৃত সাধারণ চেক ও উচ্চমূল্যের চেকের সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ চিত্র দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন)

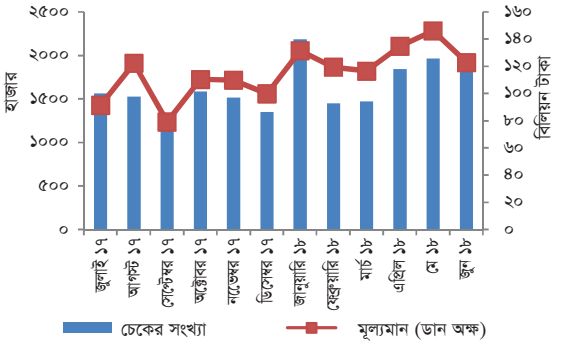
১২.৬ কাগজবিহীন পরিশোধ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, গতিশীল এবং মূল্য সাশ্রয়ী লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) এর কার্যক্রম শুরু হয়। BEFTN প্রচলিত কাগজনির্ভর ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর দক্ষ ও গতিশীল আন্তঃব্যাংক নিকাশ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ক্রেডিট ট্রান্সফার, যেমন-বেতনভাতাদি, বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স, সামাজিক নিরাপত্তা, কোম্পানি ডিভিডেন্ড, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস্ EFT ক্রেডিট এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। একই সাথে ইউটিলিটি বিল পেমেন্টস, ঋণ প্রদান, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, কর্পোরেট টু কর্পোরেট পেমেন্টস্ EFT ডেবিট-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিকভাবে ইএফটি নেটওয়ার্ক গ্রহণ করেছে, বর্তমানে অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তাদের বেতনভাতাদি এই সিস্টেমের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

চার্ট ১২.২ হাই ভ্যালু চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান



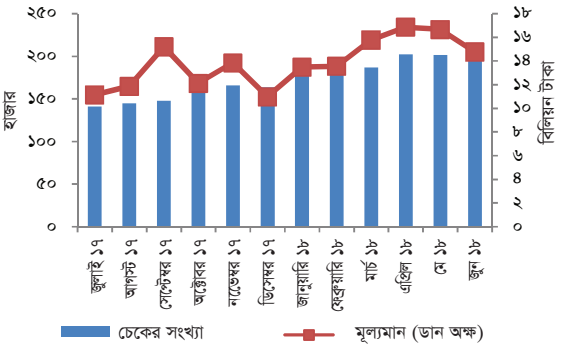
উৎসঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.৩ ক্রেডিট এন্ট্রির সংখ্যা ও মূল্যমান



উৎসঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.৪ ডেবিট এন্ট্রির সংখ্যা ও মূল্যমান



উৎসঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিইএফটিএন এর লেনদেন অবস্থা

১২.৭ ২০১৮ আর্থিক বছরে EFTN এর মাধ্যমে ১৩৮৪.০৭ বিলিয়ন টাকা মূল্যমানের ১৯.৬৫ মিলিয়ন ক্রেডিট ট্রানজেকশন এবং ১৬৬.১৫ বিলিয়ন টাকা

মূল্যমানের ২.০৭ মিলিয়ন ডেবিট ট্রানজেকশন হয়। এই অর্থবছরে সংখ্যা ও পরিমাণের দিক থেকে ডেবিট ও ক্রেডিট লেনদেনের বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। চার্ট ১২.৩ ও ১২.৪ এর মাধ্যমে অর্থবছর ২০১৮ এর EFT ডেবিট ও ক্রেডিট লেনদেনের চিত্র দেখানো হয়েছে।

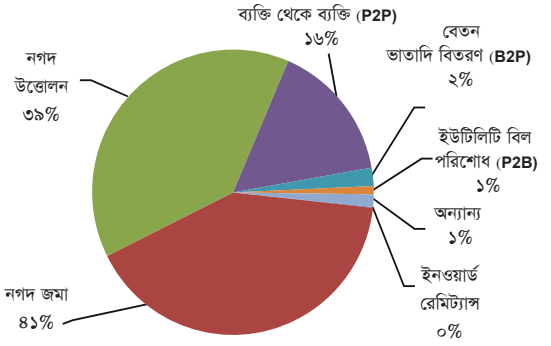
মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস)

১২.৮ দেশব্যাপী মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি ও গ্রাহক সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি শাখাবিহীন মোবাইল ফোন ভিত্তিক উদ্ভাবনী আর্থিক সেবা প্রদানের একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। এ সুযোগ ব্যবহার করে ২০১১ সালে যাত্রা শুরুর পর হতে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস অসামান্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। আর্থিক সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ব্যাংকিং সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির সুযোগ উন্মোচন করার ক্ষেত্রে এমএফএস অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ২৮টি ব্যাংক এবং ১টি ব্যাংক সাবসিডিয়ারি-কে দেশের অভ্যন্তরে এমএফএস পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৭টি ব্যাংক এবং ১টি সাবসিডিয়ারি বর্তমানে এ সেবা প্রদান করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কেবলমাত্র ব্যাংক-লেড (Bank-led) মডেলে এমএফএস পরিচালনার সুযোগ দিয়ে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে এমএফএস এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছেঃ-

- এজেন্ট পয়েন্ট, ব্যাংক শাখা, এটিএম মেশিন ব্যবহার করে মোবাইল হিসাবে ক্যাশ-ইন এবং ক্যাশ-আউট করা।
- দেশে আগত বৈদেশিক মুদ্রার অভ্যন্তরীণ বিতরণ (শুধুমাত্র বাংলাদেশি টাকার অংশ। দেশের বাইরে কোনো ধরনের লেনদেন অনুমোদিত নয়)।
- ব্যক্তি হতে ব্যবসায় পরিশোধ (পিটুবি), যেমনঃ ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, মার্চেন্ট পেমেন্ট।

চার্ট ১২.৫ এমএফএস-এর মাধ্যমে প্রদেয় বিভিন্ন আর্থিক সেবার মার্কেট শেয়ার (৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)



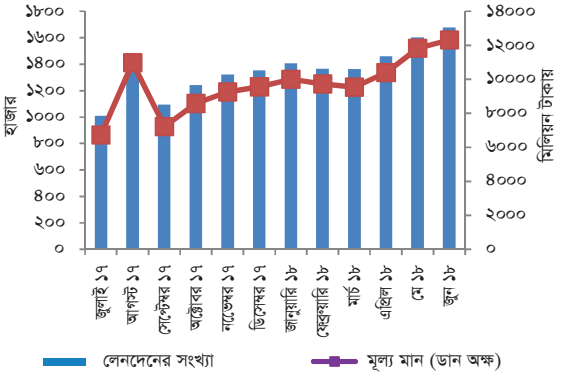
উৎসঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১২.১ঃ বাংলাদেশে মোবাইল আর্থিক সেবার বর্তমান চিত্র

মাস	এজেন্ট এর সংখ্যা (হাজার)	নিবন্ধিত গ্রাহকের সংখ্যা (মিলিয়ন)	সর্বমোট লেনদেনের সংখ্যা (মিলিয়ন)	লেনদেনের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)
জুলাই, ১৭	৭৭২.১১	৫৪.৪৩	১৫২.৩১	২৩৩.৬৯
আগস্ট, ১৭	৭৬৭.৭৭	৫৭.০০	১৭৫.৭২	৩২১.৮৩
সেপ্টে., ১৭	৭৭৩.২৮	৫৭.৭৩	১৪৭.৬৪	২১৫.৫০
অক্টোবর, ১৭	৭৭৪.৮৯	৫৭.৭৬	১৬৪.৩৬	২৭৬.৩৪
নভেম্বর, ১৭	৭৭৭.১৮	৫৮.৫৭	১৫৮.৫৮	২৭৫.৭৩
ডিসেম্বর, ১৭	৭৮৬.৪৬	৫৮.৮০	১৬৬.৩২	২৮৫.৭১
জানু., ১৮	৭৮৭.৪৯	৫৮.৯৭	১৭১.২৮	৩০৩.৯৬
ফেব্রু, ১৮	৭৯৬.৭৩	৫৯.৬৫	১৬২.০৮	২৮৪.৪৫
মার্চ, ১৮	৮০৪.৬১	৬০.১৫	১৮১.০১	৩১৩.৩৯
এপ্রিল, ১৮	৮১১.০৭	৬০.৬৩	১৭৮.৪২	৩১১.৯৯
মে, ১৮	৮২০.৩৫	৬১.৩২	১৮৫.৪৮	৩২৮.২৩
জুন, ১৮	৮২৯.৭৮	৬১.০৮	১৯২.৫৯	৩৩২.১৩

উৎসঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.৬ আন্তঃব্যাংক এটিএম লেনদেনের গতিধারা



উৎসঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বক্স ১২.১ ডিজিটাল মুদ্রা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইলেকট্রনিক মানির মাধ্যমে কোনো ধরনের কাগুজে মুদ্রা ব্যবহার না করে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ইলেক্ট্রনিক মানি সাধারণত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাগুজে মুদ্রার বিপরীতে ইস্যু করা হয়ে থাকে, যেমন-ডেবিট কার্ড অথবা ক্রেডিট কার্ড। ডিজিটাল লেনদেন সহজ করার জন্য ফিনটেক/ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রবর্তিত সাম্প্রতিক সময়ের একটি উদ্ভাবন হলো- ডিজিটাল ওয়ালেট বা ই-ওয়ালেট যা ইলেক্ট্রনিক মানির একটি স্টোর ভ্যালু পণ্য।

ইলেকট্রনিক মানির জনপ্রিয়তার সূত্র ধরেই বিশ্বে নতুন এক ধরনের মুদ্রার প্রচলন হয় যা ডিজিটাল কারেন্সি বা ক্রিপ্টোকারেন্সি নামে অভিহিত। এই মুদ্রার বিশেষত্ব হলো এটা কোনো রাষ্ট্রের মুদ্রা নয় তথা এটা একটি স্বাধীন মুদ্রা এবং কোনো বৈধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই মুদ্রা ইস্যুকৃত নয়, বরং এটি একটি তৃতীয় পক্ষ আইটি কোম্পানি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। পাশাপাশি এই ধরনের মুদ্রার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, কেবলমাত্র ডিজিটাল ফর্ম রয়েছে। বিশ্বে ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং বহুল চর্চিত কারেন্সি হলো 'বিটকয়েন'। ২০১৭ সালের শেষ নাগাদ প্রতি ইউনিট ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১৯,০০০ হাজার মার্কিন ডলারের কাছাকাছি, যা পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মূল্য হারায়। যদিও এই ধরনের ডিজিটাল সম্পদকে 'কারেন্সি' হিসেবে অভিহিত করা হয়, কাজের দিক দিয়ে এই সম্পদ কারেন্সির কোনো বৈশিষ্ট্য (যেমন, ইউনিট অব অ্যাকাউন্ট, মিডিয়াম অব এক্সচেঞ্জ, স্টোর অব ভ্যালু ইত্যাদি) ধারণ করে না।

বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোসহ সমস্ত আর্থিক খাত ক্রিপ্টোকারেন্সির পিছনে 'ব্লকচেইন' খ্যাত কারিগরি দিকটির প্রতি বেশি আগ্রহী, যার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মাধ্যমে বর্তমান কেন্দ্রীয় রেকর্ড কিপিং কৌশল থেকে তুলনামূলক উন্নত বিকল্প হিসেবে এটা আবির্ভূত হতে পারে। এই পদ্ধতি পিয়ার-টু পিয়ার নেটওয়ার্কিং, বিতরণকৃত তথ্যের সংরক্ষণ, এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিসহ বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে কাজ করে থাকে, যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সংরক্ষণ, রেকর্ডকিপিং, এবং দৈনিক সম্পদের লেনদেনের প্রযুক্তির পরিবর্তন করতে পারে।

ব্লকচেইন ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার টেকনোলজি (ডিএলটি) ভিত্তিক একটি অ্যাপ্লিকেশন যেখানে নিরাপত্তার সাথে রেকর্ডগুলো সামষ্টিকভাবে সংরক্ষণ করতে, যে কোনো নতুন পরিবর্তন করতে (যেমন, লেনদেন), পরিবর্তনগুলোকে ন্যায়সঙ্গত করতে এবং নোটগুলোর মধ্যে রেকর্ডসমূহ সাজানো ও সংরক্ষণ করতে, সমাধানগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যেন তারা একটি নেটওয়ার্কের আওতাধীন থেকে একটি ওপেন সোর্স এবং একটি ডিস্ট্রিবিউটেড নোড ও এনাবল নোডসমূহের (যেমন, কম্পিউটার সিস্টেমস্) মধ্যে কাজ করতে পারে। ডিএলটি পরিবেশে আর্থিক রেকর্ডসমূহ বিকেন্দ্রীভূত লেজারে সংরক্ষণ করা হয় যা নেটওয়ার্কের সকল সদস্য কর্তৃক যুগ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কম্পিউটার কোডিং ও এলগরিদম একটি লেনদেনকে 'ব্লক' এ সন্নিবেশিত হতে সক্ষম করে এবং ক্রিপটোগ্রাফিক সাক্ষরের মাধ্যমে বিদ্যমান ব্লকসমূহের একটি 'চেইন' এ যুক্ত করে। ব্লক চেইন পরিবেশে কোনো অবৈধ লেনদেন পোস্ট করার কোন সম্ভাবনাই নেই, যদি কেউ একটি ব্লকে পরিবর্তন করতে চায়, তাকে অবশ্যই পূর্বের ব্লকসমূহকে পরিবর্তন করতে হবে যা চলমান ব্লকের ভিত্তি। অর্থাৎ, অবৈধ হস্তক্ষেপের জন্য সব বা বহু সংখ্যক নোডকে একইসাথে পরিবর্তন করতে হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বিশেষত উন্নত বিশ্বে ডিজিটাল লেনদেন জ্যামিতিক হারে বাড়ার পাশাপাশি বিহিত মুদ্রার ব্যবহার কমছে। ফলে সাধারন জনগণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা ব্যবহারের সুযোগ থেকে ক্রমবর্ধমানহারে বঞ্চিত হচ্ছে। এটা কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ডিজিটাল মুদ্রা সরবরাহ করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। সুইডেনের মতো স্ক্যান্ডিন্যাভিয়ান দেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা (সিবিডিসি) প্রবর্তনে একেবারে পুরোভাগে রয়েছে। সিবিডিসি বা ডিজিটাল বেস মানি স্কিমকে বর্তমানের ব্যাংকনোট সিস্টেমের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর একটি দাবি। এই প্রস্তাবের দু'টি প্রধান তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত, এটা ডিজিটাল অর্থকে (যেমন, ডিপোজিট) অধিকতর নিরাপদ ও পছন্দনীয় করতে পারে যদিও ডিপোজিটরগণ মুনাফা (যেমন, সুদ) থেকে বঞ্চিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এটা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে দিতে পারে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের ডিপোজিট ভিত্তি এবং পরিশেষে ঋণদান ও অগ্রিম প্রদানে তাদের সামর্থ্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় একটি মুক্ত-ভাসমান ডিজিটাল মুদ্রার প্রভাব মূল্যায়নে প্রয়োজন অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রযুক্তিগত দিক থেকে, নতুন প্লাটফর্ম ডিজাইন ও বাস্তবায়নে এবং তাদেরকে আইনি কাঠামোর সাথে একীভূত করতে সকল ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে সচেতন হতে হবে।

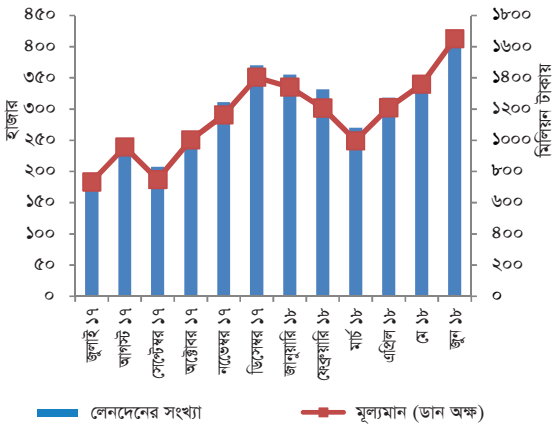
- ব্যবসা হতে ব্যক্তিকে পরিশোধ (বিটুপি), যেমনঃ বেতন বিতরণ, ডিভিডেন্ড/ইন্টারেস্ট এবং রিফান্ড পেমেন্ট, ইত্যাদি।
- সরকার হতে ব্যক্তিকে পরিশোধ (জিটুপি), যেমনঃ বয়স্ক ভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা, ইত্যাদি।
- ব্যক্তি হতে সরকারকে পরিশোধ (পিটুজি), যেমনঃ কর, শুল্ক পরিশোধ।
- ব্যক্তি হতে ব্যক্তিকে পরিশোধ (পিটুপি) (শুধুমাত্র একটি নিবন্ধিত গ্রাহক হিসাব হতে অপর একটি নিবন্ধিত গ্রাহক হিসাবে)।
- অন্যান্য পরিশোধ যেমনঃ ক্ষুদ্র ঋণ, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, ডিপিএস, ইত্যাদি।

৩০ জুন, ২০১৮-এর হিসাব অনুযায়ী সর্বমোট ৮.৩০ লক্ষ এজেন্ট ৬.১০ কোটি নিবন্ধিত গ্রাহককে (সারণী-১২.১) সেবা প্রদান করছে এবং এ সেবার বিস্তৃতি ও গ্রাহক সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চার্ট ১২.৫ এর মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন মোবাইল ফিনান্সিয়াল সেবাপণ্যের বাজার দেখানো হয়েছে।

ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি)

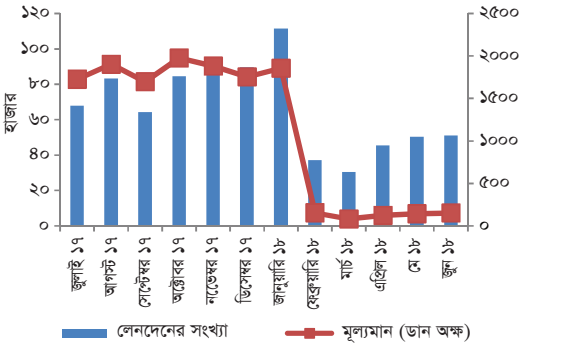
১২.৯ অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম), পয়েন্ট অব সেলস্ (পিওএস), ইন্টারনেট প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক ইলেক্ট্রনিক পেমেন্টকে সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত স্যুইচসমূহকে একটি কেন্দ্রীয় স্যুইচে সংযুক্ত করার মাধ্যমে একটি সার্বজনীন পেমেন্ট প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা ছিল এনপিএসবি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫৩টি ব্যাংক কার্ড ব্যবসা পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে ৫১টি ব্যাংকের মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক কার্ডভিত্তিক এটিএম লেনদেন এবং ৫০টি ব্যাংকের আন্তঃব্যাংক পিওএস ভিত্তিক লেনদেন এনপিএসবি এর মাধ্যমে সম্পাদন হচ্ছে। এছাড়া,

চার্ট ১২.৭ আন্তঃব্যাংক পিওএস লেনদেনের গতিধারা



উৎসঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.৮ আরটিজিএস লেনদেনের গতিধারা



উৎসঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নভেম্বর, ২০১৭ সালে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার (আইবিএফটি) চালু হয়েছে। বর্তমানে এনপিএসবি এর মাধ্যমে ১৩টি ব্যাংকের আইবিএফটি লেনদেন সম্পাদন হচ্ছে। অন্য ব্যাংকসমূহও শীঘ্রই এনপিএসবি এর মাধ্যমে আইবিএফটি লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবে মর্মে আশা করা যায়। এনপিএসবি এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক এটিএম, পিওএস এবং আইবিএফটি লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চার্ট ১২.৬ এবং ১২.৭-এর মাধ্যমে ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত আন্তঃব্যাংক এটিএম এবং পিওএস লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণের চিত্র দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম্স তথা ডিজিটাল

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম্স ডিপার্টমেন্ট (পিএসডি) ব্যাংক ও অন্য অংশীদারদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে কার্ডভিত্তিক ইলেক্ট্রনিক লেনদেন ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করার জন্য এনপিএসবির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ফলে দেশে কার্ড গ্রাহকের সংখ্যা এবং কার্ডভিত্তিক পেমেন্ট টার্মিনালের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণী ১২.২ এর মাধ্যমে কার্ড, এটিএম এবং পিওএস এর প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। নিরাপদ, কার্যকর এবং ডিজিটাল পরিশোধ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় চিপ স্পেসিফিকেশন, এটিএম অপারেটিং নীতিমালা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধান প্রণয়নে পিএসডি কাজ করে চলছে।

রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (বিডি-আরটিজিএস) সিস্টেম

১২.১০ দেশের অভ্যন্তরে বড় অঙ্কের আর্থিক লেনদেন নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অক্টোবর, ২০১৫ হতে রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (BD- RTGS) ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এক ব্যাংকের হিসাব হতে অপর ব্যাংকের হিসাবে তাৎক্ষণিকভাবে টাকা পাঠানো সম্ভবপর হয়েছে। প্রতিটি লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে আলাদা আলাদা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় বিধায় এর নাম 'রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট' ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় দেশের অভ্যন্তরের উচ্চমূল্যের (অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা বা এর অধিক অঙ্কের) স্থানীয় মুদ্রার লেনদেন সম্পাদন করা যায়। ৫৭টি তফসিলি ব্যাংকের ১১,০০০ শাখার মধ্যে ৫৫টি ব্যাংকের ৭,০০০ এর অধিক অনলাইন শাখা এই ব্যবস্থার সাথে বর্তমানে সংযুক্ত রয়েছে। RTGS ব্যবস্থায় এখন কেবলমাত্র দেশীয় মুদ্রায় লেনদেন সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন অতিদ্রুত চালু করা হবে। চার্ট ১২.৮ এ অর্থবছর ১৮-এ RTGS লেনদেনের গতিধারা প্রদর্শন করা হল।

সারণী ১২.২ বাংলাদেশে কার্ড, এটিএম, পিওএস এর সংখ্যা

টার্মিনাল	৩০ জুন ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮	প্রবৃদ্ধি (%)
কার্ড সংখ্যা	১,১৯,৪৩,৬৫০	১,৩৭,৩৪,৬০৫	১৫.০
এটিএম সংখ্যা	৯,২৪৬	৯,৭৪৭	৫.৪
পিওএস সংখ্যা	৩৬,২৮৮	৪১,১৩০	১৩.৩

উৎসঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পেমেন্ট সিস্টেমস্ অপারেটর (পিএসও) এবং পেমেন্ট সার্ভিস প্রভাইডারস্ (পিএসপি)

১২.১১ দেশে ই-কমার্স বা অনলাইন ক্রয়-বিক্রয় ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ফলে এখাতে লেনদেনের পরিমাণও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এধরনের ই-কমার্স বা অনলাইন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত Payment Systems Operator (PSO) প্রতিষ্ঠানসমূহ Payment Gateway ও Payment Aggregator সেবা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাজার চাহিদা বিবেচনায় এরূপ অনলাইন ক্রয়-বিক্রয় বা ই-কমার্স লেনদেন ব্যবস্থাকে সহজ, নিরাপদ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এপর্যন্ত ৫টি অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে PSO কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করেছে। এছাড়াও ২টি অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে E-Wallet সেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে Payment Service Provider (PSP) লাইসেন্স প্রদান করেছে।

আইনি এবং প্রবিধিগত কাঠামো

১২.১২ দেশের অভ্যন্তরে ইলেক্ট্রনিক লেনদেনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কয়েকটি আইনি এবং প্রবিধানিক ব্যবস্থা প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেম্স এর বিদ্যমান আইনি এবং প্রবিধানিক কাঠামোসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- ১১ জানুয়ারি, ২০১০এ প্রকাশিত "বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম্স অপারেটিং রুলস এবং প্রসিডিউরস্"।

- ১০ আগস্ট, ২০১০এ প্রকাশিত হয় " বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক অপারেটিং রুলস্"।
- ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে প্রকাশ করা হয় "গাইডলাইন্স অন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দি ব্যাংকস"। পরবর্তীতে, ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখে নির্দেশিকাটির পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে।
- ১৫ মে, ২০১৪এ প্রকাশিত "বাংলাদেশ পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেম্স রেগুলেশনস্ ২০১৪"।
- ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫এ প্রকাশিত "বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (বিডি-আরটিজিএস) সিস্টেম রুলস্"।

অন্যান্য পেমেন্ট সিস্টেমস্ উদ্যোগ

১২.১৩ দ্রুত ও দক্ষ পেমেন্ট পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম্স ডিপার্টমেন্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে যাতে করে দেশের জন্য আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ, নিরাপদ অবকাঠামো গড়ে তোলা যায়। খসড়া 'পেমেন্ট সিস্টেম্স অ্যাক্ট ২০১৮' বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন সরকারি লেনদেন যেমন, পেরোল, সামাজিক নিরাপত্তা, ভ্যাটের লেনদেন, ট্যাক্স, কাস্টমস ডিউটি, ইত্যাদি অনলাইন ভিত্তিক করার জন্য পিএসডি সরকারের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট

১২.১৪ পেমেন্ট সিস্টেম নজরদারির একটি ধরন হচ্ছে ওভারসাইট। এই বিশেষ কার্যক্রম জাতীয় পরিশোধ অবকাঠামোর নিরাপত্তা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন সাধনে প্রণোদিত করে। বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে সিস্টেম্স, অংশগ্রহণকারী ও ইন্সট্রুমেন্ট পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে পরিশোধ ব্যবস্থা এবং অংশগ্রহণকারীদের হতে নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক ফরম্যাট ভিত্তিক অফ-সাইট ডাটা সংগ্রহপূর্বক সে মোতাবেক সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে। বিভিন্ন বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য মূল্যায়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

১২.১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক শিল্প জোট, সরকারি অফিস এবং ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে। তাছাড়া অংশীদারি প্রতিষ্ঠান যেমন-চেম্বার অব কমার্স, স্টক এক্সচেঞ্জ, বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিঃ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এদের মাঝে ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক জনপ্রিয় করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে। সচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে পিএসডি বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে কয়েকটি সেমিনার, র‍্যালি এবং রোড শো'র আয়োজন করেছে।

১২.১৬ দ্রুত, নিরাপদ ও খরচসাশ্রয়ী অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম্স ইতোমধ্যে সম্ভাবনা প্রমাণ করেছে। বিশেষ করে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, স্টক একচেঞ্জের সদস্য এবং শিল্প জোটের মাঝে কাগজবিহীন ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার লেনদেন অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, এম-কমার্স এবং ই-কমার্স দেশের অর্থনৈতিক সেবার দৃশ্যপটে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছে এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিতে অবদান রেখেছে। প্রান্তিক ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট পদ্ধতি সেবার ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে এনপিএসবি ইতোমধ্যে ব্যবহারিক দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে এবং দেশের ডিজিটাল অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে। আরটিজিএস বাস্তবায়ন দেশের পেমেন্ট সিস্টেমকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছে। ইতোমধ্যেই এ সকল ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সেবা পরিচালনাগত দক্ষতা ও লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে এবং অর্থনৈতিক বাজারের সর্বত্র স্থিরতা ও নমনীয়তা আনয়ন করেছে।

মানব সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

১৩.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, ব্যাংকের সুশাসন এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নসহ পরিচালক পর্ষদের বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রমসমূহ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

পরিচালক পর্ষদে নতুন পরিচালক নিয়োগ

১৩.২ জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ০৫ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখ থেকে পরিচালক পর্ষদের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন। জনাব কাজী ছাইদুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরিচালক পর্ষদের সচিব হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ আংশিক পুনর্গঠিত হয়েছে কিন্তু এখনও পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত হয়নি এবং পরিচালক পর্ষদে ০১ (এক) জন পরিচালক নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছে। অর্থবছর ১৮ এ পরিচালক পর্ষদের মোট ০৮ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাহী কমিটি

১৩.৩ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৭, ১৯৭২) এর ১২(১) ধারা বলে বর্তমানে নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়ঃ

জনাব ফজলে কবির	সভাপতি
জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান	সদস্য
ড. মিসেস রুশিদান ইসলাম রহমান	সদস্য
জনাব আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান	সদস্য

জনাব কাজী ছাইদুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ও নির্বাহী কমিটির সচিব হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অর্থবছর ১৮ এ নির্বাহী কমিটির মোট ০৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পর্ষদের অডিট কমিটি

১৩.৪ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সুশাসনকে শক্তিশালী করার প্রয়াসে আর্থিক প্রতিবেদন, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও কমপায়েন্স এবং অডিট প্রক্রিয়ার বিষয়ে পরিচালক পর্ষদকে সহায়তার জন্য পর্ষদের ০৪ (চার) জন অ-নির্বাহী (নন-এক্সিকিউটিভ) পরিচালক যারা বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা নন, তাঁদের সমন্বয়ে ১২ আগস্ট, ২০০২ সালে পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি গঠিত হয়।

বর্তমানে নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে অডিট কমিটি গঠিত ঃ

জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান	আহ্বায়ক
ড. মিসেস রুশিদান ইসলাম রহমান	সদস্য
ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ	সদস্য
জনাব এ. কে. এম. আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ	সদস্য

জনাব মোঃ নজিবুর রহমান এর স্থলে জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান ৩০ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখ থেকে অডিট কমিটির আহ্বায়ক পদে নিযুক্ত হন। ড. মিসেস রুশিদান ইসলাম রহমান ৩০ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখ থেকে অডিট কমিটির সদস্য পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অর্থবছর ১৮এ পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটির মোট ০৮ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৩.৫ বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট চার্টার অনুসারে ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট (আইএডি) অর্থবছর ১৮-এ ৫৮টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিট (বিভাগ/অফিস/ইউনিট/সেল) চিহ্নিত করে অর্থবছর ১৮-এর জন্য বার্ষিক অডিট প্যান প্রস্তুত করে। তন্মধ্যে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত ১১টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটকে বছরে চারবার, ০৯টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটকে বছরে দুইবার এবং ০৩টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটকে বছরে একবার করে এবং মধ্যম ও নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে

চিহ্নিত ০২টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটকে বছরে দুইবার এবং অন্য ৩৩টি ইউনিট ইউনিটকে বছরে একবার করে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদন গভর্নর এবং পর্ষদের অডিট কমিটি সমীপে উপস্থাপন করা হয়। অর্থবছর ১৮-এ অডিট কমিটির ০৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রহণকৃত, গভর্নর এবং অডিট কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/পরামর্শ বাস্তবায়নের জন্য আইডিএ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষিত ইউনিটগুলোকে জানানো হয়। এসব নির্দেশনা/পরামর্শ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন অডিট কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়।

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম

১৩.৬ গভর্নর, ০৩ জন ডেপুটি গভর্নর, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং সকল নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সমন্বয়ে এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি) গঠিত। এই টিম বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে থাকে। অর্থবছর ১৮-এ এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম এর মোট ০৫ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ

১৩.৭ অর্থবছর ১৮-এ মোট ২৬১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়। অর্থবছর ১৮ এ নতুন নিয়োগ ছিল নিম্নরূপঃ

সহকারী পরিচালক	১৫০ জন
সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	১১ জন
সহকারী পরিচালক (পরিসংখ্যান)	১৯ জন
সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল-সিভিল)	৬ জন
সহকারী পরিচালক (এক্স ক্যাডার-লাইব্রেরি)	২ জন
মেডিকেল অফিসার	৩ জন
সহকারী প্রোগ্রামার	১৯ জন
সহকারী কিপার	১ জন
গাইড	১ জন
কর্মচারী	৪৯ জন
সর্বমোট	**২৬১ জন**

অবসর, স্বেচ্ছা অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যু, বাধ্যতামূলক অবসর, অপসারণ এবং সাময়িক বরখাস্ত

১৩.৮ অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অবসরগ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণ, পদত্যাগ, মৃত্যুবরণ, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, অপসারণ, বরখাস্ত এবং চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

অবসর গ্রহণ	২৩১ জন
স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ	৩ জন
পদত্যাগ	১২ জন
মৃত্যুবরণ	১০ জন
বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান	১ জন
অপসারণ	৪ জন
বরখাস্তকরণ	৬ জন
চাকরিচ্যুত	২ জন
সর্বমোট	**২৬৯ জন**

নতুন পদ সৃষ্টি/পদ অবলুপ্তকরণ

১৩.৯ অর্থবছর ১৮-এ কর্মকর্তা পর্যায়ের ১৯৬টি ও কর্মচারী পর্যায়ের ৫০টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় কর্মকর্তা পর্যায়ের ৫৪টি পদকে পরবর্তী উচ্চতর পদে উন্নীত করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে সমসংখ্যক পূর্ববর্তী নিম্নতর পদকে অবলুপ্ত করা হয়েছে। অর্থবছর ২০১৮ শেষে মঞ্জুরিকৃত পদবল ৮,৭৭০ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৯,০১৬ হয়েছে।

মঞ্জুরিকৃত পদবল ও কর্মরত জনবল

১৩.১০ ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে মঞ্জুরিকৃত পদবল, কর্মরত জনবল ও শূন্যপদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

শ্রেণি	মঞ্জুরিকৃত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদের সংখ্যা
প্রথম শ্রেণি	৫৪৭৭	৩৯২২	১৫৫৫
দ্বিতীয় শ্রেণি	১০৩৪	১৯২	৮৪২
তৃতীয় শ্রেণি	১৮৯০	১৩২৭	৫৬৩
চতুর্থ শ্রেণি	৬১৫	৩০০	৩১৫
মোট	৯০১৬	৫৭৪১	৩২৭৫

অর্থবছর ১৮-এ কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) ৪১৩৪ হতে শতকরা ০.৪৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪১১৪ হয়েছে, অন্যদিকে একই সময়ে কর্মচারীর সংখ্যা (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) ১৫৩০ হতে শতকরা ৬.৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬২৭ হয়েছে। বছর শেষে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যার অনুপাত ছিল প্রায় ২.৫ঃ১। ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে মঞ্জুরিকৃত পদের প্রায় ৩৬.৩ শতাংশ পদ শূন্য ছিল।

পদোন্নতি

১৩.১১ অর্থবছর ১৮-এ ৬৭২ জন কর্মকর্তা এবং ৩১৪ জন কর্মচারী তাদের পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছেন। অর্থবছর ১৮-এ ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তাদের ১৬.৩৩ শতাংশ এবং কর্মচারীদের ১৯.৩০ শতাংশ পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়েছেন।

প্রেষণ/লিয়েন

১৩.১২ ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে ৫৯ জন কর্মকর্তা দেশে এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে কর্মরত ছিলেন। একই সময়ে ১৬ জন কর্মকর্তা চাকরিতে লিয়েন ভোগ করেছেন যার মধ্যে ৪ জন দেশের অভ্যন্তরে এবং ১২ জন বিদেশে কর্মরত ছিলেন।

ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ পুনর্গঠন/নতুন বিভাগ গঠন

১৩.১৩ অর্থবছর ১৮-এ পরিসংখ্যান বিভাগের অধীনে "ফরেন ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এক্সটারনাল ডেট ম্যানেজমেন্ট সেল" নামে একটি সেল এবং "ওএফসিস সার্ভে ইউনিট" নামে একটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশে কার্যরত দুর্বল ও প্রবলেম নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (এনবিএফআই) মনিটর করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগের অধীনে "প্রবলেম অ্যান্ড উইক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন মনিটরিং ইউনিট" নামে একটি ইউনিট গঠন করা হয়।

রিওয়ার্ড অ্যান্ড রিকগনিশন

১৩.১৪ অন্যান্য বছরের ন্যায়, অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ২২ জন ব্যক্তিকে তাঁদের অসাধারণ কর্মসম্পাদনের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ রিকগনিশন এ্যাওয়ার্ড-২০১৫ প্রদান করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫ জনকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বর্ণপদক এবং ১৭ জনকে ৫টি দল হিসেবে রৌপ্যপদক দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। পদকপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাকে গভর্নর মহোদয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত লেটার অব অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পদকপ্রাপ্তদের হাতে পদক তুলে দেয়া হয়।

১৩.১৫ এছাড়াও, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ ড. আজিজুর রহমান খান এবং ড. মাহবুব হোসেন (মরণোত্তর) কে যৌথভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক এ্যাওয়ার্ড-২০১৭ প্রদান করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে ১টি করে স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেস্ট ও নগদ ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের পদক হস্তান্তর করেন।

কল্যাণমূলক কার্যাবলী এবং বৃত্তি অনুমোদন

১৩.১৬ অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হতে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের ৪.৯৭ মিলিয়ন টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে ০.১০ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়, মসজিদ, ক্লাব, ডে-কেয়ার সেন্টার এবং মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ পরিষদসমূহের বিনোদন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১০০.৩৪ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন

১৩.১৭ অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫১৮ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কোর্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ৪০ জন

কর্মকর্তাকে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেষণ/বৈদেশিক শিক্ষা ছুটির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন

১৩.১৮ অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ২৪৩ জন কর্মকর্তা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (বিবিটিএ ব্যতীত) কোর্স/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ১৫ জন কর্মকর্তাকে দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (বিবিটিএ) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার

১৩.১৯ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (বিবিটিএ) একটি বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরও আধুনিক জ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য গুণগত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ছাড়াও, বিবিটিএ জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য সময়োপযোগী বিভিন্ন ধরনের সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। বিবিটিএ নিজস্ব অনুষদ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং সম্পর্কিত পরিবর্তিত বিবিধ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জ্ঞান আহরণের দ্বারা তাদেরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশের উন্নততর ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষিত কর্মীদের সহায়তায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অর্থবছর ১৮-এ বিবিটিএ মোট ১৮৮ টি প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা এবং সেমিনার আয়োজন করে, যার মধ্যে ১৩৮টি বিবিটিএ তার নিজ প্রাঙ্গণে এবং বাকি ৫০টি বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসে আয়োজন করে। এসব কোর্সে সর্বমোট ৮৪৬১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। অর্থবছর ১৮-এ বিবিটিএ কর্তৃক পরিচালিত কোর্সসমূহ সারণী ১৩.১ এ উপস্থাপন করা হল।

সারণী ১৩.১ অর্থবছর ১৮-এ বিবিটিএ'তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার এর বিবরণী

ক্রমিক নং	বিষয়	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২	৩	৪
ক।	**বুনিয়াদি কোর্স**	**৪**	**২০৩**
১)	বুনিয়াদি কোর্স (এডি-বিশেষায়িত)	১	৩৬
২)	বুনিয়াদি কোর্স (অফিসার)-৬ষ্ঠ ব্যাচ	১	৬১
৩)	বুনিয়াদি কোর্স (অফিসার)-৭ম ব্যাচ	১	৬০
৪)	বুনিয়াদি কোর্স (অফিসার)-৮ম ব্যাচ	১	৪৬
খ।	**অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স**	**১৬৯**	**৭৩১৬**
i)	**বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য**	**১০০**	**৩৫৩৯**
১)	অডিট চেকলিস্ট অব গাইডলাইনস অন আইসিটি সিকিউরিটি ফর ব্যাংকস অ্যান্ড এনবিএফআই'স	১	৩১
২)	ব্যাংকিং ল'জ অ্যান্ড রেগুলেশন	২	৭৬
৩)	বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্ট্রানেট সিস্টেম	১	১৯
৪)	বেসিক এইচ/ডব্লিউ অ্যান্ড এস/ডব্লিউ ট্রাবলশুটিং	২	৪২
৫)	বিজনেস এটিকেট অ্যান্ড পারসোনাল গ্রুমিং	৩	৮০
৬)	কোর ব্যাংকিং সফ্টওয়্যার অব বিবি	২	৩২
৭)	কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট, পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ ইন বাংলাদেশ	১	২৮
৮)	ডাটা অ্যানালাইসিস ইউজিং এমএস অফিস	২	৩৭
৯)	আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম	১	২৭
১০)	ইআরপি-এইচআর মডিউল	১	১৭
১১)	ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যান্ড সাসটেইনেবল ফাইন্যান্সিং	১	৩০
১২)	ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যানালাইসিস	১	৩০
১৩)	ফাইন্যান্সিং এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট	২	৪৫
১৪)	ফরেন এক্সচেঞ্জ ইন্সপেকশন	২	৫০
১৫)	ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ফরেন ট্রেড	১	২৪
১৬)	জেনারেল কম্পিটেন্সিস অব অন-সাইট ইন্সপেক্টর	১	২৭
১৭)	আইসিটি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	৩	৮৬
১৮)	ইন-সার্ভিস ট্রেনিং	১	২৮
১৯)	ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিস	২	৪৭
২০)	আইটি অডিটিং	১	২৮
২১)	আইটি সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস	৪৩	২০৪২
২২)	লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট	১	২৫
২৩)	মাইক্রো ফাইন্যান্সিং	১	২৮
২৪)	মনিটারি পলিসি ফরমুলেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেনটেশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ ব্যাংক	২	৫৯

২৫)	অনলাইন মনিটরিং থ্রো আইএসএস, ইডিডব্লিউ	২	৫৩
২৬)	পলিসি ডায়ালগ টু ইমপ্রুভ সুপারভাইজরি টুলস্ অ্যান্ড টেকনিকস্	১	৩৩
২৭)	প্রেজেনটেশন স্কিল ফর এনহ্যান্সিং ম্যানেজারিয়াল পারফরমেন্স	২	৫৯
২৮)	প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইন বিবি	১	২৬
২৯)	পাবলিক ডেট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডেট সিকিউরিটিজ মার্কেট ইন বাংলাদেশ	১	২৯
৩০)	রিসার্চ মেথোডলজি অ্যান্ড ডেটা অ্যানালাইসিস	১	২৩
৩১)	সেফটি, সিকিউরিটি অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট	১	৩৩
৩২)	এসএমইস ফাইন্যান্সিংঃ পলিসিস অ্যান্ড স্ট্রাটেজিস অ্যান্ড ওম্যান এন্ট্রারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট	১	২৩
৩৩)	টেকনিকস অব ব্যাংক অ্যান্ড এনবিএফআই ইন্সপেকশন অ্যান্ড রিপোর্ট রাইটিং	১	২২
৩৪)	টিওটি অন ব্যাসেল-৩	১	৩৩
৩৫)	ট্রেড বেসড মানি লন্ডারিং	১	৩১
৩৬)	ট্রেনিং কোর্স অন ইআরপি-এমএম মডিউল	১	২৪
৩৭)	ইউসিপি-৬০০ অ্যান্ড আদার ইমপর্টেন্ট আইসিসি পাবলিকেশন্স	৩	৭৭
৩৮)	আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অব ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অব ব্যাংক	৩	৮৬
৩৯)	আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইকোনমিক ইনডিকেটরস্	২	৪৯
ii)	**তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য**	**৬৯**	**৩৭৭৭**
১)	ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি ফর ব্যাংকস একোর্ডিং টু ব্যাসেল-৩	১	২৬
২)	সিআইবি বিজনেস রুলস এবং অনলাইন সিস্টেমস	৬	৫৪০
৩)	ক্লাসিফিকেশন, প্রভিশনিং অ্যান্ড রিশিডিউলিং অব লোনস	৮	৩৭৫
৪)	ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	২	৫৩
৫)	কাস্টমার সার্ভিসেস ইন ব্যাংকস	১	৩৩
৬)	ডিটেকশন, ডিসপোজাল অব ফোর্জড অ্যান্ড মিউটিলেটেড নোটস্ অ্যান্ড ম্যাল প্র্যাকটিস ইন ব্যাংকস	৫	৩৬৫
৭)	এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড গ্রিন ফাইন্যান্সিং	১	২৬
৮)	ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এক্সটারনাল ডেট রিপোর্টিং	৩	৯৩
৯)	ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ফরেন ট্রেড	৩	১২০
১০)	ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন রিপোর্টিং	৬	২৩৩
১১)	গুড গভর্নেন্স ইন ব্যাংকস অ্যান্ড এনবিএফআই'স	১	২৮
১২)	গাইডলাইন অন আইসিটি সিকিউরিটি ফর ব্যাংকস অ্যান্ড এনবিএফআই'স	৪	১২৮
১৩)	ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম (আইএসএস) রিপোর্টিং	৬	৫২২
১৪)	ইন্টারনাল অডিট অ্যান্ড কন্ট্রোল	১	২৫
১৫)	মানি অ্যান্ড ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিং	৪	১৫৫
১৬)	প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যান্ড টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং	৭	২৫২
১৭)	রিপোর্টিং সিস্টেম অব ই-কমার্স অ্যান্ড ই-ব্যাংকিং	৫	২০৩
১৮)	এসএমই কাস্টমার অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড বিজনেস প্ল্যান অ্যানালাইসিস	১	৩২
১৯)	ট্রেনিং কোর্স অন এএমএল/সিএফটি	৪	৫৬৮
গ।	**কর্মশালা/সেমিনার/লেকচার সেশন**	**১৪**	**৯১৫**
১)	সেন্ট্রাল ব্যাংকিংঃ প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার চ্যালেঞ্জেস	১	২৯
২)	কারেন্ট পেমেন্ট সিস্টেমস্ ইন বাংলাদেশ-অ্যান ওভারভিউ	১	৮৭
৩)	ডিটেকশন, ডিসপোজাল অব ফোর্জড অ্যান্ড মিউটিলেটেড নোটস্	১	৩১
৪)	ইমার্জিং থ্রেটস্ ইন আইটি সিকিউরিটি ইন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর অ্যান্ড কন্ট্রোল মিজারস্	১	১১০
৫)	ফায়ার প্রিভেনশন, এক্সটিংশন অ্যান্ড সেফটি মিজারস্	১	১৭৯
৬)	ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড অ্যান্টিকরাপশন ইন ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর	২	২৪২
৭)	কী অ্যাক্টিভিটিজ অ্যান্ড কারেন্ট ইস্যুজ অব বাংলাদেশ ব্যাংক	৩	৮৩
৮)	লেকচার সেশন অন মনিটারি পলিসি	১	৪৭
৯)	ওয়ার্কশপ অন এসডিজি	১	৩৮
১০)	ওয়ার্কশপ অন ইনোভেটিভ আইডিয়া	১	৩৭
১১)	ওয়ার্কশপ অন ইমপ্লিমেনটেশন অব দি পোর্টাল ডেভেলপড্ ফর সেভিং সার্টিফিকেট রিইমবার্সমেন্ট সেকশন	১	৩২
ঘ।	**আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স/সেমিনার**	**১**	**২৭**
১)	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং কোর্স অন "এগ্রিকালচারাল ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট" জয়েন্টলি অর্গানাইজড্ বাই বিবিটিএ, সিকট্যাব (ইন্ডিয়া) অ্যান্ড মিল্ক ভিটা	১	২৭
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	**১৮৮**	**৮৪৬১**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি।

ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)

১৩.২০ বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক "ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট-এফএসএসপি" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল ০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২১। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৩৫০ মিলিয়ন মাঃ ডঃ যার মধ্যে আইডিএ-এর অর্থায়ন ৩০০ মিলিয়ন মাঃ ডঃ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ৫০ মিলিয়ন মাঃ ডঃ। জুন ২০১৮ পর্যন্ত আইডিএ থেকে পাওয়া গেছে

২৬৩.৩ মিলিয়ন মাঃ ডঃ যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৫১.৫ মিলিয়ন মাঃ ডঃ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন হয়েছে ২৩.৯ মিলিয়ন মাঃ ডঃ।

১৩.২১ প্রকল্পটি এর মেয়াদকালে ৩টি প্রধান কম্পোনেন্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। কম্পোনেন্টগুলো হল- (ক) আর্থিক বাজারের অবকাঠামোকে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অনুরূপ পর্যায়ে উন্নীতকরণ, (খ) ব্যাংকিং খাতে তত্ত্বাবধান ও প্রবিধির আন্তর্জাতিক মান পরিপালনের নিমিত্তে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং (গ) আর্থিক বাজার উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বাজার খাতে অনুঘটন/উদ্দীপনা সরবরাহকরণ। সুনির্দিষ্টভাবে কম্পোনেন্টগুলোর উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

১৩.২২ এ কম্পোনেন্টের লক্ষ্য হল বাংলাদেশের আর্থিক তথ্য-প্রযুক্তি খাত আরো জোরদারকরণ, যথা (ক) পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ; বিশেষত সরকারি পরিশোধ ব্যবস্থা, (খ) ঋণ তথ্য ব্যুরোর সরবরাহকৃত তথ্যের মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র-ঋণ তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে ঋণ তথ্য ব্যুরোর আওতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন, (গ) বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নততর আর্থিক বাজারের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ প্যাটফর্ম নিশ্চিতকরণ। এছাড়াও নতুন প্রযুক্তি ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম আত্মীকরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত এ কম্পোনেন্টের আওতায় ০৩ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দান এবং তিনটি ডাটা সেন্টার নির্মাণের জন্য ০৪টি আইটি প্যাকেজ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি ডাটা সেন্টার এবং একটি নিয়ার ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যা সীমিতভাবে অপারেশনাল রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে একটি ডিজাস্টার রিকভারি সাইট (ডিআরএস) স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

১৩.২৩ ব্যাংকিং প্রবিধি ও তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন ও প্রশিক্ষণসহ বিশদ ঝুঁকি-ভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতির উন্নয়ন ও আত্মীকরণে প্রকল্পটি কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। বর্তমানে ব্যাংকিং সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য বিধি নির্ভর তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। ঝুঁকি-ভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি এ প্রক্রিয়াকে আরো পূর্বাভাসমূলক করে তুলবে। প্রকল্পের এই কম্পোনেন্টটি বাংলাদেশ ব্যাংককে বিধি নির্ভর তত্ত্বাবধান পদ্ধতির পরিবর্তে ঝুঁকি-ভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ব্যাংকিং সিস্টেম নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে। ভবিষ্যতে প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন্স পুনঃনিরীক্ষণ ও শক্তিশালীকরণে এবং সিস্টেম গঠনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের উপদেষ্টা/ পরামর্শক/ প্রতিষ্ঠান এর নিয়োগদানের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় রেসিডেন্ট ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল স্পেশালিস্ট তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন।

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান

১৩.২৪ বর্তমান আর্থিক বাজার কাঠামোর অন্যতম ঘাটতি হচ্ছে দেশের উৎপাদন খাতের চাহিদা পূরণ করার জন্য অপর্যাপ্ত দীর্ঘমেয়াদি তহবিল। ফলে, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ এর অর্থায়ন চাহিদা পূরণ হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমেয়াদি তহবিল দ্বারা যা ব্যাংক এবং বিনিয়োগকারী উভয়ের ক্ষেত্রে ঋণমেয়াদের অসামঞ্জস্যতা তৈরি করছে। উৎপাদনশীল খাতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জন এবং সামাজিক ও

পরিবেশগত আন্তর্জাতিক মান অনুসরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণের চাহিদা রয়েছে। প্রকল্পের অন্যতম প্রধান এই কম্পোনেন্টের আওতায় অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (পিএফআই) মাধ্যমে নির্ধারিত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে উৎপাদনশীল খাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হবে। উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ব্যবসা স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং/অথবা আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য এ সুবিধা পাওয়া যাবে। পিএফআইসমূহ এবং ঋণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৩১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পিএফআই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ২২৮.৯ মিলিয়ন মাঃ ডঃ এর ঋণ আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে যার মধ্যে ১৬৩.৪ মিলিয়ন মাঃ ডঃ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, একজন এনভায়রনমেন্টাল রেগুলেশন্স কমপ্লায়েন্স বিশেষজ্ঞ (ন্যাশনাল) এবং একজন দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প অর্থায়ন পরামর্শক দায়িত্ব পালন করছেন।

১৩.২৫ প্রকল্পের সফল ও যথাযথ বাস্তবায়নান্তে দেশের আর্থিক বাজারের তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো জোরদার, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার অধিকতর উন্নয়ন এবং উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

১৩.২৬ অর্থবছর ১৮-এ ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (আইএসডিডি) বিদ্যমান ব্যবহারিক সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে তার নিয়মিত সফ্টওয়্যার উন্নয়ন এবং তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পাশাপাশি আইটি সংক্রান্ত ক্রয় কার্যক্রম এবং নিরাপত্তা পণ্য ও বিন্যাস, ইমেইলের নিরাপত্তা বাড়ানো, শাখা অফিসসমূহের সার্ভার রুমে ইউপিএস ও স্যুইচ স্থাপন, ডাটা সেন্টার প্যাকেজের জন্য পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা, নেটওয়ার্ক প্যাকেজ, গুদামজাতকরণ এবং সার্ভার প্যাকেজসমূহ ইত্যাদির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

আইসিটি স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়ন

১৩.২৭ অর্থবছর ১৮-এ আইএসডিডি বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিটি স্ট্র্যাটেজি ২০১৭-২০২১ অনুযায়ী বিভিন্ন আইসিটি স্ট্রাটেজি বাস্তবায়ন করেছে।

আইটি সিকিউরিটি এবং সচেতনতা তৈরি

১৩.২৮ উপশম পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অধিক নিরাপদ আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বেশ কিছু আইটি নিরাপত্তা বিষয়ক যন্ত্রাদি ও প্রযুক্তি বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, আইটি নিরাপত্তা ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগের সহায়তায় কর্মকর্তাদের মধ্যে আইটি নিরাপত্তাজনিত সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এটি অব্যাহত রয়েছে।

আইসিটি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ

১৩.২৯ এফএসএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে ডেটা সেন্টার (ডিসি) এবং ডিজাস্টার রিকভারি (ডিআর)-এর পরিমার্জন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। নিকটবর্তী ডেটা সেন্টার (এনডিসি) এবং ডিজাস্টার রিকভারি সাইট (ডিআরএস) /দূরবর্তী ডেটা সেন্টার (এফডিএস) এর সংস্কার/ পুনর্গঠন কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছে। ইতোমধ্যে, ডেটা সেন্টার (ডিসি)-র প্রায় ৯৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এনডিসি, ডিআরএস এর পুনর্নির্মাণ কাজের প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং আইসিটি সিস্টেমের মাইগ্রেশন কাজ চলমান রয়েছে।

ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট

১৩.৩০ অর্থবছর ১৮-এ ইনফরমেশন সিস্টেমস্ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সারণী ১৩.২ এ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

সারণী ১৩.২ অর্থবছর ১৮-এ সম্পাদিত ইনফরমেশন সিস্টেমস্ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কাজ

নং	সফ্‌টওয়্যার/ ইনফরমেশন সিস্টেম এর নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	২	৩
১.	আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট সিস্টেম (ইউবিএসপি)	এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই)-এর মাধ্যমে বেসরকারি ভবনসমূহের নিরাপত্তার জন্য ঋণ অর্থায়ন এবং সরকারি ভবনসমূহের নিরাপত্তার উন্নয়নের মাধ্যমে শহরাঞ্চলের ভবনসমূহের নিরাপত্তা জোরদার করার মাধ্যমে শহরাঞ্চলে সামাজিক দুর্বলতা থেকে উত্তরণে অবদান রাখা। স্বীকৃত পিএফআইগুলোর মাধ্যমে তৈরি পোশাক কারখানা ও ব্যক্তিগত ভবনসমূহ শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে স্বল্প থেকে দীর্ঘ-মেয়াদি ঋণ প্রদানের জন্য এটি একটি দুই ধাপের অন-লেন্ডিং ঋণ (টিএসএল) প্রকল্প। বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)- কে তথা সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় (এমও এফ)-কে জাইকা জাপানিজ ইয়েন (জেপিওয়াই)-এর মাধ্যমে এই ঋণের তহবিল প্রদান করে থাকে। এই সফ্‌টওয়্যারে প্রকল্পটির আবেদন, মঞ্জুর এবং বিতরণের পাশাপাশি অনুমোদন, তফসিল প্রস্তুতকরণ, পরিশোধ প্রক্রিয়া, প্রভিশন হিসাবায়নের তথ্য সংরক্ষণের সুবিধা এবং চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরির সুবিধা রয়েছে।
২.	ই-রিফাইন্যান্স সিস্টেম অব বাংলাদেশ ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিনান্সিয়্যাল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায়) ব্যবস্থাপনার জন্য প্রজেক্ট অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমটি ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে যে কোনো সময়কালের জন্য অ্যাকটিভিটিস অনুযায়ী বাজেট এবং চুক্তিভিত্তিক খরচ হিসাবায়নের উপায় রয়েছে। এই সফ্‌টওয়্যারটি ব্যবহার করে ভ্যাট এবং এআইটি খুব সহজেই হিসাব করা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের তথ্য এই সিস্টেমে সংযোজন করা হয়েছে। গত বছর নতুন তিনটি স্কিম যুক্ত করা হয়েছে যেমন-(১) এসএমইডিপি২, (২) এসএমএপি, এবং (৩) জিটিএফ। আমরা বিভিন্ন মডিউলের জন্য নিম্নবর্ণিত সংযোজনগুলো করেছিঃ গৃহায়ন তহবিলঃ গৃহায়ন তহবিলের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ৩০ জুন ১৭ থেকে সক্রিয় ঋণগুলো এন্ট্রি হচ্ছে এবং তথ্য এন্ট্রি ও প্রতিবেদন তৈরির জন্য আইএসডিডি কর্তৃক প্রয়োজনীয় সকল পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। এলটিএফএফঃ এই মডিউল-টি দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রকল্প সংক্রান্ত তহবিল ব্যবস্থাপনার সকল তথ্য রাখে এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি করে। এসএমইডিপি২ঃ এই মডিউল-টি এসএমইডিপি২ প্রকল্প সংক্রান্ত তহবিল ব্যবস্থাপনার সকল তথ্য রাখে এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি করে।

		এসএমএপিঃ এই মডিউল-টি স্মল অ্যান্ড মার্জিনালাইজ্ড ফার্ম-সাইজ্ড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ডাইভারসিফিকেশন ফাইন্যান্সিং প্রকল্প সংক্রান্ত তহবিল ব্যবস্থাপনার সকল তথ্য রাখে এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি করে। জিটিএফঃ এই মডিউল-টি গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড প্রকল্প সংক্রান্ত তহবিল ব্যবস্থাপনার সকল তথ্য রাখে এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি করে।
৩.	এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (ইডিডব্লিউ) ওয়েব পোর্টাল	অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ স্টেকহোল্ডারদের জন্য ইডিডব্লিউ ওয়েব পোর্টালে নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে হালনাগাদ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- একটি বিশুদ্ধ নতুন রূপ এবং অনুভূতি, ইউজার বান্ধব পুনঃসজ্জিত ইউআই এবং ব্যবসায় ব্যবহারকারীর দিকে থেকে ব্যবস্থাপনায় যোগ্যতা। বিভিন্ন বিভাগের নতুন নতুন চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন তথ্য উপাদান যুক্ত করা হয়েছে এবং এভাবে নতুন চিত্রায়ন, প্রতিবেদন এবং ড্যাশবোর্ড সজ্জিত করা হয়েছে। সামনের দিনগুলোর জন্য দুটি চ্যালেঞ্জ হলো ওবিইউ (অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট) এবং ওএফসিস (আদার ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন)-এর তথ্যসমূহ, যার উপর কাজ চলমান রয়েছে। আইএসএমডি-র চাহিদা মোতাবেক ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম (আইএসএস)-এর পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪.	অন্যান্য নতুন সেবাসমূহ যুক্ত করার জন্য "ব্যাংকিং ইনফরমেশন" নামক মোবাইল অ্যাপস	বাংলাদেশের গণমানুষের সুবিধার্থে উদ্ভাবনী ধারণার অংশ হিসেবে 'ব্যাংকিং তথ্য' নামক একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি এতে নতুন দুটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে যেমন (ক) এজেন্ট ব্যাংকিং ইনফরমেশন, এবং (খ) প্রাইজবন্ড রেজাল্ট অনুসন্ধান সুবিধা।
৫.	ভাউচার প্রসেসিং সিস্টেম	ওয়েব ভিত্তিক এই সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট নিয়মিতভাবে বহুমাত্রিক ব্যবহারকারী থেকে বিভিন্ন ধরনের ভাউচার প্রসেস করছে।

উৎসঃ ইনফরমেশন সিস্টেম্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব

১৪.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থবছর ১৮ এর আর্থিক পরিচালনার ফলাফল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (আইএএসবি) কর্তৃক অনুমোদিত ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদনের কার্যনির্বাহী সারসংক্ষেপ (এসপিসিবিএল ব্যতীত) নিম্নরূপ।

আয়

১৪.২ ব্যাংকের মোট পরিচালন আয় (বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যতীত) অর্থবছর ১৭ এর ৩৯.২১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৪.৫৪ বিলিয়ন টাকা (৩৭.০৮ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৮এ ৫৩.৭৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে ব্যাংকের মোট পরিচালন মুনাফা বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নসহ বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৩৩.৮২ বিলিয়ন টাকা (৩১.১২ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ১৪২.৪৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। আয়ের উৎস সারণী ১৪.১এ দেখানো হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়

১৪.৩ বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগের উপর ভার আরোপিত সুদের হারের সামগ্রিক বৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১৮এ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় অর্থবছর ১৭ এর ২৮.১৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৫.১৮ বিলিয়ন টাকা (৫৩.৯৪ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩.৩২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে আয়

১৪.৪ অর্থবছর ১৮এ স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় অর্থবছর ১৭ এর ১১.০৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৬৪ বিলিয়ন টাকা (৫.৭৮ শতাংশ) হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৮এ ১০.৪৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এর অন্যতম কারণ মূলতঃ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম হতে অর্জিত সুদ আয় হ্রাস।

সারণী ১৪.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৭
পরিচালন আয়		
ক. বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়	**৪৩.৩২**	**২৮.১৪**
সুদ আয়	৪৩.০৬	২৭.৪৯
কমিশন ও বাট্টা	০.২৬	০.৬৫
খ. অভ্যন্তরীণ মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়	**১০.৪৩**	**১১.০৭**
সুদ আয়	৯.১৮	১০.০৯
কমিশন ও বাট্টা	০.৭২	০.৭৭
ডিভিডেন্ড ও অন্যান্য	০.৩০	০.১৫
অন্যান্য আয়	০.২৩	০.০৬
মোটঃ (ক+খ)	**৫৩.৭৫**	**৩৯.২১**
গ. বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/(ক্ষতি)	**৮৮.৭৩**	**৬৯.৪৫**
উসুলকৃত লাভ (ক্ষতি)	২.০০	০.৯৫
অনুসুলকৃত লাভ (ক্ষতি)	৮৬.৭৩	৬৮.৫০
মোটঃ (ক+খ+গ)	**১৪২.৪৮**	**১০৮.৬৬**

উৎস ঃ অ্যাকাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১৪.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৭
ক. আর্থিক খরচ	**১৪.৫৭**	**১৫.৬২**
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত ব্যয়	**২.৩৪**	**১.০৯**
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদ	২.১৭	০.৮৬
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়	০.২২	০.২৩
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত ব্যয়	**১২.২৩**	**১৪.৫৩**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদ	৫.৬১	৯.৪৪
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়	৬.৬২	৫.০৯
খ. অন্যান্য খরচ	**৩১.২৬**	**১৮.১৭**
নোট মুদ্রণ	৪.২৮	৪.৩১
সাধারণ এবং প্রশাসনিক খরচ	২৬.৯৮	১৩.৮৬
মোট ব্যয় (ক+খ)	**৪৫.৮৩**	**৩৩.৭৯**

উৎস ঃ অ্যাকাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়

১৪.৫ অর্থবছর ১৮এ বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নে ব্যাংক ৮৮.৭৩ বিলিয়ন টাকা মুনাফা করেছে। বৈদেশিক মুদ্রার দক্ষ ব্যবস্থাপনাই মূলত এই বর্ধিত মুনাফার কারণ।

ব্যয়

১৪.৬ অর্থবছর ১৮এ ব্যাংকের মোট ব্যয় অর্থবছর ১৭ এর ৩৩.৭৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১২.০৪ বিলিয়ন টাকা (৩৫.৬৩ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫.৮৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংক অবসরজনিত সুবিধাবাবদ ১০.৬০ বিলিয়ন টাকা প্রভিশন রেখেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের বিপরীতে প্রদত্ত সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যয়ের খাতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ সারণী ১৪.২এ দেখানো হলোঃ

আর্থিক ব্যয়

১৪.৭ অর্থবছর ১৮এ আর্থিক ব্যয় অর্থবছর ১৭ এর ১৫.৬২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.০৫ বিলিয়ন (৬.৭২ শতাংশ) টাকা হ্রাস পেয়ে ১৪.৫৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলত স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদের পরিমাণ হ্রাসের কারণে এই ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

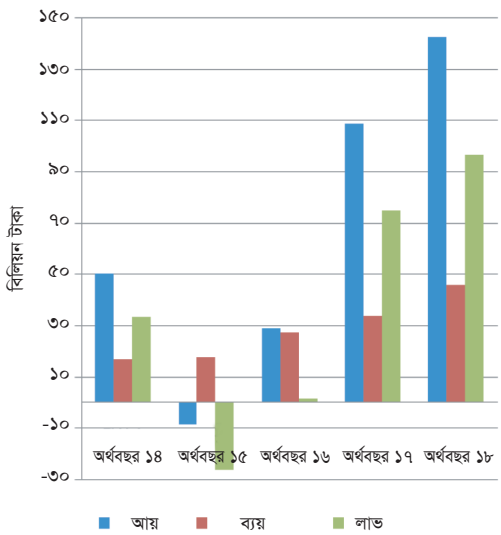
অন্যান্য ব্যয়

১৪.৮ অর্থবছর ১৮ এর অন্যান্য ব্যয় অর্থবছর ১৭ এর ১৮.১৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৩.০৯ বিলিয়ন (৭২.০৪ শতাংশ) টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩১.২৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলত আইএফআরএস অনুযায়ী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রদত্ত সুবিধা এবং ইমপেয়ারমেন্ট ক্ষতির জন্য রক্ষিত প্রভিশন সংরক্ষণের ফলে এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুনাফা

১৪.৯ অর্থবছর ১৮এ ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা (বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যতীত) ৭.৯২ বিলিয়ন টাকা যা অর্থবছর ১৭এ ছিল ৫.৪২ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ১৮এ ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা (বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি সহ) ৯৬.৬৫ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৭৪.৮৭ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়, ব্যয় এবং মুনাফা ছক ১৪.১এ দেখানো হয়েছে।

চার্ট ১৪.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়, ব্যয় ও মুনাফার গতিধারা



উৎস ঃ অ্যাকাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অন্যান্য সামগ্রিক আয়

১৪.১০ আলোচ্য অর্থবছরে ব্যাংক স্বর্ণ, রৌপ্য, আর্থিক সম্পদ এবং সম্পত্তি স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি পুনর্মূল্যায়ন বাবদ ১২.৬২ বিলিয়ন টাকা লোকসান করেছে। এ পুনর্মূল্যায়নজনিত ক্ষতি অন্যান্য সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে আর্থিক সম্পদের মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে এই ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে।

মুনাফা আবণ্টন

১৪.১১ মোট মুনাফা ৭.৯২ বিলিয়ন টাকা হতে ০.৫৫ বিলিয়ন টাকা বিধিবদ্ধ তহবিল, ০.১০ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল এবং ০.৩৮ বিলিয়ন টাকা সম্পদ নবায়ন ও প্রতিস্থাপন তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে।

সরকারের নিকট হতে পাওনার বিপরীতে সমন্বয় করা হয়েছে ০.০১ বিলিয়ন টাকা। আলোচ্য সমন্বয়ের পর ৬.৮৯ বিলিয়ন টাকা সরকারের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে যা অর্থবছর ১৭ এর তুলনায় ২.৩৮ বিলিয়ন টাকা বেশি।

ব্যাংকিং ও ইস্যু বিভাগের সমন্বিত স্থিতিপত্র

সম্পদ

১৪.১২ রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১৮এ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ১৭ এর ২,৮১৯.৬৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫২.০৩ বিলিয়ন (১.৮৫ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ২,৮৭১.৭২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১৪.১৩ বিভিন্ন প্রকারে সরকারকে প্রদত্ত ঋণ এবং অন্যান্য স্থানীয় আর্থিক সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অর্থবছর ১৮এ স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ১৭ এর ২৬৬.৬৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮৯.৯৪ বিলিয়ন টাকা (৩৩.৭৩ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫৩.৫৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১৪.১৪ অর্থবছর ১৮এ ব্যাংকের অ-আর্থিক সম্পদ ১.৮৯ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ৪০.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

দায়

১৪.১৫ বাংলাদেশ ব্যাংকে মূলতঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈদেশিক মুদ্রায় জমার পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১৮এ বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায় অর্থবছর ১৭ এর ৪০৩.৬৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫১.৮০ বিলিয়ন (১২.৩৮ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫৫.৪৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১৪.১৬ মুদ্রা প্রচারণ বৃদ্ধি এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় মুদ্রায় বাংলাদেশ ব্যাংকে জমার পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১৮এ স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায় অর্থবছর ১৭ এর ২,৫১৯.৫০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮.৮৫ বিলিয়ন (০.৩৫ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫২৮.৩৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

প্রচারণকৃত নোট

১৪.১৭ অর্থবছর ১৮এ মুদ্রার প্রচারণ অর্থবছর ১৭ এর ১,৪৯৭.২৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৬.৮৪ বিলিয়ন (২.৪৬ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ১,৫৩৪.১৩ বিলিয়ন টাকা হয়েছে। মুদ্রা প্রচারণজনিত দায়ের (১,৫৩৪.১৩ বিলিয়ন টাকা) বিপরীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ৭.৯৭ বিলিয়ন, অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা ১,৪৭০.০০ বিলিয়ন (বাংলাদেশের বাহিরে সংরক্ষিত), সরকারি সিকিউরিটিজ ২১.৩১ বিলিয়ন, বাংলাদেশি মুদ্রা ৪.৯৭ বিলিয়ন এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ ২৯.৮৮ বিলিয়ন টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

ইক্যুইটি (Equity)

১৪.১৮ ব্যাংকের মোট ইক্যুইটি অর্থবছর ১৮এ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২০৫.০৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৭৯.৪৪ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৮৪.৫০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের ইক্যুইটির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক. ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ০.০৩ বিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

খ. অর্থবছর ১৮এ সংরক্ষিত মুনাফা অর্থবছর ১৭ এর ৪.৯৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৯৭ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৯০ বিলিয়ন টাকা হয়েছে।

গ. অর্থবছর ১৮এ পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি অর্থবছর ১৭ এর ১২৬.৮০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৭৪.৫৪ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১.৩৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ঘ. অর্থবছর ১৮এ কারেন্সি ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ অর্থবছর ১৭ এর ২৬.৭৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৭৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ঙ. শিল্প ঋণ তহবিল থেকে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প পুনঃঅর্থায়ন তহবিলে অর্থ স্থানান্তরের ফলে অর্থবছর ১৮এ বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহের স্থিতি অর্থবছর ১৭ এর ১৬.৬৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৯৫ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১৫.৭২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

চ. অ-বিধিবদ্ধ তহবিল ১৪.১৫ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.৬৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ছ. অন্যান্য তহবিল ১১.৪৭ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১১.৮৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

জ. সাধারণ সঞ্চিতি ৪.২৫ বিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ

১৪.১৯ অর্থবছর ১৮এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অর্থবছর ১৭ এর ২,৬৯৯.৪৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫৮.৫৯ বিলিয়ন (২.১৭ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ২,৭৫৮.০৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

একীভূতকরণ

১৪.২০ আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিবিএল) এর হিসাব ব্যাংকের হিসাবের সাথে একীভূত করা হয়েছে।

নিরীক্ষক

১৪.২১ অর্থবছর ১৮এ বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা মানদণ্ড (আইএসএ) অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান সাইফুল সামসুল আলম অ্যান্ড কোম্পানি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস বাংলাদেশ, এবং একনাবিন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস বাংলাদেশ, কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদন ও আর্থিক বিবরণী

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের

স্বতন্ত্র নিরীক্ষা প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন

মতামত

আমরা এতদ্সঙ্গে সংযোজিত বাংলাদেশ ব্যাংক ("ব্যাংক") এবং এর সাবসিডিয়ারির ("গ্রুপ") ৩০ জুন ২০১৮ তারিখের পৃথক ও একীভূত স্থিতিপত্র (একত্রে একে "আর্থিক বিবরণী" নামে অভিহিত করা হয়েছে), সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত বছরের আয়-ব্যয় বিবরণী, অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণী, ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণী ও নগদ তহবিল প্রবাহের বিবরণী এবং তাৎপর্যপূর্ণ হিসাবনীতিসমূহের টীকাসহ সকল আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা করেছি।

আমাদের মতে, ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে সার্বিক বিবেচনায় গ্রুপ ও ব্যাংকের আর্থিক ফলাফল স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও নগদ তহবিলের প্রবাহ ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে যা নোট-২.০১ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মতামতের ভিত্তি

আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা মানদণ্ড (আইএসএ) অনুযায়ী আমরা নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করেছি। পৃথক ও একীভূত স্থিতিপত্রে নিরীক্ষকদের দায়-দায়িত্ব অংশে উক্ত মানদণ্ড অনুযায়ী আমাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আরও বর্ণনা রয়েছে। আর্থিক বিবরণীর নিরীক্ষা সম্পর্কিত নৈতিক মানদণ্ড অনুযায়ী আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং গ্রুপ হতে স্বাধীন। তাছাড়া, আমাদের অন্যান্য নৈতিক দায়-দায়িত্বও এ মানদণ্ড অনুযায়ী পরিপালন করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি মতামত প্রদানের জন্য আমাদের নিরীক্ষা প্রমাণাদি যথেষ্ট এবং যথোপযুক্ত।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আমাদের মতামতকে শর্তযুক্ত না করে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়াদিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিঃ

১। আর্থিক বিবরণীর ২.০১ নং টীকায় ব্যাংক আইএফআরএস এর পরিপালন অবস্থা প্রকাশ করেছে।

২। আর্থিক বিবরণীর ১০ নং টীকায় ব্যাংক প্রকাশ করেছে যে, কেন ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনাকাঙ্ক্ষিত লেনদেনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের হারানো ৫,২২৪ মিলিয়ন টাকা পুনরুদ্ধারযোগ্য।

৩। আর্থিক বিবরণীর ১৬.১, ১৭ এবং ২৫.০৪ নং টীকায় ব্যাংক ৩১/০১/২০১৮ তারিখে ১,৫৯১টি অ-আর্থিক সম্পদ (সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদির যে কোনো উপাদান অথবা অস্পর্শনীয় সম্পদ যার ক্রয়মূল্য/পুনর্মূল্যায়িত মূল্য ১০০,০০০.০০ টাকার বেশি) এর পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি অন্তর্ভুক্ত করেছে। তদ্সত্ত্বেও, পুনর্মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যাংক ৬০৭,৭৩০,৭৮২.০০ টাকার বিপরীতে ৬১৮,০৩৮,৫৮০.০০ টাকা পুনর্মূল্যায়ন লাভ হিসাবায়ন করেছে যাতে ৫৩টি পুনর্মূল্যায়িত সম্পদ অন্তর্ভুক্ত না করায় ১০,৩০৭,৭৯৭.০০ টাকা অতিরিক্ত পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি প্রদর্শিত হয়েছে। সেইসাথে, লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে পৃথকভাবে পুনর্মূল্যায়ন ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত না করে অন্যান্য সমন্বিত আয়ে নেট পুনর্মূল্যায়ন লাভ হিসাবায়ন করা হয়েছে যা আইএএস-১৬ এর ৪০ নং অনুচ্ছেদ এর ব্যত্যয়।

এছাড়াও ব্যাংক স্বতন্ত্র মূল্যায়নকারীর পরামর্শ অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল বিবেচনা করেনি। পরিশেষে ব্যাংক পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের বর্ধিত মূল্যের অতিরিক্ত অবচয় স্থানান্তর করেনি যা আইএএস-১৬ এর ৪১ নং অনুচ্ছেদ এর ব্যত্যয়।

গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয়াদি

আমাদের পেশাগত বিবেচনায় চলতি বছরের আর্থিক বিবরণীতে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়াদি গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয়াদি হিসেবে পরিগণিত। আর্থিক বিবরণীর নিরীক্ষা এবং মতামত প্রদানে সামগ্রিকভাবে এসব বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়েছে এবং এগুলোর উপর আলাদাভাবে কোনো মতামত প্রদান করা হয়নি। নিম্নবর্ণিত নিরীক্ষা বিষয়াবলী আমাদের প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ ঃ-

১. বৈদেশিক বিনিয়োগ

বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণ ২,২৭১.৯৫ বিলিয়ন টাকা, ব্যাংকের মোট সম্পত্তির ৭০% এর সমান, যা আর্থিক বিবৃতিসমূহের উল্লেখযোগ্য উপাদান। এসকল বিনিয়োগ বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন শ্রেণির বিনিয়োগে এক বা একাধিক বছরের বেশি সময়ের জন্য বিনিয়োগকৃত। আর্থিক বিবৃতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ মূল্যায়ন এবং উপস্থাপনা উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা ঝুঁকি বহন করে।

আমাদের নিরীক্ষা বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কিত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করতে পারে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি বলে মনে করা হয়, এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

- বিদেশি বিনিয়োগের বহনযোগ্য মূল্য নিরূপণে পরিকল্পনা মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের পরিচালন কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।
- এসএপি এর স্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের কাছে সরাসরি নিশ্চিতকরণ বার্তা পাঠানো। নিশ্চিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হয়েছে।
- ব্যবহৃত বিনিময় হার, মূল্যনির্ধারণ প্রক্রিয়া, সুদ আয় পুনর্বিবেচনার এবং আর্থিক বিবৃতি মূল্যায়ন, পরিমাপ, উপস্থাপনা এবং প্রকাশ মূল্য সম্পর্কিত বিশদ বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট আইএফআরএস অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কে ব্যাংকের বিবৃতি আর্থিক প্রতিবেদনের নোট ৩.০৬ এবং ৫ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সাথে স্থিতি

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যাংকের সম্পদ হিসাব সমাপনী তারিখে ২২৩.৬৫ বিলিয়ন টাকা, মোট সম্পত্তির ৭%, যা আর্থিক বিবৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদান। এই সম্পদসমূহের অনন্য কাঠামো, শর্ত এবং মূল্যায়ন আমাদের নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

ব্যাংক আইএমএফের সদস্যপদ চাঁদা বাবদ আইএমএফ সিকিউরিটিজ (প্রমিসরি নোট) ইস্যু করেছে এবং সদস্যের কোটা ভিত্তিতে এসডিআর বরাদ্দ করা হয়েছে। আইএমএফ এর সাথে দায়বদ্ধতা ব্যাংকের মোট দায়ের প্রায় ৮%। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে দায়বদ্ধতার মূল্যায়ন আমাদের নিরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বৈদেশিক মুদ্রা রূপান্তর প্রয়োজনীয়তা এবং মেয়াদি সুদ সঞ্চিতি বৃদ্ধি করে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে সম্পৃক্ত সম্পদ সম্পর্কিত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের নিরীক্ষা প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা পাসওয়ার্ড ও পদ্ধতি ব্যবহার করে আইএমএফ ওয়েবসাইট থেকে এসডিআর এর পরিমাণ পরীক্ষা করা এবং পরবর্তী সময়ে সমাপনী তারিখের এই পরিমাণটি রূপান্তর করার জন্য ব্যবহৃত বিনিময় হার পরীক্ষা করা হয়। উপরন্তু, আমরা সারা বছরের এসডিআর বরাদ্দের উপর সুদ এবং লেনদেনসমূহের হিসাবায়নের ভিত্তি পর্যালোচনা করেছি। সেই সাথে, আমাদের পদ্ধতিতে আইএমএফ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিগুলির পরীক্ষা, সারা বছরের এসডিআর বরাদ্দের উপর সুদ এবং আইএএস ২১ অনুযায়ী আইএমএফ এর বিদ্যমান রূপান্তর হার ব্যবহার করে আইএমএফের সঙ্গে দায়বদ্ধতার পরিমাণ নিশ্চিত করার জন্য পুনরায় হিসাবায়নও অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে সম্পৃক্ত সম্পদ সম্পর্কে ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্য নোট ৬.০১এ এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর দায় সম্পর্কে নোট ৬.০২এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যায়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুদ এবং বিনিয়োগ হিসেবে ৪৭.২৫ বিলিয়ন সমতুল্য টাকা সংরক্ষণ করে, যা প্রচলিত মুদ্রার বিপরীতে রাখা সম্পদ। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যমান আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা বাজারের পরিবর্তনশীলতা এবং অন্যান্য বাহ্যিক অর্থনৈতিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। সম্পত্তির অনন্য প্রকৃতি, গৃহীত মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি আমাদের নিরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করা হয়।

আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতিতে নমুনা ভিত্তিতে গৃহীত মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাস্তব যাচাইয়ের পদ্ধতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত বাজার হারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের পুনর্মূল্যায়ন এবং প্রচারণকৃত মুদ্রার বিপরীতে রাখা সম্পদের মূল্য অনুযায়ী স্বর্ণ ও রৌপ্যের পুনর্মূল্যায়নও আমাদের নিরীক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যনির্ধারণ প্রক্রিয়ার বিষয়টি ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদনের নোট ৩.১২, ৭ এবং ৮ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ

ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ বাবদ ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণ ২৬৪.৫৩ বিলিয়ন টাকা, মোট সম্পত্তির ৮%, যা আর্থিক বিবৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদান।

বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের সাথে জড়িত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতিগুলি অন্তর্ভুক্ত করেঃ

- ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে বিদ্যমান বিনিময় হার ব্যবহার করে ইডিএফ এবং এলটিএফ বিনিয়োগ (আইডিএ এবং বিবি সোর্স) সম্পর্কিত সম্পত্তির মূল্যায়ন টাকায় করা হয়েছে। আমাদের হিসাবের পরিমাণ ব্যাংকের আর্থিক বিবৃতিতে প্রকাশিত ৩০ জুন ২০১৮ সমাপনী তারিখে গণনাকৃত পরিমাণের সাথে মিলেছে।
- সুদের হিসাব স্বয়ংক্রিয় হয় কিনা তা যাচাই করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইডিএফ সুদের হিসাব টিসিএস এবং ই-রিফাইন্যান্স সফ্টওয়্যারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাবায়ন হয়েছে এবং পরবর্তীতে টিসিএস এবং ই-রিফাইন্যান্স সফ্টওয়্যার থেকে সুদের স্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ সম্পর্কে ব্যাংকের বিবৃতি নোট ৯এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে লেনদেন

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রধানত বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া ঋণ এবং অনুদান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তহবিল সংগ্রহ এবং জাতীয় কোষাগারের ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ। সরকারের পক্ষে এবং সরকারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত লেনদেনসমূহের অনন্য প্রকৃতি এবং বিশদ আকার নিরীক্ষা হিসাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ হিসাবে ব্যাংকের সম্পত্তির পরিমাণ ২১৭.৬৭ বিলিয়ন টাকা, মোট সম্পত্তির ৭%, যা আর্থিক বিবৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদান। এই বিনিয়োগ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এক বছরের কম বা একাধিক বছরের জন্য হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ সরকারের নিকট ঋণ সম্পর্কিত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকি মোকাবেলায় আমাদের নিম্নরূপ নিরীক্ষা পদ্ধতিগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ

- বাংলাদেশ সরকারকে ঋণের বহনযোগ্য মূল্য নিরূপণে পরিকল্পনার নিরীক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের পরিচালন কার্যকারিতা পরীক্ষা।
- নিলামের বিশদ বিশ্লেষণ, মূল্যনির্ধারণ প্রক্রিয়া, সুদ আয়ের পুনর্মূল্যায়ন, সংশ্লিষ্ট আইএফআরএস অনুযায়ী আর্থিক বিবৃতির উপস্থাপনা এবং প্রকাশ।

বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ সম্পর্কে ব্যাংকের বিবৃতি ৩.০৯ নং এবং ১২ নং নোটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬. প্রচলনকৃত মুদ্রা

বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম মুখ্য কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী বাংলাদেশি ব্যাংক নোট ইস্যু করা এবং এটা আমাদের নিরীক্ষা কাজে উল্লেখযোগ্য বিষয়, কারণঃ

- আর্থিক বিবরণী ব্যবহারকারীদের অত্যধিক আগ্রহ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে এর স্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের দায় হিসেবে অর্থনীতিতে প্রচলিত এবং ইস্যুকৃত ব্যাংক নোটসমূহের মূল্য নির্ধারণ করা জটিল।

ব্যাংক নোটের স্থিতি বাংলাদেশে ইস্যুকৃত সকল নোটের মূল্য নির্দেশ করে এবং বাতিল/ধ্বংসকৃত নোট ব্যতীত ইস্যুকৃত সকল নোটের দায় অভিহিত মূল্যে পরিমাপ করা হয়।

বাংলাদেশি ব্যাংক নোট নিরীক্ষায় আমরা নিম্নোক্ত নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করেছিঃ

- যে সকল নিয়ন্ত্রক ব্যাংক নোটের ইস্যু এবং ফেরত সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং স্থিতি সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের পরীক্ষা করা হয়েছে।
- আমরা চলতি এবং বিগত বছরের গতিবিধির তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছি। এছাড়া আমরা পূর্ববর্তী বছরসমূহে বাংলাদেশে ইস্যুকৃত ব্যাংক নোটের ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস করেছি যেখানে নোটের আকার এবং সংখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ সালের ৩০ নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ব্যাক আপ সম্পত্তির মূল্যায়ন এবং মুদ্রণকৃত নোটের চাহিদা এবং অর্ডার প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- আমাদের নিরীক্ষা প্রক্রিয়াকরণে নোট ইস্যু প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা এবং নমুনা ভিত্তিতে প্রচলনকৃত নোটগুলির ব্যাংকের প্রাঙ্গণের সম্পত্তির পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে।

ব্যাংকের প্রচলনকৃত মুদ্রা সম্পর্কিত তথ্য আর্থিক বিবরণীর নোট ২০ নংএ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অন্যান্য বিষয়

- ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরে জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ এ. কাশেম অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং সাইফুল শামসুল আলম, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়, ২৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে তারা শর্তহীন মতামত প্রদান করেন; এবং
- সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান, সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের আর্থিক বিবরণী আমাদের দ্বারা যৌথভাবে নিরীক্ষিত হয়েছে এবং ব্যাংকের একত্রীকৃত আর্থিক বিবৃতিতে তা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

একীভূত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহের জন্য ব্যবস্থাপকদের দায়-দায়িত্ব

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ড অনুযায়ী একীভূত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতি এবং ন্যায্য উপস্থাপনার জন্য ব্যবস্থাপনা দায়ী এবং পরিচালন নির্ণায়ক নির্ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনে আর্থিক বিবৃতিসমূহ তৈরি করা জরুরি, যেগুলি জালিয়াতি বা ত্রুটিমুক্ত।

একীভূত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতিতে হিসাবের চলমান নীতি অনুযায়ী গ্রুপের ক্ষমতা নিরূপণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চলমান নীতি সম্পর্কিত বিষয় এবং হিসাবের চলমান নীতি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করার জন্য ব্যবস্থাপনা দায়ী, যদি না ব্যবস্থাপনা গ্রুপটি অবসায়ন করে বা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় অথবা বন্ধ না করার কোনো বাস্তবসম্মত বিকল্প উপায় থাকে।

পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা গ্রুপের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী।

একীভূত ও পৃথক আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষকদের দায়িত্ব

আমাদের উদ্দেশ্যসমূহ হল, আর্থিক বিবরণীসমূহ সামগ্রিক ত্রুটি থেকে মুক্ত কিনা, জালিয়াতি বা ত্রুটির কারণে এবং আমাদের মতামতকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন একটি নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত আশ্বাস গ্রহণ করা। যুক্তিসঙ্গত আশ্বাস একটি উচ্চস্তরের নিশ্চয়তা, তবে এটি একটি নিশ্চয়তা নয় যে, আইএসএ'র সাথে পরিচালিত একটি নিরীক্ষা সবসময় বিদ্যমান বস্তুগত ভুল সনাক্ত করবে। ভুলসমূহ জালিয়াতি বা ত্রুটি থেকে হতে পারে এবং যদি পৃথকভাবে বা সামগ্রিকভাবে উপাদানগুলি বিবেচনা করা হয়, তাহলে এই যৌক্তিক আর্থিক বিবৃতিগুলির ভিত্তিতে ব্যবহারকারীদের নেওয়া অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার জন্য তারা যুক্তিযুক্ত।

আইএসএ অনুযায়ী একটি নিরীক্ষা অংশ হিসাবে আমরা পেশাদারি রায় অনুশীলন এবং সমস্ত নিরীক্ষা পেশাদারি সন্দেহভাজন বজায় রাখি। এছাড়াওঃ

- একীভূত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীর বস্তুগত ভুল বিবৃতি নির্ণয় এবং পর্যালোচনা করা, প্রতারণা বা ত্রুটির জন্য কিনা, উক্ত ত্রুটিসমূহের বিবরণীতে নিরীক্ষা প্রক্রিয়া প্রণয়ন ও সম্পাদন করা এবং নিরীক্ষার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যা আমাদের মতামতকে একটি ভিত্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট এবং যথোপযুক্ত। প্রতারণা থেকে প্রাপ্ত বস্তুগত ভুল সনাক্ত না করার ঝুঁকি ত্রুটি থেকে উদ্ভূত ঝুঁকির চেয়ে বেশি, কারণ প্রতারণায় যোগ-সাজস, জালিয়াতি, ইচ্ছাকৃত ভুল, মিথ্যা বর্ণনা বা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
- যথাযথভাবে নিরীক্ষা পদ্ধতিগুলি প্রণয়ন করার জন্য নিরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বোঝা, কিন্তু গ্রুপের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়।
- হিসাবরক্ষণ নীতিমালার উপযুক্ততা এবং ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত হিসাবের এবং প্রাসঙ্গিক প্রকাশের যুক্তিযুক্ত মূল্যায়ন।
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃক হিসাবরক্ষণের চলমান নীতি ব্যবহারের যথার্থতা নিরূপণ এবং প্রাপ্ত নিরীক্ষা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে কোনো অনিশ্চয়তার ঘটনা বা শর্ত বিদ্যমান কিনা যা চলমান হিসেবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য গোষ্ঠীর দক্ষতার উপর উল্লেখযোগ্য সন্দেহ সৃষ্টি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। যদি আমরা উপসংহারে পৌঁছাই যে, একটি বস্তুগত অনিশ্চয়তা বিদ্যমান, তাহলে আমাদের নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনে একীভূত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীতে এ সম্পর্কিত বিবৃতির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে বা যদি এই প্রকাশগুলি অপর্যাপ্ত হয় তবে আমাদের মতামত সংশোধন করতে হবে। আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত নিরীক্ষা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

- পুঙ্খানুপুঙ্খ আর্থিক বিবরণী সামগ্রিক উপস্থাপনা, গঠন এবং বিষয়বস্তু প্রকাশসহ একীভূত আর্থিক বিবরণীর নিখুঁত উপস্থাপনা অর্জন পদ্ধতিতে অন্তর্নিহিত লেনদেন এবং ঘটনার সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয়েছে কিনা তার মূল্যায়ন।
- একীভূত আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর একটি মতামত প্রকাশ করার জন্য গ্রুপের সত্তা বা ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের আর্থিক তথ্য সংক্রান্ত পর্যাপ্ত যথাযথ নিরীক্ষার প্রমাণ সংগ্রহ করা।

আমরা গ্রুপ নিরীক্ষার দিকনির্দেশনা, তত্ত্বাবধান এবং কার্যকারিতার জন্য দায়ী। আমরা আমাদের নিরীক্ষা মতামতের জন্য সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ।

আমরা নিরীক্ষা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনের সময়সূচি, প্রাপ্ত তথ্য, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ঘাটতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশাসনে নিয়োজিত দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করি।

আমাদের স্বাধীনতা বিষয়ক নৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে আমরা দায়িত্বশীলদের নিশ্চিত করি এবং এমনভাবে যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপন করি যাতে আমাদের স্বাধীনতা এবং ক্ষেত্রমতে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

পরিচালনায় নিয়োজিতদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে চলতি বছরের সমন্বিত আর্থিক বিবৃতিগুলির গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয় নির্ধারণ করা হয়। এসকল বিষয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয় যদি না কোনো আইনি বা বিধিবদ্ধ বাধা নিষেধ থাকে, এ ধরনের বিরল ক্ষেত্র প্রকাশ বা তুলে না ধরাই জনস্বার্থে যুক্তিযুক্ত।

অন্যান্য আইনি এবং নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ

অর্থ মন্ত্রণালয় (আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ) কর্তৃক প্রদত্ত রেফারেন্সের শর্তাদি অনুযায়ী আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও তুলে ধরি ঃ

- আমাদের দৃষ্টিতে এমন কিছুই আসেনি যা ইঙ্গিত দেয় যে আইটি ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি হতে উদ্ভূত তথ্য ভুল এবং অসঙ্গতি হতে মুক্ত নয়;
- আমাদের দৃষ্টিতে এমন কিছুই আসেনি যা ইঙ্গিত দেয় যে জড় সামগ্রী (মূলধনী সম্পদ) এবং স্থাবর সম্পত্তির ধার্যকৃত অবচয় আর্থিক প্রতিবেদন কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়;
- ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় যা অবস্তুনিষ্ঠ অসঙ্গতি হিসেবে ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে;
- বিগত বছরের হিসাব নিরীক্ষা পর্যালোচনার পরিপালন আমরা যাচাই করেছি এবং তা ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে;
- আর্থিক তথ্য এবং ব্যাংক কর্তৃক আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এ সরবরাহকৃত তথ্য আমরা যাচাই করেছি; এবং
- আমরা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপালন পর্যালোচনা করেছি।

একনাবিন
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস
বাংলাদেশ

সাইফুল সামসুল আলম এন্ড কোং
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস

তারিখঃ ২৮ আগস্ট ২০১৮
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমন্বিত আর্থিক অবস্থার বিবরণী

সম্পদ	নোটসমূহ	২০১৮ '০০০ টাকায়	২০১৭ (পুনঃ উলেখিত) '০০০ টাকায়	২০১৬ (পুনঃ উলেখিত) '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ				
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪	৪৬,৩১৮,২৩৭	৩৪,৮৮৮,৪৫৭	৪৫,০১৭,৪৯৭
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫	২,২৭১,৯৪৭,২৯৮	২,৩০৪,৮০৬,১৪৪	২,০৩৪,৬৭৪,৪১৭
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৬.০১	২২৩,৬৫১,১৯৩	২১৩,৮৪১,৯৭৫	২০৮,৯৪৯,৯২৪
স্বর্ণ এবং রৌপ্য	৭	২৩,৯৯২,৩৪৭	১১,৩৮৩,৫৫৬	৭,২৭৮,৮৮৯
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	৮	২৩,২৫৪,৮৫৩	৩৩,৮১১,০৪১	৩৮,৮৪৯,৩৫০
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৯	২৬৪,৫৩৪,০৯৪	২০৬,২৯৪,০০৭	১৩২,২৩৪,৩২৪
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় সম্পদ	১০	১৮,০২৪,৯৬০	১৪,৬৬২,০৫৮	১৩,২৯২,২০৭
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**২,৮৭১,৭২২,৯৮২**	**২,৮১৯,৬৮৭,২৩৮**	**২,৪৮০,২৯৬,৬০৮**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ				
নগদ ও নগদ সমতুল্য	১১	১৫২৩৫২৬৭	১৬,৬১৩,৬৪৮	১৬,৬৮৪,৬১৮
রিভার্স রিপো		-	-	৮,৪৮০,০০০
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১২	২১৭৬৭০২১০	১৩৮,৭১৭,০০১	১৯৯,১০৯,১৭৯
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৩	৬৭২৯৯৭২	৪,৮৩১,১৬৪	৫,৩৫৭,২৫৬
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১৪	১০৮৯৯০০৪৮	১০৬,১৭৯,১৪৫	১০৫,৫৯৩,০৬৮
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	১৫	১১০৭৫৫০৮	২,৬৯৬,৮৯৯	৩,৭৯৮,২৮৩
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৩৫৯,৭০১,০০৫**	**২৬৯,০৩৭,৮৫৭**	**৩৩৯,০২২,৪০৪**
মোট আর্থিক সম্পদ		**৩,২৩১,৪২৩,৯৮৭**	**৩,০৮৮,৭২৫,০৯৫**	**২,৮১৯,৩১৯,০১২**
অ-আর্থিক সম্পদ				
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি	১৬	৪৮,০৭০,৪৮৭	৪৭,৭৪৭,৩২৪	৪৭,২৭১,৬২০
অস্পর্শনীয় সম্পদ	১৭	২৪৪,৩৮৭	৩১৬,০৫১	৩১০,৯৮৬
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ	১৮	৬,১৬৫,০৫২	৭,৮০২,০৬৬	৮,০৪৯,৬৪৩
মোট- অ-আর্থিক সম্পদ		**৫৪,৪৭৯,৯২৬**	**৫৫,৮৬৫,৪৪১**	**৫৫,৬৩২,২৪৯**
মোট সম্পদ		**৩,২৮৫,৯০৩,৯১৩**	**৩,১৪৪,৫৯০,৫৩৬**	**২,৮৭৪,৯৫১,২৬১**
দায়সমূহ এবং ইক্যুইটি				
দায়সমূহ				
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়				
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৯	২১০,৭৬৭,৬৪২	১৭২,১৫৪,২৯৮	১৪৭,৬৩৫,৩৯৯
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৬.০২	২৪৪,৭০০,১০৮	২৩১,৫১৯,৮৭৩	২৩০,১৬৭,৫৬৬
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৪৫৫,৪৬৭,৭৫০**	**৪০৩,৬৭৪,১৭১**	**৩৭৭,৮০২,৯৬৫**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়				
প্রচারণকৃত নোট	২০	১,৫৩৪,১৩১,৮২৪	১,৪৯৭,২৮৭,০১৮	১,৩০৭,৩০৩,৭১৮
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২১	৭৮৭,৯৪৬,১৬২	৭৩৩,৯২৭,১১৪	৬০৮,৯৩৭,৪০৭
স্বল্পমেয়াদি দেনা	২২	৮৭,৯৪৭,১৩৮	১৮২,৬১৮,০১৬	২৬৩,৪০১,৪০২
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২৩	১১৯,৩৮৯,৫৩৯	১০৬,৩৯৮,৯৬০	১৫৮,৭৫০,৪২০
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়		**২,৫২৯,৪১৪,৬৬৩**	**২,৫২০,২৩১,১০৮**	**২,৩৩৮,৩৯২,৯৪৬**
মোট দায়		**২,৯৮৪,৮৮২,৪১৩**	**২,৯২৩,৯০৫,২৭৯**	**২,৭১৬,১৯৫,৯১১**
ইক্যুইটি				
মূলধন	২৪	৩০,০০০	৩০,০০০	৩০,০০০
অবন্টিত মুনাফা	৩১	১৮,৮৩৮,১৮১	১৬,০১৮,৩০০	১৬,৭৭০,৫০২
পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি	২৫	২০৫,০৭৯,৬০৮	১৩০,৫৮৮,৮৪৮	৬৯,৩২৭,৭৫৭
মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	২৬	২৮,৭৬১,৩২৫	২৬,৭৬৩,৪৭৩	২৫,৮১২,১৯৯
বিধিবদ্ধ তহবিল	২৭	১৫,৭১৭,০৪৬	১৬,৬৬৭,০৪৬	১৬,১১৭,০৪৬
অবিধিবদ্ধ তহবিল	২৮	১৫,৬৪৫,৯৪১	১৪,১৪৭,১৯১	১৪,১৬৭,১৭০
অন্যান্য সঞ্চিতি	২৯	১১,৮৪৮,৮৯৯	১১,৪৬৯,৮৯৯	১১,৬৩০,১৭৬
সাধারণ সঞ্চিতি	৩০	৫,১০০,৫০০	৫,০০০,৫০০	৪,৯০০,৫০০
মোট-ইক্যুইটি		**৩০১,০২১,৫০০**	**২২০,৬৮৫,২৫৭**	**১৫৮,৭৫৫,৩৫০**
মোট দায় এবং ইক্যুইটি		**৩,২৮৫,৯০৩,৯১৩**	**৩,১৪৪,৫৯০,৫৩৬**	**২,৮৭৪,৯৫১,২৬১**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৮ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ ফোরকান হোসেন মহাব্যবস্থাপক একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ডেপুটি গভর্নর	ফজলে কবির গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১৮ তারিখে আর্থিক অবস্থার পৃথক বিবরণী

সম্পদ	নোটসমূহ	২০১৮ '০০০ টাকায়	২০১৭ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪	৪৬,৩১৮,২৩৭	৩৪,৮৮৮,৪৫৭
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫	২,২৭১,৯৪৭,২৯৮	২,৩০৪,৮০৬,১৪৪
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৬.০১	২২৩,৬৫১,১৯৩	২১৩,৮৪১,৯৭৫
স্বর্ণ এবং রৌপ্য	৭	২৩,৯৯২,৩৪৭	১১,৩৮৩,৫৫৬
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	৮	২৩,২৫৪,৮৫৩	৩৩,৮১১,০৪১
ব্যাংককে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৯	২৬৪,৫৩৪,০৯৪	২০৬,২৯৪,০০৭
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	১০	১৮,০২৪,৯৬০	১৪,৬৬২,০৫৮
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**২,৮৭১,৭২২,৯৮২**	**২,৮১৯,৬৮৭,২৩৮**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
নগদ ও নগদ সমতুল্য	১১.০১	৪,৯৯০,৪২০	৪,৮৯৭,৬২৯
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১২	২১৭,৬৭০,২১০	১৩৮,৭১৭,০০১
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৩.০১	১৫,৯৪৫,০০০	১৫,৯৪৫,০০০
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১৪.০১	১০৭,৪১২,৮৮১	১০৪,৮১৫,৮১৯
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	১৫.০১	১০,৫৭৩,৫৩৫	২,২৭৭,৯৪১
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৩৫৬,৫৯২,০৪৬**	**২৬৬,৬৫৩,৩৯০**
মোট আর্থিক সম্পদ		**৩,২২৫,৩১৫,০২৮**	**৩,০৮৬,৩৪০,৬২৮**
অ-আর্থিক সম্পদ			
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি	১৫.০১	৩৯,২৩২,৪১০	৩৮,৬৫০,৪৯৫
অস্পর্শনীয় সম্পদ	১৭	২৪৪,৩৮৭	৩১৬,০৫১
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ	১৮.০১	৫২৭,৩৩০	২,৯২৩,২১৪
মোট- অ-আর্থিক সম্পদ		**৪০,০০৪,১২৭**	**৪১,৮৮৯,৭৬০**
মোট সম্পদ		**৩,২৬৮,৩১৯,১৫৫**	**৩,১২৮,২৩০,৩৮৮**
দায়সমূহ এবং ইক্যুইটি			
দায়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়			
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৯	২১০,৭৬৭,৬৪২	১৭২,১৫৪,২৯৮
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৬.০২	২৪৪,৭০০,১০৮	২৩১,৫১৯,৮৭৩
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৪৫৫,৪৬৭,৭৫০**	**৪০৩,৬৭৪,১৭১**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়			
প্রচারণকৃত নোট	২০	১,৫৩৪,১৩১,৮২৪	১,৪৯৭,২৮৭,০১৮
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২১	৭৮৭,৯৪৬,১৬২	৭৩৩,৯২৭,১১৪
স্বল্প মেয়াদি দেনা	২২	৮৭,৯৪৭,১৩৮	১৮২,৬১৮,০১৬
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২৩.০১	১১৮,৩২৫,৪৮৮	১০৫,৬৬৪,৩৪৯
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়		**২,৫২৮,৩৫০,৬১২**	**২,৫১৯,৪৯৬,৪৯৭**
মোট দায়		**২,৯৮৩,৮১৮,৩৬২**	**২,৯২৩,১৭০,৬৬৮**
ইক্যুইটি			
মূলধন	২৪	৩০,০০০	৩০,০০০
অবন্টিত মুনাফা	৩১.০১	৬,৯০২,৮৬৮	৪,৯২৮,২২৮
পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি	২৫.০১	২০১,৩৪৪,২১৪	১২৬,৮০৩,৩৮৩
মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	২৬	২৮,৭৬১,৩২৫	২৬,৭৬৩,৪৭৩
বিধিবদ্ধ তহবিল	২৭	১৫,৭১৭,০৪৬	১৬,৬৬৭,০৪৬
অবিধিবদ্ধ তহবিল	২৮	১৫,৬৪৫,৯৪১	১৪,১৪৭,১৯১
অন্যান্য সঞ্চিতি	২৯	১১,৮৪৮,৮৯৯	১১,৪৬৯,৮৯৯
সাধারণ সঞ্চিতি	৩০.০১	৪,২৫০,৫০০	৪,২৫০,৫০০
মোট-ইক্যুইটি		**২৮৪,৫০০,৭৯৩**	**২০৫,০৫৯,৭২০**
মোট দায় এবং ইক্যুইটি		**৩,২৬৮,৩১৯,১৫৫**	**৩,১২৮,২৩০,৩৮৮**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৮ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ ফোরকান হোসেন মহাব্যবস্থাপক একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ডেপুটি গভর্নর	ফজলে কবির গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের সমন্বিত সামগ্রিক আয়ের বিবরণী

আয়	নোটসমূহ	২০১৮ '০০০ টাকায়	২০১৭ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩২	৪৩,০৫৪,৮৯৯	২৭,৪৮৮,৫৯৪
কমিশন এবং বাট্টা	৩৩	২৬২,৯৯১	৬৫০,০৭৬
মোট-বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**৪৩,৩১৭,৮৯০**	**২৮,১৩৮,৬৭০**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৫	১০,১৪৪,৫১২	১০,৯৬৮,৬২৬
কমিশন এবং বাট্টা	৩৬	৭১৬,৪৮০	৭৬৫,৭৩৩
সাবসিডিয়ারি কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠনের নিকট বিক্রয়		১,৬৪৬,৬৯৩	১,৭০৯,০৯৭
বিবিধ আয়		২৪৪,৮৬০	৯৯,১৬৫
মোট-স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**১২,৭৫২,৫৪৫**	**১৩,৫৪২,৬২১**
মোট আয়		**৫৬,০৭০,৪৩৫**	**৪১,৬৮১,২৯১**
ব্যয়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৪	(২,১৭১,৩৯৮)	(৮৫৯,৩০৪)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়		(১৬৬,৪১১)	(২২৮,৪০১)
মোট ব্যয়-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায় বাবদ		**(২,৩৩৭,৮০৯)**	**(১,০৮৭,৭০৫)**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৮	(৫,৬১০,৩৫৮)	(৯,৪৪৪,৮৭২)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৩৯	(৬,৬২১,৩৩৩)	(৫,০৮৫,৭৪৯)
মোট ব্যয়-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায় বাবদ		**(১২,২৩১,৬৯১)**	**(১৪,৫৩০,৬২১)**
অন্যান্য ব্যয়			
সাধারণ এবং প্রশাসনিক ব্যয়	৪০	(৩২,০৩৮,৯৮৪)	(১৮,৯৫১,৪৬০)
মোট-অন্যান্য ব্যয়		(৩২,০৩৮,৯৮৪)	**(১৮,৯৫১,৪৬০)**
মোট-ব্যয়সমূহ		(৪৬,৬০৮,৪৮৪)	**(৩৪,৫৬৯,৭৮৬)**
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি) - অনুসুলকৃত		৮৬,৭৩২,৫৯৭	৬৮,৫০১,৪০৯
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - উসুলকৃত		১,৯৯৭,৮৫২	৯৫১,২৭৪
করপূর্ব আয়		**৯৮,১৯২,৪০০**	**৭৬,৫৬৪,১৮৮**
চলতি করব্যয়		(৬২৬,৭৩৭)	(৫৮২,৯৯০)
বিলম্বিত কর আয়/(ব্যয়)		(২৩,২০০)	৪১,৩৩১
আর্থিক বছরের লাভ/(ক্ষতি)		**৯৭,৫৪২,৪৬৩**	**৭৬,০২২,৫২৯**
দফাসমূহ- যা লাভ-ক্ষতি হিসাবে পুনঃশ্রেণিকৃত হতে পারে			
অন্যান্য সমন্বিত আয়			
স্বর্ণ পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		২,০৫০,৬৮৯	(১,৪৮৫,২৮০)
রৌপ্য পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		১,৯১৪	(১৯,১৬১)
আর্থিক হাতিয়ারসমূহের পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		(১৫,২৮৭,৪৬৯)	(৫,৪৪৭,৯১৯)
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়		৬১৮,০৩৯	-
মোট-অন্যান্য সমন্বিত আয়/(ক্ষতি)		**(১২,৬১৬,৮২৮)**	**(৬,৯৫২,৩৬০)**
মোট-সমন্বিত আয়/(ক্ষতি) সমগ্র আর্থিক বছরের		**৮৪,৯২৫,৬৩৫**	**৬৯,০৭০,১৬৯**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৮ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ ফোরকান হোসেন মহাব্যবস্থাপক একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ডেপুটি গভর্নর	ফজলে কবির গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের সামগ্রিক আয়ের পৃথক বিবরণী

আয়	নোটসমূহ	২০১৮ '০০০ টাকায়	২০১৭ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩২	৪৩,০৫৪,৮৯৯	২৭,৪৮৮,৫৯৪
কমিশন এবং বাট্টা	৩৩	২৬২,৯৯১	৬৫০,০৭৬
মোট-বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**৪৩,৩১৭,৮৯০**	**২৮,১৩৮,৬৭০**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৫.০১	৯,১৮৬,৮৮৭	১০,০৯৩,০৮৫
কমিশন এবং বাট্টা	৩৬	৭১৬,৪৮০	৭৬৫,৭৩৩
সাবসিডিয়ারি কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠনের নিকট বিক্রয়		৩০০,০০০	১৫০,০০০
বিবিধ আয়	৩৭	২২৭,৪১৭	৬৪,১৮৭
মোট-স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**১০,৪৩০,৭৮৪**	**১১,০৭৩,০০৫**
মোট আয়		**৫৩,৭৪৮,৬৭৪**	**৩৯,২১১,৬৭৫**
ব্যয়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৪	(২,১৭১,৩৯৮)	(৮৫৯,৩০৪)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়		(১৬৬,৪১১)	(২২৮,৪০১)
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়জনিত ব্যয়		**(২,৩৩৭,৮০৯)**	**(১,০৮৭,৭০৫)**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৮	(৫,৬১০,৩৫৮)	(৯,৪৪৪,৮৭২)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৩৯	(৬,৬২১,৩৩৩)	(৫,০৮৫,৭৪৯)
মোট-স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়		**(১২,২৩১,৬৯১)**	**(১৪,৫৩০,৬২১)**
অন্যান্য ব্যয়			
নোট মুদ্রণজনিত ব্যয়		(৪,২৮০,৪৯৫)	(৪,৩১১,১০৭)
সাধারণ এবং প্রশাসনিক খরচ	৪০.০১	**(২৬,৯৮১,৮৩৬)**	**(১৩,৮৬৪,২৯১)**
মোট-অন্যান্য ব্যয়		**(৩১,২৬২,৩৩১)**	**(১৮,১৭৫,৩৯৮)**
মোট ব্যয়		**(৪৫,৮৩১,৮৩১)**	**(৩৩,৭৯৩,৭২৪)**
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি) - অনুসুলকৃত		৮৬,৭৩২,৫৯৭	৬৮,৫০১,৪০৯
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - উসুলকৃত		১,৯৯৭,৮৫২	৯৫১,২৭৪
আর্থিক বছরের লাভ/(ক্ষতি)		**৯৬,৬৪৭,২৯২**	**৭৪,৮৭০,৬৩৪**
দফা সমূহ- যা লাভ-ক্ষতি হিসাবে পুনঃশ্রেণিকৃত হতে পারে			
অন্যান্য সমন্বিত আয়			
স্বর্ণ পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		২,০৫০,৬৮৯	(১,৪৮৫,২৮০)
রৌপ্য পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		১,৯১৪	(১৯,১৬১)
আর্থিক হাতিয়ারসমূহের পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		(১৫,২৮৭,৪৬৯)	(৫,৪৪৭,৯১৯)
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়		৬১৮,০৩৯	-
মোট-অন্যান্য সমন্বিত (ক্ষতি)/আয়		**(১২,৬১৬,৮২৮)**	**(৬,৯৫২,৩৬০)**
মোট-সমন্বিত (ক্ষতি)/আয় সমগ্র আর্থিক বছরের		**৮৪,০৩০,৪৬৪**	**৬৭,৯১৮,২৭৪**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৮ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ ফোরকান হোসেন মহাব্যবস্থাপক একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ডেপুটি গভর্নর	ফজলে কবির গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংক
ইক্যুইটি পরিবর্তনের সমন্বিত বিবরণী
৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের

'০০০ টাকায়

বিবরণ	অবন্টনযোগ্য											বন্টনযোগ্য	ইক্যুইটি
	মূলধন	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি				মুদ্রার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	বিধিবদ্ধ তহবিল	অবিধিবদ্ধ তহবিল	অন্যান্য সঞ্চিতি		সাধারণ সঞ্চিতি	অবন্টিত মুনাফা	
		স্বর্ণ ও রৌপ্য	বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	আর্থিক হাতিয়ারসমূহ	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি				সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি	সুদ সঞ্চিতি			
১ জুলাই ২০১৬ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	১৬,১৮৪,৫০৫	৯,২২৭,০২৬	৫,৬০৬,২৩৩	৪০,৪৭৪,৪৪৩	২৫,৮১২,১৯৯	১৬,১১৭,০৪৬	১৪,১৬৭,১৭০	৩,৬১৮,৪৮৫	৮,০১১,৬৯১	৪,৯০০,৫০০	১৫,৭৫৯,৬০৯	**১৫৯,৯০৮,৯০৮**
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়সমূহঃ													
পুনর্মূল্যায়নজনিত উদ্বৃত্ত ভুলবশত আকলিত ২০১৩-২০১৪	-	-	-	-	(১,৬০৫,৮৪৭)	-	-	-	-	-	-	-	(১,৬০৫,৮৪৭)
পূর্বে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া ভূমির মূলধনী আয়ের বিলম্বিত আয়কর দায়	-	-	-	-	(১০৯,৭৫৮)	-	-	-	-	-	-	-	(১০৯,৭৫৮)
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে পুনঃমূল্যায়িত সম্পদের অবচয় রিটেইনড আর্নিংস এ স্থানান্তর	-	-	-	-	(৪৭৯,০৩১)	-	-	-	-	-	-	৪৭৯,০৩১	-
২০১৩-১০১৪ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে পুনঃমূল্যায়ন স্থিতির উপর নির্ধারিত অবচয়ের বিলম্বিত আয়কর দায়ের বিপরীত দাখিলা	-	-	-	-	৩০,১৮৬	-	-	-	-	-	-	(৩০,১৮৬)	-
ভুল হিসাবরক্ষণ ভিত্তির ফলে বিলম্বিত আয়কর দায়ের বিপরীত দাখিলা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫৬২,০৪৭	**৫৬২,০৪৭**
১ জুলাই ২০১৬ তারিখে স্থিতি (পুনঃবর্ণিত)	৩০,০০০	১৬,১৮৪,৫০৫	৯২২৭০২৬	৫,৬০৬,২৩৩	৩৮,৩০৯,৯৯২	২৫,৮১২,১৯৯	১৬,১১৭,০৪৬	১৪,১৬৭,১৭০	৩,৬১৮,৪৮৫	৮,০১১,৬৯১	৪,৯০০,৫০০	১৬,৭৭০,৫০২	**১৫৮,৭৫৫,৩৫০**
সরকার থেকে প্রাপ্য এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**(১৩,২১৯)**	**(১৩,২১৯)**
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৫-২০১৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৬,৭৬৯,৩৬০)	(৬,৭৬৯,৩৬০)
মোট-সমন্বিত আয়/(ক্ষতি) সমগ্র আর্থিক বছরের	-	(১,৫০৪,৪৪১)	৬৮,৫০১,৪০৯	(৫,৪৪৭,৯১৯)	-	৯৫১,২৭৪	-	-	(৪৮৯,৫৭৭)	-	৭,০৫৯,৪২৩	৬৯,০৭০,১৬৯
তহবিলসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১১৯,৯৭৯)	-	-	-	-	(১১৯,৯৭৯)
পুনর্মূল্যায়নের বিপরীতে সমন্বয় (পুনঃবর্ণিত)	-	-	-	(২৩৭,৭০৪)	(৫০,২৫৪)	-	-	-	-	-	-	৫০,২৫৪	(২৩৭,৭০৪)
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার বন্টন	-	-	-	-	-	-	৫৫০,০০০	১০০,০০০	৩২৯,৩০০	-	১০০,০০০	(১,০৭৯,৩০০)	-
৩০ জুন ২০১৭ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	১৪,৬৮০,০৬৪	৭৭,৭২৮,৪৩৫	(৭৯,৩৯০)	৩৮,২৫৯,৭৩৮	২৬,৭৬৩,৪৭৩	১৬,৬৬৭,০৪৬	১৪,০৪৭,১৯১	৩,৯৪৭,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৫,০০০,৫০০	১৬,০১৮,৩০০	**২২০,৬৮৫,২৫৬**
সরকার থেকে প্রাপ্য এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৪১৭,৭৯৯)	(৪১৭,৭৯৯)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৬-২০১৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৪,৫১০,৪৩০)	(৪,৫১০,৪৩০)
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	-	-	-	-							১৫,০২৬	১৫,০২৬
বছরের মোট সমন্বিত আয়	-	২,০৫২,৬০৩	৮৬,৭৩২,৫৯৭	(১৫,২৮৭,৪৬৯)	৬১৮,০৩৯	১,৯৯৭,৮৫২	-	-	-	-	-	৮,৮১২,০১৪	৮৪,৯২৫,৬৩৫
পুনর্স্টন	-	-	-	-	-	-	(১,৫০০,০০০)	১,৫০০,০০০	-	-	-	-	-
তহবিলসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০১,২৫০)	-	-	-	-	(১০১,২৫০)
পুনর্মূল্যায়নের বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	৪২৫,০৬২	(৫০,০৭০)	-	-	-	-	-	-	৫০,০৭০	৪২৫,০৬২
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবন্টন	-	-	-	-	-	-	৫৫০,০০০	১০০,০০০	৩৭৯,০০০	-	১০০,০০০	(১,১২৯,০০০)	-
৩০ জুন ২০১৮ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	১৬,৭৩২,৬৬৭	১৬৪,৪৬১,০৩২	(১৪,৯৪১,৭৯৭)	৩৮,৮২৭,৭০৮	২৮,৭৬১,৩২৫	১৫,৭১৭,০৪৬	১৫,৫৪৫,৯৪১	৪,৩২৬,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৫,১০০,৫০০	১৮,৮৩৮,১৮০	**৩০১,০২১,৫০১**

বাংলাদেশ ব্যাংক
ইক্যুইটি পরিবর্তনের পৃথক বিবরণী
৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের

'০০০ টাকায়

বিবরণ	অবণ্টনযোগ্য											বণ্টনযোগ্য	ইক্যুইটি
	মূলধন	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি				মুদ্রার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	বিধিবদ্ধ তহবিল	অবিধিবদ্ধ তহবিল	অন্যান্য সঞ্চিতি		সাধারণ সঞ্চিতি	অবণ্টিত মুনাফা	
		স্বর্ণ ও রৌপ্য	বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	আর্থিক হাতিয়ারসমূহ	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি				সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি	সুদ সঞ্চিতি			
১ জুলাই ২০১৬ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	১৬,১৮৪,৫০৫	৯,২২৭,০২৬	৫,৬০৬,২৩৩	৩৪,৪৭৪,২৭৩	২৫,৮১২,২০০	১৬,১১৭,০৪৬	১৪,১৬৭,১৭০	৩,৬১৮,৪৮৫	৮,০১১,৬৯১	৪,২৫০,৫০০	৬,৭৮২,৫৭৯	১৪৪,২৮১,৭০৮
সরকার থেকে প্রাপ্য এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(১৩,২১৯)	(১৩,২১৯)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৫-২০১৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৬,৭৬৯,৩৬০)	(৬,৭৬৯,৩৬০)
মোট-সমন্বিত আয়/(ক্ষতি) সমগ্র আর্থিক বছরের	-	(১,৫০৪,৪৪১)	৬৮,৫০১,৪০৯	(৫,৪৪৭,৯১৯)	-	৯৫১,২৭৪	-	-	-	(৪৮৯,৫৭৭)	-	৫,৯০৭,৫২৮	৬৭,৯১৮,২৭৪
তহবিলসমূহের ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১১৯,৯৭৯)	-	-	-	-	(১১৯,৯৭৯)
পুনর্মূল্যায়নের বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	(২৩৭,৭০৪)	-	-	-	-	-	-	-	-	(২৩৭,৭০৪)
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার বণ্টন	-	-	-	-	-	-	৫৫০,০০০	১০০,০০০	৩২৯,৩০০		-	(৯৭৯,৩০০)	-
৩০ জুন ২০১৭ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	১৪,৬৮০,০৬৪	৭৭,৭২৮,৪৩৫	(৭৯,৩৯০)	৩৪,৪৭৪,২৭৩	২৬,৭৬৩,৪৭৪	১৬,৬৬৭,০৪৬	১৪,১৪৭,১৯১	৩,৯৪৭,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৪,২৫০,৫০০	৪,৯২৮,২২৮	২০৫,০৫৯,৭২০
সরকার থেকে প্রাপ্য এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৪১৭,৭৯৯)	(৪১৭,৭৯৯)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৬-২০১৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৪,৫১০,৪৩০)	(৪,৫১০,৪৩০)
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	১৫,০২৬	১৫,০২৬
"বছরের মোট সমন্বিত আয়"	-	২,০৫২,৬০৩	৮৬,৭৩২,৫৯৭	(১৫,২৮৭,৪৬৯)	৬১৮,০৩৯	১,৯৯৭,৮৫২	-	-	-	-	-	৭,৯১৬,৮৪৩	৮৪,০৩০,৪৬৫
পুনঃবণ্টন	-	-	-	-	-	-	(১,৫০০,০০০)	১,৫০০,০০০	-	-	-	-	-
তহবিলসমূহের ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০১,২৫০)	-	-	-	-	(১০১,২৫০)
পুনর্মূল্যায়নের বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	৪২৫,০৬২	-	-	-	-	-	-	-	-	৪২৫,০৬২
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার অবণ্টন	-	-	-	-	-	-	৫৫০,০০০	১০০,০০০	৩৭৯,০০০	-	-	(১,০২৯,০০০)	-
৩০ জুন ২০১৮ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	১৬,৭৩২,৬৬৭	১৬৪,৪৬১,০৩২	(১৪,৯৪১,৭৯৭)	৩৫,০৯২,৩১২	২৮,৭৬১,৩২৬	১৫,৭১৭,০৪৬	১৫,৬৪৫,৯৪১	৪,৩২৬,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৪,২৫০,৫০০	৬,৯০২,৮৬৮	২৮৪,৫০০,৭৯৪

বাংলাদেশ ব্যাংক
সমন্বিত নগদ প্রবাহ বিবরণী
৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের

	২০১৮ '০০০ টাকায়	২০১৭ '০০০ টাকায়
পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সুদ প্রাপ্তি	৩৭,৮৫০,৪৯০	২৪,৩৫৮,৯০৬
সুদ প্রদান	(৭,৫৯৪,৫২০)	(১০,২০৮,৩০৭)
গ্রাহক থেকে প্রাপ্তি	১,৮০০,৯৫৯	৪৩৬,৪০১
ফি, কমিশন ও অন্যান্য আয়	১,২২০,০৪৪	১,৪৫৩,৯২৪
কমিশন ও বাট্টা প্রদান	(৬,৭৮৭,৭৪৩)	(৫,৩১৪,১৫০)
কর্মচারী, সরবরাহকারী, সরকার ইত্যাদিকে প্রদান	(২৯,৬২৬,৯৫২)	(১৭,৪৩৪,১৯৬)
ব্যাংক এবং কর্মচারীদেরকে অগ্রিম প্রদান	(৯,৮৬০,২৭১)	(১,৩৪০,১৯৯)
অন্যান্য সম্পদের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(১৬২,২৬৬)	২,৬০১,৯২৫
মুদ্রা প্রচারণ	৩৬,৮৪৪,৮০৫	১৮৯,৯৮৩,৩০০
অন্যান্য দায়ের বৃদ্ধি/(হ্রাস)	১২,৫৭৪,৯১৫	(৫১,৯৮৪,৫৪৮)
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ	**৩৬,২৫৯,৪৬১**	**১৩২,৫৫৩,০৫৬**
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
বিনিয়োগ হতে আয়	২০,১৩১,৭৬৯	১২,৬৯৫,২০৪
বৈদেশিক ট্রেজারি বিল ও বন্ডে (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(১৩,০৬৫,৭৬১)	(৪৪৮,৬৫৯,৬৭০)
অন্যান্য বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৬৭,৫৭১,৩৭৩)	(৭৫,৫৩০,৮৮৮)
সরকারি সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৭৮,৯৫৩,২০৯)	৬০,৩৯২,১৭৮
বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	৮৮,৭৩০,৪৪৯	৬৯,৪৫২,৬৮৩
ঋণপত্রে বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(২,১১২,৬৪৮)	৫২৬,০৯২
সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	(৬৫১,৬৬৯)	(২,৬২৯,২১০)
সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়	৫,১১৭	১,১৩৩,৪৯৩
আইএমএফ এর সাথে দায়সমূহের নিষ্পত্তি	৩,৩২৯,১৪৮	(৩,৫৮৮,৭২৭)
বিনিয়োগ কার্যক্রমে নিট নগদ বহিঃপ্রবাহ	**(৫০,১৫৮,১৭৭)**	**(৩৮৬,২০৮,৮৪৫)**
আর্থিক কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সরকারকে লভ্যাংশ প্রদান	(৪,৯২৮,২২৯)	(৬,৭৮২,৫৭৯)
অর্থায়ন কার্যক্রমে নিট নগদ বহিঃপ্রবাহ	**(৪,৯২৮,২২৯)**	**(৬,৭৮২,৫৭৯)**
নগদ ও নগদ সমতুল্যের নিট বৃদ্ধি /(হ্রাস)	**(১৮,৮২৬,৯৪৬)**	**(২৬০,৪৩৮,৩৬৮)**
১লা জুলাই তারিখে নগদ ও সমতুল্য-নগদ	৮৬,৬১৬,৯৯১	৩৪৭,০৫৫,৩৫৯
৩০ জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল	**৬৭,৭৯০,০৪৫**	**৮৬,৬১৬,৯৯১**
নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত		
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৬,৩১৮,২৩৭	৩৪,৮৮৮,৪৫৭
তিন মাস বা তার কম মেয়াদি বৈদেশিক বিনিয়োগ	১,০৯২,৬৭৯,২২৬	১,১২৩,৭৪১,৪২৪
ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রার স্থিতি	১৫,২৩৫,২৬৭	১৬,৬১৩,৬৪৯
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা জমা	(২১০,৫৪৯,৩৮৫)	(১৭২,০৮১,৪০৯)
স্বল্প মেয়াদি ঋণ	(৮৭,৯৪৭,১৩৮)	(১৮২,৬১৮,০১৬)
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	(৭৮৭,৯৪৬,১৬২)	(৭৩৩,৯২৭,১১৪)
মোট	**৬৭,৭৯০,০৪৫**	**৮৬,৬১৬,৯৯১**

বাংলাদেশ ব্যাংক
পৃথক নগদ প্রবাহ বিবরণী
৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের

	২০১৮ '০০০ টাকায়	২০১৭ '০০০ টাকায়
পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সুদ প্রাপ্তি	৩৭,৮৫০,৪৯০	২৪,৩৫২,৬৫১
সুদ প্রদান	(৭,৫৯৪,৫২০)	(১০,২০৮,৩০৭)
ফি, কমিশন ও অন্যান্য আয়	১,২০৪,৩৬০	১,৪১৯,২১৭
কমিশন ও বাট্টা প্রদান	(৬,৭৮৭,৭৪৩)	(৫,৩১৪,১৫০)
কর্মচারী এবং সরবরাহকারীদর প্রদান	(২৮,১১৫,৯৭৬)	(১৬,৫৩৭,৫৫৯)
ব্যাংক এবং কর্মচারীদেরকে অগ্রিম প্রদান	(৯,৬৪৬,৪৩০)	(১,২৩২,৮৮৯)
অন্যান্য সম্পদের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(১৬২,২৬৬)	২,৬০১,৯২৫
মুদ্রা প্রচারণ	৩৬,৮৪৪,৮০৫	১৮৯,৯৮৩,৩০০
অন্যান্য দায়ের বৃদ্ধি/(হ্রাস)	১২,৫৭৪,৯১৫	(৫১,৯৮৪,৫৪৮)
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ	**৩৬,১৬৭,৬৩৫**	**১৩৩,০৭৯,৬৪০**
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
লভ্যাংশ প্রাপ্তি	৩০০,০০০	১৫০,০০০
বিনিয়োগ হতে আয়	১৯,২৫৭,১৫৮	১১,৮৭৮,৯৫৫
বৈদেশিক ট্রেজারি বিল ও বন্ডে (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(১৩,০৬৫,৭৬১)	(৪৪৮,৬৫৯,৬৭০)
অন্যান্য বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৬৭,৫৭১,৩৭৩)	(৭৫,৫৩০,৮৮৮)
সরকারি সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৭৮,৯৫৩,২০৯)	৬০,৩৯২,১৭৮
বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	৮৮,৭৩০,৪৪৯	৬৯,৪৫২,৬৮৩
ঋণপত্রে বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস		৭৭০,০০০
সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	(৬২৪,৯৪৯)	(১,১৫৮,১০৩)
সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়	৩,৩৫৯	১২৬২০
আইএমএফ এর সাথে দায়সমূহের নিষ্পত্তি	৩,৩২৯,১৪৮	(৩,৫৮৮,৭২৭)
বিনিয়োগ কার্যক্রমে নিট নগদ বহিঃপ্রবাহ	**(৪৮,৫৯৫,১৭৮)**	**(৩৮৬,২৮০,৯৫২)**
আর্থিক কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সরকারকে লভ্যাংশ প্রদান	(৪,৯২৮,২২৯)	(৬,৭৮২,৫৭৯)
আর্থিক কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি/(ব্যবহার)	**(৪,৯২৮,২২৯)**	**(৬,৭৮২,৫৭৯)**
নগদ ও নগদ সমতুল্যের নিট বৃদ্ধি /(হ্রাস)	**(১৭,৩৫৫,৭৭৩)**	**(২৫৯,৯৮৩,৮৯১)**
১লা জুলাই তারিখে নগদ ও সমতুল্যে-নগদ	**৭৪,৯০০,৯৭১**	**৩৩৪,৮৮৪,৮৬২**
৩০শে জুন তারিখে নগদ ও সমতুল্যে-নগদ	**৫৭,৫৪৫,১৯৮**	**৭৪,৯০০,৯৭১**
নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত		
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৬,৩১৮,২৩৭	৩৪,৮৮৮,৪৫৭
বৈদেশিক বিনিয়োগ (তিন মাস বা তার কম মেয়াদি)	১,০৯২,৬৭৯,২২৬	১,১২৩,৭৪১,৪২৪
ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রার স্থিতি	৪,৯৯০,৪২০	৪,৮৯৭,৬২৯
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা জমা	(২১০,৫৪৯,৩৮৫)	(১৭২,০৮১,৪০৯)
স্বল্প মেয়াদি ঋণ	(৮৭,৯৪৭,১৩৮)	(১৮২,৬১৮,০১৬)
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	(৭৮৭,৯৪৬,১৬২)	(৭৩৩,৯২৭,১১৪)
মোট	**৫৭,৫৪৫,১৯৮**	**৭৪,৯০০,৯৭১**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

১ প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক ('ব্যাংক'), একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৭) এর আদেশবলে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ এ অবস্থিত।

ব্যাংকটির ১০টি শাখা আছে যেগুলোর অবস্থান নিম্নরূপঃ

অবস্থান	ঠিকানা
মতিঝিল অফিস	মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
চট্টগ্রাম অফিস	নতুন/৬১৭, শহীদ সোহরাওয়ার্দী রোড, চট্টগ্রাম
রাজশাহী অফিস	নাটোর রোড, মাঝি হাটা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬০০০
বগুড়া অফিস	হোল্ডিং নংঃ ১৬৮৩, ঠনঠনিয়া, বগুড়া-৫৮০০
রংপুর অফিস	বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিস, রংপুর-৫৪০০
খুলনা অফিস	১, রতন সেন রোড, খুলনা-৯১০০
বরিশাল অফিস	দীন বন্ধু সেন রোড, বরিশাল-৮২০০
সিলেট অফিস	ভিআইপি রোড, তালতলা, সিলেট-৩১০০
সদরঘাট অফিস	বাহাদুরশাহ্ রোড, সদরঘাট, ঢাকা-১০০০
ময়মনসিংহ অফিস	২৯, দূর্গাবাড়ি রোড, ময়মনসিংহ-২২০০

ব্যাংকটির কিছু সুনির্দিষ্ট রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী দেশব্যাপী পরিচালনার জন্য সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের সাথে একটি স্বতন্ত্র এজেন্সি ব্যবস্থা চালু রয়েছে। উল্লেখিত এজেন্সি ব্যবস্থার অধীনে ২০১৮ সালের ৩০ জুন তারিখে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের ৬৩২টি শাখা প্রাত্যহিক রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের সাথে জড়িত ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৭(অ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যাংকটির প্রধান কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-

- মুদ্রা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে হস্তক্ষেপকরণের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- মুদ্রা নীতি ও রাজস্ব নীতির মিথষ্ক্রিয়ার ফলে মুদ্রার বিনিময় হার নীতি, অর্থনীতির বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী কার্যক্রমের প্রভাব এবং বিভিন্ন আইনি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
- রিজার্ভ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকার্য সম্পন্ন করা;
- ব্যাংক নোট ইস্যুকরণসহ একটি কার্যকর পরিশোধ ব্যবস্থা গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিত করা এবং
- ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করা।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ১৬(১৮) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের ব্যাংকার হিসেবেও বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ ধারা ৪(২) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পূর্ণ মূলধন বাংলাদেশ সরকারকে বণ্টন করা হয়েছে।

দি সিকিউরিটিজ প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড (এসপিসিবিএল) নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি রয়েছে যা কারেন্সি নোট মুদ্রণ ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে ২২ এপ্রিল, ১৯৯২ সালে গঠিত হয়। ব্যাংক ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি একত্রে "দি গ্রুপ" নামে পরিচিত। নোট নং ৩.০১ ও ১৩.০১ দ্রষ্টব্য।

২ আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ প্রস্তুতের ভিত্তি

২.০১ পরিপালন বিবরণী ঃ

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (আইএএসবি) কর্তৃক ইস্যুকৃত ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) অনুসরণ করে ব্যাংক এবং গ্রুপের যথাক্রমে পৃথক এবং সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে। আইএফআরএসসমূহের কমপায়েন্স স্ট্যাটাস নিম্নে দেখানো হলো:

		কমপ্লায়েন্স স্ট্যাটাস
আইএএস ১:	আর্থিক প্রতিবেদনসমূহের উপস্থাপন	পরিপালিত
আইএএস ২:	মজুদ পণ্য	পরিপালিত
আইএএস ৭:	নগদ প্রবাহের বিবরণী	পরিপালিত
আইএএস ৮:	হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা, হিসাববিজ্ঞানের অনুমান ও ভুলসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ১০:	প্রতিবেদন পরবর্তী ঘটনাসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ১১:	নির্মাণ চুক্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ১২:	আয়কর	পরিপালিত
আইএএস ১৬:	সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি	পরিপালিত*
আইএএস ১৭:	লিজ	পরিপালিত
আইএএস ১৮:	রাজস্ব	পরিপালিত
আইএএস ১৯:	কর্মচারী সুবিধাসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ২০:	সরকারি অনুদানের হিসাব ও সরকারি সাহায্যের ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ২১:	বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব	পরিপালিত**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

আইএএস ২৩:	ধারের মূল্য	পরিপালিত
আইএএস ২৪:	প্রাসঙ্গিক পক্ষের ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ২৬:	রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট প্ল্যানের অ্যাকাউন্টিং ও রিপোর্টিং	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ২৭:	পৃথক আর্থিক বিবরণী	পরিপালিত
আইএএস ২৮:	অ্যাসোসিয়েট ও জয়েন্ট ভেঞ্চার-এ বিনিয়োগ	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৩২:	ফিন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস: ডিসক্লোজ এবং উপস্থাপন	পরিপালিত
আইএএস ৩৩:	শেয়ার প্রতি আয়	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৩৪:	অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক প্রতিবেদন	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৩৬:	সম্পত্তির ইম্পেয়ারমেন্ট	পরিপালিত*
আইএএস ৩৭:	সঞ্চিতি, সম্ভাব্য দায় ও সম্পদসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ৩৮:	অস্পর্শনীয় সম্পদসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ৩৮:	অবচয়, অস্পর্শনীয় দায় ও সম্পদসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ৩৯:	আর্থিক দলিলাদিঃ স্বীকৃতি ও নির্ণয়	পরিপালিত***
আইএএস ৪০:	বিনিয়োগযোগ্য সম্পত্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৪১:	কৃষি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ১:	প্রথমবার ইন্টারন্যশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ	পরিপালিত
আইএফআরএস ২:	শেয়ার ভিত্তিক পরিশোধ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৩:	সমন্বিত ব্যবসায়	পরিপালিত
আইএফআরএস ৪:	বীমা চুক্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৫:	বিক্রয় ও স্থগিত কার্যক্রমের জন্য অচলতি সম্পদসমূহ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস৬:	খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও মূল্যায়ন	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৭:	আর্থিক দলিলাদিঃ ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএফআরএস ৮:	পরিচালন ক্ষেত্রসমূহ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ১০:	সমন্বিত আর্থিক বিবরণী	পরিপালিত****
আইএফআরএস ১১:	যৌথ চুক্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ১২:	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএফআরএস ১৩:	প্রকৃত মূল্য নির্ণয়	পরিপালিত
আইএফআরএস ১৪:	রেগুলেটরি বিলম্বিত হিসাব	প্রযোজ্য নয়

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

* এ বছর ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ ভিত্তিতে স্বতন্ত্র মূল্যায়ক, এস.এফ. আহমেদ অ্যান্ড কোং দ্বারা ১,৫৯১ টি স্থায়ী সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। জুন ২০১৮ এর শেষ নাগাদ পুনর্মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়ার পর, আইএএস-১৬ পরিপালনপূর্বক এসএপি'তে স্থায়ী সম্পদ মডিউল হালনাগাদ করা হবে। সার্বিক প্রক্রিয়া ২০১৯ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে।

"** আইএমএফ এর আর্থিক বিবরণীতে উল্লিখিত স্থিতির সাথে মিল রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ এপ্রিল ২০১৮ ভিত্তিক এসডিআর রূপান্তর হার ব্যবহার করে আইএমএফ সিকিউরিটিজ হিসাব পুনর্মূল্যায়ন করেছে।

*** ব্যাংকের মালিকানাধীন স্বর্ণের বেশিরভাগই আন্তর্জাতিকভাবে বিনিয়োগকৃত। এর সম্পূর্ণ ভাগ আন্তর্জাতিক সঞ্চিতি হিসেবে গণ্য করা হয়। সেইসাথে, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার অনুসারে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচারণ বিপরীতে সম্পদ ব্যাকআপ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেহেতু এটি আন্তর্জাতিক সঞ্চিতির একটি অংশ এবং পণ্য হিসেবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা হয় না, স্বর্ণ অভিহিত মূল্যে পরিমাপ করা হয় এবং লাভ/ক্ষতি আয়/ব্যয় বিবরণী অথবা অন্যান্য সমন্বিত বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয়।

**** এসপিসিবিএল এর মোট ১২,০০০,০০০ শেয়ারের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ধারণকৃত শেয়ারের সংখ্যা ১১,৯৯৮,৯৯৪। বাংলাদেশ ব্যাংক এ সকল শেয়ারের লভ্যাংশের মালিক। কঠোরভাবে, ৩০ জুন ২০১৮ ভিত্তিতে ২,৩৯০,৯৮৬ টাকা নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য সুদ হিসেবে এসেছে। যেহেতু নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য সুদ প্রাসঙ্গিক নয়, এবং বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ব্যাংক এর সুবিধাভোগী মালিক, ব্যাংক এ সুদ হিসাবায়ন করে না।"

২.০২ মূল্যায়নের ভিত্তি

নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ ব্যতিরেকে সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ ঐতিহাসিক ব্যয় ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে :

মূল্যায়নের ভিত্তি	উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ
প্রকৃত মূল্য	স্বর্ণ এবং রৌপ্য স্বর্ণ সংক্রান্ত লেনদেন হতে উদ্ভূত দাবি সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি ইউ.এস ডলার ট্রেজারি বিল, বৈদেশিক বন্ড, সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ড, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি)-এর ডিবেঞ্চার, আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিঃ-এর শেয়ার।
বর্তমান মূল্য	নির্দিষ্ট বেনিফিট অবলিগেশন হতে উদ্ভূত দায়

২.০৩ কার্যকরী ও উপস্থাপন মুদ্রা

আর্থিক বিবরণীসমূহ বাংলাদেশি টাকায় উপস্থাপন করা হয়েছে যা ব্যাংকের পরিচালন মুদ্রা। আর্থিক বিবরণীসমূহ নিকটবর্তী হাজার টাকার অঙ্কে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

২.০৪ ইস্যু বিভাগ এবং ব্যাংকিং বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী ব্যাংকের ইস্যু বিভাগ, যা ব্যাংকিং বিভাগ হতে পৃথক এবং সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র হবে, এ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংক নোট ইস্যুর কাজ পরিচালনা করা হবে। ইস্যু বিভাগ বিশেষভাবে নোট ইস্যু এবং ইস্যু সংশ্লিষ্ট সম্পদসমূহ নিয়ে কাজ করবে। ব্যাংকিং বিভাগ ব্যাংকের অন্যান্য সকল কার্যকলাপ নিয়ে গঠিত। আলোচ্য বিভাগসমূহের পৃথকীকরণ এবং ইস্যু ও ব্যাংকিং বিভাগের (একে একত্রে "আর্থিক অবস্থার বিবরণী" বলা হয়) বিবরণীসমূহ অভ্যন্তরীণভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রতি সপ্তাহান্তে প্রেরণ করা হয়। বাৎসরিক আর্থিক বিবরণীসমূহ ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদসমূহকে একত্রিত করে প্রস্তুত করা হয়। প্রচারণকৃত নোটের বিপরীতে সম্পদের সংস্থান বিষয়ে নোট নং ২০এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২.০৫ অনুমিত হিসাব ও বিচার্যের ব্যবহার ঃ

আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরিতে ব্যবস্থাপনার বিচার্য, অনুমিত হিসাব ও ধারণার ভিত্তি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হিসাব নীতিতে এবং উপস্থাপিত সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়ের ওপর প্রতিফলিত হয়েছে। এ সকল অনুমিত হিসাব প্রকৃত ফলাফল হতে পৃথক হতে পারে। অনুমিত হিসাব ও তার সাথে সম্পর্কিত ধারণাসমূহ চলমান ধারণার নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। হিসাবরক্ষণের ধারণাসমূহের পুনঃনির্ধারণ চলতি হিসাব সময়ের মধ্যে কার্যকর করা হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যৎ সময়ের ওপর কোনোরূপ প্রভাব ফেললেও তা বিবেচনা করা হয়।

ঋণের ক্ষতি, সিকিউরিটির ন্যায্য মূল্য, ন্যায্য মূল্যের অনুক্রমের মূল্যায়ন, সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির ন্যায্য মূল্য, অবচয় নির্ণয়ের জন্য সম্পত্তির আর্থিক আয়ুষ্কাল এবং অবসর পরবর্তী সুবিধাদি যেমন পেনশন, গ্র্যাচুইটি এবং ছুটির নগদায়ন সংক্রান্ত গণনা এবং ঐ সকল ধারণাসমূহ যা সুনির্দিষ্ট বেনিফিট পরিকল্পনার একচুয়ারিয়াল মূল্যায়নে অনুমিত হিসাব, বিচার্য হিসাব এবং ধারণাসমূহ ব্যবহৃত হয়।

২.০৬ তুলনামূলক তথ্য ঃ

এই আর্থিক বিবরণীতে আইএএস-১ এবং আইএএস- ৮ অনুসারে পূর্ববর্তী বছরের সাথে তুলনামূলক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। চলতি বছরের আর্থিক বিবরণী বোঝার সুবিধার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী বর্ণনামূলক তথ্য নোট আকারে প্রদান করা হয়েছে।

২.০৭ পুনঃনিবেদন/পুনঃশ্রেণিকরণঃ

আইএএস-৮ হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহ, হিসাবরক্ষণ প্রাক্কলন এবং ত্রুটির পরিবর্তন অনুযায়ী পূর্ববর্তী বছরের ভুল ত্রুটিগুলো পূর্ববর্তী অর্থবছরের সাথে সমন্বয় করতে হবে। ৩০ জুন ২০১৮ ভিত্তিক সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় এসপিসিবিএল এর পূর্ববর্তী বছরের ভুলসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

৩ হিসাবের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ঃ

গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক বিবরণী সংশ্লিষ্ট নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা নীতি অনুসৃত হয়েছে। চলতি বছরের উপস্থাপনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কিছু তুলনামূলক চিত্র পুনঃশ্রেণিকরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.০১ সমন্বিতকরণের ভিত্তি ঃ

গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক বিবরণী আইএএস ২৭ "পৃথক আর্থিক বিবরণী এবং আইএফআরএস ১০" সমন্বিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাবসিডিয়ারি

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিবিএল) বাংলাদেশ ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক এসপিসিবিএল এর ১১,৯৯৮,৯৯৪ শেয়ার ধারণ করে। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যূনতম শেয়ার ধারকের সংখ্যা পরিচালনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের ১০০০ শেয়ার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, এসপিসিবিএলএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব, স্বরাষ্ট্র, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মহাপরিচালক প্রত্যেকের জন্য একটি করে শেয়ার বরাদ্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এসকল শেয়ারের লভ্যাংশের মালিক। নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য সুদ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে ২,৩৯০,৯৮৬ টাকা আয় করে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবায়নে বিবেচনা করা হয় না। চাহিদার ভিত্তিতে সময় অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংক নোট সরবরাহ করা এসপিসিবিএল এর দায়িত্ব। প্রতিষ্ঠানটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে নোট সরবরাহ করে থাকে। তাছাড়াও এসপিসিবিএল ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য পার্টির নিকট কিছু সিকিউরিটিজ পণ্য বিক্রি করে থাকে।

সমন্বিতকরণের ক্ষেত্রে পরিহার্য লেনদেনগুলো

সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আন্তঃগ্রুপ স্থিতি ও লেনদেনগুলো এবং আন্তঃগ্রুপ লেনদেন হতে উদ্ভূত অনুপার্জিত আয় এবং ব্যয় পরিহার করা হয়েছে। সাবসিডিয়ারি লেনদেন হতে উদ্ভুত অ-উসুলকৃত লাভ সাবসিডিয়ারি গ্রুপের স্বার্থ অনুযায়ী ততটুকু পর্যন্ত বাদ দেওয়া যায়। অ-উসুলকৃত লাভের মতো অ-উসুলকৃত ক্ষতিও একইভাবে ততটুকু পরিহার করা হয়েছে যার ক্ষতির কোনো প্রমাণ নেই।

৩.০২ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন

লেনদেনের তারিখে বিরাজমান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রয়োগ করে "আইএএস ২১ঃ বৈদেশিক বিনিময় হার পরিবর্তনের প্রভাব" মেনে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনকে টাকায় প্রকাশ করা হয়েছে। স্থিতিপত্র প্রস্তুতের তারিখে বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত সম্পদ ও দায়গুলো উক্ত তারিখের বিনিময় হার প্রয়োগের মাধ্যমে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ এবং দায় বাজার মূল্যে মূল্যায়িত হয়েছে এবং ঐ তারিখের বিনিময় হার প্রয়োগ করে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়জনিত তারতম্য লাভ/ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়েছে। লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে বৈদেশিক মুদ্রার লাভ-ক্ষতি বিনিময় হারের লাভ-ক্ষতি নিট ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয় যা মূলত নির্ভর করে বৈদেশিক মুদ্রার নিট লাভ/ক্ষতির পরিবর্তনের ভিত্তিতে। স্থিতিপত্র প্রস্তুতের তারিখে টাকার বিপরীতে প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিনিময় হার যা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়েছে তা তুলে ধরা হলঃ

বৈদেশিক মুদ্রা	বিনিময় হার (টাকা)	
	২০১৮	২০১৭
ইউএস ডলার	৮৩.৭২২	৮০.৫৯৯
অস্ট্রেলিয়ান ডলার	৬১.৯৭১	৬১.৯৪৮
কানাডিয়ান ডলার	৬৩.৭৬৪	৬২.১৮১
ইউরো	৯৭.৮১২	৯২.০৬৮
পাউন্ড স্টার্লিং	১১০.৫৭১	১০৪.৯৮০
সিএনওয়াই	১২.৬২০	১১.৮৯১
জেপিওয়াই	০.৭৫৭	০.৭১৭
এসডিআর	১১৭.৭৬৩	১১২.১৪৫
এসজিডি	৬১.৪৪৩	৫৮.৫৭৫
এসইকে	৯.৩৫৮	৯.৫৬৪

৩.০৩ বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনজনিত লাভ/ক্ষতি

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনজনিত উসুলকৃত লাভ/ক্ষতি গড় ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়। প্রতি মাসের শেষে প্রতিটি মুদ্রার গড় ব্যয়ের স্থিতির মধ্যকার পার্থক্য (ক) যখন মুদ্রা পজিশনের নিট বৃদ্ধি হয় তখন গড় মূল্যের বৃদ্ধি হল মাসের গড় হার এবং বৃদ্ধি পাওয়া মুদ্রার মূল্যের গুণিতকের সমান। এবং (খ) যখন মুদ্রা পজিশনের নিট হ্রাস হয় তখন প্রারম্ভিক গড় হারের সাথে হ্রাসকৃত মূল্যের তুলনা করে গড় মূল্যের হ্রাস নির্ণয় করা হয়। সমাপনী বিনিময় হারের অভিহিত মূল্য এবং মুদ্রার গড় মূল্যের পার্থক্য নির্ণীত হয়েছে। এই পার্থক্যকে উসুলকৃত পুনর্মূল্যায়নজনিত সঞ্চিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

উসুলকৃত পুনর্মূল্যায়নজনিত সঞ্চিতি হিসাব এবং লেজার ব্যালেন্সের পার্থক্যকে আলোচ্য সময়ের অনুসুলকৃত পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি বলা হয় এবং উক্ত সময়ের লাভ/ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়। পরবর্তীতে উসুলকৃত এবং অনুসুলকৃত এই লাভ/ক্ষতি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্যজনিত সঞ্চিতিতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়।

৩.০৪ আর্থিক সম্পদ ও দায়

আর্থিক সম্পদগুলো বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব, বৈদেশিক বিনিয়োগ, আইএমএফ এ রক্ষিত সম্পদসমূহ, স্বর্ণ ও রৌপ্য, স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবি, ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ, বৈদেশিক মুদ্রার অন্যান্য আর্থিক সম্পদ, নগদ ও নগদ সমতুল্য, রেপো, বাংলাদেশ সরকারকে দেয় ঋণ, স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ, ব্যাংকসমূহ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কর্মকর্তাদিগকে স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ এবং স্থানীয় মুদ্রার অন্যান্য আর্থিক সম্পদ এর সমন্বয়ে গঠিত।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(ক) স্বীকৃতি এবং প্রাথমিক মূল্যায়ন

ঋণ এবং অগ্রিম যে তারিখে উদ্ভূত হয় সে তারিখেই আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সম্পদ ক্রয় অথবা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রদান ও অন্তর্ভুক্তকরণের সাধারণ নিয়ম হলো যে তারিখে গ্রুপ কর্তৃক সম্পদ গ্রহণ করা হবে অথবা ক্রয়মূল্য পরিশোধ করা হবে সেই তারিখে অন্তর্ভুক্ত করা। অন্যান্য আর্থিক সম্পদ ও দায় প্রাথমিকভাবে তখনই স্বীকৃতি প্রদান করা হয় যখন গ্রুপ দলিলাদি বিনিময় চুক্তির একটি পক্ষ হিসেবে কাজ করে। আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ প্রাথমিকভাবে প্রকৃত মূল্যে মূল্যায়িত হয়ে থাকে।

(খ) শ্রেণিকরণ এবং পরবর্তী পরিমাপন ঃ

প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর সম্পদ ও দায় পরিমাপের জন্য আইএএস-৩৯ আর্থিক উপাদানসমূহ ঃ স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে ঃ

(১) লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ/দায়।

লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায়সমূহ সেই আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায় যা নিম্নের যে কোনোটিঃ

- ট্রেডিং এর জন্য ধারণকৃত সম্পদ হিসেবে শ্রেণিকৃত, অথবা
- লাভ-ক্ষতি হিসাবের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ হিসেবে শ্রেণিকৃত ।

আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায়সমূহকে ট্রেডিং এর জন্য ধারণকৃত হিসাবে গণ্য করা হয় যদিঃ

- স্বল্প সময়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পদসমূহ অর্জন করা হয়;

স্বল্প মেয়াদে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ তালিকার অংশ হিসেবে হিসাবায়ন করা, অথবা

- ডেরিভেটিভ (ঐ সমস্ত ডেরিভেটিভ ব্যতীত যা আর্থিক নিশ্চয়তার চুক্তি অথবা কার্যকরী হেজিং উপকরণ)।

নিম্নোক্ত অবস্থায় আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহকে প্রকৃত মূল্যে লাভ বা ক্ষতির মাধ্যমে দেখানো হয় ঃ

- এ আরোপণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে হিসাবের গড়মিল হ্রাস করে অথবা দূর করে যা অন্যভাবে উদ্ভূত হতে পারে।
- সম্পদ ও দায়সমূহের মধ্যে এরূপ ডেরিভেটিভ রয়েছে যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে নগদ প্রবাহকে পরিবর্তন করে।

(২) মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগ ঃ

মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগসমূহ হচ্ছে নির্দিষ্ট মেয়াদ ও পরিশোধের সূচিসহ নন-ডেরিভেটিভ আর্থিক সম্পদ যা নিম্নোক্ত ব্যতিক্রম ব্যতীত গ্রুপের ধারণের ইচ্ছা রয়েছে।

- যা লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে নিরূপণ বা প্রাথমিক হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ ছিল,
- যা বিক্রয়যোগ্য;
- যা ঋণ ও প্রাপ্য।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

অল্প পরিমাণের মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগের বিক্রয় অথবা পুনঃশ্রেণিকরণ পরবর্তীতে সব মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগের পুনঃশ্রেণিকরণ হবে যা বিক্রয়যোগ্য এবং চলতি এবং পরবর্তী দুই বছরের জন্য শ্রেণিকৃত বিনিয়োগ সিকিউরিটি হতে গ্রুপকে মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগ হিসেবে রক্ষা করবে। যদিও নিম্নের যে কোনো অবস্থায় বিক্রয় এবং পুনঃশ্রেণিকরণ কোনো পুনঃশ্রেণিকরণের সূত্রপাত করবে নাঃ

- বাজারের সুদ হারের সাথে পরিবর্তনশীল বিক্রয় অথবা পুনঃশ্রেণিকরণ যা মেয়াদপূর্তির খুব নিকটবর্তী তা আর্থিক সম্পত্তির ন্যায্য মূল্যের উপর কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে না।

- বিক্রয় অথবা পুনঃশ্রেণিকরণের পরে গ্রুপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সব সম্পত্তির মূল টাকা সংগ্রহ করেছে।

- বিক্রয় অথবা পুনঃশ্রেণিকরণ সংশ্লিষ্ট পুনঃ পুনঃ সংগঠিত হয় না এমন বিচ্ছিন্ন ঘটনা গ্রুপের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রত্যাশা করা যেত না।

(৩) ঋণ এবং প্রাপ্য

নিম্নের ক্ষেত্রগুলো ব্যতীত ঋণ ও প্রাপ্য হচ্ছে নন-ডেরিভেটিভ আর্থিক সম্পদ যেগুলোর নির্দিষ্ট ও নির্ণয়যোগ্য পরিশোধ সূচি রয়েছে এবং যার কার্যকর বাজার মূল্য নেইঃ

- যেগুলো অচিরেই বা স্বল্প মেয়াদে বিক্রয় করতে চাওয়া হয় সেগুলোকে ট্রেডিং এর জন্য ধারণকৃত সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং যেগুলো প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হয়েছে সেগুলোকে লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে নিরূপণ করা হয়েছে;

- প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণে যেগুলো বিক্রয়যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে; অথবা

- ঋণের মূল্যমান হ্রাস ব্যতীত গ্রুপ যে সমস্ত ক্ষেত্রে তার প্রাথমিক বিনিয়োগ পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারবেনা এবং যেগুলো বিক্রয়যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ঋণ ও আগাম প্রাথমিকভাবে ন্যায্য মূল্যের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান প্রত্যক্ষ খরচ এবং পরিশেষে কার্যকরী সুদ হিসাবায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবলোপন পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়।

টাকা মুদ্রা ও নগদ স্থিতি, বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, আইএমএফ এর কাছে রক্ষিত সম্পত্তি, ব্যাংকের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ, প্রাপ্য সুদ, বাংলাদেশ সরকারের নিকট ঋণ ও আগাম, রিভার্স রেপো চুক্তি এবং ব্যাংকের নিকট স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তা এবং অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রা আর্থিক বিবরণীতে ঋণ ও প্রাপ্যতা হিসাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(৪) বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদ

বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদ বলতে ঐ সমস্ত ননডেরিভেটিভ আর্থিক সম্পদকে বুঝাবে যা বিক্রয়যোগ্য হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে এবং যা (ক) ঋণ এবং প্রাপ্য (খ) মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগ অথবা (গ) লাভক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে নির্ণীত আর্থিক সম্পদ অথবা (ঘ) ট্রেডিং সম্পত্তি এবং দায় এর অন্তর্ভুক্ত নয় ।

বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ড, বৈদেশিক বন্ড, ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল, ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ, সুইফট্ শেয়ার, স্বর্ণ ও রৌপ্য, স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি, আইসিবি ইসলামি ব্যাংক এর শেয়ার বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদ হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে । সুইফট্ শেয়ারের বাজার মূল্য না থাকায় এদের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় অবহিত মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে ।

এসপিসিবিএল এর শেয়ার আইএএস ২৭ অনুযায়ী পৃথক আর্থিক বিবরণীতে ক্রয়মূল্যে দেখানো হয়েছে ।

(৫) অবলোপনকৃত ব্যয় বিবেচনায় আর্থিক দায়

স্বল্প মেয়াদি দেনা, নোট প্রচারণ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জমা এবং আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায় সমূহকে আর্থিক দায় হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে ।

(গ) অবলোপনকৃত ব্যয় পরিমাপ নীতিমালা

আর্থিক সম্পদ ও দায়ের অবলোপনকৃত ব্যয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদ ও দায়ের প্রাথমিক মূল্যায়ন হতে পরিশোধিত আসল বাদ দেয়ার পর কার্যকরী সুদ প্রয়োগ করে নির্ধারিত পুঞ্জীভূত অবলোপন হতে উদ্ভূত প্রাথমিক মূল্যায়ন ও মেয়াদপূর্তির মূল্যের পার্থক্য যোগ বা বিয়োগ করে ব্যবহারজনিত ক্ষতি বাবদ যদি কোনো ক্ষতি থাকে তা বাদ দেওয়া হয় ।

কার্যকরী সুদ নির্ণয় পদ্ধতি হলো একটি আর্থিক সম্পদ অথবা দায়ের (অথবা আর্থিক সম্পদ/দায়সমূহের) অবলোপনকৃত ব্যয় নির্ণয় এবং সুদ আয় ও সুদ ব্যয়কে সংশিষ্ট সময়কালে বণ্টন করা । কার্যকরী সুদ হার হলো সেই হার যা ভবিষ্যৎ অনুমিত নগদ প্রদান অথবা গ্রহণকে আর্থিক হাতিয়ারসমূহের সম্ভাব্য জীবনকালের মধ্যে বণ্টন করে প্রাপ্ত হয় । যখন কার্যকরী সুদ হার নির্ণয় করা হয় তখন গ্রুপ আর্থিক হাতিয়ারসমূহের সকল ধরনের চুক্তির মেয়াদ এবং অনুমানসমূহের মধ্যে কোনো সংশোধনী থাকলে তা লাভ/ক্ষতি হিসেবে স্বীকৃতি পায় । উক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে প্রদত্ত/প্রাপ্ত অর্থ রয়েছে যা আর্থিক হাতিয়ারসমূহের কার্যকরী সুদ হার, লেনদেন খরচ এবং অন্যান্য অভিহিত এবং অবহিত মূল্যের অত্যাবশ্যকীয় অংশ ।

(ঘ) প্রকৃত মূল্য নিরূপণ নীতিমালা

ওয়াকিবহাল এবং ইচ্ছুক পক্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর আওতায় পরিমাপন তারিখে যে মূল্যে কোনো সম্পদ হস্তান্তর বা দায় নিষ্পন্ন করা হয় সে মূল্যকে প্রকৃত বা বাজার মূল্য বলে । একটি দায়ের প্রকৃত মূল্য উক্ত দায়ের অদক্ষতাজনিত ঝুঁকির প্রতিফলন ।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

কোনো সম্পদ ও দায়ের প্রকৃত মূল্য নিরূপণে স্থিতিপত্রের তারিখে কার্যকরী বাজারে তার লেনদেনের দরকে বিবেচনা করা হয়েছে। কার্যকরী বাজার বলতে এমন ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে যথেষ্ট মূল্য উদ্ধৃতকারী থাকে এবং প্রতি নিয়ত প্রকৃত লেনদেন আইন সম্মতভাবে সম্পন্ন হয়।

যদি দরকৃত মূল্যের জন্য কোনো কার্যকরী বাজার না থাকে তাহলে গ্রুপ মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করে যা প্রাসঙ্গিক মূল্যায়নযোগ্য ইনপুটসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি করে এবং অপ্রাসঙ্গিক ইনপুটসমূহের ব্যবহার হ্রাস করে। নির্বাচনকৃত মূল্যায়ন কৌশল বাজারে অংশগ্রহণকারীগণ লেনদেনের মূল্য নির্ধারণে যতগুলো সূচক ব্যবহৃত হতে পারে তার সবগুলোই বিবেচনা করে।

একটি আর্থিক হাতিয়ারের প্রকৃত মূল্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো লেনদেনকৃত মূল্য, অর্থাৎ বিবেচনাকৃত প্রাপ্ত/প্রদত্ত প্রকৃত মূল্য। যদি গ্রুপ নির্ধারণ করতে পারে যে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃত প্রকৃত মূল্য যদি লেনদেনকৃত মূল্য হতে ভিন্ন হয় এবং কোনো একটি সক্রিয় বাজারের নির্দিষ্ট একটি সম্পদ বা দায়ের প্রকৃত মূল্য যদি দরকৃত মূল্যের দ্বারা প্রমাণিত না হয় অথবা মূল্য নির্ধারণী পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা না হয় তখন আর্থিক হাতিয়ার প্রাথমিকভাবে প্রকৃত মূল্যে নির্ধারিত হয় যা প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃত প্রকৃত মূল্য এবং লেনদেনকৃত মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য দূরীকরণে সমন্বয় করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত পার্থক্য আর্থিক হাতিয়ারের জীবনকালের ভিত্তিতে যথাযথভাবে ভাগ করে লাভ-ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শন করা হয়।

প্রকৃত মূল্যে নির্ধারিত কোনো সম্পদ অথবা দায়ের যদি একটি দরকৃত মূল্য এবং একটি জিজ্ঞাস্য মূল্য থাকে তবে গ্রুপ সম্পদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লং পজিশনে দরকৃত মূল্য ব্যবহার করে এবং দায়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শর্ট পজিশনে জিজ্ঞাস্য মূল্য ব্যবহার করে।

আর্থিক সম্পদ এবং আর্থিক দায়ের পোর্টফোলিও যেগুলো বাজার ঝুঁকি ও ঋণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে যা গ্রুপ ব্যবস্থাপনা করে থাকে সেক্ষেত্রে গ্রুপ একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকির জন্য নিট লং পজিশন বিক্রয় করে (অথবা ক্রয়ের মাধ্যমে নিট শর্ট পজিশন স্থানান্তর করে)। ঐ সকল পোর্টফোলিও শ্রেণির সমন্বয়সমূহ একক সম্পদ ও দায়সমূহের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয় পোর্টফোলিওতে তাদের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে।

রিপোর্টিং সময়ের সর্বশেষ দিনে প্রকৃত মূল্য ধাপের কোনো পর্যায়ে কোনো স্থানান্তর সংঘটিত হলে গ্রুপ সেটিকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

(ঙ) পরিমাপ পরবর্তী লাভ-ক্ষতি

বিক্রয়যোগ্য সম্পদের প্রকৃত মূল্যের পরিবর্তনজনিত লাভ-ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যখন কোনো আর্থিক সম্পদ বিক্রয়, সংগ্রহ অথবা অন্য কোনোভাবে নিষ্পত্তিকৃত হয়, তা হতে উদ্ভূত পুঞ্জীভূত লাভ/ক্ষতি যা ইতিপূর্বে অন্যান্য সমন্বিত আয়ে হিসাবায়িত হয়েছিল, তা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয়। লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে নিরূপিত প্রকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও দায়ের মূল্য পরিবর্তনজনিত লাভ/ক্ষতি পরবর্তীতে লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঋণ ও প্রাপ্যসমূহ এবং মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত আর্থিক সম্পদসমূহ লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে হিসাব বিররণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(চ) হিসাবে অ-অন্তর্ভুক্তকরণ

গ্রুপটি একটি আর্থিক সম্পদকে অস্বীকৃতি দেয় যখন আর্থিক সম্পদ হতে নগদ প্রবাহের চুক্তিভিত্তিক অধিকার মেয়াদোত্তীর্ণ হয়, অথবা এটি একটি লেনদেনের চুক্তি ভিত্তিক নগদ প্রবাহ গ্রহণের অধিকার স্থানান্তর করে যার ফলে পরবর্তীতে আর্থিক সম্পদসমূহের মালিকানার ঝুঁকি ও পুরস্কার স্থানান্তরিত হয় অথবা পরবর্তীতে গ্রুপটি মালিকানার সকল ঝুঁকি ও পুরস্কার স্থানান্তরও করেনা আর্থিক সম্পদসমূহের নিয়ন্ত্রণ ধরেও রাখে না। এরূপ স্থানান্তরিত আর্থিক সম্পদসমূহ যা অস্বীকৃতির যোগ্য যা গ্রুপ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা ধরে রাখা হয় একটি ভিন্ন সম্পদ বা দায় হিসেবে। আর্থিক সম্পদের অস্বীকৃতির ফলে ঐ সম্পদের বাহিত মূল্য (অথবা স্থানান্তরিত সম্পদের মধ্যে বণ্টনকৃত বাহিত মূল্য) এবং (ক) গৃহীত অনুদান (কোনো নতুন সম্পদ অর্জন বাদ নতুন দায় অবলোপনসহ) এবং (খ) কোনো প্রকার ক্রমযোজিত লাভ বা ক্ষতি যা অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তা লাভ বা ক্ষতি হিসাবেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

গ্রুপ আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে স্বীকৃত সম্পদের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একটি লেনদেন সম্পন্ন করে থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে স্থানান্তরিত সম্পদের সকল বা আংশিক ঝুঁকি ও পুরস্কার ধরে রাখে। যখন সকল অথবা প্রকৃত ঝুঁকি ও পুরস্কার ধরে রাখা হয় তখন স্থানান্তরিত সম্পদসমূহকে অস্বীকৃতি দেয়া হয়না। সম্পদ স্থানান্তরে সকল অথবা প্রকৃত ঝুঁকি ও পুরস্কার অন্তর্ভুক্ত, যেমন, স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি এবং পুনঃক্রয় লেনদেন সমূহ। গ্রুপটি একটি আর্থিক দায়কে অস্বীকৃতি প্রদান করে যখন সেটির চুক্তিভিত্তিক দায়সমূহ অবমুক্ত বা প্রত্যাহার বা মেয়াদপূর্তি হয়।

বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদসমূহ এবং মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধরে রাখা হবে এমন আর্থিক সম্পদসমূহ যখন বিক্রয়ের মাধ্যমে অস্বীকৃতি দেয়া হয় এবং ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্যসমূহ স্বীকৃতি দেয়া হয় যখন সম্পদটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হয়। মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধরে রাখা হবে এমন আর্থিক হাতিয়ার, ঋণ ও প্রাপ্যসমূহকে অস্বীকৃতি দেয়া হয় ঐ দিন যে দিন সেগুলোর মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয় অথবা সম্পূর্ণ অনাদায়যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

(ছ) "ব্যবহারজনিত ক্ষতি" চিহ্নিতকরণ ও পরিমাপকরণ

যে সকল আর্থিক সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন করা হয় না লাভ বা ক্ষতির মাধ্যমে সেগুলো স্থিতিপত্রের তারিখে পর্যালোচনা করে দেখা হয় যে 'ব্যবহারজনিত ক্ষতি'র সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে কিনা। আর্থিক সম্পদগুলো "ব্যবহার জনিত ক্ষতি" হয়েছে তখনই বলা যাবে যখন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হতে দেখা যাবে যে একটি ক্ষতির ঘটনা ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহগুলোর উপর প্রভাব ফেলে এবং যা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়।

"ব্যবহারজনিত ক্ষতি" সুনির্দিষ্ট ও সমষ্টিগতভাবে বিবেচনা করা হয়। সুনির্দিষ্ট "ব্যবহারজনিত ক্ষতি" নির্ণয়ের জন্য সকল তাৎপর্যপূর্ণ আর্থিক সম্পদকে পরিমাপ করা হয়। সুনির্দিষ্ট "ব্যবহারজনিত ক্ষতি" নির্ণয় সম্ভব না হলে সামষ্টিকভাবে "ব্যবহারজনিত ক্ষতি" নির্ণয় করা হয় যদি তা সংঘটিত হয়ে থাকে কিন্তু ইতিপূর্বে সুনির্দিষ্ট করা না হয়ে থাকে। সম্পদগুলো যদি এককভাবে তাৎপর্যপূর্ণ না হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে একই বৈশিষ্ট্যের ঝুঁকি সম্বলিত আর্থিক সম্পদকে (অবলোপিত ব্যয়) গ্রুপ করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

আর্থিক সম্পদগুলোকে যেভাবে "ব্যবহারজনিত ক্ষতি" শ্রেণিকরণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা, ইতিপূর্বে নির্দিষ্ট করা হয়নি এরূপ শর্ত ঋণ ও অগ্রিমের ক্ষেত্রে আরোপ, ঋণগ্রহীতার দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা, কোনো সিকিউরিটিজের কার্যকরী বাজার নষ্ট হয়ে যাওয়া, অথবা ঋণগ্রহীতা সম্পর্কিত এমন কোনো তথ্য যা তার পরিশোধ সূচির উপর প্রভাব ফেলতে পারে অথবা এমন কোনো অর্থনৈতিক অবস্থা যা পরিশোধের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

কোনো সম্পদের "ব্যবহারজনিত ক্ষতি" নির্ধারণের জন্য ঐ সম্পদের অবলোপিত ব্যয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয় যা এ সম্পদের বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহের প্রকৃত কার্যকরী সুদ হারে বাট্টাকৃত অংকের পার্থক্য হতে পাওয়া যায়। এ ক্ষতি, লাভ-ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শন করা হয় এবং ঋণ ও অগ্রিম হতে বাদ দিয়ে প্রদর্শন করা হয়।

পরবর্তী সময়ে যদি ইমপেয়ারমেন্ট ক্ষতি হ্রাস পায় এবং তা যদি কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনার সাথে বস্তুনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করা যায়, সেক্ষেত্রে উক্ত অবলোপনকৃত অর্থ আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করা হয়।

(জ) অফসেটিং

কোনো প্রদর্শিত অর্থ সেটঅফ করার জন্য যখন কোনো পক্ষের আইনত বলবৎযোগ্য অধিকার থাকে এবং ঐ লেনদেনটি নিট ভিত্তিতে নিষ্পত্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করে থাকে তখন ঐ সকল আর্থিক সম্পদ ও দায়গুলোকে অফসেট করে নিট পরিমাণকে স্থিতিপত্রে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

আয় এবং ব্যয়সমূহ নিট ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবে একমাত্র তখনই যদি তা আইএফআরএস কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে থাকে অথবা একই ধরনের লেনদেন হতে উদ্ভূত লাভ/ক্ষতির জন্য যেমনঃ গ্রুপের ট্রেডিং সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৩.০৫ বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিভিন্ন বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে পরিচালিত চলতি হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেদন দাখিলের প্রত্যেক তারিখে ঐ দিনের বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি কার্যকরী মুদ্রায় পরিমাপ করা হয় এবং এ পরিমাপ হতে উদ্ভূত লাভ-ক্ষতি আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে বিনিময়জনিত আয় মুনাফা আবণ্টনকালে সংরক্ষিত মুনাফা তহবিল থেকে পুনর্মূল্যায়নজনিত সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়। (নোট নম্বর-৩.০৩ ঃ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনজনিত লাভ-ক্ষতি সংশ্লিষ্ট হিসাবায়ন নীতি দ্রষ্টব্য)

৩.০৬ বৈদেশিক বিনিয়োগ

বৈদেশিক বিনিয়োগে স্বল্প মেয়াদে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে এক বছরের কম সময়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ, স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, বাট্টায় ক্রয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রায় ট্রেজারি

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিল এবং সুদযুক্ত বিদেশি বন্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে এ সকল বিনিয়োগে বৈদেশিক মুদ্রার বাহিত পরিমাণ ঐ তারিখের বিনিময় হারে কার্যকরী মুদ্রায় পরিমাপ করা হয়। উদ্ভূত লাভ-ক্ষতি আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে স্থিতিপত্রের তারিখে বিনিময়জনিত আয় মুনাফা আবণ্টনের মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়।

৩.০৭ বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ

সুইফ্ট শেয়ার এবং অর্জিত সুদ ও ডিভিডেন্ড অন্যান্য সম্পদে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সুইফ্ট শেয়ারের কোনো বাজার মূল্য না থাকায় ভিত্তিমূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.০৮ টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি

সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত এবং ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত কিন্তু ইস্যুকৃত নয় এরূপ এক, দুই এবং পাঁচ টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা, এসপিসিবিএল (সাবসিডিয়ারি) কর্তৃক ধারণকৃত নগদ এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ময়মনসিংহ অফিসে নগদ জমা অভিহিত মূল্যে ব্যাংক স্থিতির নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩.০৯ বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ

বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত "উপায় ও উপকরণ ঋণ", "ওভারড্রাফট্" (ব্লকড ও চলতি) হিসেবে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা, সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ডগুলো এ ধরনের ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

উপায় ও উপকরণ ঋণ

সরকারি খাতে জমা অপেক্ষা উত্তোলন বেশি হলে সরকারকে প্রদত্ত এই অতিরিক্ত উত্তোলন রেপোর সুদ হারে অনধিক ৪০,০০০ মিলিয়ন টাকা (২০১৭ সালে ৪০,০০০ মিলিয়ন টাকা) "উপায় ও উপকরণ" ঋণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরকারকে প্রদত্ত ওভারড্রাফট্-চলতি ঋণ কেবলমাত্র সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় করার পর কোনো প্রকার উদ্বৃত্ত থাকলে তা "উপায় ও উপকরণ ঋণ" হিসেবে আদায় করা হয়।

ওভারড্রাফট- চলতি এবং ব্লকড

"বাংলাদেশ সরকারকে "উপায় ও উপকরণ" ঋণ হিসেবে প্রদত্ত ৪০,০০০ মিলিয়ন টাকার অতিরিক্ত অনধিক ৪০,০০০ মিলিয়ন টাকা (২০১৭ সালে ৪০,০০০ মিলিয়ন টাকা) ওভারড্রাফট (চলতি) ঋণ হিসাবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে বিপরীত রেপোর সুদ হারের চেয়ে অতিরিক্ত ১ শতাংশ হারে সুদ আরোপ করা হয়। ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত চলতি ওভারড্রাফট্ খাতের ঋণ সম্পূর্ণরূপে সমন্বয়ের পর সরকার হতে উদ্বৃত্ত আদায় করা হলে তা দ্বারা উপায় ও উপকরণ খাতের ঋণ হিসাব সমন্বয় করা হয়।

ওভারড্রাফ্ট ব্লক'কে পূর্বে সরকারি ট্রেজারি বিল হিসেবে অবহিত করা হত। ২০০৭ অর্থবছরের শুরুতে সরকারি ট্রেজারি বিলের স্থিতিকে ওভারড্রাফ্ট ব্লক হিসেবে স্থানান্তর করা হয়। ২০০৭ অর্থবছর থেকে

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

অদ্যাবধি প্রতি বছর সরকার কর্তৃক ১৫,০০০ মিলিয়ন টাকা উক্ত হিসাবে সমন্বয় করা হয়। ওভারড্রাফ্ট ব্লক এর ক্ষেত্রে ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের হারে সুদ আরোপ করা হয়।"

ট্রেজারি বিল এবং বন্ড

বাণিজ্যিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নিকট হতে সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ড ক্রয় না করলে বাংলাদেশ ব্যাংক সেগুলো সরকার হতে ক্রয় করে। প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে এগুলোকে বাজার মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.১০ স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ

গ্রুপের বিনিয়োগে হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের (বিএইচবিএফসি) ঋণপত্র, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ারে বিনিয়োগ এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঋণপত্র এবং শেয়ারে বিনিয়োগ ন্যায্য-মূল্যে দেখানো হয়েছে।

৩.১১ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংক, অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আদায়যোগ্য নয় এরূপ কোনো অংশ থাকলে তা বাদ দিয়ে আদায়যোগ্য অংশ এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩.১২ স্বর্ণ ও রৌপ্য

ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুদ রয়েছে। এগুলো বাজার মূল্যে প্রদর্শিত হয়েছে। পুনর্মূল্যায়ন হতে উদ্ভূত লাভ বা ক্ষতি সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ লাভ মুনাফা আবণ্টনকালে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি-স্বর্ণ ও রৌপ্য হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৩.১৩ সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

(ক) হিসাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও পরিমাপণ

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়িত মূল্যকে প্রকৃত মূল্য বিবেচনা করে তা হতে পুঞ্জীভূত অবচয় এবং ইমপেয়ারমেন্ট ক্ষতি বাদ দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির আওতায় ভূমি ও ভবন ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তা ব্যাংকের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং কর্মচারীদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(খ) পুনর্মূল্যায়ন

যদি পূনর্মূল্যায়নের ফলে কোনো সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে বর্ধিত মূল্য অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করার পর পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ হিসাবে ইক্যুইটির অধীনে প্রদর্শিত হয়। যদিও, বর্ধিত

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

মূল্য লাভ-ক্ষতিতে ততটুকুই দেখানো হবে যতটুকুর বিপরীতে পূর্বের লাভ-ক্ষতিতে একই সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়নের হ্রাস দেখানো হয়েছে।

যদি পুনর্মূল্যায়নের ফলে কোনো সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পায় তাহলে হ্রাসকৃত মূল্য লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়। যদিও, হ্রাসকৃত মূল্য অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে ততটুকুই দেখানো হবে যতটুকু পূর্বের পুনর্মূল্যায়নজনিত বর্ধিত হিসাবে একই সম্পত্তির বিপরীতে ক্রেডিট স্থিতিতে দেখানো হয়েছে। অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে প্রদর্শিত এই হ্রাসকৃত মূল্য পুনর্মূল্যায়নজনিত বর্ধিত হিসাবের ক্রমযোজিত ইক্যুইটিকে হ্রাস করে।

ব্যাংক তার মালিকানাধীন ভূমি ৩০ জুন ২০১৪ তারিখের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান, এস.এফ. আহমেদ অ্যান্ড কোং দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করিয়েছে।

সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রক্রিয়া ও ধারণাগুলো নিম্নরূপ ঃ

(অ) যৌক্তিক মূল্যে ভূমি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক সময়ে স্থানভিত্তিক ভূমির বিক্রয়মূল্যকে বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ক কর্তৃক ভূমি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

(আ) ভবন, মূলধনী কাজের অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক ও গ্যাস স্থাপনা পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্মাণ ও স্থাপনার সরঞ্জামাদির প্রকৃত মূল্য এবং শ্রমিক ও উপরিব্যয়কে মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি এবং মোটরযান প্রতিস্থাপন মূল্যের ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

সাবসিডিয়ারির মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ১ জুলাই ২০১৩ তারিখের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। ভূ-সম্পত্তি, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়িত তথা প্রকৃত মূল্য সামগ্রিক আর্থিক বিবরণীতে সম্পত্তি হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে।

(গ) পরবর্তী ব্যয়

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির জন্য পরবর্তীতে নির্বাহিত ব্যয়কে মূলধনীকরণ করা হয় যখন উক্ত সম্পত্তি হতে অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি পায়। প্রতিস্থাপিত অংশের নির্বাহিত ব্যয়কে অহিসাবায়িত করা হয়েছে। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সংঘটিত প্রাত্যহিক ব্যয় লাভ-ক্ষতি হিসেবে হিসাবায়ন করা হয়েছে।

(ঘ) মূলধনী কাজের অগ্রগতি ব্যয়

মূলধনী কাজের অগ্রগতির খরচকে সংঘটিত হওয়ার সময় হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর অবচয় হিসাবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(ঙ) অবচয়

ব্যবহারের প্রথম তারিখ হতে সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির অবচয় গণনা শুরু হয়, আবার নিজস্ব তৈরিকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি প্রস্তুতের শেষ দিন এবং ব্যবহারযোগ্যতার শুরুর দিন থেকে অবচয় গণনা শুরু হয়। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির ক্রয়মূল্য থেকে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে অনুমিত ব্যবহারযোগ্য বছর দিয়ে ভাগ করে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়। অবচয় সাধারণত লাভ-ক্ষতি হিসাবে দেখানো হয় যদি না এটি অন্য সম্পত্তির বাহিত মূল্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভূমির ক্ষেত্রে অবচয় করা হয়নি। অবলোপন পদ্ধতি, অনুমিত ব্যবহারযোগ্য আয়ুষ্কাল এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য প্রতি প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে পুনঃবিবেচনা করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির আনুমানিক কার্যকরী আয়ুষ্কালের ভিত্তিতে অবচয় নিম্নবর্ণিত হারে ধার্য করা হয়েছে ঃ

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির শ্রেণিবিন্যাস	ব্যাংক	সাবসিডিয়ারি (এসপিসিবিএল)
ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	৫%	২.৫% - ২০%
যান্ত্রিক/অফিস সরঞ্জামাদি	১০%	৫% - ২০%
কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	২০%	-
সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	১০%	১০%
মোটর গাড়ি	২০%	২০%
বৈদ্যুতিক স্থাপনা	২০%	-
গ্যাস স্থাপনা	২০%	-
স্বল্প মূল্যের সম্পদ	১০০%	
নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি	২০%	-
টাকা জাদুঘর ও ভাস্কর্য	৫%	-

(চ) ঋণবাবদ ব্যয়ের মূলধনায়ন

ব্যাংক সম্পদের অর্জন, নির্মান অথবা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত খরচসমূহ নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে আইএএস-২৩ অনুসারে ঋণবাবদ ব্যয় হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

অ) ব্যয়সমূহ ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুবিধা আনয়ন করবে;

আ) ব্যয়সমূহ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে।

যদি ঋণবাবদ ব্যয়সমূহ উপর্যুক্ত শর্তাবলী পূরণ না করে তবে সেগুলো ব্যয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

মূলধনায়নের জন্য একটি উপযুক্ত সম্পদ হচ্ছে সে সম্পদ যা ব্যবহারের উদ্দেশ্য সাধন এবং বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হতে উল্লেখযোগ্য সময় নেয় ।

(ছ) ইমপেয়ারমেন্ট

ইমপেয়ারমেন্টের কোনো নির্দেশনা আছে কি না তা নিরূপণের জন্য ব্যাংকের সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি এবং অস্পর্শনীয় সম্পদসমূহের বাহিত মূল্য প্রত্যেক স্থিতিপত্রের তারিখে পুনর্বিবেচনা করা হয় । যদি এমন কোনো নির্দেশনা থেকে থাকে তবে সম্পদের আদায়যোগ্য মূল্য প্রাক্কলন করা হয় । ইমপেয়ারমেন্ট জনিত ক্ষতি তখনই হয় যখন সম্পদের বাহিত মূল্য অথবা নগদ উৎপাদনকারী ইউনিটসমূহের বাহিত মূল্য এর আদায়যোগ্য মূল্যকে ছাড়িয়ে যায় । ইমপেয়ারমেন্ট জনিত যেকোনো ক্ষতি লাভ-ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় । যে সমস্ত সম্পদের আয়ুষ্কাল অনির্দিষ্ট থাকে সেগুলোর আদায়যোগ্য মূল্য স্থিতিপত্রের তারিখে প্রাক্কলিত হয় । নিট বিক্রয়মূল্য এবং বাহিত মূল্যের মধ্যে যেটি বড় তা সম্পদের আদায়যোগ্য মূল্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয় । প্রাক্কলিত ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহকে ডিসকাউন্ট রেট (বাট্টা হার) এ বাট্টাকরণ করে বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করা হয় যাতে অর্থের সময় মূল্য এবং সম্পদের সাথে জড়িত ঝুঁকির প্রতিফলন ঘটিয়ে চলতি বাজার মূল্য নির্দেশ করে । যে সকল সম্পদ স্বাধীনভাবে নগদ অন্তঃপ্রবাহ সৃষ্টি করে না সে সমস্ত সম্পদের ক্ষেত্রে ওই সম্পদসমূহ নগদ অন্তঃপ্রবাহ উৎপন্নকারী যেসকল ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত তার উপর ভিত্তি করে আদায়যোগ্য মূল্য নিরূপণ করা হয় ।

আদায়যোগ্য মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রাক্কলনে কোনোরূপ পরিবর্তন হলে ইমপেয়ারমেন্ট জনিত ক্ষতি পুনর্নির্ধারণ করা হয় । সম্পদের বাহিত মূল্য অপেক্ষা ওই সম্পদের পূর্বে প্রাক্কলিত বাহিত মূল্য, নিট অবচয় বা অবলোপন যতটুকু বেশি হয় শুধুমাত্র ততটুকুই ইমপেয়ারমেন্ট জনিত ক্ষতি হিসেবে পুনর্নির্ধারণ করা হয় ।

৩.১৪ অস্পর্শনীয় সম্পদসমূহ এবং এর অবলোপন

ক্রয়মূল্য থেকে পুঞ্জীভূত অবলোপন এবং অন্যান্য পুঞ্জীভূত ইমপেয়ারমেন্টজনিত ক্ষতি বাদ দিয়ে ব্যাংক কর্তৃক অর্জিত সফ্টওয়্যারের মূল্য নির্ধারণ করা হয় ।

অভ্যন্তরীণভাবে তৈরিকৃত সফটওয়্যারের ব্যয় সম্পত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় যখন ব্যাংক এটি তৈরি সম্পন্ন করতঃ, প্রবণতা এবং কার্যক্ষমতা বর্ণনা করতে সক্ষম যা ভবিষ্যৎ আর্থিক সুবিধা অর্জন করবে এবং নির্ভরতার সাথে এটি তৈরি করার ব্যয় পরিমাপ করতে পারবে । অভ্যন্তরীণভাবে তৈরিকৃত সফটওয়্যারের মূলধনায়িত ব্যয়সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- সফ্টওয়্যারটি তৈরিকরণের সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ ব্যয়সমূহ, ঋণের মূলধনায়িত ব্যয়সমূহ এবং অবচয় ও ইমপেয়ারমেন্ট সঞ্চিতি বাদে মূলধনায়িত ব্যয় ।

সফট্ওয়্যার সম্পদসমূহের উপর পরবর্তী খরচসমূহ মূলধনায়িত করা হয় যখন তা ভবিষ্যৎ আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করে এবং যা এর সাথে জড়িত নির্দিষ্ট সম্পদের সাথে সম্পর্কিত । অন্য ব্যয়সমূহ সংঘটনের ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয় । ব্যবহার উপযোগী তারিখ হতে সফট্ওয়্যারসমূহের প্রাক্কলিত আয়ুষ্কালব্যাপী লাভ-ক্ষতি হিসাবে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবলোপন করা হয় । বর্তমান এবং তুলনামূলক সময়কালে সফট্ওয়্যার

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সমূহের প্রাক্কলিত আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর। অবলোপন পদ্ধতি, আয়ুষ্কাল এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য প্রতি রিপোর্টিং তারিখে পুনঃবিবেচনা করা হয় এবং প্রয়োজনানুযায়ী সমন্বয় করা হয়।"

৩.১৫ সিকিউরিটিজ এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ ও প্রদান এবং পুনঃক্রয় লেনদেনসমূহ

আর্থিক বাজার কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ডের (যা পুনঃক্রয় চুক্তির বন্ধকী হিসেবে ব্যবহৃত হয়) পুনঃক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। যখন গ্রুপ কোনো আর্থিক সম্পদ বিক্রয় করে এবং একই সাথে ঐ সম্পদ ভবিষ্যতে কোনো তারিখে নির্দিষ্ট দামে পুনঃক্রয়ের চুক্তি করে তা গ্রুপের জমা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয়। একইভাবে, যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কোনো আর্থিক সম্পদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিক্রয় করে এবং একই সাথে ঐ সম্পদ ভবিষ্যতে কোনো তারিখে নির্দিষ্ট দামে পুনঃক্রয়ের চুক্তি করে তা গ্রুপের ঋণ হিসাবে দেখানো হয় এবং আর্থিক বিবরণীতে তা দেখানো হয় না।

৩.১৬ কর্মকর্তা/কর্মচারী সুবিধা

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সেবার বিপরীতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি বিভিন্ন কর্মচারী সুবিধার অন্তর্ভুক্ত। কর্মচারী সুবিধা নিম্নরূপভাবে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঃ

ক) যখন কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীরা সেবা প্রদান করে তখন তার বিপরীতে ভবিষ্যতে কর্মচারী সুবিধা প্রদানের দায় সৃষ্টি হয়; এবং

খ) প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যখন প্রদত্ত সেবা হতে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে তখন তার বিপরীতে কর্মচারী সুবিধা খরচ হিসেবে গণ্য হয়।

৩.১৭ স্বল্পমেয়াদি কর্মকর্তা/কর্মচারী সুবিধা

স্বল্প মেয়াদি কর্মকর্তা/কর্মচারী সুবিধার দায় অ-বাট্টাকৃত পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়েছে এবং প্রদত্ত সেবার বিপরীতে ব্যয় হিসেবে হিসাবায়ন করা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদে নগদ বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফা অংশীদারিত্বের পরিকল্পনা অথবা অন্য যে কোনো ব্যয় যা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.১৮ চাকরি উত্তর সুবিধা

চাকরি উত্তর সুবিধা হচ্ছে ঐ সকল সুবিধা (চাকরিচ্যুতি সুবিধা ব্যতীত) যা কর্মচারীর চাকরিপূর্তিতে প্রদানযোগ্য হবে। প্রতিষ্ঠানটির চাকরি উত্তর সুবিধা প্রদানের জন্য কয়েকটি সুবিধা পরিকল্পনা রয়েছে যা তার লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

(ক) সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনাসমূহ

সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনা হচ্ছে নিয়োগ পরবর্তী সুবিধা পরিকল্পনা যেখানে প্রতিষ্ঠান কর্মচারীর সেবার বিপরীতে একটি পৃথক সত্তাকে (তহবিল) একটি নির্দিষ্ট অংক প্রদান করে এবং যেখানে পরবর্তীতে যদি

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সুবিধা প্রদানের জন্য যথেষ্ট/পর্যাপ্ত তহবিল না থাকে সে ক্ষেত্রে অধিকতর অবদান রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানের আইনগত বা সামগ্রিক কোনো দায় থাকে না।

(খ) কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ)

ব্যাংক ও কর্মচারী উভয়ই এ ফান্ডে অনুদান যোগান দেয়। যা বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয়। ব্যাংক এই তহবিলের স্থিতির উপর ১৩% হারে মুনাফা প্রদানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদি কখনো এই ফান্ডের বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা ১৩% এর কম হয় সে ক্ষেত্রে ঘাটতি অংশ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হবে যা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হবে। এ ফান্ডে প্রদেয় ব্যাংকের অনুদানকে আয়ের বিপরীতে খরচ হিসেবে দেখানো হয়।

(গ) নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনাসমূহ

সুনির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনা হচ্ছে নিয়োগ উত্তর সুবিধা পরিকল্পনা যা সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনা হতে ভিন্ন।

(ঘ) জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড (জিপিএফ)

কর্মচারীরা তাদের মূল বেতনের বিভিন্ন হারে (৫-২৫% এর মধ্যে) এ ফান্ডে অর্থ প্রদান করেন। এ ফান্ডে ব্যাংকের কোনো অনুদান নেই। ভবিষ্যৎ তহবিলের অর্থ বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয় এবং ব্যাংক এ তহবিলের উপর ১৩% (২০১৭ঃ ১৩%) মুনাফা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিনিয়োগকৃত অর্থের প্রাপ্যের ঘাটতি অংশ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করা হয় এবং তা ব্যাংকের লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়।

(ঙ) পেনশন পরিকল্পনা (স্কিম)

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের সর্বশেষ মূল বেতনের সর্বোচ্চ ৯০% (২০১৭:৯০%) হারে পেনশন পাবার যোগ্য। প্রতি ১ টাকার ২৩০ গুণ হারে (২০১৭ : টাকা ২৩০) প্রাপ্য মোট টাকার ৫০% এককালীন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পরিশোধ করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের অবশিষ্ট ৫০% পেনশন আমৃত্যু মাসিক হারে গ্রহণ করবেন।"

সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নগদ চিকিৎসা ভাতা (৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত মাসিক ১, ৫০০ টাকা হারে এবং ৬৫ বছরের পরে মাসিক ২,৫০০ টাকা হারে) পাবার যোগ্য। এমনকি সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক অবসর গ্রহণের পরেও এই সুবিধা প্রদান করা হয়।

ব্যাংকের পেনশন দায় ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখ ভিত্তিতে পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন একচ্যুয়ারী কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রজেক্টেড ক্রেডিট ইউনিট পদ্ধতিতে এই একচ্যুয়ারী হিসাবায়ন করা হয়েছে। এ সুর্নিদিষ্ট সুবিধা প্রদানের জন্য সৃষ্ট একচ্যুয়ারিয়াল মুনাফা/ক্ষতি আয়-ব্যয় বিবরণীতে অন্যান্য সমন্বিত আয়/ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(চ) গ্র্যাচুইটি পরিকল্পনা (স্কিম)

এই তহবিল ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ভিত্তিতে পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন একচ্যুয়ারী কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। পেশাদার একচ্যুয়ারী কর্তৃক প্রজেক্টেড ক্রেডিট ইউনিট পদ্ধতিতে এই একচ্যুয়ারী হিসাবায়ন করা হয়েছে। এ সুর্নিদিষ্ট সুবিধা প্রদানের জন্য সৃষ্ট একচ্যুয়ারিয়াল মুনাফা/ক্ষতি লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্যান্য সমন্বিত আয়/ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে।

যখন এরূপ সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত অংশটুকু যা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত চাকুরিকাল সম্পর্কিত, তা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে সংশোধন করা হয়।

(ছ) ছুটি নগদায়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণকালীন বয়সসীমা ৫৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত অব্যবহৃত ছুটির পরিমাণ যদি ১ বৎসর বা ততোধিক সময়ের জমা হয় সেক্ষেত্রে তারা সর্বোচ্চ ১ বৎসর এর জন্য বেতনসহ ছুটিতে থাকতে পারেন। অবশিষ্ট অব্যবহৃত ছুটি (সর্বোচ্চ ১৮ মাস) নগদায়ন করতে পারেন। অবসর গ্রহণকালীন বয়স না হওয়া পর্যন্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীই তার ছুটি নগদায়ন করতে পারেন না।

৩.১৯ অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মচারী সুবিধা

অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মচারী সুবিধার মধ্যে ঐ সকল চাকুরি সুবিধা (চাকরি উত্তর সুবিধা এবং চাকুরিচ্যুতি সুবিধা ব্যতীত) রয়েছে যা কর্মসমাপ্তির ১২ মাসের মধ্যে কর্মচারী পূর্ণ প্রাপ্যতা লাভ করেন না। অবসর গ্রহণের পর প্রত্যেক কর্মচারী বাৎসরিক সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকার ঔষধ পাবার যোগ্য হবেন।

৩.২০ প্রভিশনসমূহ

অতীতের কোনো ঘটনার ফলাফলের জন্য আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় এবং ভবিষ্যতে উক্ত দায় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় এবং তা নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা গেলে সেক্ষেত্রে প্রভিশন হিসাবায়ন করা হয়েছে।

প্রভিশন তখনই স্থিতিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যখন অতীতের কোনো ঘটনার ফলাফলের জন্য আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় এবং ভবিষ্যতে উক্ত দায় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা থাকে এবং তা হতে কোনো নগদ বহিঃপ্রবাহের সম্ভাবনা থাকে এবং তা নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়।

আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় হচ্ছে এমন ধরনের দায় যা চুক্তি, প্রবিধান বা অন্য কোনো আইন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে। গঠিত দায় হচ্ছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত বা প্রকাশিত নীতি কিংবা অতীত প্র্যাকটিস হতে উদ্ভূত দায়। স্থিতিপত্রের তারিখে নির্ণয়কৃত বর্তমান দায় পরিশোধের জন্য প্রকৃত পরিমাণ ব্যয় নিরূপণপূর্বক তা প্রভিশন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে অর্থের সময় মূল্য তাৎপর্যপূর্ণরূপে পরিগণিত হয়েছে সে ক্ষেত্রে প্রভিশন হিসাবায়নের সময় ভবিষ্যৎ দায়কে বর্তমান খরচে মূল্যায়ন করা হয়। সর্বোত্তম পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক স্থিতিপত্রের তারিখে প্রভিশন পর্যালোচনা করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.২১ প্রচারণকৃত নোট

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে বাহকের দাবি রয়েছে। প্রচারণকৃত নোটের দায় আর্থিক বিবরণীতে অবহিত মূল্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.২২ সরকারি অনুদান

সরকারি অনুদানের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণ করা হবে এ রকম যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা এবং অনুদান পাওয়া যাবে মর্মে নিশ্চিত হলে সরকারি অনুদানকে প্রকৃত মূল্যে হিসাবায়ন করা হয়। সম্পত্তি ক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত অনুদান বিলম্বিত আয় হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ব্যবহারিক আয়ুষ্কালের মধ্যে লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে আবণ্টন করা হয়।

৩.২৩ সুদ আয় ও ব্যয়

সুদ বাবদ আয় ও ব্যয় কার্যকর সুদ হার নীতি প্রয়োগ করে লাভ-ক্ষতি বিবরণী এবং সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করা হয়েছে। যে হারে আর্থিক সম্পদ বা দায়ের (বা, যেখানে প্রযোজ্য, স্বল্প মেয়াদ) সাথে সংশ্লিষ্ট নগদ প্রদান বা গ্রহণ বাট্টা করে আর্থিক সম্পদ বা দায়ের প্রকৃত মূল্যের সমান হয় তাকে কার্যকর সুদ হার বলে। কার্যকর সুদ হার আর্থিক সম্পদ বা দায়ের প্রাথমিকভাবে হিসাবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সচরাচর পরিবর্তন করা হয় না।

সুদ বাবদ আয় ও ব্যয় এর মধ্যে বাট্টা বা প্রিমিয়াম সমষ্টিগতভাবে বা সুদ আহরণযুক্ত ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে অবিহিত মূল্য এবং মেয়াদপূর্তিতে কার্যকর সুদ হারের ভিত্তিতে প্রকৃত মূল্যের পার্থক্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ফি ও কমিশন আয় এবং খরচ যা আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহের প্রকৃত সুদ হার নির্ণয়ের জন্য অপরিহার্য তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২৪ কমিশন ও বাট্টা বাবদ আয়

কমিশন বাবদ আয় ব্যাংক কর্তৃক কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু করার সময়, রকমারি হিসাবে দীর্ঘদিনের বকেয়ার সূত্রে, বিবিধ দ্রব্যাদির বিক্রয়, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে আদায়কৃত গাড়ি/বাস ভাড়া এবং অন্য বিবিধ খাত হতে অর্জিত হয়।

৩.২৫ লভ্যাংশ আয়

আয় অর্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লভ্যাংশ বাবদ আয় ব্যাংক এর পৃথক আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.২৬ আয়কর

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর ৭৩, ৭৪ ও ৭৫ নং ধারা মোতাবেক ব্যাংকটি সকল প্রকার আয়কর, স্ট্যাম্প শুল্ক বা স্বর্ণ, রৌপ্য, ধাতব মুদ্রা, কাগজী নোট, সিকিউরিটি পেপারের শুল্ক এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য পণ্যের উপর যে কোনো আয়করের আওতামুক্ত।

(খ) সাবসিডিয়ারি

সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটি আয়করের আওতাধীন। চলতি বছরের লাভ ক্ষতির উপর আয়করের মধ্যে চলতি বছরের কর এবং বিলম্বিত কর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে আয় সরাসরি ইক্যুইটি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে তা ব্যতীত লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্যান্য বিষয়ের উপর আয়কর হিসাব করা হয়েছে। সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ৩৫% আয়করের আওতাধীন।

চলতি কর বলতে চলতি বছরের করযোগ্য আয়ের উপর প্রদেয় করকে বুঝানো হয়েছে, এক্ষেত্রে স্থিতিপত্রের তারিখে আরোপ বা আরোপযোগ্য কর হার প্রয়োগ করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রদেয় করের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

সম্পদ ও দায়ের স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত বাহিত মূল্য এবং কর হারের পার্থক্যের কারণে বিলম্বিত কর সৃষ্টি হয়েছে। যেসব কারণে সাময়িক বিলম্বিত কর সৃষ্টি হয় সেগুলো হলো সুনামের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, সম্পদ ও দায়ের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ যা হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়া বা করযোগ্য আয়-ব্যয়কে প্রভাবিত করে না এবং সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সে পরিমাণ পার্থক্য যা ভবিষ্যতে বিপরীত দাখিলার মাধ্যমে পরিবর্তন হবে না। বিলম্বিত আয়কর এমন হারে নিরূপণ করা হয়েছে যা সাময়িক পার্থক্যের উপর প্রয়োগযোগ্য হবে, বিধি মোতাবেক স্থিতিপত্রের তারিখে আরোপ বা আরোপযোগ্য কর হার প্রয়োগ করে চলমান কর হারে বিলম্বিত কর নির্ণীত হয়।"

৩.২৭ স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী বিষয়গুলো

স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী ঘটনাগুলো এমন ধরনের অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে যা গ্রুপের স্থিতিপত্রের তারিখের অবস্থান সম্পর্কে অথবা যথাযথ নয় এমন চলমান ধারণা যা আর্থিক বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়েছে। আইএএস ১০ অনুযায়ী স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী ঘটনাগুলো যা সমন্বয়ের বিষয় নয় তা গুরুত্বপূর্ণ হলে সে বিষয়ে নোটে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিবেদন ইস্যু করার তারিখ পর্যন্ত এরূপ কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়নি যা আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশ করার প্রয়োজন রয়েছে।

৩.২৮ নতুন হিসাব মান এবং হিসাব নীতিতে পরিবর্তন

আলোচ্য হিসাব বিবরণীসমূহে নোট **b** অনুযায়ী নির্দিষ্ট সকল ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়মিতভাবে অনুসরণ করছে। ১ জানুয়ারি ২০১৮ এবং তদ্‌পূর্ব সময়ে সংশোধিত নীতিমালা ও নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য সংশোধিত নীতিমালা আলোচ্য হিসাব বিবরণীতে বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও এসকল সংশোধনের কারণে গ্রুপটির আর্থিক হিসাব বিবরণীতে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েনি।

১ জানুয়ারি ২০১৮ এবং তদপরবর্তী সময়ে কার্যকর এই এক সেট নতুন হিসাবমান আলোচ্য আর্থিক হিসাব বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি থাকলেও গ্রুপে নিম্নোক্ত নতুন হিসাবমানসমূহ আলোচ্য আর্থিক হিসাব বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

(ক) আইএফআরএস ৯ঃ আর্থিক দলিলাদি

জুলাই ২০১৪ এ প্রকাশিত আইএফআরএস ৯ বর্তমান আইএএস ৩৯ আর্থিক দলিলাদি স্বীকৃতি ও পরিমাপ-কে প্রতিস্থাপিত করেছে। আইএফআরএস ৯এ আর্থিক দলিলাদি সংশোধিত শ্রেণিকরণ এবং পরিমাপ পদ্ধতি, আর্থিক সম্পদের ইমপেয়ারমেন্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করার নতুন সম্ভাব্য ক্রেডিট লস মডেল এবং নতুন সাধারণ হেজ অ্যাকাউন্টিং মডেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আইএএস ৩৯এ উল্লিখিত আর্থিক দলিলাদির স্বীকৃতি সংক্রান্ত অংশ আলোচ্য আইএফআরএসএ সংযোজন করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০১৮ এবং তদ্‌পরবর্তী সময়ে সংঘটিত সকল আর্থিক ঘটনা আইএফআরএস ৯ অনুযায়ী কার্যকর বলে গণ্য করা হবে। যদিও আলোচ্য তারিখের পূর্বে উক্ত নীতির প্রয়োগের অনুমতি রয়েছে তবে গ্রুপটি এখনো আর্থিক বিবরণীর উপর আইএফআরএস ৯ এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে পর্যালোচনা করে নি।

(খ) আইএফআরএস ১৫ঃ ক্রেতাদের সাথে সংঘটিত চুক্তি হতে আয়

আয়ের পরিমাণ এবং আয় হিসেবে স্বীকৃতির সময় সম্পর্কে একটি সমন্বিত কাঠামো আইএফআরএস ১৫এ বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য আইএফআরএস বর্তমান আয়ের স্বীকৃতি সংক্রান্ত নির্দেশিকা, আইএএস ১৮ঃ আয়, আইএএস ১১ঃ চুক্তির পদ্ধতি এবং বিএফআরআই ১৩ ঃ ক্রেতা আনুগত্য প্রোগ্রামকে প্রতিস্থাপিত করেছে। ১ জানুয়ারি ২০১৮ এবং তদ্‌পরবর্তী সময়ে সংঘটিত সকল আর্থিক ঘটনা আইএফআরএস ১৫ অনুযায়ী কার্যকর বলে গণ্য করা হবে। যদিও আলোচ্য তারিখের পূর্বে উক্ত নীতির প্রয়োগের অনুমতি রয়েছে তবে গ্রুপটি এখনো আর্থিক বিবরণীর উপর আইএফআরএস ১৫ এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে পর্যালোচনা করেনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
৪	**বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব**		
	উল্লিখিত স্থিতি অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত পুঞ্জীভূত জমা ও স্থিতির সমতুল্য মূল্য নির্দেশ করে।		
	রক্ষিত স্থিতি		
	অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত স্থিতি	১৯,৭২০,৯৬৩	১৬,৭৯৫,৭৮৭
	বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত স্থিতি	২৬,৫৯৭,২৭৪	১৮,০৯২,৬৭০
	মোট	**৪৬,৩১৮,২৩৭**	**৩৪,৮৮৮,৪৫৭**
৫	**বৈদেশিক বিনিয়োগ**		
	তাৎক্ষণিক বিনিয়োগ	২৩৫,৬১৬,২২২	২১৪,৬০০,৩৬৮
	বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	৮৩৭,১৭৬,৩৯৫	৯২৮,৮৭৭,৭০৪
	ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	৮২,১৩৮,৫২২	৭৯,৮০৬,১১১
	বৈদেশিক বন্ড	১,১১৭,০১৬,১৫৯	১,০৮১,৫২১,৯৬১
	মোট	**২,২৭১,৯৪৭,২৯৮**	**২,৩০৪,৮০৬,১৪৪**
৬	**আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সংশ্লিষ্ট সম্পদ ও দায়সমূহ**		
৬.০১	**আইএমএফএ রক্ষিত সম্পদ**		
	কোটা	১২৫,৬০৫,৯০৯	১১৯,৬১৪,০৭০
	সরকার কর্তৃক পরিশোধকৃত কোটা (আইএমএফ)*	(১৪,৫৪৬,৫৬৭)	(১৪,৫৪৬,৫৬৭)
	এসডিআর হোল্ডিং	১১২,৩৯৩,৯৬২	১০৮,৬৬১,৭৬৫
	এসডিআর হতে প্রাপ্য সুদ	১৯৭,৮৮৯	১১২,৭০৭
	মোট	**২২৩,৬৫১,১৯৩**	**২১৩,৮৪১,৯৭৫**

*এতে ২৫% বর্ধিত কোটা (এসডিআর ৫৩৩.৩০ মিলিয়ন) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সরাসরি সরকারি হিসাব বিকলনপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা হয়েছে। বর্ধিত কোটা ২০১৬ সালে কার্যকরী হয়েছে।

৬.০২	**আইএমএফ এর নিকট দায়**		
	আইএমএফ সিকিউরিটিজ	১০৯,৬৮২,৪১৭	১০০,৮৫১,১৮৩
	আইএমএফ-১ এবং আইএমএফ-২ হিসাব	১,৬০৪,৯৮১	১,৬০৭,০৮৭
	এসডিআর বরাদ্দ	৬০,১০৬,৭৯২	৫৭,২৩৯,৪৫৪
	আইএমএফ বর্ধিত ঋণ সুবিধা	৭৩,২১০,৩২৩	৭১,৭৬৮,৪২৩
	প্রদেয় সুদ	৯৫,৫৯৫	৫৩,৭২৬
	মোট	**২৪৪,৭০০,১০৮**	**২৩১,৫১৯,৮৭৩**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল হতে আইএমএফ এর সদস্য। বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ এর জমাকারক (Depository) এবং আর্থিক প্রতিনিধিরূপে কাজ করে। আর্থিক প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ এর সাথে সকল কার্যক্রম ও লেনদেন পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। জমাকারক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ডের কারেন্সি হোল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আর্থিক বিবরণীতে ফান্ডের সদস্য হিসেবে সম্পদ ও দায়ের যাতে যথাযথ প্রতিফলন ঘটে তার নিশ্চয়তা দেয়।

বাংলাদেশ কোটা হলো সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ। কোটা হলো সেই পরিমাণ অর্থ যা প্রত্যেক আইএমএফ সদস্য দেশ কর্তৃক আইএমএফকে পরিশোধ করতে হয়। প্রত্যেক সদস্য দেশকে আইএমএফএ যোগদানের নিমিত্তে অবশ্যই চাঁদার সম্পূর্ণ অংশ পরিশোধ করতে হয়; যার ২৫% পর্যন্ত অবশ্যই এসডিআর অথবা বহুল স্বীকৃত মুদ্রায় (যেমন ইউ.এস ডলার, ইউরো, ইয়েন অথবা পাউন্ড স্টার্লিং) পরিশোধযোগ্য, যেখানে বাকি অংশ সদস্য দেশের নিজস্ব মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য। চাঁদা মূলত আইএমএফ এর অনুকূলে প্রমিসরি নোট ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় এবং বাকি অংশের একটি অংশ সংরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে, একটি অংশ বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে এবং একটি অংশ অত্র ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত আইএমএফ হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়।

সদস্যদের কোটার উপর ভিত্তি করে আইএমএফ কর্তৃক এর সদস্যদের মধ্যে এসডিআর বরাদ্দ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক তার বরাদ্দকৃত এসডিআর এর উপর সুদ প্রদান করে এবং তার ধারণকৃত এসডিআর এর উপর সুদ প্রাপ্য হয়।

আইএমএফ এর আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত স্থিতির সাথে সমন্বয় করতে ৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে প্রচলিত এসডিআর বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ-১ এবং ২ হিসাবে আইএমএফ সিকিউরিটিজ সমূহ পূনঃমূল্যায়ন করে। অন্যান্য তিনটি হিসাব যথাঃ এসডিআর বণ্টন, আইএমএফ সম্প্রসারিত ঋণ সুবিধা এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধির অধীন প্রদত্ত ঋণসমূহ ৩০ জুন ২০১৮ তারিখের বিনিময় হার অনুযায়ী টাকায় রূপান্তর করা হয়।

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
৭	**স্বর্ণ ও রৌপ্য**		
	স্বর্ণ	২৩,৭৬৪,২০৯	১১,১৫৭,৩৩২
	রৌপ্য	২২৮,১৩৮	২২৬,২২৪
	মোট	**২৩,৯৯২,৩৪৭**	**১১,৩৮৩,৫৫৬**
৮	**স্বর্ণ সংক্রান্ত লেনদেন হতে উদ্ভুত দাবি**	**২৩,২৫৪,৮৫৩**	**৩৩,৮১১,০৪১**

উল্লিখিত স্থিতি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, লন্ডন এবং এইচএসবিসি, লন্ডন এর নিকট ৩ থেকে ১২ মাস মেয়াদি স্বর্ণ ঋণের বিপরীতে দাবির মূল্য নির্দেশ করে। ব্যাংকের মালিকানায় ৪৪৯,১২৭.৪৪ ট্রয় আউন্স স্বর্ণ এবং ১৬৮,৭২৮.১৫ ট্রয় আউন্স রৌপ্য আছে। লেনদেনজনিত দাবী ব্যতীত অবশিষ্ট স্বর্ণসমূহ ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, লন্ডন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ভল্টে রক্ষিত আছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
৯	**বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণ**		
	ইডিএফ ডলার বিনিয়োগ	২৫১,১৫১,৩৮৮	১৯৮,২৯৫,৯৩৫
	এলটিএফএফ বিনিয়োগ-এফএসএসপি	১৩,৩৭১,৭৮২	৭,৯৯৮,০৭২
	গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড	১০,৯২৪	
	রূপালী ব্যাংক করাচি*	৯,৬৭৪	১০,৮২৩
	বাদঃ ঋণ হতে উদ্ভূত সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য সংস্থান (রূপালী ব্যাংক করাচি)	(৯,৬৭৪)	(১০,৮২৩)
	মোট	**২৬৪,৫৩৪,০৯৪**	**২০৬,২৯৪,০০৭**

এই অরূপান্তরযোগ্য হিসাবটি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধে খোলা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অসমন্বিত কিছু রপ্তানি বিলের সমন্বয় সাধন। এই হিসাবের মূলধন প্রেরণ, স্থানান্তর কিংবা রূপান্তর যোগ্য নয়। কিন্তু স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের নিয়ম-নীতি পরিপালন এবং ট্যাক্স পরিশোধ সাপেক্ষে এর সুদ স্থানান্তরযোগ্য।

১০	**বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ**		
	সুইফ্‌ট শেয়ার	৮০	৮০
	প্রাপ্য সুদ	**১২,৮০০,৭৩৬**	৯,৪৩৭,৮৩৪
	অন্যান্য প্রাপ্য *	**৫,২২৪,১৪৪**	৫,২২৪,১৪৪
	মোট	**১৮,০২৪,৯৬০**	**১৪,৬৬২,০৫৮**

"ব্যাংক সুইফ্‌ট এর সদস্য হিসেবে এর একটি শেয়ার ক্রয় করেছে যার অবিহিত মূল্য ৮০,৪৭৪.৫৭ টাকার সমতুল্য।

* ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক কর্তৃক কিছু অননুমোদিত লেনদেন সম্পন্ন (process) করা হয়েছে, যার ফলে ফেড এ রক্ষিত অত্র ব্যাংকের হিসাব থেকে টাকা ৬,৩৬৫ মিলিয়ন (ইউএসডি ৮১.১৯ মিলিয়নের সমপরিমাণ টাকা) রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন, ফিলিপাইন (আরসিবিসি) এর সাথে রক্ষিত তৃতীয় পক্ষের হিসাবে পরিশোধিত হয়ে যায়। উক্ত অর্থ পরিশোধে অত্র ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত নির্দেশনা থাকা স্বত্ত্বেও আরসিবিসি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণ অর্থ অন্যান্য হিসাবে স্থানান্তরে এই হিসাবধারীদেরকে সাহায্য করে।

এই অর্থ পুনরুদ্ধারে ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন তৎপরতা গৃহীত হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক সহায়তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ফিলিপাইনের আদালতে সরকারি আইনি পরামর্শক নিয়োগ করে ফিলিপাইনের "ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস" সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কিছু অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। তাছাড়া জানা গেছে যে, উপরোক্ত লেনদেনে সংশ্লিষ্টতার কারণে "Bangko Sentral ng Pilipinas" কর্তৃক আরসিবিসিকে টাকা ১,৬৫০ মিলিয়ন (পেসো ১,০০০ মিলিয়ন এর সমপরিমাণ টাকা) জরিমানা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিগত বছরের টাকা ৫.৩৬ মিলিয়ন (সমপরিমাণ ইউএসডি০.০৭ মিলিয়ন) ছাড়াও চলতি বছরে টাকা ১১৪১.২৩ মিলিয়ন (সমপরিমাণ ইউএসডি ১৪.৫৪ মিলিয়ন) পুনরুদ্ধার করা হয়েছে । বাংলাদেশ ব্যাংক, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক এবং এফবিআইও এ ব্যাপারে একসাথে কাজ করছে। ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এই অর্থ উদ্ধারের বিষয়ে বহিঃআইনি পরামর্শকের সাথে একমত পোষণ করেন। তদনুসারে এই অর্থ (হিসাব) অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ হিসেবে এই আর্থিক বিবরণীতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
১১	**সমন্বিত টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি**		
	টাকা কয়েন	৪,৯৭০,১০০	৪,৮৫৭,৯৭৪
	নগদ স্থিতি (পৃথক)	২০,৩২০	৩৯,৬৫৫
	নগদ স্থিতি (এসপিসিবিএল)	১০,২৪৪,৮৪৭	১১,৭১৬,০১৯
	মোট	**১৫,২৩৫,২৬৭**	**১৬,৬১৩,৬৪৮**
১১.০১	**টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি**		
	টাকা কয়েন	৪,৯৭০,১০০	৪,৮৫৭,৯৭৪
	নগদ স্থিতি	২০,৩২০	৩৯,৬৫৫
	মোট	**৪,৯৯০,৪২০**	**৪,৮৯৭,৬২৯**

সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত এবং ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত কিন্তু ইস্যুকৃত নয় এরূপ এক, দুই ও পাঁচ টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা, SPCBL (সাবসিডিয়ারি) কর্তৃক ধারণকৃত নগদ এবং সোনালী ব্যাংক লিঃ, ময়মনসিংহ অফিসে নগদ জমা অভিহিত মূল্যে ব্যাংক স্থিতির নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১২	**বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ**		
	উপায় ও উপকরণ আগাম	৪০,০০০,০০০	৩০,১৫৫,৬০০
	ওভারড্রাফ্ট-চলতি	২৭,৮৩৯,১০০	-
	ওভারড্রাফ্ট-ব্লক	৪১,৮৫০,০০০	৫৬,৮৫০,০০০
	ট্রেজারি বিল	৪৮,৮১৬,৮১৬	৮,১১৬,৪৭২
	ট্রেজারি বন্ড	৫৯,১৬৪,২৯৪	৪৩,৫৯৪,৯২৯
	মোট	**২১৭,৬৭০,২১০**	**১৩৮,৭১৭,০০১**
১৩	**স্থানীয় মুদ্রায় সমন্বিত বিনিয়োগ**		
	মুদ্রা বাজারে স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ *	২,৭৭৭,৫২০	৮৭৮,৭১২
	ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার) - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	৩,৯৪৫,০০০
	শেয়ার-আইসিবি ইসলামি ব্যাংক **	৭,৪৫২	৭,৪৫২
	মোট	**৬,৭২৯,৯৭২**	**৪,৮৩১,১৬৪**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

* এটি এসপিসিবিএল কর্তৃক স্থানীয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে বিনিয়োগকৃত মেয়াদি আমানতের মোট পরিমাণ নির্দেশ করে।

** ২ আগস্ট ২০০৭ তারিখের বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং- বিআরপিডি (আর-১) ৬৫১/৯(১০)/২০০৭-৪৪৬ অনুসারে এসপিসিবিএল আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিঃ (পূর্বতন ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ) এর প্রতিটি ১০.০০ টাকা অবিহিত মূল্যের ৭৪৫,২০০টি শেয়ারের মালিক।

	২০১৮	২০১৭
১৩.০১ স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার) - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	৩,৯৪৫,০০০
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
মোট	**১৫,৯৪৫,০০০**	**১৫,৯৪৫,০০০**

১৪ স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কর্মকর্তাদের প্রদত্ত সমন্বিত ঋণ

(ক) স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত ঋণ

সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪,৩২৫,১৭১	৪,৭৬৪,৩২৯
বিশেষায়িত ব্যাংক*	৩৯,৬২০,৫৭৯	২৭,৯৫৯,৮৩২
	৪৩,৯৪৫,৭৫০	**৩২,৭২৪,১৬১**
ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান (নোট-১৫.অ)	(৭,০১৫,০০৫)	(৪৮০,৫৫৯)
	৩৬,৯৩০,৭৪৫	**৩২,২৪৩,৬০২**

অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক	৩,১০০,৫০০	৩,১৪৬,৮০০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম	৩১,৭২৪,৭৪৩	২৯,৫৭৮,৭১৭
	৩৪,৮২৫,২৪৩	**৩২,৭২৫,৫১৭**
প্রাপ্য সুদ	৭০১,১৯৪	৭,৭৩১,৯৯৮
মোট (ক)	**৭২,৪৫৭,১৮২**	**৭২,৭০১,১১৭**

(খ) স্থানীয় মুদ্রায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম

কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩৭,০৬৯,৬৩১	৩৩,৯৯৬,২২৯
ঋণ ও অগ্রিম এর বিপরীতে সংস্থান (Provision) (নোট-১৫.আ)	(৫৩৬,৭৬৫)	(৫১৮,২০১)
মোট (খ)	**৩৬,৫৩২,৮৬৬**	**৩৩,৪৭৮,০২৮**
মোট ঋণ (ক+খ)	**১০৮,৯৯০,০৪৮**	**১০৬,১৭৯,১৪৫**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
১৪.০১ স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ		
(ক) স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত ঋণ		
সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক		
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪,৩২৫,১৭১	৪,৭৬৪,৩২৯
বিশেষায়িত ব্যাংক*	৩৯,৬২০,৫৭৯	২৭,৯৫৯,৮৩২
	৪৩,৯৪৫,৭৫০	**৩২,৭২৪,১৬১**
ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান (নোট-১৫.অ)	(৭,০১৫,০০৫)	(৪৮০,৫৫৯)
	৩৬,৯৩০,৭৪৫	**৩২,২৪৩,৬০২**
অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান		
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক	৩,১০০,৫০০	৩,১৪৬,৮০০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম	৩১,৭২৪,৭৪৩	২৯,৫৭৮,৭১৭
	৩৪,৮২৫,২৪৩	**৩২,৭২৫,৫১৭**
প্রাপ্য সুদ	**৭০১,১৯৪**	**৭,৭৩১,৯৯৮**
মোট (ক)	**৭২,৪৫৭,১৮২**	**৭২,৭০১,১১৭**

* বিশেষায়িত ব্যাংক বলতে নিম্নবর্ণিত সে সকল ব্যাংককে বোঝায় যেগুলো অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত সেবা প্রদান করে থাকে ঃ

ব্যাংকসমূহ	বিশেষায়িত খাতসমূহ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কৃষি
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কৃষি

(খ) স্থানীয় মুদ্রায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩৫,৪৯২,৪৬৪	৩২,৬৩২,৯০৩
ঋণ ও অগ্রিম এর বিপরীতে সংস্থান (Provision) (নোট ১৫.আ)	(৫৩৬,৭৬৫)	(৫১৮,২০১)
মোট (খ)	**৩৪,৯৫৫,৬৯৯**	**৩২,১১৪,৭০২**
মোট ঋণ (ক+খ)	**১০৭,৪১২,৮৮১**	**১০৪,৮১৫,৮১৯**
১৪.অ) ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান		
প্রারম্ভিক স্থিতি	৪৮০,৫৫৯	৬৪,৩৬২
বছর জুড়ে পরিবর্তন / (ছাড়)	৬,৫৩৪,৪৪৬	৪১৬,১৯৭
মোট	**৭,০১৫,০০৫**	**৪৮০,৫৫৯**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
১৪.আ) ঋণ হতে উদ্ভূত ক্ষতি পূরণের জন্য সংস্থান		
প্রারম্ভিক স্থিতি	৫১৮,২০১	২৬৯,৮৮১
বছর জুড়ে পরিবর্তন / (ছাড়)	১৮,৫৬৪	২৪৮,৩২০
মোট	**৫৩৬,৭৬৫**	**৫১৮,২০১**

ইম্পেয়ারমেন্টের জন্য সঞ্চিতি এক ধরনের সম্পত্তি হিসাব যা সুদ আরোপিত হয়না এমন ঋণ এর উপর সুদ আয় না হওয়া জনিত ক্ষতি হ্রাসকরণের জন্য রক্ষিত হয়। ছাড়কৃত (বিমুক্ত কৃত) পরিমাণ মূলত পুনঃতফসিলকৃত ডিমান্ড লোনের বিপরীতে রক্ষিত সঞ্চিতির রাইট ব্যাক কৃত অংশ। ঋণ ক্ষতির জন্য সঞ্চিতিও এক ধরনের সম্পত্তি হিসাব যা কর্মচারী আগামের (মূল ও সুদের) কুঋণ সমন্বয়ের জন্য রক্ষিত হয়।

১৫ স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ-সমন্বিত		
অব্যবহৃত এফএসএসপি ফান্ড (নোট ২৪.০৪)	৯,৩২৫,৮৫৫	১,০৮৫,৪১৩
প্রাপ্য সুদ (বাংলাদেশ ব্যাংক)	১,২৪৭,৬৮০	১,১৯২,৫২৮
প্রাপ্য সুদ (এসপিসিবিএল)	৪৯৭,৮৩৭	৪১৪,৮২২
অন্যান্য	৪,১৩৬	৪,১৩৬
মোট	**১১,০৭৫,৫০৮**	**২,৬৯৬,৮৯৯**

১৫.০১ স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ		
অব্যবহৃত এফএসএসপি ফান্ড (নোট ২৪.০৪)	৯,৩২৫,৮৫৫	১,০৮৫,৪১৩
প্রাপ্য সুদ	১,২৪৭,৬৮০	১,১৯২,৫২৮
মোট	**১০,৫৭৩,৫৩৫**	**২,২৭৭,৯৪১**

সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের উপর প্রাপ্য সুদ, এইচবিএফসি এর ঋণপত্রের উপর প্রাপ্য সুদ, ইত্যাদি প্রাপ্য সুদের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

১৬ সমন্বিত সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

৩০ জুন ২০১৮

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটর গাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য													
০১ জুলাই'১৭ তারিখের স্থিতি	৩৬,৫৫১,৩০৪	৫,৩৯৮,১৬১	৫,৭৭৮,৩৮৩	১,৮৫২,৭৬৯	১,২০৪,১৯৫	২৭৬,৩৭৭	৪৯১,৫৮৪	২,০১২	৪২,৩১৯	-	৫৮,৮১৩	৩,২৬১,২৭৫	**৫৪,৯১৭,১৯২**
চলতি বছরের সংযোজন	-	৬৫,১৫৩	২৪,৫৩৯	৪৭,৮৩২	৪০,৪৪৯	১৭,২৮২	২,৫১২	-	১২,১৬৯	৪০	৪,৮২৯	৪০২,১২৪	**৬১৬,৯২৯**
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৯৮,৯৮৬	৯,৯১০	১৩২,২২৮	-	-	১৬,৯২৬	-	-	-	-	(২৫৮,০৫০)	**-**
চলতি বছরের বিয়োজন	-	(৪,২৮৬)	-	-	(২,৭৯৬)	(৭,৭১৫)	-	-	-	-	-	-	**(১৪,৭৯৭)**
পুনর্মূল্যায়ন সমন্বয়করণ	-	৭৭৬,২৮৭	(৬৬,১১৫)	(৭৪৯)	(৯২,৫০০)	৪২,৭৬৮	(৭,০৪০)	৪০৪	-	-	-	-	**৬৫৩,০৫৫**
৩০ জুন ২০১৮	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৬,৩৩৪,৩০১**	**৫,৭৪৬,৭১৬**	**২,০৩২,০৮০**	**১,১৪৯,৩৪৮**	**৩২৮,৭১২**	**৫০৩,৯৮২**	**২,৪১৬**	**৫৪,৪৮৮**	**৪০**	**৬৩,৬৪২**	**৩,৪০৫,৩৪৯**	**৫৬,১৭২,৩৭৯**
অবচয় সঞ্চিতি													
০১ জুলাই'১৭ তারিখে অবচয় সঞ্চিতি	-	১,৭২৫,৬৮৫	১,৩৫৭,৬১৩	১,৭০২,৯৪৯	২৩৯,২২৭	২৩৪,২৩০	২৪১,৫৬৪	১,৪৮৫	৫,১৪৪	-	৫৬,১২৫	-	**৫,৫৬৪,০২২**
পূর্বের বছরের পুনর্মূল্যায়ন সমন্বয়করণ		৪৬১,২৬৩	১,১৪৪,৫৮৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**১,৬০৫,৮৪৭**
০১ জুলাই'১৭ তারিখে পুনরোল্লিখিত স্থিতি	-	২,১৮৬,৯৪৮	২,৫০২,১৯৭	১,৭০২,৯৪৯	২৩৯,২২৭	২৩৪,২৩০	২৪১,৫৬৪	১,৪৮৫	৫,১৪৪	-	৫৬,১২৫	-	**৭,১৬৯,৮৬৯**
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	৩২১,৪৩২	৩০২,৬৩৮	৮১,৯২৪	১১৯,৫৮৩	২৫,৮৫৫	৭৮,৩৪৯	২৪১	৯,৯৬১	১	৪,২১৯	-	**৯৪৪,২০২**
চলতি বছরের বিয়োজন	-	(১,৭৭৯)	-	-	(২,৭৯৬)	(৭,৬০৫)	-	-	-		-	-	**(১২,১৮০)**
৩০ জুন ২০১৮	**-**	**২,৫০৬,৬০২**	**২,৮০৪,৮৩৫**	**১,৭৮৪,৮৭২**	**৩৫৬,০১৩**	**২৫২,৪৮১**	**৩১৯,৯১৩**	**১,৭২৬**	**১৫,১০৫**	**১**	**৬০,৩৪৪**	**-**	**৮,১০১,৮৯২**
নিট বহি মূল্য													
৩০ জুন ২০১৮	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৩,৮২৭,৬৯৯**	**২,৯৪১,৮৮১**	**২৪৭,২০৮**	**৭৯৩,৩৩৫**	**৭৬,২৩১**	**১৮৪,০৬৯**	**৬৯০**	**৩৯,৩৮৩**		**৩,২৯৮**	**৩,৪০৫,৩৪৯**	**৪৮,০৭০,৪৮৭**
৩০ জুন ২০১৭ (সমন্বয়কৃত)	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৩,২১১,২১৩**	**৩,২৭৬,১৮৬**	**১৪৯,৮২০**	**৯৬৪,৯৬৯**	**৪২,১৪৭**	**২৫০,০২০**	**৫২৭**	**৩৭,১৭৫**	**-**	**২,৬৮৮**	**৩,২৬১,২৭৫**	**৪৭,৭৪৭,৩২৪**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০১৭

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটর গাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য													
০১ জুলাই'১৭ তারিখের স্থিতি	৩৬,৫৫১,৩০৪	৫,২৩৭,৮২৬	৪,৩১১,৭৫০	১,৮২৫,৭২১	১,১৫৬,৬২৪	২৫৮,৬০৪	৪১৯,৪৬৪	২,০১২	১৯,১৭২	-	৫৭,২৩৫	৩,৭১৯,৮৯৫	৫৩,৫৫৯,৬০৭
চলতি বছরের সংযোজন	-	৫০,৯২৪	৩৫৪,৩৫৪	৩২,৬৭৩	৪৭,৫৭২	১৭,৭৭৩	৫৪,৬২৮	-	২০,৮২১	-	৩,৩৯৭	৭৯১,৪৯০	১,৩৭৩,৬৩১
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	১০৯,৪১১	১,১২০,৬২৯	-	-	-	১৭,৭৪৪	-	২,৩২৫	-	-	(১,২৫০,১১০)	-
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(৮,৩৫১)	(৫,৬২৪)	-	-	(২৫৩)	-	-	-	(১,৮১৮)	-	(১৬,০৪৬)
৩০ জুন ২০১৭	৩৬,৫৫১,৩০৪	৫,৩৯৮,১৬১	৫,৭৭৮,৩৮৩	১,৮৫২,৭৬৯	১,২০৪,১৯৫	২৭৬,৩৭৭	৪৯১,৫৮৪	২,০১২	৪২,৩১৯	-	৫৮,৮১৩	৩,২৬১,২৭৫	৫৪,৯১৭,১৯২
অবচয় সঞ্চিতি													
০১ জুলাই'১৬ তারিখের স্থিতি	-	১,৪৫৩,৯৬১	১,০৯৭,০৪৮	১,৫৯৭,৮৭২	১২৫,১০৯	১৯৯,০৫৯	১৬৫,৬৭৩	১,২৪২	২৩৯		৪১,৯৩৭	-	৪,৬৮২,১৪১
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	২৭১,৭২৪	২৬৮,৯১৫	১১০,৬৮৯	১১৪,১১৭	৩৫,১৭১	৭৬,১৪৪	২৪৩	৪,৯০৫		১৫,৯৯৭	-	৮৯৭,৯০৫
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(৮,৩৫০)	(৫,৬১৩)	-	-	(২৫৩)	-	-		(১,৮০৯)	-	(১৬,০২৫)
৩০ জুন ২০১৭	-	১,৭২৫,৬৮৫	১,৩৫৭,৬১৩	১,৭০২,৯৪৯	২৩৯,২২৭	২৩৪,২৩০	২৪১,৫৬৪	১,৪৮৫	৫,১৪৪	-	৫৬,১২৫	-	৫,৫৬৪,০২১
নিট বহি মূল্য													
৩০ জুন ২০১৭	৩৬,৫৫১,৩০৪	৩,৬৭২,৪৭৬	৪,৪২০,৭৭০	১৪৯,৮২০	৯৬৪,৯৬৯	৪২,১৪৭	২৫০,০২০	৫২৭	৩৭,১৭৪	-	২,৬৮৮	৩,২৬১,২৭৫	৪৯,৩৫৩,১৭০
৩০ জুন ২০১৬	৩৬,৫৫১,৩০৪	৩,৭৮৩,৮৬৫	৩,২১৪,৭০২	২২৭,৮৪৮	১,০৩১,৫১৫	৫৯,৫৪৫	২৫৩,৭৯১	৭৭১	১৮,৯৩৩	-	১৫,২৯৮	৩,৭১৯,৮৯৫	৪৮,৮৭৭,৪৬৭

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

১৬.০১ সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

পৃথক

৩০ জুন ২০১৮

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটর গাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য													
০১ জুলাই ১৭ তারিখের স্থিতি	৩২,৮৯২,৭০৪	৪,১৮৩,০৮৪	১,১৪৯,৩০৯	১,৮৫২,৭৬৯	১,১৬৪,১০৫	২৪৩,৫১৫	৪৯১,৫৮৪	২,০১২	৪২,৩১৯	-	৫৮,৮১৩	১,২৫৫,৫৯১	৪৩,৩৩৫,৮০৫
চলতি বছরের সংযোজন	-	৬৩,৬৭২	১৫,২০৩	৪৭,৮৩২	৩৯,৬৩৪	৮,২৮২	২,৫১২		১২,১৬৯	৪০	৪,৮২৯	৩৯৬,০৩৭	৫৯০,২০৯
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৯৮,৯৮৬	৯,৯১০	১৩২,২২৮	-	-	১৬,৯২৬	-	-	-	-	(২৫৮,০৫০)	-
চলতি বছরের বিয়োজন	-	(৪,২৮৬)	-	-	-	(৪,৬৮৫)	-	-	-		-	-	(৮,৯৭১)
পুনর্মূল্যায়ন সমন্বয়করণ	-	৭৭৬,২৮৭	(৬৬,১১৫)	(৭৪৯)	(৯২,৫০০)	৪২,৭৬৮	(৭,০৪০)	৪০৪	-	-	-	-	৬৫৩,০৫৫
৩০ জুন ২০১৮	৩২,৮৯২,৭০৪	৫,১১৭,৭৪২	১,১০৮,৩০৭	২,০৩২,০৮০	১,১১১,২৩৮	২৮৯,৮৮০	৫০৩,৯৮২	২,৪১৬	৫৪,৪৮৮	৪০	৬৩,৬৪২	১,৩৯৩,৫৭৮	৪৪,৫৭০,০৯৮
অবচয় সঞ্চিতি													
০১ জুলাই ১৭ তারিখের স্থিতি	-	১,৪৯২,৫৯৭	৭৭০,৮০৭	১,৭০২,৯৪৯	২০২,৭১৮	২১১,৯১৯	২৪১,৫৬৪	১,৪৮৫	৫,১৪৪		৫৬,১২৫	-	৪,৬৮৫,৩০৮
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	২৬২,৪৬২	৮১,৭৪৮	৮১,৯২৪	১১৮,৩৭৩	২১,৪৫৬	৭৮,৩৪৯	২৪১	৯,৯৬১	১	৪,২১৯	-	৬৫৮,৭৩৩
চলতি বছরের বিয়োজন	-	(১,৭৭৯)	-	-	-	(৪,৫৭৫)	-	-	-	-	-	-	(৬,৩৫৪)
৩০ জুন ২০১৮	-	১,৭৫৩,২৮১	৮৫২,৫৫৪	১,৭৮৪,৮৭৩	৩২১,০৯১	২২৮,৮০০	৩১৯,৯১৩	১,৭২৬	১৫,১০৫	১	৬০,৩৪৪	-	৫,৩৩৭,৬৮৭
নিট বহি মূল্য													
৩০ জুন ২০১৮	৩২,৮৯২,৭০৪	৩,৩৬৪,৪৬১	২৫৫,৭৫৩	২৪৭,২০৭	৭৯০,১৪৭	৬১,০৮০	১৮৪,০৬৯	৬৯০	৩৯,৩৮৩	৩৯	৩,২৯৮	১,৩৯৩,৫৭৮	৩৯,২৩২,৪১০
৩০ জুন ২০১৭	৩২,৮৯২,৭০৪	২,৬৯০,৪৮৭	৩৭৮,৫০২	১৪৯,৮২০	৯৬১,৩৮৭	৩১,৫৯৬	২৫০,০২০	৫২৭	৩৭,১৭৫	-	২,৬৮৮	১,২৫৫,৫৯১	৩৮,৬৫০,৪৯৫

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০১৭

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটর গাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী		নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য													
০১ জুলাই ১৬ তারিখের স্থিতি	৩২,৮৯২,৭০৪	৪,০২২,৭৪৯	১,১৪৩,২০৩	১,৮২৫,৭২১	১,১১৭,৪১৫	২৩২,০১৫	৪১৯,৪৬৪	২,০১২	১৯,১৭২	-	৫৭,২৩৫	৫৯৩,৬০৮	৪২,৩২৫,২৯৮
চলতি বছরের সংযোজন	-	৫০,৯২৪	১১,০৩০	৩২,৬৭৩	৪৬,৬৯০	১১,৫০০	৫৪,৬২৮	-	২০,৮২১	-	৩,৩৯৭	৭৯১,৪৬৩	১,০২৩,১২৭
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	১০৯,৪১১	-	-	-	-	১৭,৭৪৪	-	২,৩২৫	-	-	(১২৯,৪৮১)	-
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(৪,৯২৪)	(৫,৬২৪)	-	-	(২৫৩)	-	-	-	(১,৮১৮)	-	(১২,৬২০)
৩০ জুন ২০১৭	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৪,১৮৩,০৮৪**	**১,১৪৯,৩০৯**	**১,৮৫২,৭৬৯**	**১,১৬৪,১০৫**	**২৪৩,৫১৫**	**৪৯১,৫৮৪**	**২,০১২**	**৪২,৩১৯**	**-**	**৫৮,৮১৩**	**১,২৫৫,৫৯১**	**৪৩,৩৩৫,৮০৫**
অবচয় সঞ্চিতি													
০১ জুলাই ১৬ তারিখের স্থিতি	-	১,২৭৯,৮০৫	৬৯১,২০৬	১,৫৯৭,৮৭৩	৮৯,৭৪১	১৭৯,৬২০	১৬৫,৬৭৩	১,২৪২	২৩৯.০০	-	৪১,৯৩৭.০০	-	৪,০৪৭,৩৩৬
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়		২১২,৭৯২	৮৪,৫২৫	১১০,৬৮৯	১১২,৯৭৭	৩২,২৯৯	৭৬,১৪৪	২৪৩	৪,৯০৫	-	১৫,৯৯৭	-	৬৫০,৫৭১
চলতি বছরের বিয়োজন		-	(৪,৯২৪)	(৫,৬১৩)	-	-	(২৫৩)	-	-	-	(১,৮০৮.৭২)	-	(১২,৫৯৮)
৩০ জুন ২০১৭	**-**	**১,৪৯২,৫৯৭**	**৭৭০,৮০৭**	**১,৭০২,৯৪৯**	**২০২,৭১৮**	**২১১,৯১৯**	**২৪১,৫৬৪**	**১,৪৮৫**	**৫,১৪৪**	**-**	**৫৬,১২৫**	**-**	**৪,৬৮৫,৩০৯**
নিট বহি মূল্য													
৩০ জুন ২০১৭	৩২,৮৯২,৭০৪	২,৬৯০,৪৮৭	৩৭৮,৫০২	১৪৯,৮২০	৯৬১,৩৮৭	৩১,৫৯৬	২৫০,০২০	৫২৭	৩৭,১৭৫	-	২,৬৮৮	১,২৫৫,৫৯১	৩৮,৬৫০,৪৯৫
৩০ জুন ২০১৬	৩২,৮৯২,৭০৪	২,৭৪২,৯৪৪	৪৫১,৯৯৭	২২৭,৮৪৮	১,০২৭,৬৭৪	৫২,৩৯৫	২৫৩,৭৯১	৭৭০	১৮,৯৩৩	-	১৫,২৯৮	৫৯৩,৬০৮	৩৮,২৭৭,৯৬১

জমির মধ্যে ইজারাকৃত জমি বাবদ টাঃ ১৭,০৮০ মিলিয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার চুক্তিকাল ৯৯ বছর মেয়াদি ।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
১৭	**অস্পর্শনীয় সম্পদ**		
	অস্পর্শনীয় সম্পদের ক্রয় মূল্য	১,৩৯২,১৮৪	১,৩৯২,০৩০
	পুনর্মূল্যায়ন সমন্বয়করণ	(৩৫,০১৬)	-
	পুঞ্জীভূত অবচয়	(১,২৭৬,২৭৬)	(১,২০৪,৮৮৮)
	চলতি মূলধন	১৬৩,৪৯৫	১২৮,৯০৯
	মোট	**২৪৪,৩৮৭**	**৩১৬,০৫১**

উপরোল্লিখিত স্থিতি এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, কোর ব্যাংকিং সফ্টওয়্যার, এন্টারপ্রাইজ ডেটা ওয়্যারহাউজ, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট, বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো এবং ব্যাংকের নিজস্ব প্রস্তুতকৃত সফট্ওয়্যার এর সমন্বিত মূল্য নির্দেশ করে।

১৮	**সমন্বিত অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ**		
	অগ্রিম পরিশোধ ও আগাম	১,০০০,৯৯৫	১,৪০৮,১১১
	মজুদ	৩,৯৫৫,৫১৪	৫,৪৮৩,৮৪৬
	বিবিধ দেনাদার	১,২০৮,৫৪৩	৯১০,১০৯
	মোট	**৬,১৬৫,০৫২**	**৭,৮০২,০৬৬**
১৮.০১	**অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ**		
	অগ্রিম পরিশোধ ও আগাম	৪৭৮,১০৯	২,৮৮১,৭৪৬
	মজুদ (পিন্ট্রেড বুকস, ফরমস্ এন্ড পেপারস, অফিস সাপ্লাইস, মেডিসিন)	৪৯,২২১	৪১,৪৬৮
	মোট	**৫২৭,৩৩০**	**২,৯২৩,২১৪**
১৯	**ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমা**		
	বৈদেশিক মুদ্রায় বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা	১০৪,৭৪৪,৬৪৮	৮৯,৮৭৯,০৪৫
	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	১০৫,৮০৪,৭৩৭	৮২,২০২,৩৬৪
	প্রদেয় সুদ (আকু)	২১৮,২৫৭	৭২,৮৮৯
	মোট	**২১০,৭৬৭,৬৪২**	**১৭২,১৫৪,২৯৮**
২০	**প্রচারণকৃত নোট**		
	প্রচারণকৃত নোট	১,৫৩৪,১৩১,৮৯৯	১,৪৯৭,২৮৭,০৭৩
	ব্যাংক নোটের নগদ/জমা স্থিতি	(৭৫)	(৫৫)
	মোট	**১,৫৩৪,১৩১,৮২৪**	**১,৪৯৭,২৮৭,০১৮**

প্রচারণকৃত নোট বলতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর দাবীযোগ্য চালু নোটকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন তারিখে চালু নোটের মূল্যমানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

নোটের মূল্যমান	নোট সংখ্যা	২০১৮	২০১৭
১০ টাকার নোট	১,৪০০,৮১৬,২৬৭	১৪,০০৮,১৬৩	১৩,১৩০,৯৯৫
২০ টাকার নোট	৬৩০,৭১৫,১৫৫	১২,৬১৪,৩০৩	১১,৪৫৭,০২৯
৫০ টাকার নোট	৩০৪,৭০২,১৩৭	১৫,২৩৫,১০৭	১৩,৮০৬,৬৬৯
১০০ টাকার নোট	৮৭০,৬৭৯,২৪৪	৮৭,০৬৭,৯২৪	৮২,৫৫৪,৯৮৭
৫০০ টাকার নোট	১,২২৫,৮৪৪,৩৩০	৬১২,৯২২,১৬৫	৫৯০,৭৭১,৫৪০
১০০০ টাকার নোট	৭৯২,২৮৪,২৩৭	৭৯২,২৮৪,২৩৭	৭৮৫,৫৬৫,৮৫৩
মোট	**৫,২২৫,০৪১,৩৭০**	**১,৫৩৪,১৩১,৮৯৯**	**১,৪৯৭,২৮৭,০৭৩**

চালু নোটের বিপরীতে দায় স্থিতিপত্রে তাদের অবিহিত মূল্যে দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ধারা ৩০ অনুযায়ী এ সকল দায়ের বিপরীতে বিদ্যমান সম্পদ নিম্নে দেখানো হ'ল ঃ

স্বর্ণ	৭,৭৪০,৮৭৪	৭,৪০৩,২৬৪
রৌপ্য	২২৮,১৩৮	২২৬,২২৪
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত স্থিতি	১,৪৭০,০০০,০০০	১,৩৯০,০০০,০০০
বাংলাদেশ সরকারের সিকিউরিটিজ	২১,৩১৩,৩৪৯	৬৪,৯২০,১৭৩
টাকা ও ধাতব মুদ্রা	৪,৯৭০,১০০	৪,৮৫৭,৯৭৪
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৯,৮৭৯,৪৩৮	২৯,৮৭৯,৪৩৮
মোট	**১,৫৩৪,১৩১,৮৯৯**	**১,৪৯৭,২৮৭,০৭৩**

২১ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	২৫৬,৬২৮,১১০	২০৫,৯৭৮,৫৬৭
সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ	২২,৭৯৬,৪৬৭	১৭,০১২,৯৩৬
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ	৪৬০,৬৭৮,৫৩৫	৪৬৮,৯৬৪,৭৪৫
বিদেশি ব্যাংকসমূহ	৪০,৩১৬,০৮৫	৩৫,৩৪০,৮৬০
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৭,৫০৮,২৭৬	৬,৫৯৪,৩০৮
অন্যান্য ব্যাংক	১৮,৬৮৯	৩৫,৬৯৮
মোট	**৭৮৭,৯৪৬,১৬২**	**৭৩৩,৯২৭,১১৪**

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমার মধ্যে বিধিবদ্ধ জমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়ের উপর ৫.৫% (২০১৭ ঃ ৬.৫%) হারে নির্ণয় করা হয়, উক্ত দায়ের সাথে দায় নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে রাখা স্থিতিও রয়েছে।

২২ স্বল্পমেয়াদি দেনা

বাংলাদেশ ব্যাংক বিল	৮৭,৯৪৭,১৩৮	১৮২,৬১৮,০১৬
মোট	**৮৭,৯৪৭,১৩৮**	**১৮২,৬১৮,০১৬**

পুনঃক্রয় চুক্তিতে বিক্রীত সিকিউরিটিজ ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিল হলো সেই হাতিয়ার যেগুলো ব্যাংক কর্তৃক বাজার থেকে অতিরিক্ত অর্থ তুলে নেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। বছরান্তে প্রদর্শিত স্থিতি উক্ত তারিখে বাজারের অবস্থাকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
২৩	**সমন্বিত স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়**		
	সরকারি জমা	৫,০২০	৫,০৮৭
	অন্যান্য জমা* (নোট ২৩.০২)	২১,২৬৬,৪৬৬	৪২,১৫৪,৭০৪
	ব্যাংক নোট সমন্বয় হিসাব - অচল পাকিস্তানি নোট	৩,২৩০	৩,২৩০
	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	৫,৩৬৯,০৯০	৪,৩৭৬,৯৯৩
	স্থগিত সুদ হিসাব	১০৫,৫৫৬	৭৪১
	দাতা সংস্থাসমূহের জমা	৩৬,০৩০,৭৪৪	২৫,৯৭১,২৯৫
	আন্তঃঅফিস সমন্বয় (স্থগিত)	(৩২৪,২১৯)	(২৬৫,২১৮)
	ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য ঋণ নিশ্চয়তা স্কিম	২৪৮,৮০৮	২৪৮,৮০৮
	পেনশনের জন্য সঞ্চিতি*	১৮,১১৫,০৭২	৮,৬৯৩,৭৮৬
	গ্রাচ্যুইটির জন্য সঞ্চিতি*	১,৯৭৭,২২১	২,০৮৩,০৮১
	ছুটি নগদায়নের জন্য সঞ্চিতি	২,১৭৯,৮৮৩	১,৫৮২,৪৩২
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল - সরকার	১,১৭৮,৮৯৬	১,১৭৮,৮৯৬
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ (সিবিএসপি) (নোট-২৩.০৩)	২,৫৩৫,০৭৭	২,৫৯২,৪৫৩
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ (এফএসএসপি) (নোট-২৩.০৪)	২১,৫৩৪,১৪২	৮,৬০২,৫৪৯
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল-এডিবি-২	৪৮,১৭৭	২৭৯,৭০২
	বিলম্বিত কর দায়	৫৯৪,৩৬৮	৫৭১,১৬৭
	অন্যান্য - সাবসিডিয়ারি	১,২০৩,৪৭১	১,২৮৬,৭৪৬
	শেয়ারবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য তহবিল	৭,৩১৮,৫৩৭	৭,০৩২,৫০৭
	মোট	**১১৯,৩৮৯,৫৩৯**	**১০৬,৩৯৮,৯৬০**
২৩.০১	**স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়**		
	সরকারি জমা	৫,০২০	৫,০৮৭
	অন্যান্য জমা (নোট ২৩.০২)	২১,২৬৬,৪৬৬	৪২,১৫৪,৭০৪
	ব্যাংক নোট সমন্বয় হিসাব - অচল পাকিস্তানি নোট	৩,২৩০	৩,২৩০
	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	৬,৪৪০,৭৮২	৫,৮২৭,৯১৫
	স্থগিত সুদ হিসাব	১০৫,৫৫৬	৭৪১
	দাতা সংস্থাসমূহের জমা	৩৬,০৩০,৭৪৪	২৫,৯৭১,২৯৫
	আন্তঃঅফিস সমন্বয় (স্থগিত)	(৩২৪,২১৯)	(২৬৫,২১৮)
	ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য ঋণ নিশ্চয়তা স্কিম	২৪৮,৮০৮	২৪৮,৮০৮
	পেনশনের জন্য সঞ্চিতি*	১৮,১১৫,০৭২	৮,৬৯৩,৭৮৬
	গ্রাচ্যুইটির জন্য সঞ্চিতি*	১,৮৭২,৩৯৫	১,৯০৮,০৩৩
	ছুটি নগদায়নের জন্য সঞ্চিতি	১,৯৪৬,৮০৪	১,৪২৯,৮৬১
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল - সরকার	১,১৭৮,৮৯৬	১,১৭৮,৮৯৬
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ - সিবিএসপি (নোট-২৩.০৩)	২,৫৩৫,০৭৭	২,৫৯২,৪৫৩
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ - এফএসএসপি (নোট-২৩.০৪)	২১,৫৩৪,১৪২	৮,৬০২,৫৪৯
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল - এডিবি-২	৪৮,১৭৭	২৭৯,৭০২
	শেয়ারবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য তহবিল	৭,৩১৮,৫৩৭	৭,০৩২,৫০৭
	মোট	**১১৮,৩২৫,৪৮৮**	**১০৫,৬৬৪,৩৪৯**

*বিস্তারিত ৪৪ নং নোটে উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

২৩.০২ : অন্যান্য জমার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার স্পেশাল ইসলামিক বন্ড ফান্ড ডিপোজিট, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন ফান্ড জমা, অবসায়ক ব্যাংক ডিপোজিট, তফসিলি ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স ফান্ড ডিপোজিট, সিকিউরিটি ডিপোজিট, এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ ডিপোজিট এবং অন্যান্য বিবিধ জমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২৩.০৩ সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট ফান্ড (সিবিএসপি) - দায়

বাংলাদেশ সরকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আই.ডি.এ) এর সাথে একটি প্রজেক্টের অনুকূলে একটি ঋণচুক্তি করে যে প্রজেক্টটি সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি) নামে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট ঋণ নং হলো আইডিএ ৩৭৯২ বিডি এবং প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হলো "কার্যক্রম সংস্কার এবং কার্য প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।" এই চুক্তি ছাড়াও প্রজেক্টটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে একটি সহযোগী ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় টাঃ ৩,৮৯২ মিলিয়ন (ইউএসডি ৫৫.৬০ মিলিয়ন) যার মধ্যে সরকারের মাধ্যমে আইডিএ সরবরাহ করেছে টাঃ ৩,০৬০ মিলিয়ন (ইউএসডি ৪৩.৭১ মিলিয়ন) অবশিষ্ট টাঃ ৮৩২ মিলিয়ন (ইউএসডি ১১.৮৮ মিলিয়ন) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বহন করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি ২০০৩ সালের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল এবং ২০১৩ সালের ৩০ এপ্রিল সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাংককে উক্ত ঋণের সুদসহ মূল অংশ সরকারকে পরিশোধ করতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে যা সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী ১ ডিসেম্বর, ২০১৩ হতে শুরু হবে এবং ১ জুন ২০৪৩ সালে শেষ হবে।

২৩.০৪ ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)

বাংলাদেশ সরকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আই.ডি.এ) এর সাথে একটি প্রজেক্টের অনুকূলে এসডিআর ২১৩,৪০০,০০০ পরিমাণের একটি ঋণচুক্তি করে যে প্রজেক্টটি ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি) নামে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট ঋণ নং হলো আইডিএ ৫৬৬৪ বিডি এবং প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হলো "প্রাপকের আর্থিক বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রজেক্ট বাস্তবায়ন সত্তার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শন সামর্থ্যের উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় প্রবেশকরণ"। কার্যক্রম সংস্কার এবং কার্যপ্রক্রিয়ায় বড় ধরনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।" এই চুক্তি ছাড়াও প্রজেক্টটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে একটি সহযোগী ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে। এই প্রকল্পটি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে শেষ হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে। সহযোগী ঋণটি টাকায় রূপান্তরিত হবে এবং ব্যাংককে উক্ত ঋণের সুদসহ মূল অংশ ঋণ বাস্তবায়নের পর সরকারকে পরিশোধ করতে হবে ৩৮ বছরের মধ্যে যার মধ্যে ০৬ বছরের রেয়াতি সময় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
২৪	মূলধন	৩০,০০০	৩০,০০০

সমুদয় মূলধন ৪(১) ও ৪(২) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের কাছে ন্যস্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
২৫	**সমন্বিত পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি**		
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য (নোট ২৫.০২)	১৬,৭৩২,৬৬৭	১৪,৬৮০,০৬৫
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (নোট ২৫.০৩)	১৬৪,৪৬১,০৩২	৭৭,৭২৮,৪৩৫
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি (নোট ২৬.০৪) (পুনঃবর্ণিত)	৩৮,৮২৭,৭০৬	৩৮,২৫৯,৭৩৮
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ (নোট ২৫.০৫)	(১৪,৯৪১,৭৯৭)	(৭৯,৩৯০)
	মোট	**২০৫,০৭৯,৬০৮**	**১৩০,৫৮৮,৮৪৮**
২৫.০১	**পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি**		
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য (নোট ২৫.০২)	১৬,৭৩২,৬৬৭	১৪,৬৮০,০৬৫
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (নোট ২৫.০৩)	১৬৪,৪৬১,০৩২	৭৭,৭২৮,৪৩৫
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি (নোট ২৫.০৪)	৩৫,০৯২,৩১২	৩৪,৪৭৪,২৭৩
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ (নোট ২৫.০৫)	(১৪,৯৪১,৭৯৭)	(৭৯,৩৯০)
	মোট	**২০১,৩৪৪,২১৪**	**১২৬,৮০৩,৩৮৩**

২৫.০২ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি-স্বর্ণ ও রৌপ্য

ব্যাংক স্বর্ণ ও রৌপ্যের পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত বিবরণীতে প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীকালে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি-স্বর্ণ ও রৌপ্য নামক আলাদা একটি হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৫.০৩ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি-বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা পুনঃমূল্যায়নজনিত অনার্জিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংকের লাভ/ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি-বৈদেশিক মুদ্রা নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৫.০৪ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি-সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংক লাভ/ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করে এবং পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি-সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৫.০৫ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক দলিলাদি

আর্থিক দলিলাদির পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংক লাভ/ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করে এবং পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
২৬	মুদ্রার তারতম্য সঞ্চিতি	২৮,৭৬১,৩২৫	২৬,৭৬৩,৪৭৩

ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা পুনঃমূল্যায়নজনিত উসুলকৃত মুনাফাকে লাভ/ক্ষতি এবং সমন্বিত আয়ের বিবরণীতে আকলন করেছে এবং একই দফাকে পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রা তারতম্য সঞ্চিতি নামক আলাদা একটি হিসাবে স্থানান্তর করেছে যেটি মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৭ বিধিবদ্ধ তহবিল নোট

পল্লি ঋণ তহবিল	২৭.০১	৬,২০০,০০০	৬,০০০,০০০
কৃষিঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল	২৭.০২	৬,২০০,০০০	৬,০০০,০০০
রপ্তানি ঋণ তহবিল	২৭.০৩	১,৩০০,০০০	১,৩০০,০০০
শিল্প ঋণ তহবিল	২৭.০৪	১,১৩৭,৮৫২	২,৪৮৭,৮৫২
ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল	২৭.০৫	৮৭৯,১৯৪	৮৭৯,১৯৪
মোট		**১৫,৭১৭,০৪৬**	**১৬,৬৬৭,০৪৬**

বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর নির্দেশনা সূত্রে গঠন করতঃ প্রতিবছর সরকারের পরামর্শক্রমে ব্যাংকের মুনাফা হতে লাভ আবণ্টনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

২৭.০১ পলি ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬০(১) ধারা মোতাবেক সমবায় ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক এবং পল্লি ঋণ সংস্থাসমূহকে স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে ২০০ মিলিয়ন টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৭.০২ কৃষিঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল

বাংলাদেশ বাাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬১ ধারা মোতাবেক শীর্ষ সমবায় ব্যাংকসমূহকে ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে ২০০ মিলিয়ন টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৭.০৩ রপ্তানি ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬৩ নং ধারা মোতাবেক রপ্তানি কার্যক্রম সহায়তা করার জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং অন্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি ঋণ ও আগাম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে কোনো অর্থ স্থানান্তর করা হয়নি।

২৭.০৪ শিল্প ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ বাাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬২ ধারা মোতাবেক সমবায় ব্যাংকসমূহকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি ঋণ প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১৫০ মিলিয়ন টাকা এ তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০

২৭.০৫ ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ১৬ নং ধারার ২৪ নং উপধারা মোতাবেক পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংকসমূহের কুটির শিল্পে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের কারণে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি পুনর্ভরণের জন্য প্রতি বছরের মুনাফা হতে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ তহবিলে কোনো অর্থ স্থানান্তর করা হয়নি।

২৮ অ-বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল	২৮.০১	৭,০০০,০০০	৭,০০০,০০০
গৃহায়ন পুনঃঅর্থায়ন তহবিল		৪,৬৬০,০০০	৫,৫৭০,০০০
মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল	২৮.০২	২৭৫,৯৪১	২৭৭,১৯১
আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল	২৮.০৩	২০০,০০০	২০০,০০০
গ্রাম্য কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্প পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	২৮.০৪	৩,৪১০,০০০	১,০০০,০০০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল	২৮.০৫	১০০,০০০	১০০,০০০
মোট		**১৫,৬৪৫,৯৪১**	**১৪,১৪৭,১৯১**

২৮.০১ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ১৬ নং ধারার ২৪ নং উপধারা মোতাবেক ক্ষুদ্র ঋণ ও গৃহায়ণ খাতে ঋণ প্রদানের জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঅর্থায়ন করার নিমিত্তে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফান্ডসমূহে অর্থ স্থানান্তর করা হয়।

২৮.০২ মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৮২ নং ধারার ২(এন) নং উপধারা এবং ব্যাংকের বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে ও বিদেশে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল তৈরি করা হয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ হতে এই তহবিলের সংস্থান করা হয়েছে।

২৮.০৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল

ব্যাংকের মুদ্রা নীতি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যাংক বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল তৈরি করা হয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ হতে এই তহবিলের সংস্থান করা হয়েছে।

২৮.০৪ গ্রাম্য কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্প পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

গ্রাম্য কৃষিজাত পণ্যের শিল্পকে অর্থায়ন করার উদ্দেশ্যে ২০০১ অর্থ বছরে এই তহবিল তৈরি করা হয়েছে। এই স্কিমের আওতায় ৩৭টি কৃষিজাত পণ্যের শিল্পখাত রয়েছে। এই তহবিল বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যখাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসারণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই খাতকে "অগ্রগামী খাত" হিসেবে "জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০" এ ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০

২৮.০৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল

এই তহবিল পরিচালক পর্ষদের ২০১৩ সালের (২০১৩ সালের ৬ষ্ঠ সভা) ১৭ জুনের কার্যবিবরণী নং-বিডি-৩৪১(২০১৩-০৬)/৫০ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুদানের ৫০ মিলিয়ন টাকার তহবিলটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১২-২০১৩ সালের মুনাফা থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রতি বছর ব্যাংকের মুনাফা থেকে ৫০ মিলিয়ন টাকা এই তহবিলে স্থানান্তর করা হবে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১০০ মিলিয়ন টাকা চলতি বছরের মুনাফা থেকে কর্তন করা হয়েছে।

২৯ অন্যান্য সঞ্চিতি

সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি (নোট ২৯.০১)	৪,৩২৬,৭৮৫	৩,৯৪৭,৭৮৫
সুদ সঞ্চিতি (নোট ২৯.০২)	৭,৫২২,১১৪	৭,৫২২,১১৪
মোট	**১১,৮৪৮,৮৯৯**	**১১,৪৬৯,৮৯৯**

২৯.০১ সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি

প্রত্যেক বছর মুনাফা আবণ্টনের সময় বিল্ডিং এবং স্থাপনার অবচয়ের সমপরিমাণ ব্যয় এই খাতে স্থানান্তর করা হয়।

২৯.০২ সুদ সঞ্চিতি

২০০৬-০৭ অর্থবছরে পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য সঞ্চিতি আরম্ভ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের অর্জিত সুদ এখানে হিসাবায়ন করা হয়েছে।

৩০ সমন্বিত সাধারণ সঞ্চিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক (পৃথক) (নোট ৩০.০১)	৪,২৫০,৫০০	৪,২৫০,৫০০
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিবিএল)	৮৫০,০০০	৭৫০,০০০
মোট	**৫,১০০,৫০০**	**৫,০০০,৫০০**
৩০.০১ সাধারণ সঞ্চিতি	**৪,২৫০,৫০০**	**৪,২৫০,৫০০**

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৫৯ নম্বর ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ মিলিয়ন টাকা মূল্যের ঋণপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ প্রভিশন হতে টাকা ৪,২২০.৫ মিলিয়ন সাধারণ সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৩১ সমন্বিত অবণ্টিত মুনাফা

প্রারম্ভিক স্থিতি	১৬,০১৮,৩০০	১৬,৭৭০,৫০২
বিগত বছরের সমন্বয়	১৫,০২৬	-
সরকারের নিকট পাওনার বিপরীতে সমন্বয়	(৪১৭,৭৯৯)	(১৩,২১৯)
মুনাফা অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর	(১,০২৯,০০০)	(৯৭৯,৩০০)
প্রদত্ত লভ্যাংশ	(৪,৫১০,৪৩০)	(৬,৭৬৯,৩৬০)
সাধারণ সঞ্চিতিতে স্থানান্তর	(১০০,০০০)	(১০০,০০০)

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
	পুনর্মূল্যায়নজনিত সমন্বয়	৫০,০৭০	৫০,২৫৪
	চলতি বছরের মুনাফা	৮,৮১২,০১৪	৭,০৫৯,৪২৩
	সমাপনী স্থিতি	**১৮,৮৩৮,১৮১**	**১৬,০১৮,৩০০**
৩১.০১	**অবণ্টিত মুনাফা**		
	প্রারম্ভিক স্থিতি	৪,৯২৮,২২৮	৬,৭৮২,৫৭৯
	বিগত বছরের সমন্বয়	১৫,০২৬	-
	সরকারের নিকট পাওনার বিপরীতে সমন্বয়	(৪১৭,৭৯৯)	(১৩,২১৯)
	মুনাফা অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর	(১,০২৯,০০০)	(৯৭৯,৩০০)
	প্রদত্ত লভ্যাংশ	(৪,৫১০,৪৩০)	(৬,৭৬৯,৩৬০)
	চলতি বছরের মুনাফা	৭,৯১৬,৮৪৩	৫,৯০৭,৫২৮
	সমাপনী স্থিতি	**৬,৯০২,৮৬৮**	**৪,৯২৮,২২৮**
৩২	**সুদ আয়**		
	ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	৭,৯৮৮,০৫৭	৪,৩৭৮,৭৪২
	বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট স্বল্পমেয়াদি জমা	১৪,৪৭৬,৬১১	১০,০৭৮,২১৪
	বন্ড	১৮,৪৬১,৬১১	১২,২৪৩,১২৪
	ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	১,১২৯,৩৪৫	৩৮০,০৯৩
	স্বর্ণ লেনদেন হতে উদ্ভূত দাবি	৬৭,৮৮৬	৯০,০৬৫
	অন্যান্য	৯৩১,৩৯০	৩১৮,৩৫৬
	মোট	**৪৩,০৫৪,৮৯৯**	**২৭,৪৮৮,৫৯৪**
৩৩	**কমিশন ও বাট্টা**		
	বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের উপর কমিশন	৫১,২১৪	১৮৯,০৬০
	অন্যান্য	২১১,৭৭৭	৪৬১,০১৬
	মোট	**২৬২,৯৯১**	**৬৫০,০৭৬**
৩৪	**বৈদেশিক মুদ্রা আর্থিক দায়ের উপর সুদ ব্যয়**		
	জমা	৭৮০,০৪৬	৪১৬,৮৯৪
	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন- (আকু)	৯৩১,২৩৬	২৮৮,৮৮৭
	আইএমএফ	৪৪৭,৭৯৫	১৫৩,৫২৩
	সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট	১২,৩২১	-
	মোট	**২,১৭১,৩৯৮**	**৮৫৯,৩০৪**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
৩৫	**স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদের উপর সমন্বিত সুদ আয়**		
	পুনঃবিক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৩,৯৯০	২১,২৫৪
	সরকারি সিকিউরিটিজসমূহ	৩,৪১২,৫৮৭	৩,১৮৪,২৪২
	সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	২,৩৯৮,৬৬৩	২,৫০২,১৪৩
	ঋণপত্র	১৯৫,৫৭২	২০৭,৫১১
	ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	৩,২৫০,০৬৫	৪,২৫০,২৯৭
	স্বল্পমেয়াদি মুদ্রা বাজার জমা	৮৮৩,৬৩৬	৮০৩,১৭৮
	মোট	**১০,১৪৪,৫১২**	**১০,৯৬৮,৬২৬**
৩৫.০১	**সুদ আয়**		
	পুনঃবিক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৩,৯৯০	২১,২৫৪
	সরকারি সিকিউরিটিজসমূহ	৩,৪১২,৫৮৭	৩,১৮৪,২৪২
	সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	২,৩৯৮,৬৬৩	২,৫০২,১৪৩
	ঋণপত্র	১৯৫,৫৭২	২০৭,৫১১
	ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	৩,১৭৬,০৭৫	৪,১৭৭,৯৩৫
	মোট	**৯,১৮৬,৮৮৭**	**১০,০৯৩,০৮৫**
৩৬	**কমিশন ও বাট্টা**		
	সরকার হতে কমিশন আয়	১০,৮২১	১১,০৪৮
	বিবিধ কমিশন আয়	৭০৫,৬৫৯	৭৫৪,৬৮৫
	মোট	**৭১৬,৪৮০**	**৭৬৫,৭৩৩**
৩৭	**অন্যান্য আয়**		
	বিনিময় হিসাব (স্থানীয় আয়)	২৪	৩৬
	বিনিময় হিসাব -রেমিটেন্স বিক্রয় (স্থানীয়)	২	২
	বিনিময় হিসাব - টিটি বাট্টা (স্থানীয়)	৪	১৬
	বিনিময় অর্জিত হিসাব	৫৫৯	৪৫৮
	সম্পত্তি বিক্রয় অথবা অবমূল্যায়নের মুনাফা	২,৫২৯	২৪৪
	অনুদান হতে আয়	-	২,৩৫৭
	শাস্তিমূলক সুদ	২২৪,৩০০	৬১,০৭৪
	মোট	**২২৭,৪১৭**	**৬৪,১৮৭**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
৩৮	**সুদ ব্যয়**		
	বাংলাদেশ ব্যাংক বিল	৫,৫০৪,৫৩৯	৯,৩৯৫,৫৯৮
	সুদ ব্যয়-এফএসএসপি	১০৫,৮১৯	৪৯,২৭৪
	মোট	**৫,৬১০,৩৫৮**	**৯,৪৪৪,৮৭২**
৩৯	**কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়**		
	এজেন্সি খরচ (নোট ৩৯.০১)	৬,৪৬২,৭৭২	৪,৯৬৬,৮০০
	ট্রেজারি বিল ও বন্ড এর অবলেখক কমিশন (নোট ৩৯.০২)	১৪২,১৯০	১১৬,২০৭
	অন্যান্য ব্যয়	১৬,৩৭১	২,৭৪২
	মোট	**৬,৬২১,৩৩৩**	**৫,০৮৫,৭৪৯**

৩৯.০১ এজেন্সি খরচ

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য সোনালী ব্যাংককে এজেন্সি খরচ প্রদান করা হয় ।

৩৯.০২ ট্রেজারি বিল ও বন্ড এর অবলেখক কমিশন

প্রাইমারি ডিলারদেরকে সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ড ইস্যু করার জন্য অবলেখকের কমিশন প্রদান করা হয় ।

৪০	**সমন্বিত সাধারণ ও প্রশাসনিক ব্যয়**		
	কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত ব্যয় (নোট ৪০ (ক))	১৮,৩৫৯,০৯৭	১১,৩৪৬,৯২৯
	অবচয়	৯৪৪,২০২	৮৯৭,৯০৫
	অবলোপন (অদৃশ্যমান সম্পদ)	৭১,৩৮৮	১২৯,৯১২
	পরিচালকদের ফি	১,১৪২	৯৬২
	নিরীক্ষা ফি	৮,৮৬৯	৮,৫৯৪
	স্টেশনারি	৭৮,৯২১	১০৩,৩৭৭
	ভাড়া, বিদ্যুৎ ইত্যাদি	৩৮৮,১৫১	৩৫২,৪৮৫
	ট্রেজারি প্রেরণ	৪৫,৯৮২	৪৫,১৭১
	অনুদান	২০৯,৯১৭	২১৬,৭৪৯
	টেলিফোন	১০৮,১২২	১০২,৪৫০
	মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ	৩৭৫,১৫৪	২৫৫,৪১৩
	কাঁচামাল	৩,০৫৭,১৪৪	৩,১২৭,৬৬৫
	কর্মচারী মুনাফা অংশীদারত্ব তহবিলে প্রভিশন	৯৭,১১১	৯৭,০২৯
	আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর	৫৫৮,০২৯	৫৫৫,১২৬
	বিবিধ	৭,৭৩৫,৭৫৪	১,৭১১,৬৯২
	মোট	**৩২,০৩৮,৯৮৩**	**১৮,৯৫১,৪৬০**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
৪০.(ক)	**কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত ব্যয়**		
	বেতন	২,৭১৪,৪৪৬	২,৭২২,৬২০
	বাড়ি ভাড়া	৯৯৭,৩৬১	৯৮৮,৮৭৩
	কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৩৮৩,৪৩১	৯৯০,৪০১
	পেনশন ও আনুতোষিক	১০,৬০০,০০০	৩,৩২২,১০০
	ছুটি নগদায়ন	৯৫৫,৯৪৭	৫২০,০০০
	সাধারণ ও প্রেরণা বোনাস	৯৮৩,০৯৭	১,২১০,১৪৪
	চিকিৎসা খরচ	৪০৪,৬০৮	৩৪৪,৭৯৫
	প্রশিক্ষণ	১৯৯,৫৬৮	১৩৬,১৩১
	ভ্রমণ খরচ	৩৬১,০৬৭	৩০৯,৫১৭
	মধ্যাহ্ন আহার	৩০১,৮২৯	২৮৯,২৫১
	অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যয়	৪৫৭,৭৪৩	৫১৩,০৯৭
	মোট	**১৮,৩৫৯,০৯৭**	**১১,৩৪৬,৯২৯**
৪০.০১	**সাধারণ ও প্রশাসনিক খরচ**		
	কর্মকর্তা/কর্মচারী খাতে ব্যয় (নোট ৪০.০১.(ক)	১৭,৪৭৭,৯৮৯	১০,৪৪৩,১৪১
	অবচয়	৬৫৮,৭৩২	৬৫০,৫৭১
	অবলোপন	৭১,৩৮৮	১২৯,৯১২
	পরিচালকদের ফি	৬৬৩	৩৮২
	নিরীক্ষা ফি	৮,২৯৪	৮,২৯৪
	স্টেশনারি	৭৫,৮৯৮	১০০,৯১৮
	ভাড়া	২৭৭,৮০৭	২৫১,৩৮২
	ট্রেজারি প্রেরণ	৪৫,৪২৫	৪৪,৭৫৯
	অনুদান	১৮৮,৫৪৩	১৯৬,০৮২
	টেলিফোন	১০৭,৫২১	১০১,৭৮২
	মেরামত	৩৫৩,১১৬	২৩৮,৭৫০
	বিবিধ	৭,৭১৬,৪৫৯	১,৬৯৮,৩১৮
	মোট	**২৬,৯৮১,৮৩৫**	**১৩,৮৬৪,২৯১**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
৪০.০১	(ক) কর্মকর্তা/কর্মচারী খাতে ব্যয়		
	বেতন	২,৪২৫,৬১৯	২,৪৩৩,১৬২
	বাড়ী ভাড়া	৯৯৭,৩৬১	৯৮৮,৮৭৩
	কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	১৭৮,৯৯০	৭৬৭,৯৫১
	পেনশন ও আনুতোষিক	১০,৬০০,০০০	৩,৩২২,১০০
	ছুটি নগদায়ন	৮৫৩,৪০০	৪৭০,০০০
	সাধারণ ও প্রেরণা বোনাস	৯০৩,৪৯৮	১,০৭৯,৭৮৮
	চিকিৎসা খরচ	৩৯৪,৬৮৮	৩৩৭,৪০৭
	প্রশিক্ষণ	১৯৮,৪৬২	১৩৫,৬০২
	ভ্রমণ খরচ	৩৪৭,৩৫৯	২৯৬,৫৭৬
	মধ্যাহ্ন আহার	২৬৬,২১১	২৫৫,২১৯
	অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যয়	৩১২,৪০১	৩৫৬,৪৬৩
	মোট	**১৭,৪৭৭,৯৮৯**	**১০,৪৪৩,১৪১**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪১ আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট - প্রকৃত মূল্য এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৪১.১ ক. হিসাব শ্রেণিকরণ এবং প্রকৃত মূল্য

নিম্নোক্ত ছক প্রকৃত মূল্যের ক্রমানুসারে আর্থিক সম্পদ এবং আর্থিক দায়ের বাহিত মূল্য এবং প্রকৃত মূল্য প্রদর্শন করে। যদি বাহিত মূল্য প্রকৃত মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে এটি অবলোপনকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায়ের প্রকৃত মূল্যের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে না।

সমন্বিত

৩০ জুন ২০১৮

টাকা '০০০

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে										
মাঃ ডলার ট্রেজারি বিল	-	-	-	৮২,১৩৮,৫২২	-	৮২,১৩৮,৫২২	৮২,১৩৮,৫২২	-	-	৮২,১৩৮,৫২২
বৈদেশিক বন্ড	-	-	-	১,১১৭,০১৬,১৫৯	-	১,১১৭,০১৬,১৫৯	১,১১৭,০১৬,১৫৯	-	-	১,১১৭,০১৬,১৫৯
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	-	-	২৩,৯৯২,৩৪৭	-	২৩,৯৯২,৩৪৭	২৩,৯৯২,৩৪৭	-	-	২৩,৯৯২,৩৪৭
স্বর্ণ লেনদেন বাবদ দাবি	-	-	-	২৩,২৫৪,৮৫৩	-	২৩,২৫৪,৮৫৩	২৩,২৫৪,৮৫৩	-	-	২৩,২৫৪,৮৫৩
ট্রেজারি বিল	-	-	-	৪৮,৮১৬,৮১৬	-	৪৮,৮১৬,৮১৬	-	৪৮,৮১৬,৮১৬	-	৪৮,৮১৬,৮১৬
ট্রেজারি বন্ড	-	-	-	৫৯,১৬৪,২৯৪	-	৫৯,১৬৪,২৯৪	-	৫৯,১৬৪,২৯৪	-	৫৯,১৬৪,২৯৪
সুইফ্‌ট শেয়ার	-	-	-	৮০	-	৮০	-	-	৮০	৮০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	-	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০.০০	-	৩,৯৪৫,০০০
	-	-	-	**১,৩৫৮,৩২৮,০৭১**	-	**১,৩৫৮,৩২৮,০৭১**	**১,২৪৬,৪০১,৮৮১**	**১১১,৯২৬,১১০**	৮০	**১,৩৫৮,৩২৮,০৭১**
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে										
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৫,২৩৫,২৬৭	-	-	-	-	১৫,২৩৫,২৬৭	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৬,৩১৮,২৩৭	-	-	-	-	৪৬,৩১৮,২৩৭	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২৩৫,৬১৬,২২২	-	-	-	-	২৩৫,৬১৬,২২২	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	৮৩৭,১৭৬,৩৯৫	-	-	-	-	৮৩৭,১৭৬,৩৯৫	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	২২৩,৬৫১,১৯৩	-	-	-	-	২২৩,৬৫১,১৯৩	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৬৪,৫৩৪,০৯৪	-	-	-	-	২৬৪,৫৩৪,০৯৪	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১২,৮০০,৭৩৬	-	-	-	-	১২,৮০০,৭৩৬	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	৪০,০০০,০০০	-	-	-	-	৪০,০০০,০০০	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

টাকা '০০০

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
ওভারড্রাফ্ট-কারেন্ট	৪১,৮৫০,০০০	-	-	-	-	৪১,৮৫০,০০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্ট-ব্লক	২৭,৮৩৯,১০০					২৭,৮৩৯,১০০	-	-	-	-
স্বল্প মেয়াদি মুদ্রা বাজার বিনিয়োগ	২,৭৭৭,৫২০	-	-	-	-	২,৭৭৭,৫২০	-	-	-	-
আইসিবি ইসলামি ব্যাংকের শেয়ার	৭,৪৫২	-	-	-	-	৭,৪৫২	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৪,৩২৫,১৭১	-	-	-	-	৪,৩২৫,১৭১	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৩৩,০০৬,২৭১	-	-	-	-	৩৩,০০৬,২৭১	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	৩,১০০,৫০০	-	-	-	-	৩,১০০,৫০০	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	৩১,৩২৪,০৪৬	-	-	-	-	৩১,৩২৪,০৪৬	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৭০১,১৯৪	-	-	-	-	৭০১,১৯৪	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩৬,৫৩২,৮৬৬	-	-	-	-	৩৬,৫৩২,৮৬৬	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	১১,০৭৫,৫০৮	-	-	-	-	১১,০৭৫,৫০৮	-	-	-	-
	১,৮৭৩,০৯৫,৯১৫	-	-	-	-	**১,৮৭৩,০৯৫,৯১৫**	-	-	-	-
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে										
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে										
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	২৪৪,৭০০,১০৮	২৪৪,৭০০,১০৮	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	-	-	-	-	১০৪,৭৪৪,৬৪৮	১০৪,৭৪৪,৬৪৮	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	-	-	-	-	১০৬,০২২,৯৯৫	১০৬,০২২,৯৯৫	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	-	-	-	-	১,৫৩৪,১৩১,৮২৪	১,৫৩৪,১৩১,৮২৪	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	-	-	-	-	৭৮৭,৯৪৬,১৬২	৭৮৭,৯৪৬,১৬২	-	-	-	-
স্বল্প মেয়াদি ঋণ	-	-	-	-	৮৭,৯৪৭,১৩৮	৮৭,৯৪৭,১৩৮	-	-	-	-
	-	-	-	-	**২,৮৬৫,৪৯২,৮৭৫**	**২,৮৬৫,৪৯২,৮৭৫**	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০১৭

টাকা '০০০

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে										
মাঃ ডলার ট্রেজারি বিল	-	-	-	৭৯,৮০৬,১১১	-	৭৯,৮০৬,১১১	৭৯,৮০৬,১১১	-	-	৭৯,৮০৬,১১১
বৈদেশিক বন্ড	-	-	-	১,০৮১,৫২১,৯৬১	-	১,০৮১,৫২১,৯৬১	১,০৮১,৫২১,৯৬১	-	-	১,০৮১,৫২১,৯৬১
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	-	-	১১,৩৮৩,৫৫৬	-	১১,৩৮৩,৫৫৬	১১,৩৮৩,৫৫৬	-	-	১১,৩৮৩,৫৫৬
স্বর্ণ লেনদেন বাবদ দাবি	-	-	-	৩৩,৮১১,০৪১	-	৩৩,৮১১,০৪১	৩৩,৮১১,০৪১	-	-	৩৩,৮১১,০৪১
ট্রেজারি বিল				৮,১১৬,৪৭২	-	৮,১১৬,৪৭২	-	৮,১১৬,৪৭২	-	৮,১১৬,৪৭২
ট্রেজারি বন্ড	-	-	-	৪৩,৫৯৪,৯২৯	-	৪৩,৫৯৪,৯২৯	-	৪৩,৫৯৪,৯২৯	-	৪৩,৫৯৪,৯২৯
সুইফ্‌ট শেয়ার	-	-	-	৮০	-	৮০	-	-	৮০	৮০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	-	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
শেয়ার - আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড	-	-	-	৭,৪৫২	-	৭,৪৫২	৭,৪৫২	-	-	৭,৪৫২
	-	-	-	১,২৬২,১৮৬,৬০২	-	১,২৬২,১৮৬,৬০২	১,২০৬,৫৩০,১২০	৫৫,৬৫৬,৪০১	৮০	১,২৬২,১৮৬,৬০২
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে										
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৬,৬১৩,৬৪৮	-	-	-	-	১৬,৬১৩,৬৪৮	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৩৪,৮৮৮,৪৫৭	-	-	-	-	৩৪,৮৮৮,৪৫৭	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২১৪,৬০০,৩৬৮	-	-	-	-	২১৪,৬০০,৩৬৮	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	৯২৮,৮৭৭,৭০৪	-	-	-	-	৯২৮,৮৭৭,৭০৪	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	২১৩,৮৪১,৯৭৫	-	-	-	-	২১৩,৮৪১,৯৭৫	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২০৬,২৯৪,০০৭	-	-	-	-	২০৬,২৯৪,০০৭	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৯,৪৩৭,৮৩৪	-	-	-	-	৯,৪৩৭,৮৩৪	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-	৫,২২৪,১৪৪				
উপায় ও উপকরণ আগাম	৩০,১৫৫,৬০০	-	-	-	-	৩০,১৫৫,৬০০	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

টাকা '০০০

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
ওভারড্রাফট-বুক	৫৬,৮৫০,০০০	-	-	-	-	৫৬,৮৫০,০০০	-	-	-	-
স্বল্প মেয়াদি মুদ্রা বাজার বিনিয়োগ	৮,৭৮,৭১২	-	-	-	-	৮,৭৮,৭১২	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৪,৭৬৪,৩২৯	-	-	-	-	৪,৭৬৪,৩২৯	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	২৭,৯৫৯,৮৩২	-	-	-	-	২৭,৯৫৯,৮৩২	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	৩,১৪৬,৮০০	-	-	-	-	৩,১৪৬,৮০০	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৯,৫৭৮,৭১৭	-	-	-	-	২৯,৫৭৮,৭১৭	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৭,৭৩১,৯৯৮	-	-	-	-	৭,৭৩১,৯৯৮	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩৩,৪৭৮,০২৮	-	-	-	-	৩৩,৪৭৮,০২৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	২,৬৯৬,৮৯৯	-	-	-	-	২,৬৯৬,৮৯৯	-	-	-	-
	১,৮২৭,০১৯,০৫১	-	-	-	-	**১,৮২৭,০১৯,০৫১**	-	-	-	-
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে										
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে										
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	২৩১,৫১৯,৮৭৩	২৩১,৫১৯,৮৭৩	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	-	-	-	-	৮৯,৮৭৯,০৪৫	৮৯,৮৭৯,০৪৫	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	-	-	-	-	৮২,২০২,৩৬৪	৮২,২০২,৩৬৪	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	-	-	-	-	১,৪৯৭,২৮৭,০১৮	১,৪৯৭,২৮৭,০১৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	-	-	-	-	৭৩৩,৯২৭,১১৪	৭৩৩,৯২৭,১১৪	-	-	-	-
স্বল্প মেয়াদি ঋণ	-	-	-	-	১৮২,৬১৮,০১৬	১৮২,৬১৮,০১৬	-	-	-	-
	-	-	-	-	**২,৮১৭,৪৩৩,৪৩০**	**২,৮১৭,৪৩৩,৪৩০**	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক

টাকা '০০০

বিবরণ	৩০ জুন ২০১৮									
	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে										
মাঃ ডলার ট্রেজারি বিল	-	-	-	৮২,১৩৮,৫২২	-	৮২,১৩৮,৫২২	৮২,১৩৮,৫২২	-	-	৮২,১৩৮,৫২২
বৈদেশিক বন্ড	-	-	-	১,১১৭,০১৬,১৫৯	-	১,১১৭,০১৬,১৫৯	১,১১৭,০১৬,১৫৯	-	-	১,১১৭,০১৬,১৫৯
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	-	-	২৩,৯৯২,৩৪৭	-	২৩,৯৯২,৩৪৭	২৩,৯৯২,৩৪৭	-	-	২৩,৯৯২,৩৪৭
স্বর্ণ লেনদেন বাবদ দাবি	-	-	-	২৩,২৫৪,৮৫৩	-	২৩,২৫৪,৮৫৩	২৩,২৫৪,৮৫৩	-	-	২৩,২৫৪,৮৫৩
ট্রেজারি বিল	-	-	-	৪৮,৮১৬,৮১৬	-	৪৮,৮১৬,৮১৬	-	৪৮,৮১৬,৮১৬	-	৪৮,৮১৬,৮১৬
ট্রেজারি বন্ড	-	-	-	৫৯,১৬৪,২৯৪	-	৫৯,১৬৪,২৯৪	-	৫৯,১৬৪,২৯৪	-	৫৯,১৬৪,২৯৪
সুইফ্‌ট শেয়ার	-	-	-	৮০	-	৮০	-	-	৮০	৮০
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ				১২,০০০,০০০	-	১২,০০০,০০০	-	-	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	-	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
	-	-	-	১,৩৭০,৩২৮,০৭১	-	১,৩৭০,৩২৮,০৭১	১,২৪৬,৪০১,৮৮১	১১১,৯২৬,১১০	১২,০০০,০৮০	১,৩৭০,৩২৮,০৭১
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে										
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৯৯০,৪২০	-	-	-	-	৪,৯৯০,৪২০	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৬,৩১৮,২৩৭	-	-	-	-	৪৬,৩১৮,২৩৭	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২৩৫,৬১৬,২২২	-	-	-	-	২৩৫,৬১৬,২২২	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	৮৩৭,১৭৬,৩৯৫	-	-	-	-	৮৩৭,১৭৬,৩৯৫	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	২২৩,৬৫১,১৯৩	-	-	-	-	২২৩,৬৫১,১৯৩	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৬৪,৫৩৪,০৯৪	-	-	-	-	২৬৪,৫৩৪,০৯৪	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১২,৮০০,৭৩৬	-	-	-	-	১২,৮০০,৭৩৬	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	৪০,০০০,০০০	-	-	-	-	৪০,০০০,০০০	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

টাকা '০০০

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
ওভারড্রাফ্ট-বুক	৪১,৮৫০,০০০	-	-	-	-	৪১,৮৫০,০০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্ট-চলতি	২৭,৮৩৯,১০০					২৭,৮৩৯,১০০	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৪,৩২৫,১৭১	-	-	-	-	৪,৩২৫,১৭১	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৩৩,০০৬,২৭১	-	-	-	-	৩৩,০০৬,২৭১	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	৩,১০০,৫০০	-	-	-	-	৩,১০০,৫০০	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	৩১,৩২৪,০৪৬	-	-	-	-	৩১,৩২৪,০৪৬	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৭০১,১৯৪	-	-	-	-	৭০১,১৯৪	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩৪,৯৫৫,৬৯৯	-	-	-	-	৩৪,৯৫৫,৬৯৯	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	১০,৫৭৩,৫৩৫	-	-	-	-	১০,৫৭৩,৫৩৫	-	-	-	-
	১,৮৫৭,৯৮৬,৯৫৭	-	-	-	-	**১,৮৫৭,৯৮৬,৯৫৭**	-	-	-	-
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে										
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে										
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	২৪৪,৭০০,১০৮	২৪৪,৭০০,১০৮	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	-	-	-	-	১০৪,৭৪৪,৬৪৮	১০৪,৭৪৪,৬৪৮	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	-	-	-	-	১০৬,০২২,৯৯৫	১০৬,০২২,৯৯৫	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	-	-	-	-	১,৫৩৪,১৩১,৮২৪	১,৫৩৪,১৩১,৮২৪	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	-	-	-	-	৭৮৭,৯৪৬,১৬২	৭৮৭,৯৪৬,১৬২	-	-	-	-
স্বল্প মেয়াদি ঋণ	-	-	-	-	৮৭,৯৪৭,১৩৮	৮৭,৯৪৭,১৩৮	-	-	-	-
	-	-	-	-	**২,৮৬৫,৪৯২,৮৭৫**	**২,৮৬৫,৪৯২,৮৭৫**	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

টাকা '০০০

বিবরণ	৩০ জুন ২০১৭									
	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে										
মাঃ ডলার ট্রেজারি বিল	-	-	-	৭৯,৮০৬,১১১	-	৭৯,৮০৬,১১১	৭৯,৮০৬,১১১	-	-	৭৯,৮০৬,১১১
বৈদেশিক বন্ড	-	-	-	১,০৮১,৫২১,৯৬১	-	১,০৮১,৫২১,৯৬১	১,০৮১,৫২১,৯৬১	-	-	১,০৮১,৫২১,৯৬১
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	-	-	১১,৩৮৩,৫৫৬	-	১১,৩৮৩,৫৫৬	১১,৩৮৩,৫৫৬	-	-	১১,৩৮৩,৫৫৬
স্বর্ণ লেনদেন বাবদ দাবি	-	-	-	৩৩,৮১১,০৪১	-	৩৩,৮১১,০৪১	৩৩,৮১১,০৪১	-	-	৩৩,৮১১,০৪১
ট্রেজারি বিল	-	-	-	৮,১১৬,৪৭২	-	৮,১১৬,৪৭২	-	৮,১১৬,৪৭২	-	৮,১১৬,৪৭২
ট্রেজারি বন্ড	-	-	-	৪৩,৫৯৪,৯২৯	-	৪৩,৫৯৪,৯২৯	-	৪৩,৫৯৪,৯২৯	-	৪৩,৫৯৪,৯২৯
সুইফট শেয়ার	-	-	-	৮০	-	৮০	-	-	৮০	৮০
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ				১২,০০০,০০০	-	১২,০০০,০০০	-	-	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	-	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
	-	-	-	১,২৭৪,১৭৯,১৫০	-	১,২৭৪,১৭৯,১৫০	১,২০৬,৫২২,৬৬৮	৫৫,৬৫৬,৪০১	১২,০০০,০৮০	১,২৭৪,১৭৯,১৫০
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে										
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৮৯৭,৬২৯	-	-	-	-	৪,৮৯৭,৬২৯	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৩৪,৮৮৮,৪৫৭	-	-	-	-	৩৪,৮৮৮,৪৫৭	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২১৪,৬০০,৩৬৮	-	-	-	-	২১৪,৬০০,৩৬৮	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	৯২৮,৮৭৭,৭০৪	-	-	-	-	৯২৮,৮৭৭,৭০৪	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	২১৩,৮৪১,৯৭৫	-	-	-	-	২১৩,৮৪১,৯৭৫	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২০৬,২৯৪,০০৭	-	-	-	-	২০৬,২৯৪,০০৭	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৯,৪৩৭,৮৩৪	-	-	-	-	৯,৪৩৭,৮৩৪	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	৩০,১৫৫,৬০০	-	-	-	-	৩০,১৫৫,৬০০	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

টাকা '০০০

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
ওভারড্রাফ্ট-বুক	৫৬,৮৫০,০০০	-	-	-	-	৫৬,৮৫০,০০০	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৪,৭৬৪,৩২৯	-	-	-	-	৪,৭৬৪,৩২৯	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	২৭,৯৫৯,৮৩২	-	-	-	-	২৭,৯৫৯,৮৩২	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	৩,১৪৬,৮০০	-	-	-	-	৩,১৪৬,৮০০	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৯,৫৭৮,৭১৭	-	-	-	-	২৯,৫৭৮,৭১৭	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৭,৭৩১,৯৯৮	-	-	-	-	৭,৭৩১,৯৯৮	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩২,১১৪,৭০২	-	-	-	-	৩২,১১৪,৭০২	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	২,২৭৭,৯৪১	-	-	-	-	২,২৭৭,৯৪১	-	-	-	-
	১,৮১২,৬৪২,০৩৬	-	-	-	-	**১,৮১২,৬৪২,০৩৬**	-	-	-	-
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে										
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে										
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	২৩১,৫১৯,৮৭৩	২৩১,৫১৯,৮৭৩	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	-	-	-	-	৮৯,৮৭৯,০৪৫	৮৯,৮৭৯,০৪৫	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	-	-	-	-	৮২,২০২,৩৬৪	৮২,২০২,৩৬৪	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	-	-	-	-	১,৪৯৭,২৮৭,০১৮	১,৪৯৭,২৮৭,০১৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	-	-	-	-	৭৩৩,৯২৭,১১৪	৭৩৩,৯২৭,১১৪	-	-	-	-
স্বল্প মেয়াদি ঋণ	-	-	-	-	১৮২,৬১৮,০১৬	১৮২,৬১৮,০১৬	-	-	-	-
	-	-	-	-	**২,৮১৭,৪৩৩,৪৩০**	**২,৮১৭,৪৩৩,৪৩০**	-	-	-	-

৩০ জুন ২০১৮ এবং ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে, ব্যাংকের লেভেল ৩ আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট ছিল শুধু সুইফট শেয়ার। ব্যবস্থাপনা বিশ্বাস করে যে এইসব শেয়ারের বাহিত মূল্য এর প্রকৃত মূল্যের সমান। যেহেতু বিগত বছরের বিনিয়োগের প্রকৃত মূল্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি সেহেতু লেভেল ৩ সমন্বয় টেবিল প্রকাশিত করা হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪১.১ খ) ন্যায্য মূল্য পরিমাপকরণ

ন্যায্য মূল্য হলো হিসাবায়নের তারিখে মার্কেটে বিদ্যমান পক্ষসমূহের মধ্যে একটি সম্পদ বিক্রয় করে যে টাকা পাওয়া যাবে বা একটি দায় স্থানান্তরের জন্য যে টাকা পরিশোধ করতে হবে। সম্পদ এবং দায়ের পোর্টফোলিও অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীর তারিখে বিক্রয়যোগ্য বৈদেশিক সিকিউরিটিজসমূহ উদ্ধৃত বাজার মূল্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। (২০১৭: বিক্রয়যোগ্য বৈদেশিক সিকিউরিটিজসমূহ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ করা হয়েছে।) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদসমূহের মধ্যে এসপিসিবিএল এর ১২,০০০,০০০,০০০ (২০১৭: টাকা ১২,০০০,০০০,০০০) এবং এইচবিএফসি এর ডিবেঞ্চার টাকা ৩,৯৪৫,০০০,০০০ (২০১৭:টাকা ৪,৭১৫,০০০,০০০) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার বাজার মূল্য নির্ভরতার সাথে নির্ধারণ করা যায়নি কারণ যেহেতু অ্যাকটিভ মার্কেটে এগুলোর কোনো ট্রেড নেই এবং অনুরূপ প্রকৃতির কোনো সিকিউরিটিজও মার্কেটে নেই। কর্তৃপক্ষ মনে করে এই সিকিউরিটিজসমূহের বাহিত মূল্য হলো ন্যায্য বাজার মূল্য।

সরকারকে প্রদত্ত ঋণ (ওভারড্রাফট ব্লক এবং কারেন্ট) ব্যয় ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং প্রাপ্য সুদ দৈনিক ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়েছে। ট্রেজারি বিল এবং বন্ড বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিজ হিসাবে শ্রেণি বিন্যাস করা হয়েছে এবং বাজার মূল্যে হিসাবায়ন করা হয়েছে। ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ এমরটাইজড কস্টে হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং ইমপেয়ারমেন্ট প্রভিশনকে নেট অফ করা হয়েছে। এইগুলোর বাজার মূল্যই হচ্ছে বাহিত মূল্য।

৪১.২ আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

গ্রুপের আর্থিক হাতিয়ারসমূহ হতে নিম্নরূপ ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে ঃ

ক) ঋণ ঝুঁকি
খ) তারল্য ঝুঁকি
গ) বাজার ঝুঁকি
ঘ) পরিচালন ঝুঁকি

আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড "আইএফআরএস-৭ আর্থিক হাতিয়ারসমূহ ঃ প্রকাশ" অনুযায়ী স্বীকৃত ও অস্বীকৃত উভয় প্রকার আর্থিক হাতিয়ার, এগুলোর তাৎপর্য ও কার্যকারিতা, হিসাব রক্ষণ নীতিমালা, রীতি ও পদ্ধতি, নিট প্রকৃত মূল্য ও ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করতে হবে-ব্যাংকের নীতিমালা হল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা।

ব্যাংক নীতি নির্ধারণী কাজে নিয়োজিত থাকে। ফলে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ভিন্ন। ব্যাংকের মূল ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত ঝুঁকিসমূহ হলো ঋণ ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি এবং সুদের হার ঝুঁকি। চাহিদা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে তারল্য ঝুঁকি হ্রাসকেই প্রধান বিবেচ্য হিসাবে গণ্য করে থাকে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতোই বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলীর ধরন একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিচালন ও

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সুনাম সংক্রান্ত ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহের মূল্যায়ন, তদারকি ও ব্যবস্থাপনার জন্য দৃঢ় ও কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য। গভর্নর কর্তৃক বৈদেশিক লেনদেনের সীমা ও অর্পিত দায়িত্ব নির্দিষ্টকৃত অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তাগণ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী ব্যাংকের স্থানীয় মুদ্রা/বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন পরিচালনা করে থাকেন।

দুটি বহিঃনিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যাংক এর বার্ষিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে যাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেয়া হয়। বোর্ডের অডিট কমিটি কর্তৃক ব্যাংকের আর্থিক রিপোর্টিং এবং অডিট কার্যক্রমসমূহ তত্ত্বাবধান করা হয়ে থাকে এবং উক্ত কমিটি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রমও তদারকি করে থাকে। কমিটি তাদের কার্যক্রমের বিষয়ে বোর্ডকে অবহিত করে থাকে।

সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিতকরণের জন্য। ব্যাংক তার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে আর্থিক বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থাসমূহ অবলম্বন করে থাকে। এই নোটের ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থিতিপত্রে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১) ঋণ ঝুঁকি

ঋণ ঝুঁকি বলতে গ্রুপ/গোষ্ঠীটির আর্থিক ক্ষতিকে বোঝায় যা অপরপক্ষ কর্তৃক আর্থিক হাতিয়ার সংক্রান্ত চুক্তির শর্তাবলী পরিপালনে ব্যর্থতার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। ঋণের ঝুঁকি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন শ্রেণির স্বীকৃত আর্থিক সম্পদের সর্বোচ্চ ঋণের ঝুঁকির পরিমাণ হচ্ছে ঐ সম্পদের বাহিত মূল্য যা আর্থিক অবস্থার বিবৃতিতে নির্দেশিত রয়েছে। ব্যাংকের ব্যাপক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা অতি উচ্চ সূচক সম্পন্ন প্রতিপক্ষের ঝুঁকি প্রশমনের কাজ করে থাকে।

ক) ঋণের কেন্দ্রীভূতকরণ

বছরান্তে এই প্রতিষ্ঠানের দেশ/অঞ্চলভিত্তিক ঋণদাতা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ ঃ

	২০১৮		২০১৭	
	সমন্বিত	পৃথক	সমন্বিত	পৃথক
বাংলাদেশ	৬৬৫৭২৮৭২৮.৪	৬৬২৬১৯৭৬৯.৪	৬৭৯৫৯৮১৮৭.৪	৬৭৭২১৩৭২০.৪
এশীয় অন্য দেশসমূহ	৫২২৩৬৯৩৩৫.১	৫২২৩৬৯৩৩৫.১	৯১৯২২০৬৯৯	৯১৯২২০৬৯৯
যুক্তরাষ্ট্র	৭৫৬৯৮৩৭৪২.৫	৭৫৬৯৮৩৭৪২.৫	৭১৫৪৩৬৩২৮	৭১৫৪৩৬৩২৮
ইউরোপ	৪৪৮১২০৭০৬.২	৪৪৮১২০৭০৬.২	৩৬১৯২১০৭৫.৬	৩৬১৯২১০৭৫.৬
অস্ট্রেলিয়া	১১৯৩৩৫৮৬৭.৮	১১৯৩৩৫৮৬৭.৮	৪১২১০৩৭৩৭.৩	৪১২১০৩৭৩৭.৩
অন্যান্য	৭১৮৮৮৫৬০৭	৭১৮৮৮৫৬০৭	৪৪৫০৬৭.৬৫২৯	৪৪৫০৬৭.৬৫২৯
মোট	**৩,২৩১,৪২৩,৯৮৭**	**৩,২২৮,৩১৫,০২৮**	**৩,০৮৮,৭২৫,০৯৫**	**৩,০৮৬,৩৪০,৬২৮**

খ) সূচকভিত্তিক সমন্বিত ঋণের বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

নিচের সারণীর সম্পদ সমূহ MOODY'S ঋণের সূচকের (অন্যান্য এজেন্সির সূচকের সময় MOODY'S সমমান সূচক) উপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করা হয়েছে । দীর্ঘমেয়াদি জমার ক্ষেত্রে এএএ হল সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন সূচক এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ যে পরমোৎকৃষ্ট গুণগত মান সম্পন্ন এবং ঋণের ঝুঁকির মাত্রা যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের তা নির্দেশ করে। এএ সূচক দ্বারা উৎকৃষ্ট মানের ঋণকে নির্দেশ করে কিন্তু গুণগত মান এএএ এর চাইতে কম । এএ১ দ্বারা এএ ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করে; এএ২ দ্বারা এএ ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের মধ্যম সীমা নির্দেশ করে এবং এএ৩ দ্বারা এএ ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের সর্বনিম্ন সীমা নির্দেশ করে। স্বল্পমেয়াদি জমার ক্ষেত্রে পি-১ দ্বারা ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রাইম-১ ভুক্ত জমাকে নির্দেশ করে এবং উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ প্রদান প্রস্তাব করে এবং সময়মত স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে একটি খুবই মজবুত সামর্থ্যকে নির্দেশ করে। এসটি-১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের সর্বোচ্চ সামর্থ্য নির্দেশ করে, এসটি-২ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের মজবুত সামর্থ্য নির্দেশ করে আর এসটি-৩ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের গড় সামর্থ্য নির্দেশ করে।

যাইহোক, স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পত্তির সাথে ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ সমূহ ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠান ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী অব বাংলাদেশ লিমিটেড, ইমারজিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, ন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, আলফা ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, অরগাস ক্রেডিট রেটিং সার্ভিসেস লিমিটেড ইত্যাদি রেটিং এর উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত। রেটিং এজেন্সি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সমন্বিত বিবরণী

	ঋণের সূচক	২০১৮		২০১৭	
		পরিমাপ '০০০ টাকায়	% আর্থিক সম্পদ	পরিমাপ '০০০ টাকায়	% আর্থিক সম্পদ
১) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	পি-১	৪৬,৩১৮,২৩৭	১.৪৪%	৩৪,৮৮৮,৪৫৭	১.১৩%
স্বল্পতম সময়ের জন্য বিনিয়োগ	পি-১	২৩৫,৬১৬,২২২	৭.৩৫%	২১৪,৬০০,৩৬৮	৬.৯৬%
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	পি-১	৮৩৭,১৭৬,৩৯৫	২৬.১০%	৯২৮,৮৭৭,৭০৪	৩০.১২%
মাঃ ডঃ ট্রেজারী বিল	পি-১	৮২,১৩৮,৫২২	২.৫৬%	৭৯,৮০৬,১১১	২.৫৯%
বিদেশি বন্ড	এএএ	৭৯০,১৯০,২৩১	২৪.৬৪%	৭৯২,৪৪৫,২৩৭	২৫.৬৯%
বিদেশি বন্ড	এএ১, এএ২, এএ৩	১৪৯,৭৮৭,৩১৬	৪.৬৭%	১৪৭,৮৫৯,৯৩০	৪.৭৯%
বিদেশি বন্ড	এ১, এ২, এ৩	৬৮,৭৯৭,৯১০	২.১৪%	৫৪,০৫১,২৩৮	১.৭৫%
বিদেশি বন্ড	বি১, বিএ১, বিএএ১, বিএএ২, বিএএ৩	১০৮,২৪০,৭০২	৩.৩৭%	৮৭,১৬৫,৫৫৬	২.৮৩%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	এ	২৯,১৭৬,১৯৫	০.৯১%	৪,৩৩৪,৮৭০	০.১৪%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	২৩৩,৯১০,৭৯২	৭.২৯%	১৭০,৬৭৫,৯১০	৫.৫৩%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	বিএএ, বিএ,বি	১,৩২১,৩৩৮	০.০৪%	২,৮৯৪,১১৫	০.০৯%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	১২৫,৭৬৮	০.০০%	৩৫,৩৩৯,৪৩৬	১.১৫%
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	এএ২	২৩,২৫৪,৮৫৩	০.৭৩%	৩৩,৮১১,০৪১	১.১০%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	সূচকবিহীন	২২৩,৬৫১,১৯৩	৬.৯৭%	২১৩,৮৪১,৯৭৫	৬.৯৩%
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	সূচকবিহীন	১৮,০২৪,৯৬০	০.৫৬%	১৪,৬৬২,০৫৮	০.৪৮%
মোট		**২,৮৪৭,৭৩০,৬৩৪**	**৮৮.৭৯%**	**২,৮১৫,২৫৪,০০৬**	**৯১.২৮%**
২) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	বিএ৩	২১৭,৬৭০,২১০	৬.৭৯%	১৩৮,৭১৭,০০১	৪.৫০%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	৬,৭২৯,৯৭২	০.২১%	৪,৮৩৫,৩০০	০.১৬%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এ	১৯,৭২৮,১৭১	০.৬২%	৩,৪৯৬,৪৮১	০.১১%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	১৯,২৬৪,২২৫	০.৬০%	১৪,৫৩৮,৮৩০	০.৪৭%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএ হতে বি	১৩৩,৭২৭	০.০০%	১৯৮,০৪৭	০.০১%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএএ	২১৮,৪৩৬	০.০১%	২৭০,৭৪১	০.০১%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	৩৩,১১২,৬২৪	১.০৩%	৫৪,১৯৭,০১৮	১.৭৬%
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	-	৩৬,৫৩২,৮৬৬	১.১৪%	৩৩,৪৭৮,০২৮	১.০৯%
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	-	১১,০৭৫,৫০৮	০.৩৫%	২,৬৯২,৭৬৩	০.০৯%
টাকা মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	-	১৫,২৩৫,২৬৭	০.৪৭%	১৬,৬১৩,৬৪৮	০.৫৪%
মোট		**৩৫৯,৭০১,০০৬**	**১১.২১%**	**২৬৯,০৩৭,৮৫৭**	**৮.৭২%**
মোট-আর্থিক সম্পদ (১+২)		**৩,২০৭,৪৩১,৬৪০**	**১০০.০০%**	**৩,০৮৪,২৯১,৮৬৩**	**১০০.০০%**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক বিবরণী

বিবরণ	ঋণের সূচক	২০১৮		২০১৭	
		পরিমাপ '০০০ টাকায়	% আর্থিক সম্পদ	পরিমাপ '০০০ টাকায়	% আর্থিক সম্পদ
১) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	পি-১	৪৬,৩১৮,২৩৭	১.৪৫%	৩৪,৮৮৮,৪৫৭	১.১৩%
স্বল্পতম সময়ের জন্য বিনিয়োগ	পি-১	২৩৫,৬১৬,২২২	৭.৩৫%	২১৪,৬০০,৩৬৮	৬.৯৬%
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	পি-১	৮৩৭,১৭৬,৩৯৫	২৬.১৩%	৯২৮,৮৭৭,৭০৪	৩০.১৪%
মাঃ ডঃ ট্রেজারি বিল	পি-১	৮২,১৩৮,৫২২	২.৫৬%	৭৯,৮০৬,১১১	২.৫৯%
বিদেশি বন্ড	এএএ	৭৯০,১৯০,২৩১	২৪.৬৬%	৭৯২,৪৪৫,২৩৭	২৫.৭১%
বিদেশি বন্ড	এএ১, এএ২, এএ৩	১৪৯,৭৮৭,৩১৬	৪.৬৭%	১৪৭,৮৫৯,৯৩০	৪.৮০%
বিদেশি বন্ড	এ১, এ২, এ৩	৬৮,৭৯৭,৯১০	২.১৫%	৫৪,০৫১,২৩৮	১.৭৫%
বিদেশি বন্ড	বি১, বিএ১, বিএএ১, বিএএ২, বিএএ৩	১০৮,২৪০,৭০২	৩.৩৮%	৮৭,১৬৫,৫৫৬	২.৮৩%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	এ	২৯,১৭৬,১৯৫	০.৯১%	৪,৩৩৪,৮৭০	০.১৪%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	২৩৩,৯১০,৭৯২	৭.৩০%	১৭০,৬৭৫,৯১০	৫.৫৪%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	বিএএ, বিএ,বি	১,৩২১,৩৩৮	০.০৪%	২,৮৯৪,১১৫	০.০৯%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	১২৫,৭৬৮	০.০০%	৩৫,৩৩৯,৪৩৬	১.১৫%
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	এএ২	২৩,২৫৪,৮৫৩	০.৭৩%	৩৩,৮১১,০৪১	১.১০%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	সূচকবিহীন	২২৩,৬৫১,১৯৩	৬.৯৮%	২১৩,৮৪১,৯৭৫	৬.৯৪%
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	সূচকবিহীন	১৮,০২৪,৯৬০	০.৫৬%	১৪,৬৬২,০৫৮	০.৪৮%
মোট		**২,৮৪৭,৭৩০,৬৩৪**	**৮৮.৮৭%**	**২,৮১৫,২৫৪,০০৬**	**৯১.৩৫%**
২) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	বিএ৩	২১৭,৬৭০,২১০	৬.৭৯%	১৩৮,৭১৭,০০১	৪.৫০%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	সূচকবিহীন	১৫,৯৪৫,০০০	০.৫০%	১৫,৯৪৫,০০০	০.৫২%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এ	১৯,৭২৮,১৭১	০.৬২%	৩,৪৯৬,৪৮১	০.১১%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	১৯,২৬৪,২২৫	০.৬০%	১৪,৫৩৮,৮৩০	০.৪৭%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএ হতে বি	১৩৩,৭২৭	০.০০%	১৯৮,০৪৭	০.০১%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএএ	২১৮,৪৩৬	০.০১%	২৭০,৭৪১	০.০১%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	৩৩,১১২,৬২৪	১.০৩%	৫৪,১৯৭,০১৮	১.৭৬%
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	-	৩৪,৯৫৫,৬৯৯	১.০৯%	৩২,১১৪,৭০২	১.০৪%
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	-	১০,৫৭৩,৫৩৫	০.৩৩%	২,২৭৭,৯৪১	০.০৭%
টাকা মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	-	৪,৯৯০,৪২০	০.১৬%	৪,৮৯৭,৬২৯	০.১৬%
মোট		**৩৫৬,৫৯২,০৪৭**	**১১.১৩%**	**২৬৬,৬৫৩,৩৯০**	**৮.৬৫%**
মোট-আর্থিক সম্পদ (ক+খ)		**৩,২০৪,৩২২,৬৮১**	**১০০.০০%**	**৩,০৮১,৯০৭,৩৯৬**	**১০০.০০%**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

গ) সাধারণ ও অন্যান্য বর্ধিত জামানত সংরক্ষণ এবং তার আর্থিক প্রভাব

ব্যাংক প্রদত্ত নির্দিষ্ট ঋণের বিপরীতে সাধারণ ও অন্যান্য বর্ধিত জামানত সংরক্ষণ করে থাকে। নিচের ছকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সম্পদের বিপরীতে সংরক্ষিত প্রধান প্রধান জামানত প্রদর্শিত হলোঃ

বিবরণ	২০১৮		২০১৭	
	পরিমাণ (টাকা'০০০)	প্রধান প্রধান জামানত	পরিমাণ (টাকা'০০০)	প্রধান প্রধান জামানত
অ) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ				
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	২৬৪,৫৩৪,০৯৪	জামানতবিহীন	২০৬,২৯৪,০০৭	জামানত বিহীন
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	২৩,২৫৪,৮৫৩	জামানতবিহীন	৩৩,৮১১,০৪১	জামানত বিহীন
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২২৩,৬৫১,১৯৩	জামানতবিহীন	২১৩,৮৪১,৯৭৫	জামানত বিহীন
আ) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ				
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২১৭,৬৭০,২১০	জামানতবিহীন	১৩৮,৭১৭,০০১	জামানত বিহীন
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১০৮,৯৯০,০৪৮	সরকারি নিশ্চয়তা ব্যাংক নিশ্চয়তা ডিমান্ড প্রমিজরি নোট কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি ফান্ড এবং সম্পদ বন্ধকীকরণ	১০৬,১৭৯,১৪৫	সরকারি নিশ্চয়তা ব্যাংক নিশ্চয়তা ডিমান্ড প্রমিজরি নোট কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি ফান্ড এবং সম্পদ বন্ধকীকরণ

২) তারল্য ঝুঁকি

তারল্য ঝুঁকি হলো সেই ঝুঁকি যাতে গ্রুপ তার আর্থিক দায় নগদ বা অন্য আর্থিক সম্পদ দ্বারা পরিশোধের জন্য সমস্যায় পড়তে পারে। এই ঝুঁকি প্রশমিত করার জন্য গ্রুপ যথেষ্ট পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ করে যাতে কোনো আর্থিক দায় পরিশোধের সময় আসলে স্বাভাবিক কিংবা যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত আর্থিক ক্ষতি ব্যতিরেকে কিংবা সুনাম ক্ষুণ্ন না করে গ্রুপ তা পরিশোধ করতে পারে।

বাজার ভাঙ্গন (ধস) বা ঋণমানের অধোগমনের কারণে কিছু আয় কিংবা সম্পদ উৎস তাৎক্ষণিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া থেকে তারল্য ঝুঁকির সৃষ্টি হতে পারে। এই ঝুঁকি প্রশমনের জন্য গ্রুপের নানা ধরনের বিনিয়োগ রয়েছে। তাছাড়া তারল্য ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই সম্পদসমূহ বিনিয়োগ/পরিচালনা করা হয়।

চুক্তিভিত্তিক পুনঃপরিশোধ তারিখ যা আর্থিক অবস্থার বিবরণীর তারিখ হতে চুক্তিভিত্তিক মেয়াদপূর্তি তারিখ পর্যন্ত সময়কালের ভিত্তিতে ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহের মেয়াদপূর্তী প্রোফাইল এর সারসংক্ষেপ নিম্নোক্ত টেবিলে তুলে ধরা হলোঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

নিম্নোক্ত সময়কালের মধ্যে সম্পদ ও দায়সমূহের মেয়াদপূর্তি হবেঃ

সমন্বিত বিবরণী ৩০ জুন ২০১৮

টাকা '০০০

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস	৩ মাস হতে ১২ মাস	১ হতে ৫ বছর	৫ বছরের অধিক মেয়াদি
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৬,৩১৮,২৩৭	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫৩৫,১৩৯,৯৮৫	৫৫৭,৫৩৯,২৪১	৪৪১,২০৩,৭৯৭	৭৩৮,০৬৪,২৭৬	-
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১১২,৩৯৩,৯৬২	১৯৭,৮৮৯	-	-	১১১,০৫৯,৩৪২
স্বর্ণ ও রৌপ্য	২৩,৯৯২,৩৪৭	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	২৩,২৫৪,৮৫৩	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ	১২৫,৭৬৮	৩৩৭,৮২০	২৫২,২৪১,৮০১	৬,৬৩২,৫৪৫	৫,১৯৬,১৫৯
মোট	**৭৪১,২২৫,১৫২**	**৫৫৮,০৭৪,৯৫০**	**৬৯৩,৪৪৫,৫৯৭**	**৭৪৪,৬৯৬,৮২১**	**১১৬,২৫৫,৫০০**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৫,২৩৫,২৬৭	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৭০,২৪০,৯৪৮	২৯,৯৫৬,০৮৯	৩৮,৯৯৭,৫৮৫	৫১,৪৩২,৯২৯	২৭,০৪২,৬৫৯
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	৫,০৫৭,৫২০	৬৫০,০০০	১,০২২,৪৫২
প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	৫,১৭৬,৪৭৩	৯৩৩০৭২৪.১০১	১৯,১৪১,৩৬৫	৩২,৯৪৮,৫৬৯	৪২,৩৯২,৯১৭
মোট	**৯০,৬৫২,৬৮৮**	**৩৯,২৮৬,৮১৪**	**৬৩,১৯৬,৪৭১**	**৮৫,০৩১,৪৯৮**	**৭০,৪৫৮,০২৮**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**৮৩১,৮৭৭,৮৪০**	**৫৯৭,৩৬১,৭৬৪**	**৭৫৬,৬৪২,০৬৮**	**৮২৯,৭২৮,৩১৯**	**১৮৬,৭১৩,৫২৮**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	২১০,৭৬৭,৬৪২	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬০৪,৯৮১	১,১৭২,২১৯	৬,৪৫৯,৭৪৫	৫১,৬৭৭,৮৯৯	১৮৩,৭৮৫,২৬৪
মোট	**২১২,৩৭২,৬২৩**	**১,১৭২,২১৯**	**৬,৪৫৯,৭৪৫**	**৫১,৬৭৭,৮৯৯**	**১৮৩,৭৮৫,২৬৪**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	১,৫৩৪,১৩১,৮২৪	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৭৮৭,৯৪৬,১৬২	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	৮৭,৯৪৭,১৩৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২১,৭২৪	১,৭৪৮,৩৪৭	১৩,৬৮৯,৪৮৭	৪৯,১২৫,৯৯১	৫৪,৮০৩,৯৯০
মোট	**২,৪১০,০৪৬,৮৪৮**	**১,৭৪৮,৩৪৭**	**১৩,৬৮৯,৪৮৭**	**৪৯,১২৫,৯৯১**	**৫৪,৮০৩,৯৯০**
মোট দায়	**২,৬২২,৪১৯,৪৭১**	**২,৯২০,৫৬৭**	**২০,১৪৯,২৩২**	**১০০,৮০৩,৮৯০**	**২৩৮,৫৮৯,২৫৪**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(১,৭৯০,৫৪১,৬৩১)**	**৫৯৪,৪৪১,১৯৮**	**৭৩৬,৪৯২,৮৩৬**	**৭২৮,৯২৪,৪২৯**	**(৫১,৮৭৫,৭২৫)**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন, ২০১৭

টাকা '০০০

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস	৩ মাস হতে ১২ মাস	১ হতে ৫ বছর	৫ বছরের অধিক মেয়াদি
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৩৪,৮৮৮,৪৫৭	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৪৪৭,৫৭০,৯২৯	৬৭৬,১৭০,৪৯৫	৪২০,৯১০,৮২৫	৭৬০,১৫৩,৮৯৫	-
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১০৮,৬৬১,৭৬৫	১১২,৭০৭	-	-	১০৫,০৬৭,৫০৩
স্বর্ণ ও রৌপ্য	১১,৩৮৩,৫৫৬	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	১৮,৪৮৬,৫৪৬	-	১৫,৩২৪,৪৯৫	-	-
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ	২৪,৫১৬,৫৭৫	৬৪,০২৯,৫৩৪	১০৯,৭৯৩,৪৮১	৪,০৭৩,৭৬৫	৩,৮৮০,৬৫৩
মোট	**৬৪৫,৫০৭,৮২৭**	**৭৪০,৩১২,৭৩৭**	**৫৪৬,০২৮,৮০১**	**৭৬৪,২২৭,৬৬০**	**১০৮,৯৪৮,১৫৬**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৬,৬১৩,৬৪৮	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৩৩,৪৮৫,৬৭৮	-	২৬,৯৯৩,৩৭৯	৫৯,৫৮৪,১৭৯	১৮,৬৫৩,৭৬৫
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	১,৫২৮,৭১২	২,২৮০,০০০	১,০২৬,৫৮৮
প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত	১,৭৪৭,৩৯৩	১০,০৫২,৭৫৮.৬৮	১৭,৮১৪,৮৯৩	৩১,২৩৪,০৫৬	৪৫,৩৩০,০৪৫
মোট	**৫১,৮৪৬,৭১৯**	**১০,০৫২,৭৫৯**	**৪৬,৩৩৬,৯৮৩**	**৯৩,০৯৮,২৩৫**	**৬৫,০১০,৩৯৮**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**৬৯৭,৩৫৪,৫৪৭**	**৭৫০,৩৬৫,৪৯৫**	**৫৯২,৩৬৫,৭৮৪**	**৮৫৭,৩২৫,৮৯৪**	**১৭৩,৯৫৮,৫৫৩**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	১৭২,১৫৪,২৯৮	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬০৭,০৮৭	৫৩,৭২৬	২,০৫০,৫৩০	৪৪,০৮৬,৩৫২	১৮৩,৭২২,১৭৯
মোট	**১৭৩,৭৬১,৩৮৫**	**৫৩,৭২৬**	**২,০৫০,৫৩০**	**৪৪,০৮৬,৩৫২**	**১৮৩,৭২২,১৭৯**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	১,৪৯৭,২৮৭,০১৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৭৩৩,৯২৭,১১৪	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	১৮২,৬১৮,০১৬	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	১৬,৬৭৩,৯৬১	১,১১০,০২৩	৩০,৬০৫,৯৪৭	৩০,০০৩,১২৪	২৪,৬৮৩,৬৫০
মোট	**২,৪৩০,৫০৬,১০৯**	**১,১১০,০২৩**	**৩০,৬০৫,৯৪৭**	**৩০,০০৩,১২৪**	**২৪,৬৮৩,৬৫০**
মোট দায়	**২,৬০৪,২৬৭,৪৯৪**	**১,১৬৩,৭৪৮**	**৩২,৬৫৬,৪৭৭**	**৭৪,০৮৯,৪৭৬**	**২০৮,৪০৫,৮২৯**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(১,৯০৬,৯১২,৯৪৭)**	**৭৪৯,২০১,৭৪৭**	**৫৫৯,৭০৯,৩০৭**	**৭৮৩,২৩৬,৪১৮**	**(৩৪,৪৪৭,২৭৫)**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক বিবরণী, ৩০ জুন, ২০১৮

টাকা '০০০

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস মেয়াদি	৩ হতে ১২ মাস মেয়াদি	১ হতে ৫ বছর মেয়াদি	৫ বছরের অধিক মেয়াদি
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৬,৩১৮,২৩৭	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫৩৫,১৩৯,৯৮৫	৫৫৭,৫৩৯,২৪১	৪৪১,২০৩,৭৯৭	৭৩৮,০৬৪,২৭৬	-
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১১২,৩৯৩,৯৬২	১৯৭,৮৮৯	-	-	১১১,০৫৯,৩৪২
স্বর্ণ ও রৌপ্য	২৩,৯৯২,৩৪৭	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	২৩,২৫৪,৮৫৩	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১২৫,৭৬৮	৩৩৭,৮২০	২৫২,২৪১,৮০১	৬,৬৩২,৫৪৫	৫,১৯৬,১৫৯
মোট	**৭৪১,২২৫,১৫২**	**৫৫৮,০৭৪,৯৫০**	**৬৯৩,৪৪৫,৫৯৭**	**৭৪৪,৬৯৬,৮২১**	**১১৬,২৫৫,৫০০**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৯৯০,৪২০	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৭০,২৪০,৯৪৮	২৯,৯৫৬,০৮৯	৩৮,৯৯৭,৫৮৫	৫১,৪৩২,৯২৯	২৭,০৪২,৬৫৯
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	২,২৮০,০০০	৬৫০,০০০	১৩,০১৫,০০০
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ স্থানীয় মুদ্রায়	৫,১৭৬,৪৭৩	৯,৩৩০,৭২৪.১০১	১৯,১৪১,৩৬৫.২১	৩২,৯৪৮,৫৬৯	৪০,৮১৫,৭৫০
মোট	**৮০,৪০৭,৮৪১**	**৩৯,২৮৬,৮১৪**	**৬০,৪১৮,৯৫০**	**৮৫,০৩১,৪৯৮**	**৮০,৮৭৩,৪০৯**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**৮২১,৬২৩,৯৯৩**	**৫৯৭,৩৬১,৭৬৪**	**৭৫৩,৮৬৪,৫৪৮**	**৮২৯,৭২৮,৩২০**	**১৯৭,১২৮,৯০৯**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২১০,৭৬৭,৬৪২	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬০৪,৯৮১	১,১৭২,২১৯	৬,৪৫৯,৭৪৫	৫১,৬৭৭,৮৯৯	১৮৩,৭৮৫,২৬৪
মোট	**২১২,৩৭২,৬২৩**	**১,১৭২,২১৯**	**৬,৪৫৯,৭৪৫**	**৫১,৬৭৭,৮৯৯**	**১৮৩,৭৮৫,২৬৪**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	১,৫৩৪,১৩১,৮২৪	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৭৮৭,৯৪৬,১৬২	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	৮৭,৯৪৭,১৩৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	১,০৯৩,৪১৬	১,১৫৩,৯৭৯	১২,৪৮৬,০১৬	৪৯,১২৫,৯৯১	৫৪,৪৬৬,০৮৫
মোট	**২,৪১১,১১৮,৫৪০**	**১,১৫৩,৯৭৯**	**১২,৪৮৬,০১৬**	**৪৯,১২৫,৯৯১**	**৫৪,৪৬৬,০৮৫**
মোট আর্থিক দায়	**২,৬২৩,৪৯১,১৬৩**	**২,৩২৬,১৯৮**	**১৮,৯৪৫,৭৬১**	**১০০,৮০৩,৮৯০**	**২৩৮,২৫১,৩৪৯**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(১,৮০১,৮৫৮,১৭০)**	**৫৯৫,০৩৫,৫৬৫**	**৭৩৪,৯১৮,৭৮৬**	**৭২৮,৯২৪,৪৩০**	**(৪১,১২২,৪৪০)**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন, ২০১৭

টাকা '০০০

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস মেয়াদি	৩ হতে ১২ মাস মেয়াদি	১ হতে ৫ বছর মেয়াদি	৫ বছরের অধিক মেয়াদি
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৩৪,৮৮৮,৪৫৭	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৪৪৭,৫৭০,৯২৯	৬৭৬,১৭০,৪৯৫	৪২০,৯১০,৮২৫	৭৬০,১৫৩,৮৯৫	-
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১০৮,৬৬১,৭৬৫	১১২,৭০৭	-	-	১০৫,০৬৭,৫০৩
স্বর্ণ ও রৌপ্য	১১,৩৮৩,৫৫৬	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	১৮,৪৮৬,৫৪৬	-	১৫,৩২৪,৪৯৫	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৪,৫১৬,৫৭৫	৬৪,০২৯,৫৩৪	১০৯,৭৯৩,৪৮১	৪,০৭৩,৭৬৫	৩,৮৮০,৬৫৩
মোট	**৬৪৫,৫০৭,৮২৭**	**৭৪০,৩১২,৭৩৭**	**৫৪৬,০২৮,৮০১**	**৭৬৪,২২৭,৬৬০**	**১০৮,৯৪৮,১৫৬**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৮৯৭,৬২৯	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৩৩,৪৮৫,৬৭৮	-	২৬,৯৯৩,৩৭৯	৫৯,৫৮৪,১৭৯	১৮,৬৫৩,৭৬৫
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	৬৫০,০০০	২,২৮০,০০০	১৩,০১৫,০০০
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ স্থানীয় মুদ্রায়	১,৭৪৭,৩৯৩	১০,০৫২,৭৫৮.৬৮	১৭,৮১৪,৮৯২.৬৩	৩১,২৩৪,০৫৬	৪৩,৯৬৬,৭১৯
মোট	**৪০,১৩০,৭০১**	**১০,০৫২,৭৫৯**	**৪৫,৪৫৮,২৭১**	**৯৩,০৯৮,২৩৫**	**৭৫,৬৩৫,৪৮৩**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**৬৮৫,৬৩৮,৫২৯**	**৭৫০,৩৬৫,৪৯৫**	**৫৯১,৪৮৭,০৭২**	**৮৫৭,৩২৫,৮৯৪**	**১৮৪,৫৮৩,৬৩৯**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৭২,১৫৪,২৯৮	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬০৭,০৮৭	৫৩,৭২৬	২,০৫০,৫৩০	৪৪,০৮৬,৩৫২	১৮৩,৭২২,১৭৯
মোট	**১৭৩,৭৬১,৩৮৫**	**৫৩,৭২৬**	**২,০৫০,৫৩০**	**৪৪,০৮৬,৩৫২**	**১৮৩,৭২২,১৭৯**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	১,৪৯৭,২৮৭,০১৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৭৩৩,৯২৭,১১৪	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	১৮২,৬১৮,০১৬	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	১৮,১২৪,৮৮৩	-	২৯,৩১৯,২০০	৩০,০০৩,১২৪	২৪,৩৫৬,০৩০
মোট	**২,৪৩১,৯৫৭,০৩১**	**-**	**২৯,৩১৯,২০০**	**৩০,০০৩,১২৪**	**২৪,৩৫৬,০৩০**
মোট আর্থিক দায়	**২,৬০৫,৭১৮,৪১৬**	**৫৩,৭২৬**	**৩১,৩৬৯,৭৩০**	**৭৪,০৮৯,৪৭৬**	**২০৮,০৭৮,২০৯**
মেয়াদপূর্তী বিচ্যুতি	**(১,৯২০,০৭৯,৮৮৮)**	**৭৫০,৩১১,৭৭০**	**৫৬০,১১৭,৩৪২**	**৭৮৩,২৩৬,৪১৮**	**(২৩,৪৯৪,৫৭০)**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩) বাজার ঝুঁকি

যে ঝুঁকি বাজার মূল্যে পরিবর্তন আনতে পারে তাই হচ্ছে বাজার ঝুঁকি। যেমন - বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, সুদ হার এবং ইক্যুইটির মূল্য ইত্যাদি ব্যাংকের সামগ্রিক আয় অথবা এর ধারণকৃত আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টের মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বাজার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে বাজার ঝুঁকির সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করার এবং পাশাপাশি লাভের হার সর্বোচ্চকরণ।

ক) মুদ্রা ঝুঁকি

মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তনের কারণে মুদ্রা ঝুঁকি (বিনিময় হার ঝুঁকি) সৃষ্টি হয়, যা আর্থিক হাতিয়ারসমূহের ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহের বাজার মূল্যকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম বিনিয়োগ কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রমের গাইডলাইন অনুসারে বিনিয়োগ কমিটি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। গাইডলাইনসমূহে যৌক্তিক রিটার্ন অর্জনের জন্য বিভিন্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নির্দেশনা দেওয়া হয়। গাইডলাইনে অনুমোদিত মানদণ্ড অনুযায়ী মুদ্রার অবস্থা বিবেচনা করে বিনিয়োগ, পোর্টফোলিওর পরিমাণ ও সময়কাল বিবেচনা অনুসারে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপক/ডিলারগণ মানদণ্ড মেনে চলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন এবং বিনিয়োগ কমিটির অনুমোদন অনুযায়ী দৈনিক/সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পুনঃবিন্যাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট থাকেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ ও দায়

৩০ জুন, ২০১৮

টাকা '০০০

বিবরণ	মাঃ ডঃ সমতুল্য	স্বর্ণ ও রৌপ্য সমতুল্য	ইউরো সমতুল্য	জিবিপি সমতুল্য	ইয়েন সমতুল্য	কাঃডঃ সমতুল্য	অঃ ডঃ সমতুল্য	সিএনওআই সমতুল্য	এসডিআর সমতুল্য	অন্যান্য সমতুল্য
সম্পদ										
অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা	২৫,৮৩৬,১৩২	-	৪,০৮৫,১৯৬	২,৭২৮,৬২২	১১,১৩২,৫৬০	১,২৮৫,৪৮০	৩৮৮,২৬৮	৪৬৪,১৮৯	-	৩৯৭,৭৯০
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২৩৩,৭৬৭,৭৩১	-	১,৮৪৮,৪৯১	-	-	-	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	৬৪৯,৫৪৫,৯৫৫	-	-	৮১,৬৯৬,৩৮২	-	৩১,৯২৯,১৭৯	৪০,০৬১,৯৫৭	৩২,০১০,৩৭০	-	১,৯৩২,৫৫২
ট্রেজারি বিল	৮২,১৩৮,৫২২	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদেশি বন্ড	৯৬৯,৫০৩,৯৯২	-	১০৪,৪৭৪,৫৩০	২৭,৮৫০,৮২৪	-	৩,৭৮৮,১৫৫	৯,৯৫২,২০৪	১,৪৪৬,৪৫৪	-	-
অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ	২৬৪,৫৩৪,০৯৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	-	২৩,২৫৪,৮৫৩	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১০,৭৮৩,৯২৬	৪০,৫৭৯	১,০৬৪,৮০৩	৩১৮,৯০৮		৯৯,১৩৪	২৮৭,৬৯৪	২০২,৯২০	-	২,৭৭২
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	-	-	-	-	-	-	-	-	২২৩,৬৫১,১৯৩	-
মোট	**২,২৩৬,১১০,৩৫২**	**২৩,২৯৫,৪৩২**	**১১১,৪৭৩,০২০**	**১১২,৫৯৪,৭৩৬**	**১১,১৩২,৫৬০**	**৩৭,১০১,৯৪৭**	**৫০,৬৯০,১২৩**	**৩৪,১২৩,৯৩৩**	**২২৩,৬৫১,১৯৩**	**২,৩৩৩,১১৫**
দায়										
অন্যান্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও আকুর জমা	২০৭,৪১৬,৬৬৮	-	২,৯৮৮,৬৬৮	৩৫৪,৮৩১	৭,২৮৪	১৯১	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	-	-	-	-	২৪৪,৭০০,১০৮	-
মোট	২০৭,৪১৬,৬৬৮	-	২,৯৮৮,৬৬৮	৩৫৪,৮৩১	৭,২৮৪	১৯১	-	-	২৪৪,৭০০,১০৮	-
নিট	২,০২৮,৬৯৩,৬৮৪	২৩,২৯৫,৪৩২	১০৮,৪৮৪,৩৫৩	১১২,২৩৯,৯০৫	১১,১২৫,২৭৬	৩৭,১০১,৭৫৬	৫০,৬৯০,১২৩	৩৪,১২৩,৯৩৩	(২১,০৪৮,৯১৫)	২,৩৩৩,১১৫

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন, ২০১৭

টাকা '০০০

বিবরণ	মাঃ ডঃ সমতুল্য	স্বর্ণ ও রৌপ্য সমতুল্য	ইউরো সমতুল্য	জিবিপি সমতুল্য	ইয়েন সমতুল্য	কাঃডঃ সমতুল্য	অঃ ডঃ সমতুল্য	সিএনওআই সমতুল্য	এসডিআর সমতুল্য	অন্যান্য সমতুল্য
সম্পদ										
অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা	১৪,৫০৮,০৭৬	-	২,৯৭৫,৮৬৯	৩,১৭৬,৪৩৮	১০,৭৬০,০৭৪	৪৬৮,৬৯৬	৪২১,৪১০	২,১৬৫,৫৯৫	-	৪১২,২৯৮
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২১৩,৯১৭,২৭৫	-	৬৮৩,০৯৩	-	-	-	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	৭৬১,১৮২,৪২৬	-	৯২০,৮৮৯	৬৬,২৮৬,৩৯৫	-	৩০,৮৯৮,৪২৬	৪১,৪১১,৮৪৮	২৬,৩৪৬,৫৯৫	-	১,৮৩১,১২৪
ট্রেজারি বিল	৭৯,৮০৬,১১১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদেশি বন্ড	৯৩৫,৩৫২,৭৫৭	-	৯৭,০৭৪,৫৩৯	৩৪,৯২১,৭২১	-	৪,৩৬৫,৮১০	৭,৩৯৬,৭৭৮	২,৪১০,৩৫৫	-	-
অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ	২০৬,২৯৪,০০৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	-	৩৩,৮১১,০৪১	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১২,৮১৩,৬০৭	৪০,৭৬৫	১,০৬৩,৪৫১	৩৩৩,৮৮০	-	৬৬,৩২৮	২১১,২২০	১৩০,৬২৯	-	২,১৭৮
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	-	-	-	-	-	-	-	-	২১৩,৮৪১,৯৭৫	-
মোট	২,২২৩,৮৭৪,২৬০	৩৩,৮৫১,৮০৬	১০২,৭১৭,৮৪১	১০৪,৭১৮,৪৩৪	১০,৭৬০,০৭৪	৩৫,৭৯৯,২৬০	৪৯,৪৪১,২৫৬	৩১,০৫৩,১৭৪	২১৩,৮৪১,৯৭৫	২,২৪৫,৬০১
দায়										
অন্যান্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও আকুর জমা	১৭০,৪৪০,২০৯	-	১,৩৮২,৪৪৩	৩২২,৪০২	৯,০৫৯	১৮৫	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	-	-	-	-	২৩১,৫১৯,৮৭৩	-
মোট	১৭০,৪৪০,২০৯	-	১,৩৮২,৪৪৩	৩২২,৪০২	৯,০৫৯	১৮৫	-	-	২৩১,৫১৯,৮৭৩	-
নিট	২,০৫৩,৪৩৪,০৫১	৩৩,৮৫১,৮০৬	১০১,৩৩৫,৩৯৮	১০৪,৩৯৬,০৩৩	১০,৭৫১,০১৫	৩৫,৭৯৯,০৭৫	৪৯,৪৪১,২৫৬	৩১,০৫৩,১৭৪	(১৭,৬৭৭,৮৯৮)	২,২৪৫,৬০০

মুদ্রা ঝুঁকির সংবেদশীলতা বিশ্লেষণ

এই বছরে যদি ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের প্রধান মুদ্রাসমূহের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ১০ শতাংশ কমানো হতো অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদান স্থির রেখে, তাহলে এই বছর মুনাফার পরিমাণ ৮,৮৭৩ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো (২০১৭: ৬,৯৩৪ মিলিয়ন টাকা)। বিপরীতক্রমে, টাকার মূল্যমান যদি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হতো ঐ সকল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বিপরীতে এবং অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদান স্থির রেখে তাহলে এই বছরের মুনাফা ৮,৮৭৩ মিলিয়ন টাকা কম হতো (২০১৭: ৬,৯৩৪ মিলিয়ন টাকা)। লাভ/ক্ষতি উভয়ই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের সাথে অতি মাত্রায় সংবেদনশীল। ব্যাংক তার মূল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ রাখে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

খ) সুদ হার ঝুঁকি

সুদ হার পরিবর্তন হওয়ার কারণে ক্ষতি সংগঠিত হবার সম্ভাবনাই হলো সুদ হার ঝুঁকি। সম্পদ ও দায়সমূহ পুনঃমূল্যায়নে সুদ হার সঠিক না হলে গ্রুপ/গোষ্ঠীটি সুদ হার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। যেহেতু মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বজায় রাখা ব্যাংকের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য, ব্যাংক তার নিজস্ব প্রজ্ঞা দ্বারা মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে যা পরবর্তীতে ব্যাংকটি বাস্তবায়ন করে এবং মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বজায় রাখার জন্যে মুদ্রা নীতি হাতিয়ার ব্যবহার করে। ৩০ জুন ২০১৮ তারিখের চুক্তিভিত্তিক পুনঃমূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যাংকের সুদ হার সংবেদনশীলতার অবস্থা নিম্নে উপস্থাপিত হল। এর মধ্যে ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ বাহিত মূল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মেয়াদপূর্তির প্রাথমিক চুক্তিভিত্তিক পুনঃমূল্যায়নের দ্বারা শ্রেণিকৃত। নিম্নোক্ত সারণীতে পুনঃনির্ধারণের সময়সীমার মধ্যে সমস্ত আর্থিক উপকরণগুলির সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো, যা পরিপক্কতার অবশিষ্ট মেয়াদের সমতুল্য।

সমন্বিত ৩০ জুন, ২০১৮

বিবরণ	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল					টাকা '০০০
	৩০ জুন, ২০১৮ তারিখের স্থিতি	০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	ভারিত গড় সুদ
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৬,৩১৮,২৩৭	৪৬,৩১৮,২৩৭	-	-	-	০.২২%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,২৭১,৯৪৭,২৯৮	১,০৯২,৬৭৯,২২৬	৪৪১,২০৩,৭৯৭	৭৩৮,০৬৪,২৭৬	-	২.২৩%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২২৩,৬৫১,১৯৩	১১২,৫৯১,৮৫১	-	-	১১১,০৫৯,৩৪২	০.৯৮%
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	২৩,২৫৪,৮৫৩	২৩,২৫৪,৮৫৩	-	-	-	০.১৮%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৬৪,৫৩৪,০৯৪	৪৬৩,৫৮৮	২৫২,২৪১,৮০১	৬,৬৩২,৫৪৫	৫,১৯৬,১৫৯	৩.১৭%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**২,৮২৯,৭০৫,৬৭৫**	**১,২৭৫,৩০৭,৭৫৫**	**৬৯৩,৪৪৫,৫৯৮**	**৭৪৪,৬৯৬,৮২১**	**১১৬,২৫৫,৫০১**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২১৭,৬৭০,২১০	১০০,১৯৭,০৩৭	৩৮,৯৯৭,৫৮৫	৫১,৪৩২,৯২৯	২৭,০৪২,৬৫৯	৫.৩৭%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	৬,৭২৯,৯৭২	-	৫,০৫৭,৫২০	৬৫০,০০০	১,০২২,৪৫২	৩.১২%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১০৮,৯৯০,০৪৮	১৪,৫০৭,১৯৭	১৯,১৪১,৩৬৫	৩২,৯৪৮,৫৬৯	৪২,৩৯২,৯১৭	৩.৭৬%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৩৩৩,৩৯০,২৩০**	**১১৪,৭০৪,২৩৪**	**৬৩,১৯৬,৪৭০**	**৮৫,০৩১,৪৯৮**	**৭০,৪৫৮,০২৮**	
দায় সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	২১০,৭৬৭,৬৪২	২১০,৭৬৭,৬৪২	-	-	-	১.১০%
আইএমএফ এর নিকট দায়	২৪৪,৭০০,১০৮	২,৭৭৭,২০০	৬,৪৫৯,৭৪৫	৫১,৬৭৭,৮৯৯	১৮৩,৭৮৫,২৬৪	০.৪৪%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৪৫৫,৪৬৭,৭৫০**	**২১৩,৫৪৪,৮৪২**	**৬,৪৫৯,৭৪৫**	**৫১,৬৭৭,৮৯৯**	**১৮৩,৭৮৫,২৬৪**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	৮৭,৯৪৭,১৩৮	৮৭,৯৪৭,১৩৮	-	-	-	০.১৮%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৮৭,৯৪৭,১৩৮**	**৮৭,৯৪৭,১৩৮**	**০**	**০**	**০**	

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন, ২০১৭

টাকা '০০০

বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৭ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	ভারিত গড় সুদ
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৩৪,৮৮৮,৪৫৭	৩৪,৮৮৮,৪৫৭	-	-	-	০.০৮%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,৩০৪,৮০৬,১৪৪	১,১২৩,৭৪১,৪২৪	৪২০,৯১০,৮২৫	৭৬০,১৫৩,৮৯৫	-	১.৩৭%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২১৩,৮৪১,৯৭৫	১০৮,৭৭৪,৪৭২	-	-	১০৫,০৬৭,৫০৩	০.০৫%
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	৩৩,৮১১,০৪১	১৮,৪৮৬,৫৪৬	১৫,৩২৪,৪৯৫	-	-	০.৩৯%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২০৬,২৯৪,০০৭	৮৮,৫৪৬,১০৮	১০৯,৭৯৩,৪৮১	৪,০৭৩,৭৬৫	৩,৮৮০,৬৫৩	১.৮৯%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**২,৭৯৩,৬৪১,৬২৪**	**১,৩৭৪,৪৩৭,০০৮**	**৫৪৬,০২৮,৮০১**	**৭৬৪,২২৭,৬৬০**	**১০৮,৯৪৮,১৫৬**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১৩৮,৭১৭,০০১	৩৩,৪৮৫,৬৭৮	২৬,৯৯৩,৩৭৯	৫৯,৫৮৪,১৭৯	১৮,৬৫৩,৭৬৫	৪.৯২%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	৪,৮৩১,১৬৪	-	১,৫২৮,৭১২	২,২৮০,০০০	১,০২৬,৫৮৮	২.০৮%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১০৬,১৭৯,১৪৫	১১,৮০০,১৫২	১৭,৮১৪,৮৯৩	৩১,২৩৪,০৫৬	৪৫,৩৩০,০৪৫	৪.২০%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**২৪৯,৭২৭,৩১০**	**৪৫,২৮৫,৮৩০**	**৪৬,৩৩৬,৯৮৩**	**৯৩,০৯৮,২৩৫**	**৬৫,০১০,৩৯৮**	
দায় সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	১৭২,১৫৪,২৯৮	১৭২,১৫৪,২৯৮	-	-	-	০.৪২%
আইএমএফ এর নিকট দায়	২৩১,৫১৯,৮৭৩	১,৬৬০,৮১৩	২,০৫০,৫৩০	৪৪,০৮৬,৩৫২	১৮৩,৭২২,১৭৯	০.০৫%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৪০৩,৬৭৪,১৭১**	**১৭৩,৮১৫,১১১**	**২,০৫০,৫৩০**	**৪৪,০৮৬,৩৫২**	**১৮৩,৭২২,১৭৯**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	১৮২,৬১৮,০১৬	১৮২,৬১৮,০১৬	-	-	-	৫.৬৭%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	**১৮২,৬১৮,০১৬**	**১৮২,৬১৮,০১৬**	*০*	*০*	*০*	

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক ৩০ জুন, ২০১৮

টাকা '০০০

বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৮ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	ভারিত গড় সুদ
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৬,৩১৮,২৩৭	৪৬,৩১৮,২৩৭	-	-	-	০.২২%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,২৭১,৯৪৭,২৯৮	১,০৯২,৬৭৯,২২৬	৪৪১,২০৩,৭৯৭	৭৩৮,০৬৪,২৭৬	-	২.২৩%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২২৩,৬৫১,১৯৩	১১২,৫৯১,৮৫১	-	-	১১১,০৫৯,৩৪২	০.৯৮%
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	২৩,২৫৪,৮৫৩	২৩,২৫৪,৮৫৩	-	-	-	০.১৮%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৬৪,৫৩৪,০৯৪	৪৬৩,৫৮৮	২৫২,২৪১,৮০১	৬,৬৩২,৫৪৫	৫,১৯৬,১৫৯	৩.১৭%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**২,৮২৯,৭০৫,৬৭৫**	**১,২৭৫,৩০৭,৭৫৫**	**৬৯৩,৪৪৫,৫৯৭**	**৭৪৪,৬৯৬,৮২১**	**১১৬,২৫৫,৫০০**	
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্প						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২১৭,৬৭০,২১০	১০০,১৯৭,০৩৭	৩৮,৯৯৭,৫৮৫	৫১,৪৩২,৯২৯	২৭,০৪২,৬৫৯	৫.৩৭%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৫,৯৪৫,০০০	-	২,২৮০,০০০	৬৫০,০০০	১৩,০১৫,০০০	৩.১২%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১০৭,৪১২,৮৮১	১৪,৫০৭,১৯৭	১৯,১৪১,৩৬৫	৩২,৯৪৮,৫৬৯	৪০,৮১৫,৭৫০	৩.৭৫%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৩৪১,০২৮,০৯১**	**১১৪,৭০৪,২৩৫**	**৬০,৪১৮,৯৫০**	**৮৫,০৩১,৪৯৮**	**৮০,৮৭৩,৪০৯**	
দায়						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়						
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	২১০,৭৬৭,৬৪২	২১০,৭৬৭,৬৪২	-	-	-	১.১০%
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২৪৪,৭০০,১০৮	২,৭৭৭,২০০	৬,৪৫৯,৭৪৫	৫১,৬৭৭,৮৯৯	১৮৩,৭৮৫,২৬৪	০.৪৪%
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৪৫৫,৪৬৭,৭৫০**	**২১৩,৫৪৪,৮৪২**	**৬,৪৫৯,৭৪৫**	**৫১,৬৭৭,৮৯৯**	**১৮৩,৭৮৫,২৬৪**	
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়						
স্বল্পমেয়াদি ধার	৮৭,৯৪৭,১৩৮	৮৭,৯৪৭,১৩৮	-	-	-	০.১৮%
মোট আর্থিক দায়-স্থানীয় মুদ্রায়	**৮৭,৯৪৭,১৩৮**	**৮৭,৯৪৭,১৩৮**	**০**	**০**	**০**	

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন, ২০১৭

টাকা '০০০

বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৭ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	ভারিত গড় সুদ
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৩৪,৮৮৮,৪৫৭	৩৪,৮৮৮,৪৫৭	-	-	-	০.০৮%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,৩০৪,৮০৬,১৪৪	১,১২৩,৭৪১,৪২৪	৪২০,৯১০,৮২৫	৭৬০,১৫৩,৮৯৫	-	১.৩৩%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২১৩,৮৪১,৯৭৫	১০৮,৭৭৪,৪৭২	-	-	১০৫,০৬৭,৫০৩	০.৫৯%
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	৩৩,৮১১,০৪১	১৮,৪৮৬,৫৪৬	১৫,৩২৪,৪৯৫	-	-	০.২০%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২০৬,২৯৪,০০৭	৮৮,৫৪৬,১০৮	১০৯,৭৯৩,৪৮১	৪,০৭৩,৭৬৫	৩,৮৮০,৬৫৩	২.৪৫%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**২,৭৯৩,৬৪১,৬২৪**	**১,৩৭৪,৪৩৭,০০৭**	**৫৪৬,০২৮,৮০১**	**৭৬৪,২২৭,৬৬০**	**১০৮,৯৪৮,১৫৬**	
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১৩৮,৭১৭,০০১	৩৩,৪৮৫,৬৭৮	২৬,৯৯৩,৩৭৯	৫৯,৫৮৪,১৭৯	১৮,৬৫৩,৭৬৫	৫.০৮%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৫,৯৪৫,০০০	-	৬৫০,০০০	২,২৮০,০০০	১৩,০১৫,০০০	২.১৬%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১০৪,৮১৫,৮১৯	১১,৮০০,১৫২	১৭,৮১৪,৮৯৩	৩১,২৩৪,০৫৬	৪৩,৯৬৬,৭১৯	৪.৪১%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**২৫৯,৪৭৭,৮২০**	**৪৫,২৮৫,৮৩০**	**৪৫,৪৫৮,২৭২**	**৯৩,০৯৮,২৩৫**	**৭৫,৬৩৫,৪৮৪**	
দায়						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়						
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	১৭২,১৫৪,২৯৮	১৭২,১৫৪,২৯৮	-	-	-	০.৭৬%
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২৩১,৫১৯,৮৭৩	১,৬৬০,৮১৩	২,০৫০,৫৩০	৪৪,০৮৬,৩৫২	১৮৩,৭২২,১৭৯	০.৫৯%
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৪০৩,৬৭৪,১৭১**	**১৭৩,৮১৫,১১১**	**২,০৫০,৫৩০**	**৪৪,০৮৬,৩৫২**	**১৮৩,৭২২,১৭৯**	
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়						
স্বল্পমেয়াদি ধার	১৮২,৬১৮,০১৬	৭৩৩,৯২৭,১১৪	-	-	-	২.৯৬%
মোট আর্থিক দায়-স্থানীয় মুদ্রায়	**১৮২,৬১৮,০১৬**	**৭৩৩,৯২৭,১১৪**	০	০	০	

সুদ হার ঝুঁকির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

এই অর্থবছরে, যদি সুদ হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট বেশি থাকত অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদানের তুলনায়, তাহলে এই বছরের লাভ ৩১,১০৬ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো (২০১৭: ৩০,৪৬৬ মিলিয়ন টাকা), যা মূলত আর্থিক সম্পদসমূহের উপর উচ্চ সুদ হারের কারণে অর্জিত হতো। বিপরীতক্রমে, যদি সুদ হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট কম থাকত অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদানের তুলনায়, তাহলে এই বছরের লাভ ৩১,১০৬ মিলিয়ন টাকা কম হতো (২০১৭: ৩০,৪৬৬),যা মূলত আর্থিক সম্পদসমূহের উপর নিম্ন সুদ হারের কারণে হতো। লাভ হলো সুদ হারের পরিবর্তনের সাথে সংবেদনশীল, যেহেতু সুদ হার হলো এই ব্যাংকের আয়ের মূল খাত।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪) পরিচালনা ঝুঁকি

পরিচালন ঝুঁকি হল গ্রুপের প্রক্রিয়া, কর্মী, প্রযুক্তি, অবকাঠামো এবং ঋণ, বাজার ও তারল্য ব্যতীত বিভিন্নমুখী অন্যান্য বাহ্যিক কারণে সৃষ্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঝুঁকি যেমন মনুষ্যঘটিত ভুল, অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগত ব্যর্থতা, আইনি ও নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত চাহিদা এবং সর্বজন স্বীকৃত কর্পোরেট আচরণ থেকে উদ্ভূত ।

পরিচালন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করাকে দৈনন্দিন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সুযোগ এবং ঝুঁকির সময় গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করা হয় । পরিচালনাগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে- ব্যাংকভিত্তিক কর্পোরেট নীতি নির্ধারণ যা গ্রুপের কর্মী এবং আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম ।

৪২ সম্ভাব্য দায়

গ্যারান্টির বিপরীতে আন্তর্জাতিক ইসলামিক বাণিজ্য অর্থায়ন সংস্থার পক্ষে ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬৬,৯৭৭.৬৩ মিলিয়ন টাকা (২০১৭ ঃ ২০,১৪৯.৭০ মিলিয়ন টাকা) সম্ভাব্য দায় রয়েছে যার বিপরীতে বাংলাদেশ সরকারের কাউন্টার গ্যারান্টি রয়েছে ।

৪৩ পরিচালনা বিভাজন

ব্যাংকের কার্যক্রম শুধুমাত্র বাংলাদেশেই কেন্দ্রীভূত বিধায় এরূপ গঠন প্রণালীর কারণে পরিচালনা বিভাজনের জন্য প্রযোজ্য আইএফআরএস ৮ এর একক প্রতিবেদন উপযুক্ত । বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার অনুযায়ী ব্যাংকের ইস্যু ও ব্যাংকিং কার্যাবলী অনুসারে আয় ও ব্যয়সমূহকে পৃথকভাবে প্রতিবেদনে দেখানো হলেও সেগুলোর জন্য আইএফআরএস ৮ এর উদ্দেশ্যানুসারে পৃথক খ- প্রতিবেদন প্রণয়ন করার প্রয়োজন নেই ।

৪৪ নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনাসমুহের একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়ন

সম্প্রতি স্বাধীন একচ্যুয়ারিয়াল ফার্ম, এআইআর কনসালটিং কর্তৃক ৩০ জুন ২০১৬ ভিত্তিক একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে । মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩০ জুন ২০১৬ অর্থবছরে পেনশন ফান্ডের দায় ছিল ১৫,৪৯৪,৬৪৬ হাজার টাকা এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডের জন্য ছিল ১,২১৭,৭৯১ হাজার টাকা । ফার্ম চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করায় চলতি বছরে প্রয়োজনীয় পুঞ্জীভূত প্রভিশন রাখা হয়েছে । পরবর্তী বছরগুলোতে মূল্যায়নকারী ফার্মের সুপারিশের ভিত্তিতে দায় নিরূপণ করা হবে । ৩০ জুন ২০১৮ অর্থবছরে পেনশন ফান্ড এবং গ্র্যাচ্যুইটি ফান্ডের দায় যথাক্রমে ১৮,১১৫,০৭২ হাজার টাকা এবং ১,৮৭২,৩৯৫ হাজার টাকা হিসাবায়িত হয় । নিম্নে ফান্ডের স্থিতিসমূহ দেয়া হলো ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

টাকা '০০০

বিবরণ	পেনশন ফান্ড'র পরিকল্পনা		গ্র্যাচুইটি'র পরিকল্পনা	
	২০১৮	২০১৭	২০১৮	২০১৭
প্রস্তুতকৃত তারিখে স্বীকৃত পরিমাণ				
বছরের শুরুতে স্থিতি	৮,৬৯৩,৭৮৬.২১৪	৭,৫৯৯,৭৮৭.২২৪	১,৯০৮,০৩২.৫৬৯	১,৬৭৭,২৩৫.৯
চলতি বছরে প্রদেয়	-১,৩৩০,২১৪.১৪১	-১,৮২৩,১০১.০১	-৩৫,৬৩৭.৪৭২৫১	-১২৯,৮০৩.৩২৬
চলতি বছরে দান/স্থানান্তর	১০৭৫১৫০০	২,৯১৭,১০০	০	৩৬০,৬০০
ফান্ডের স্থিতি	**১৮,১১৫,০৭২**	**৮,৬৯৩,৭৮৬**	**১,৮৭২,৩৯৫**	**১,৯০৮,০৩৩**

একচুয়ারিয়াল মূল্যায়নের অনুমান

বিবরণ	পেনশন ফান্ড'র পরিকল্পনা		গ্র্যাচুইটি'র পরিকল্পনা	
	২০১৮	২০১৭	২০১৮	২০১৭
ডিসকাউন্ট হার	৭.৫০%	১১.৫০%	৬.১০%	১১.৫০%
বেতন বৃদ্ধি হার	৫%	৮%	৫%	৮%

ভবিষ্যৎ মৃত্যু হার এফএ ১৯৭৫-৭৮ এর প্রকাশিত পরিসংখ্যান এবং মৃত্যু হার তালিকার ভিত্তিতে অনুমান করা হয়েছে।

সংবেদনশীলতা

অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে ডিসকাউন্ট হার শতকরা ১০০ ভিত্তি হ্রাস পেলে, পেনশন ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডে জমা চলতি বছরে যথাক্রমে ১৬৭.৫৫ মিলিয়ন টাকা এবং ১৬.৪৭ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো যা মূলত নিম্ন ডিসকাউন্ট আয়ের ফলে উদ্ভূত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে ডিসকাউন্ট হার শতকরা ১০০ ভিত্তি বেশি হলে, পেনশন ফান্ড এবং গ্র্যাচ্যুইটি ফান্ডে জমা চলতি বছরে যথাক্রমে ১৬৭.৫৫ মিলিয়ন টাকা এবং ১৬.৪৭ মিলিয়ন টাকা কম হতো যা মূলত উচ্চ ডিসকাউন্ট আয়ের ফলে উদ্ভূত হয়ে থাকে। ডিসকাউন্ট হার ফান্ডের জমার হিসাবায়নের সাথে খুবই সংবেদনশীল।

৪৫ মূলধন অঙ্গীকার

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে বিভিন্ন সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ ব্যাংকের মূলধনী প্রতিশ্রুতি রয়েছে ৫১২.৯৬ মিলিয়ন টাকা (২০১৭: ২৭৪.০১ মিলিয়ন টাকা)।

৪৬ সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে লেনদেন

আর্থিক অথবা পরিচালন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে পক্ষসমূহকে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করা হয় যদি পক্ষটি অন্য পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা সুনির্দিষ্ট প্রভাবিত করার যোগ্যতা থাকে। ব্যাংকের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ, যা আন্তর্জাতিক হিসাব মান নং ২৪-এ সংজ্ঞায়িত, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো পরিচালকগণ, কর্মকর্তাগণ, যে সকল কোম্পানিতে তারা মূল মালিক এবং মূল কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে ব্যাংকিং লেনদেন হয় স্বল্পতম সময়ের ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত শর্তানুযায়ী।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ব্যাংকটি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং কর্পোরেশন এর উপর বাংলাদেশ সরকারের স্বার্থ রয়েছে। ব্যাংক তার মুদ্রা নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এইসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করে।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিতির বকেয়া এবং গড় নিম্নরূপ ঃ

টাকা '০০০

	২০১৮		২০১৭	
	বকেয়া	গড়	বকেয়া	গড়
বাংলাদেশ সরকারের নিকট বকেয়া স্থিতি ঃ				
ওয়েজ অ্যান্ড মিনস্	৪০,০০০,০০০	৩৫,০৭৭,৮০০	৩০,১৫৫,৬০০	৩৫,০৭৭,৮০০
ওভারড্রাফট - ব্লক(১৩ নোটে উল্লেখ্য)	৪১,৮৫০,০০০	৪৯,৩৫০,০০০	৫৬,৮৫০,০০০	৬৪,৩৫০,০০০
ওভারড্রাফট - কারেন্ট	২৭,৮৩৯,১০০	১৩,৯১৯,৫৫০	-	২০,১৫৭,৯৫০
ট্রেজারি বিল	৪৮,৮১৬,৮১৬	২৮,৪৬৬,৬৪৪	৮,১১৬,৪৭২	১১,৮৭২,৬৩৯
ট্রেজারি বন্ড	৫৯,১৬৪,২৯৪	৫১,৩৭৯,৬১১	৪৩,৫৯৪,৯২৯	৩৭,৪৫৪,৭০২
অন্যান্য সম্পদ (প্রাপ্য সুদ)	১,১১৮,৯৪৮	১,১০১,৪৩৩	১,০৮৩,৯১৮	৯১১,২৮১
	২১৮,৭৮৯,১৫৮	**১৭৯,২৯৫,০৩৮**	**১৩৯,৮০০,৯১৯**	**১৬৯,৮২৪,৩৭২**
অন্যান্য দায়				
আমানত	৫,০২০	৫,০৫৪	৫,০৮৭	৫,০৮২
বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ	২,৫৩৫,০৭৭	৬,৮৬৫,০৪০	১১,১৯৫,০০২	৮,২০৩,০৪৯
	২,৫৪০,০৯৭	**৬,৮৭০,০৯৩**	**১১,২০০,০৮৯**	**৮,২০৮,১৩১**
সাবসিডিয়ারি সংশ্লিষ্ট স্থিতি- সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন				
অন্যান্য সম্পদ - অগ্রিম পরিশোধ এবং আগাম	৬৬,৮৮৫	১,১১৩,৮৩৭	২,১৬০,৭৯০	২,৬৯১,৫৩২
অন্য দায়সমূহ- বিবিধ পাওনাদার	১,০৬৮,৩৯৬	১,২৩৫,৫৭৩	১,৪০২,৭৪৯	১,২৭০,২৬৮

আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষ সম্পর্কিত আয় এবং ব্যয়সমূহ নিম্নরূপ ঃ

	২০১৮	২০১৭
সরকারের আয় ও ব্যয়সমূহ		
সুদ আয়	৫,৮১১,২৫০	৫,৬৮৬,৩৮৫
প্রাপ্ত কমিশন	১০,৮২১	১১,০৪৮
	৫,৮২২,০৭০	**৫,৬৯৭,৪৩৩**
ব্যয়		
এজেন্সি খরচ	৬,৪৬২,৭৭২	৪,৯৬৬,৮০০
অবলেখকের কমিশন- ট্রেজারি বিল ও বন্ড	১৪২,১৯০	১১৬,২০৭
	৬,৬০৪,৯৬২	**৫,০৮৩,০০৭**
সাবসিডিয়ারি সংশ্লিষ্ট আয় ও ব্যয়- সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন		
লভ্যাংশ আয়	৩০০,০০০	১৫০,০০০
নোট ছাপানো ব্যয়	৪,২৮০,৪৯৫	৪,৩১১,১০৭
মূল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ		
বেতন, মজুরি ও অন্যান্য সুবিধাদি (নোট নং ৪৬.০৬)	৫,৩১১	৪,৮৫২

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪৬.০১ সরকার ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থার সাথে লেনদেন

চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, ব্যাংক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন করে থাকে। সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার অন্তর্ভুক্ত যা ব্যাংকের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি ডিপার্টমেন্ট এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহের সাথে ব্যাংক লেনদেন করে থাকে। সকল লেনদেন বাজারের হার অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়ে থাকে। যে সকল লেনদেন অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলো:

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কোষাধ্যক্ষ, ব্যাংকার এবং আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা রাখে; ব্যাংক সরকারের, সরকারি প্রতিনিধির এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জমাকারক হিসেবে কাজ করে, সরকার ও সরকারি বিভাগসমূহ এবং সংস্থাসমূহকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

খ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যাংক সরকার এবং সরকারের প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্যারান্টি ও ঋণ প্রদান করে থাকে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ করে;

গ) সরকার এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক সাধারণত কোনো কমিশন, ফি অথবা চার্জ আদায় করে না।

ঘ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক সরকারি সিকিউরিটিজ ইস্যু করে থাকে এবং ইস্যুর অবিলিকৃত অংশ ও ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত অংশ নিজে ক্রয় করে থাকে;

ঙ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক সরকারি ঋণ ও বৈদেশিক রিজার্ভ এর ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

চলতি বছরে ব্যাংক সরকারের পক্ষে ৩,৮১১,৪৪০ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ (২০১৭ সালে ৩,৫২৯,২৯০ মিলিয়ন) এবং ৩,৮৪৯,১২৪ মিলিয়ন (২০১৭ সালে ৩,৪৭৯,১৩০ মিলিয়ন) টাকা পরিশোধ করেছে। ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে মোট বকেয়া স্থিতির পরিমাণ ২১৭,৬৭০ মিলিয়ন টাকা।

		টাকা '০০০
(চ) ব্যবস্থাপনার অধীনস্থ সম্পদ	২০১৮	২০১৭
জাপান হতে ত্রাণ প্রাপ্তি	১১৩,৬১৪	১০৭,৭২৭

বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জাপানের নিকট হতে প্রাপ্ত ত্রাণ ব্যবস্থাপনা করে।

৪৬.০২ তাৎপর্যপূর্ণ বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন

চলতি বছরে ব্যাংক হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি) হতে ডিবেঞ্চারের সুদ বাবদ ১৯৫.৫৭ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে যা সুদ আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪৬.০৩ নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন

চলতি বছরে ব্যাংক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নোট মুদ্রণ ব্যয় বাবদ ৪,২৮০.৫০ মিলিয়ন টাকা (২০১৭: ৪,৩১১.১১ মিলিয়ন টাকা) সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ লিঃ কে পরিশোধ করেছে, যা সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি ব্যাংকের ১০০% শেয়ার মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান। সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় এই লেনদেন বাদ দেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ লিঃ তাদের বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩০০ মিলিয়ন টাকা (২০১৭: ১৫০ মিলিয়ন) লভ্যাংশ প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪৬.০৪ অবসর কল্যাণ পরিকল্পনা সম্পর্কিত লেনদেন

একচ্যুয়ারিয়্যাল ভ্যালুয়েশন প্রতিবেদন অনুযায়ী পর্যাপ্ত তহবিল থাকায় বিবেচ্য বছরে ব্যাংকের ব্যয় খাত হতে অবসর কল্যাণ পরিকল্পনা (এই পেনশন পরিকল্পনায় বিধবা/বিপত্নীকগণ অন্তর্ভুক্ত আছেন) বাবদ কোনো অর্থ স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়নি, অবসর সুবিধা পরিকল্পনার আওতায় জমাকৃত অর্থের স্থিতি নোট নং ৪৪এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৬.০৫ পরিচালক পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত মুখ্য সদস্যগণ

পরিচালক পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত মুখ্য সদস্যগণ	পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দ	নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ	অডিট কমিটির সদস্যবৃন্দ
জনাব ফজলে কবির - পরিচালক পর্ষদের সভাপতি এবং গভর্নর হিসাবে ২০ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে চার বছরের জন্য নিযুক্ত হন।	সভাপতি	সভাপতি	-
জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ হতে পরবর্তী নির্দেশনার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। এছাড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সচিব পদে নিয়োজিত আছেন।	সদস্য	-	-
জনাব মোঃ নজিবুর রহমান - ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ হতে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে সিনিয়র সচিব পদে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত আছেন।	সদস্য	-	-
জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান- ২১ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে পরবর্তী নির্দেশনার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। এছাড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব পদে নিয়োজিত আছেন।	সদস্য	সদস্য	আহ্বায়ক
ড. মিসেস রুশিদান ইসলাম রহমান - ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে তিন বছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।	সদস্য	সদস্য	সদস্য
ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ - ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে ৩ বছর সময়কাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।	সদস্য	-	সদস্য
জনাব এ.কে. এম আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ -১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ হতে ৩ বছর সময়কাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।	সদস্য	-	সদস্য
জনাব আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান - ১০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত আছেন।	সদস্য	সদস্য	-
অত্র বছরে অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৮	৪	৮

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪৬.০৬ পরিচালক পর্ষদ ও উচ্চ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত সদস্যগণের সম্মাননা

পরিচালক পর্ষদের সদস্যগণ সম্মানী বাবদ পেয়েছেন মোট টাকা ৬৬৩,১২০.০০ (২০১৭: টাকা ৩৮২,১৯০.০০) এবং গভর্নর মহোদয় বেতন বাবদ পেয়েছের মোট টাকা ১,২১৮,৪০০.০০ (২০১৭: টাকা ১,২১৮,৪০০.০০)। অধিকন্তু, গভর্নর মহোদয় ভাড়ামুক্ত সুসজ্জিত বাসস্থান সুবিধা ও সার্বক্ষণিক পরিবহন সুবিধা পেয়ে থাকেন। ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অন্যান্য মুখ্য কর্মকর্তাগণ বেতন বাবদ পেয়েছেন টাকা ৩,৪২৯,৯০০.০০ (২০১৭: টাকা ৩,২৫১,২২১.২৯) । এছাড়াও, তারা অফিস হতে আবাসন ও পরিবহন সুবিধা পেয়ে থাকেন।

৪৭ স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী বিষয়সমূহ

স্থিতিপত্রের তারিখ হতে স্থিতিপত্র ইস্যুর অনুমোদনের তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আর্থিক বিবরণীতে সমন্বয়যোগ্য বা প্রকাশযোগ্য উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি।

৪৮ আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য পরিচালকদের দায়বদ্ধতা

২৮ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে পরিচালক পর্ষদ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ অনুমোদন করেছেন।

পরিশিষ্ট-১

পর্যায়ক্রমিক ঘোষিত উল্লেখযোগ্য নীতিমালাঃ অর্থবছর ১৮

পর্যায়ক্রমিক ঘোষিত উল্লেখযোগ্য নীতিমালাঃ অর্থবছর ১৮

ক. ব্যাংক ও আর্থিক খাত উন্নয়ন

জুলাই ২০১৭ ● খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্র্য নিরসন এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার পাশাপাশি কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন ৪ থেকে ৪.৫ শতাংশে বজায় রাখার পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থবছর ১৮-এর জন্য কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়, যেখানে অর্থবছর ১৮-এর জন্য কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২০৪০০.০০ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৬.২৪ শতাংশ বেশি।

আগস্ট ২০১৭ ● তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রায়োগিক ও কারিগরি সমস্যা বিবেচনাপূর্বক "Guidelines on Credit Card Operations of Banks" বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত নীতিমালার সহজভাবে বাস্তবায়ন এবং ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারের উপযুক্ততা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উল্লিখিত গাইডলাইন্স-এর কিছুসংখ্যক ধারা সংশোধন করা হয়েছে।

আগস্ট ২০১৭ ● নগদবিহীন সুরক্ষিত লেনদেনের প্রসার এবং ক্রেডিট কার্ড ব্যবসার পরিচালন খরচ বিবেচনাপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক অর্থায়নের অধীনে সমস্ত অশ্রেণিকৃত ক্রেডিট কার্ড ঋণের বিপরীতে পূর্বনির্ধারিত সাধারণ প্রভিশনের হার ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২ শতাংশ বজায় রাখার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০১৭ ● পরিবেশবান্ধব ও সহজবোধ্য অর্থায়ন, সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ যেমন-বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২১ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করা এবং পরিবেশবান্ধব পণ্যে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহকে সুগম করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব উৎস হতে পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিবেশবান্ধব পণ্যের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০১৭ ● এজেন্ট ব্যাংকিং এর চাহিদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধির বিবেচনায় এ কার্যক্রমকে আরও সুদৃঢ়করণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিকরণ এবং ব্যাংকিং সেবাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক "Prudential Guidelines for Agent Banking Operation in Bangladesh" শিরোনামে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০১৭ ● মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি মোকাবেলায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিসমূহের জন্য Uniform KYC Profile Form জারি করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০১৭ ● বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বল্পমেয়াদি কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণের অধীনে সমস্ত অশ্রেণিকৃত ঋণের (নিয়মিত ও অনিয়মিত) বিপরীতে পূর্বনির্ধারিত সাধারণ প্রভিশন ২.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০১৭	●	দেশে পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাকে বিবেচনাপূর্বক এ শিল্পের বিকাশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের আওতায় পর্যটন খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
অক্টোবর ২০১৭	●	মাঠ পর্যায়ে কৃষি ও পল্লি ঋণের চাহিদা, ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ খাতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন এবং ঋণ বিতরণে ব্যাংকের সামর্থ্য ও দক্ষতা বিবেচনাপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে।
অক্টোবর ২০১৭	●	কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতের উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিতকরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ০১ বছর মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ০৩ মাস এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ০৩/০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়টি আবশ্যিকভাবে পরিপালনের জন্য সকল তফসিলি ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যেখানে গ্রেস পিরিয়ড ঋণের মেয়াদের অতিরিক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।
নভেম্বর ২০১৭	●	মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর সুশৃঙ্খল ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি এর অপব্যবহার রোধকল্পে ২০১৮ সালের শুরু হতে গ্রাহকগণ তাদের ব্যক্তি মোবাইল হিসাবে সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্থিতি রাখতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
নভেম্বর ২০১৭	●	আর্থিক খাতে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক Code of Conduct for Banks & Non-Bank Financial Institutions জারি করার পাশাপাশি সকল তফসিলি ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এ গাইডলাইন্স এর আলোকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য Code of Conduct প্রণয়ন এবং জানুয়ারি ২০১৮ হতে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উক্ত Code of Conduct অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে ।
নভেম্বর ২০১৭	●	কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আর্থিক সেবা সম্প্রসারণের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ২৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে।
ডিসেম্বর ২০১৭	●	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ এ অর্থায়নের নিমিত্তে ইসলামিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলটি পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ তহবিলে বিদ্যমান তিন মাস মেয়াদি নবায়নযোগ্য বিনিয়োগের পরিবর্তে এক বছর মেয়াদী নবায়নযোগ্য বিনিয়োগ করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উত্তোলিত পুনঃঅর্থায়ন যোগান ক্রমসঞ্চিত কিস্তিতে মুনাফাসহ প্রতি বছর পরিশোধ্য হবে।

জানুয়ারি ২০১৮ ● বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এক বছর মেয়াদি পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে, যা সচল ও অশ্রেণিকৃত থাকা সাপেক্ষে মূল অর্থায়নের বিনিয়োগকাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উত্তোলিত পুনঃঅর্থায়ন যোগান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে মুনাফাসহ প্রতি বছর পরিশোধ্য হবে।

জানুয়ারি ২০১৮ ● স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় খোলা হিসাবসমূহের মধ্যে যে সকল স্কুল ব্যাংকিং হিসাবে শিক্ষার্থীর বয়স ১৮ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, সে সকল স্কুল ব্যাংকিং হিসাবসমূহ হিসাবধারীর সম্মতিক্রমে সাধারণ হিসাবে রূপান্তরিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, যে সকল তফসিলি ব্যাংক মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান বা সরকারি বৃত্তি/ উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করছে, সে সকল শিক্ষার্থীর ব্যাংকিং হিসাবের আওতায় স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ● ব্যাংকসমূহের হাউজিং ফাইন্যান্সের মাধ্যমে আবাসন খাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে, ভোক্তা অর্থায়নের অধীনে সকল অশ্রেণীকৃত হাউজিং ফাইন্যান্সের বিপরীতে পূর্বনির্ধারিত সাধারণ প্রভিশন ২ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১ শতাংশে বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ● গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে প্রণীত বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ঋণ মঞ্জুরীপত্র আবশ্যিকভাবে বাংলায় প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তবে ঋণ মঞ্জুরীপত্র বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায়ও প্রণয়ন করা যেতে পারে।

এপ্রিল ২০১৮ ● বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিবেশবান্ধব পণ্যে বিনিয়োগের নিমিত্তে ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত একটি নীতিমালা জারি করা হয়েছে।

এপ্রিল ২০১৮ ● বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য বিনিয়োগকৃত মূলধনের বিপরীতে প্রদেয় সুদ হার হ্রাস এবং দীর্ঘমেয়াদে পরিশোধের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি নীতিমালা জারি করা হয়েছে।

মে ২০১৮ ● আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি, নিরক্ষর গ্রাহক কর্তৃক সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত লেনদেনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিরক্ষর গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংক হতে চেকের মাধ্যমে নগদ অর্থ উত্তোলন সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়েছে।

মে ২০১৮ ● সাম্প্রতিক সময়ে পরিলক্ষিত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার ঋণের সুদ হার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধির প্রবণতা রোধকল্পে উৎপাদনশীল খাতসহ বিভিন্ন খাতে ঋণের সুদ হার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের লক্ষ্যে ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তাঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ঋণ এবং আমানতের গড় ভারীত সুদ হারের ব্যবধান ৪ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

জুন ২০১৮ ● Prudential Guidelines for Consumer Financing & Small Enterprise Financing এবং Guidelines on Credit Card Operations of Banks সংক্রান্ত নীতিমালায় উল্লিখিত গ্রাহকদের বয়সসীমা সংক্রান্ত শর্তাবলীর অসঙ্গতি অপসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক Credit Card PPG Guideline No.2-Age (বিআরপিডি নীতিমালা নং-০৭/২০০৪) এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেখানে, প্রাথমিক এবং সম্পূরক কার্ডধারীদের বয়স ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব হতে হবে। তবে, যে সকল ছাত্র-ছাত্রী সরাসরি প্রাথমিক কার্ডধারীদের উপর নির্ভরশীল তাদের ক্ষেত্রে ১৬ বছর পর্যন্ত শিথিল করা যাবে।

জুন ২০১৮ ● মোবাইল ফোনে মেসেজ পাঠানোর মাধ্যমে উচ্চ সুদ হারে আমানত সংগ্রহ হতে বিরত থাকার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি নীতিমালা জারি করা হয়েছে।

খ. মুদ্রানীতি উন্নয়ন

জানুয়ারি ২০১৮ ● বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় সরকারি সিকিউরিটিজের Redemption Profile সুষম এবং ট্রেজারি বন্ডের সংখ্যা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সরকারি সিকিউরিটিজ Buy-back করার বিষয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

মার্চ ২০১৮ ● Wage-Earners Development Bond Rules 1981-এর নির্দেশনা অনুযায়ী বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকগণ তাদের অনিবাসী টাকা হিসাবের তহবিল কিংবা তাদের সুবিধাভোগীদের অধিবাসী টাকা হিসাবে ব্যাংক বা অনুমোদিত বিনিময় ঘরের মাধ্যমে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স তহবিল ব্যবহার করে Wage-Earner Development Bond (WEDB) ক্রয় করতে পারবে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

এপ্রিল ২০১৮ ● বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল তফসিলি ব্যাংক (শরীয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংকসহ) কর্তৃক তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের ৫.৫ শতাংশ দ্বিসাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে এবং ন্যূনতম ৫ শতাংশ দৈনিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।

এপ্রিল ২০১৮ ● বাংলাদেশ ব্যাংকের রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৬.৭৫ ভাগ থেকে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। তবে, রিভার্স রেপো সুদ হার বিদ্যমান শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে।

গ. বৈদেশিক খাত উন্নয়ন

জুলাই ২০১৭ ● বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহকে প্রধান কার্যালয় অথবা ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রধান অনুমোদিত ডিলার শাখাগুলো হতে যোগ্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অন্তত একটি নিবেদিত এফডিআই হেল্প ডেস্ক প্রতিষ্ঠার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

জুলাই ২০১৭ ● বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের গৃহঋণ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবাসীদের বিদ্যমান গৃহঋণ সাম্যতার অনুপাত ৫০ঃ৫০ এর স্থলে ৭৫ঃ২৫ নির্ধারণ করা হয়েছে।

জুলাই ২০১৭ ● শতভাগ রপ্তানিমুখী কারখানাসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ডিলারদের ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় স্বদেশি ঋণপত্র অনুমোদন করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়ছে। তবে, স্থানীয় ব্যবসায়ী/সরবরাহকারীদের হতে দেশীয় কাঁচামাল ক্রয় করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বৈদেশিক মুদ্রার পরিবর্তে স্থানীয় মুদ্রা ব্যবহার করতে হবে।

আগস্ট ২০১৭ ● দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থবছর ১৮ এর জন্য রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন প্রকারের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে বিভিন্ন পরিমাণের রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ প্রণোদনা হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগস্ট ২০১৭ ● রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল এবং টেক্সটাইল পণ্য ও চামড়া উৎপাদন শিল্পের জন্য গ্রিন ট্রান্সফর্মেশন ফান্ড ব্যবহারে অনুমোদিত ডিলারদের উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুমোদিত ডিলারগণ ঋণের বিপরীতে ছয় মাসের USD LIBOR যোগ ২.২৫ শতাংশের পরিবর্তে কমিয়ে ছয় মাসের USD LIBOR যোগ ১.০ শতাংশ চার্জ করবে।

আগস্ট ২০১৭ ● স্বল্পমেয়াদি আমদানিকে সহজীকরণের লক্ষ্যে নিজস্ব ব্যবহারের জন্য শিল্প কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে সকল ঋণ নিয়মাচার এবং একক গ্রহীতার সীমা বিবেচনাপূর্বক প্রযোজ্য শর্তসমূহ অনুসরণ করে অনুমোদিত ডিলারগণ আমদানিকারকদের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকেই ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের নিমিত্তে ক্রেতাদের স্বল্পমেয়াদি ঋণ ১৮০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ঋণ পরিশোধের ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করতে পারবে। তবে, গ্যারান্টি আহ্বানের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক গ্যারান্টি আহ্বানের পূর্ণ বিবরণসহ সংশ্লিষ্ট আমদানির বিল অব এন্ট্রির কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

সেপ্টেম্বর ২০১৭ ● যে সকল প্রস্তুতকারক এবং রপ্তানিকারক বিটিএমএ-এর তালিকাভুক্ত মিলগুলো থেকে সুতা ক্রয় করবে সে সকল তৈরি পোশাক/টেক্সটাইলের রপ্তানিকারককে তাদের তৈরি পোশাক রপ্তানির বিপরীতে নগদ প্রণোদনা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

অক্টোবর ২০১৭ ● ওয়েজ আর্নারদের রেমিট্যান্স সহজে স্বদেশে প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সকল ব্যাংককে সাধারণ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাতা যেমন, অবসর সুবিধাদি, মৃত্যুজনিত ভাতা, বীমার অর্থ ইত্যাদি চেক, বিদেশি ডিমান্ড ড্রাফট ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করছে। বৈধ অক্ষমতার ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীকে লিখিত আকারে জানাতে হবে এবং একইসাথে এর কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

অক্টোবর ২০১৭ ● বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী টেক্সটাইল এবং চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারীদের ন্যায় রপ্তানিভিত্তিক পাটজাত পণ্য প্রস্তুতকারীরাও মূলধন যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক আমদানির ক্ষেত্রে গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড হতে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

অক্টোবর ২০১৭ ● বর্তমানে কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে আগমন কিংবা বাংলাদেশ হতে প্রস্থানের সময় পূর্বের নগদ পাঁচ হাজার টাকার পরিবর্তে দশ হাজার বাংলাদেশী টাকা বহন করতে পারবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

নভেম্বর ২০১৭ ● বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রকল্প (এফএসএসপি)-এর অধীনে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন সুবিধার (এলটিএফএফ) ক্ষেত্রে সুদ হার সংশোধনপূর্বক এখন থেকে পাঁচ থেকে দশ বছর মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কর্তৃক LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) এর অতিরিক্ত ২ থেকে ৩ শতাংশ হারে সুদ প্রদান করতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

নভেম্বর ২০১৭ ● বাংলাদেশে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকগণ নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে তাঁদের বর্তমান সঞ্চয় হতে ঘোষিত নিট্ আয়ের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত মাসিক ভিত্তিতে স্বদেশে প্রেরণ করতে পারবেন।

নভেম্বর ২০১৭ ● বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী আমদানিকারকদের পক্ষে অনুমোদিত ডিলারগণ যারা অনুমোদিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে বিল অব এন্ট্রি/ প্রত্যায়িত চালানের বিল জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকেই ২০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বা সমতুল্য অন্যান্য বিদেশি মুদ্রায় নতুন এলসি খুলতে পারবেন।

নভেম্বর ২০১৭ ● বহির্গামী রেমিট্যান্স যেমন- মালিকানাস্বত্ব, প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক জ্ঞান/কারিগরি সহায়তা ফি, অপারেশনাল ফি, বাজারজাতকরণ কমিশন ইত্যাদি প্রেরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ডিলারগণকে অনুসরণের জন্য কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যেমন-

ক। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিআইডিএ) হতে রেমিট্যান্স প্রেরণের অনুমোদন সম্বলিত চিঠি নিশ্চিতকরণ;

খ। প্রদেয় রেমিট্যান্সের উপর প্রযোজ্য ট্যাক্সসমূহ যথাযথভাবে পরিশোধ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিতকরণ;

গ। প্রাসঙ্গিক নথিসমূহের সত্যতা যাচাইকরণের পাশাপাশি সন্দেহজনক হলে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের (বিআইডিএ) সাথে যোগাযোগ; এবং

ঘ। এতদ্‌বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক পরীক্ষার জন্য এবং লেনদেন সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকটে প্রেরণের লক্ষ্যে গ্রাহকভিত্তিক নথি সংরক্ষণ ইত্যাদি।

নভেম্বর ২০১৭ ● অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের (Wage-earners) দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের আওতায় বাজেট বরাদ্দের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পরামর্শ প্রদান করেছে।

ডিসেম্বর ২০১৭ ● দেশের অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে ওয়েজ-আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড/ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড/ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এ বিনিয়োগ সহজতর করার জন্য

বাংলাদেশ ব্যাংক সকল তফসিলি ব্যাংকের বিভাগ/জেলা/উপজেলায় অবস্থিত অনুমোদিত ডিলার (এডি) শাখাসমূহকে বিনিয়োগকৃত উল্লিখিত বন্ড নগদীকরণ/ইস্যু এবং পুনরায় ইস্যু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১৭ ● রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের কার্যক্রমকে সহজতর করার লক্ষ্যে বিদ্যমান নির্দেশাবলী সংকলন এবং প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলীর প্রয়োজনীয় পরিমার্জনপূর্বক একত্রীকরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) সংক্রান্ত একটি মাস্টার সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

জানুয়ারি ২০১৮ ● Asian Clearing Union (ACU) ব্যবস্থার অধীনে লেনদেন সহজতর করার জন্য ACU দেশগুলোর মধ্যে চলতি হিসাবে লেনদেন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ACU ডলারের পাশাপাশি 'ACU ইউরো'কে পুনরায় চালু করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ডিলারদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যেখানে 'জাপানি ইয়েন (JPY)'কে লেনদেন নিষ্পত্তির মুদ্রা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জানুয়ারি ২০১৮ ● টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (টিটি)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অগ্রিম রপ্তানি মূল্যের বিপরীতে প্রদত্ত নগদ সহায়তা সম্পর্কিত ২০ নভেম্বর ২০১১ সালে প্রকাশিত এফই সার্কুলারে সংশোধন আনা হয়েছে, যেখানে পণ্য রপ্তানিকৃত দেশ থেকে প্রাপ্ত রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের পাশাপাশি ভিন্ন দেশ থেকে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত হলেও নতুন বাজার সম্প্রসারণ সুবিধা প্রদেয় হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তবে, সে ক্ষেত্রে রপ্তানি আদেশ প্রদানকারী এবং রপ্তানি পণ্যের গন্তব্যস্থ আমদানিকারক/রপ্তানি মূল্য প্রেরণকারীর ব্যবসায়িক সম্পর্কের বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ● রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যেখানে হিমায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক আবশ্যিক উপাদান যেমন, বরফ আচ্ছাদন (Protective Glaze) হিমায়িত মাছের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ● সরকার দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হতে সফ্টওয়্যার, আইটিইএস (Information Technology Enabled Services) ও হার্ডওয়্যার রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং এ সুবিধা অর্থবছর '১৮ হতে রপ্তানিকৃত সেবা এবং পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ● সরকার দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশে সিনথেটিক ও ফেব্রিকস এর মিশ্রণে তৈরি পাদুকা রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং এ সুবিধা অর্থবছর '১৮ হতে জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ● দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশে তৈরি অ্যাকুমুলেটর ব্যাটারি (এইচএস কোড: ৮৫০৭.১০ এবং ৮৫০৭.২০) রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা অর্থবছর '১৮ হতে জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ● জরুরি প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্যকে সহজতর করার লক্ষ্যে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানিকারকদের সঠিক পরিষেবা খরচ নির্বাহের জন্য অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক

৫০০০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ অর্থ বিদেশে অবস্থিত সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

মে ২০১৮ ● মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর অধীনে অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর বা ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা (BIN) ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সম্বলিত একটি নীতিমালা জারি করা হয়েছে।

মে ২০১৮ ● বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চক্ষু চিকিৎসার অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ Intraocular Lensসহ Opthalmic Medical Equipment আমদানির লক্ষ্যে ৯০ দিন বিলম্বে মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণপত্র নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

মে ২০১৮ ● রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিজিএমইএ এবং বিটিএমইএ এর সদস্য মিলসমূহকে কাঁচামাল সংগ্রহের নিমিত্তে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়ন করার জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) হতে অনুমোদিত ডিলারদের ঋণসীমা ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি করে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

জুন ২০১৮ ● ইন্টারনেট থেকে প্রবেশযোগ্য ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিদেশী ক্রেতাদের নিকট রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ কর্তৃক রপ্তানিকারকদের ই-কমার্স ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত পণ্যের বিক্রয় আদেশের আলোকে রপ্তানি আয় প্রত্যাবর্তন সেবা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা অনধিক ৫০০০ মার্কিন ডলার মূল্যের রপ্তানি লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

পরিশিষ্ট-২

অর্থবছর ১৮-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক গবেষণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ এবং স্বল্প/মধ্যমেয়াদি কর্মসূচি

গবেষণা বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, গভর্নর সচিবালয় এবং চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কাজের সারসংক্ষেপ এখানে বর্ণিত হলো। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগের বিশ্লেষণধর্মী/চলমান গবেষণা কার্যক্রমের উপরও সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো। সকল কার্যক্রম নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্তঃ (ক) বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক এবং বিষয়ভিত্তিক অগ্রগতির সমন্বিত বিশ্লেষণ; (খ) সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক/আর্থিক খাতের উপর প্রায়োগিক গবেষণা; এবং (গ) বিশ্লেষণমুখী নতুন কৌশলের অগ্রগতি ও সক্ষমতা তৈরি।

ক. বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কিত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা/প্রতিবেদন ও তাদের সংখ্যা

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট- অন্যান্য বিভাগ থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রথম খসড়া প্রণয়ন;

২. "Monetary Policy Statement (MPS)"- চিফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট এবং মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক যৌথভাবে প্রস্তুতকৃত অর্থনৈতিক অগ্রগতির হালনাগাদকৃত তথ্যসহ অর্ধবার্ষিক মুদ্রানীতির কৌশল ঘোষণা;

৩. "Bangladesh Bank Quarterly (BBQ)"-চিফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বল্পমেয়াদি সম্ভাবনাসহ বিগত ত্রৈমাসিকের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ;

৪. "Monthly Economic Indicators (MEI)"-মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান নির্দেশকগুলোর মাসিক হালনাগাদ প্রতিবেদন;

৫. "Quarterly Financial Stability Assessment Report (QFSAR)"-ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিগত ত্রৈমাসিকসমূহের আর্থিক পরিবর্তন, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত বিশ্লেষণ;

৬. "Financial Stability Report (FSR)"-ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আর্থিক স্থীতিশীলতার প্রধান সূচকগুলোর বার্ষিক পর্যালোচনা এবং বিগত বছরের আর্থিক উপাত্তসমূহের উপর ভিত্তি করে আর্থিক খাতের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিসহ অভ্যন্তরীণ আর্থিক খাতের স্থিতিস্থাপকতার মূল্যায়ন;

৭. সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রিণ ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিণ পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রমের উপর ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন;

৮. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অর্থ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় বাজেট ডকুমেন্ট এবং "বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা" এর Background Paper;

৯. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রকাশনা "আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮" শীর্ষক পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ;

১০. পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "Foreign Direct Investment (FDI) in Bangladesh" শীর্ষক অর্ধবার্ষিক জরিপ প্রতিবেদন;

১১. ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্ধ-বার্ষিক সিএসআর প্রতিবেদন;

১২. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমের অগ্রগতির উপর "Development of Islamic Banking in Bangladesh" শীর্ষক ত্রৈমাসিক হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

১৩. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের উপর "Quarterly Report on Remittance Inflows" শীর্ষক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ;

১৪. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের অগ্রগতির উপর "Quarterly Review on RMG" শীর্ষক ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা;

১৫. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আয়ের উপর "Quarterly Analysis on Government Revenue Receipts" শীর্ষক ত্রৈমাসিক বিশ্লেষণ;

১৬. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের উপর মাসিক প্রতিবেদন;

১৭. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির অর্থায়নের উপর মাসিক প্রতিবেদন;

১৮. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "Outstanding Principal Liabilities Against the Facilities Received from the IMF" শীর্ষক একটি বার্ষিক প্রতিবেদন;

১৯. ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "Bangladesh Systemic Risk Dash Board" শীর্ষক অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন ।

খ. অর্থবছর ১৮-এ সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক/আর্থিক খাত বিষয়ক গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

(i) মুদ্রানীতি/মূল্যস্ফীতি সম্পর্কিত

১. "Effectiveness of Monetary Transmission Channels in Bangladesh: Evidence from a Floating Exchange Rate Regime" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬০৭, গবেষণা বিভাগ);

২. "Yield Curve of Bangladesh and Burning Economic Issues" (বিবিটিএ জার্নাল: থট্স অন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ভলিউম ৫, ইস্যু ১, জানুয়ারি-জুন, ২০১৬) । আগস্ট ২০১৭ সনে প্রকাশিত (মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট) ;

৩. "Estimating Neutral Real Interest Rate in Bangladesh" (পলিসি নোট, বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, জানুয়ারি- মার্চ, ২০১৮, চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট) ।

(ii) আর্থিক খাত সম্পর্কিত

১. "Profit maximizing behavior of banks in Bangladesh" (জার্নাল অব ডেভেলপিং এরিয়াস, ভলিউম ৫১, নং-৩, সামার ২০১৭, পৃষ্ঠা ১২৩-১৩৮, প্রবন্ধ, গভর্নর সচিবালয়);

২. "Promoting Financial Inclusion in the SAARC Region", সার্ক ফাইন্যান্স ওয়েব পোর্টালে প্রকাশিত (http://saarcfinance.org/PromotingFinancial.pdf, চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট);

৩. "Bank Deposit Dynamics in Bangladesh" (পলিসি নোট, বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮, চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট);

৪. "An Impact Study on Mobile Financial Service (MFSs) in Bangladesh" (বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণা, ডিসেম্বর ২০১৭);

৫. "Modeling and Estimating Volatility in the Dhaka Stock Market: Thoughts on Banking and Finance" (বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি জার্নাল, ভলিউম ৫, ইস্যু-২, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৬, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট);

৬. "Technical Stock Valuation of a Company: Bangladesh Perspective" (জনতা ব্যাংক জার্নাল অব মানি, ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক জার্নালে নভেম্বর, ২০১৭এ প্রকাশিত প্রবন্ধ, ভলিউম ৪, নং ১, জুন ২০১৭, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট);

৭. "Study on Credit Risk Arising in the Banks from Loan Sanctioned Against Inadequate Collateral" (মাঠ পর্যায় সমীক্ষা প্রতিবেদন, বিশেষ গবেষণাকর্ম নং-১৭০২, গবেষণা বিভাগ) ।

(iii) বহিঃঅর্থনীতি খাত সম্পর্কিত

১. "Modeling the Consequences of Emerging Markets Slowdown in the Aftermath of Global Financial Crisis: A G-Cubed Approach" (আশা বিশ্ববিদ্যালয় রিভিউ, ভলিউম:১১, নং:২, পৃষ্ঠা: ৪৩-৫৬, গভর্নর সচিবালয়);

২. "Capital Machinery Import and Industrial Output Growth in Bangladesh: A Cointegration Analysis" (ব্যাংক পরিক্রমা, ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স জার্নাল, ভলিউম: ৪২, নং: ৩ ও ৪, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ২০১৭, গভর্নর সচিবালয়);

৩. "Capital Flight Affecting determinants in Bangladesh : An Econometric estimation" (জার্নাল অব ইকোনোমিকস্, কমার্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, সন:২০১৮, ভলিউম:৫, ইস্যু:৮, চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট);

৪. "Revisiting Marshall- Lerner Condition in the Bangladesh Economy: A Cointegration Approach" (বিবিটিএ জার্নাল: থট্স অন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ভলিউম: ৫, ইস্যু: ১, জানুয়ারি- জুন, ২০১৬, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট);

৫. "Utilisation of Workers' Remittances in Bangladesh"-২০১৪ সনে মাঠ পর্যায় সমীক্ষা নির্ভর প্রতিবেদন (বিশেষ গবেষণা কর্ম নং: ১৭০৩, গবেষণা বিভাগ) ।

(iv) প্রকৃত অর্থনীতি খাত সম্পর্কিত

১. "Food Insecurity and Conflict Events in Africa" (পিস ইকোনোমিকস্, পিস সাইন্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি, সন:২০১৮, ভলিউম: ২৪, ইস্যু: ২, প্রকাশক: DE GRUYTER, বার্লিন, জার্মানী, চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট);

২. "Public and Private Investment Nexus in Bangladesh: Crowding-in or out?" (জার্নাল অব ডেভেলপিং এরিয়াস, ভলিউম: ৫২, নং: ৪, শরৎ ২০১৮, চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট);

৩. "Women Entrepreneurship Development in Bangladesh: A Descriptive Study on Challenges and Prospects" (সোসাইটি অ্যান্ড চেন্জ জার্নাল অব সোস্যাল সাইন্স, ভলিউম: ১১, নং:৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭, ISSN:১৯৯৭-১০৫২(প্রিন্ট), ২২৭-২০২ X (অন লাইন), চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট);

৪. "Estimating Output Gap in Bangladesh" (পলিসি নোট, বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭, চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট);

৫. "SME Finance and Inclusive Growth: Bangladesh Perspective" (বিআইবিএম গবেষণা মনোগ্রাফ ২৮, সেপ্টেম্বর ২০১৭, চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট);

৬. "Survey on MSME Financial Inclusion Indicators, 2016"-মাঠ পর্যায় সমীক্ষা প্রতিবেদন (বিশেষ গবেষণাকর্ম নং: ১৮০১, গবেষণা বিভাগ) ।

গ. সক্ষমতা তৈরি এবং নতুন কলা-কৌশলের অগ্রগতি

২০১২ সাল হতে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে 'Thoughts on Banking and Finance' নামে একটি জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৫টি ভলিউম ও ২টি ইস্যু প্রকাশিত হয়েছে, যার নির্বাহী সম্পাদক গবেষণা বিভাগের একজন মহাব্যবস্থাপক যিনি প্রেষণে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে নিযুক্ত আছেন ।

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান

সারণী ১ ঃ প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের গতিধারা

সূচকসমূহ	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭[স]	অর্থবছর ১৮[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার (অর্থবছর ০৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	৫.১	৫.৬	৬.৫	৬.৫	৬.০	৬.১	৬.৫৫	৭.১১	৭.২৮	৭.৮৬[সু]
২। ব্যাপক মুদ্রা (এম২) প্রবৃদ্ধির হার	১৯.২	২২.৪	২১.৩	১৭.৪	১৬.৭	১৬.১	১২.৪	১৬.৪	১০.৯	৯.২
৩। জিডিপি ডিফ্লেটরের প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)	৬.৮	৭.১	৭.৯	৮.২	৭.২	৫.৭	৫.৯	৬.৭	৬.৩	৫.৬[সু]
৪। সিপিআই মূল্যস্ফীতির হার*	৬.৭	৭.৩	৮.৮	৮.৭	৬.৮	৭.৪	৬.৪	৫.৯	৫.৪	৫.৮
৫। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৭.৫	১০.৮	১০.৯	১০.৪	১৫.৩	২১.৫	২৫.০	৩০.২	৩৩.৫	৩২.৯
৬। নিট বৈদেশিক সম্পদ (বিলিয়ন টাকা)	৪৭৪.৪	৬৭০.৫	৬৯৫.৩	৭৪২.৮	১১২০.৭	১৫৫২.৯	১৮৮৫.৬	২৩১৯.৩	২৬৫০.২	২৫৩৭.৬
৭। বিনিময় হার (বিডিটি/ডলার)	৬৮.৮০	৬৯.১৮	৭১.১৭	৭৯.১০	৭৯.৯৩	৭৭.৭২	৭৭.৬৭	৭৮.২৬	৭৯.১২	৮২.১০
৮। রিয়ার সূচক জুন শেষে**	৯১.৩	৯৭.৭	৭২.৩২	৭২.৫২	৭৯.৪৪	৮২.৮৪	৯৪.৬২	১০০	১০২.৪৩	১০০.৬৫
৯। মাথাপিছু জিডিপি টাকায় (চলতি বাজার মূল্যে)	৪৮৩৫৯	৫৩৯৬১	৬১১৯৮	৬৯৬১৪	৭৮০০৯	৮৬২৬৬	৯৬০০৪	১০৮৩৭৮	১২২১৫২	১৩৭৫১৮
(জিডিপি'র শতকরা হার)										
১০। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২০.৩	২০.৮	২০.৬	২১.২	২২.০	২২.১	২২.২	২৫.০	২৫.৩	২২.৮
১১। বিনিয়োগ	২৬.২	২৬.৩	২৭.৪	২৮.৩	২৮.৪	২৮.৬	২৮.৯	২৯.৭	৩০.৫	৩১.২
১২। রাজস্ব আয়	৯.১	৯.৫	১০.২	১০.৯	১০.৭	১০.৪	৯.৬	১০.০	১০.২	১১.৫
১৩। রাজস্ব ব্যয়	৮.৭	৮.৪	৮.৫	৮.৫	৮.৩	৮.২	৭.৯	৮.৩	৮.৩	৮.৬
১৪। রাজস্ব উদ্বৃত্ত (+) /রাজস্ব ঘাটতি (−)	০.৪	১.১	১.৭	২.৪	২.৪	২.২	১.৮	১.৬	১.৯	২.৯
১৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	২.৮	৩.২	৩.৬	৩.৬	৪.১	৪.১	৪.০	৪.৬	৪.৩	৬.৬
১৬। অন্যান্য ব্যয়	১.১	১.১	১.৯	২.৪	২.১	১.৭	১.৬	০.৮	০.৫	০.৬
১৭। মোট ব্যয়	১২.৫	১২.৭	১৪.০	১৪.৫	১৪.৫	১৪.০	১৩.৫	১৩.৮	১৩.৬	১৬.৫
১৮। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	-৩.৪	-৩.২	-৩.৯	-৩.৬	-৩.৮	-৩.৬	-৩.৯	-৩.৮	-৩.৪	-৫.০
১৯। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ)	-৩.১	-২.৮	-৩.৬	-৩.২	-৩.৩	-৩.১	-৩.৭	-৩.৭	-৩.৪	-৪.৮
২০। সার্বিক বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন (ক+খ) [ঞ]	৩.১	২.৮	৩.৬	৩.২	৩.৩	৩.১	৩.৭	৩.৭	৩.৪	৪.৮
ক) নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	০.৪	০.৮	০.৩	০.৩	০.৫	০.২	০.৩	০.৭	০.৬	১.৮
খ) নিট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন (১+২)	২.৭	২.০	৩.৩	২.৯	২.৮	২.৮	৩.৪	২.৯	২.৮	২.৯
১) ব্যাংক ঋণ	১.৯	-০.৩	২.৭	২.৬	২.৩	১.৪	০.০৩	০.৬	-০.৪	০.৯
২) ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	০.৮	২.৩	০.৬	০.৩	০.৫	১.৫	৩.৩	২.৩	৩.৩	২.০
২১। সরকারের ঋণের স্থিতি (১+২)	৩৫.৯	৩২.৩	৩২.৪	৩১.৮	৩০.৪	২৯.৬	২৭.৭	২৭.৭	২৭.০	২৭.৯
১) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৫.৫	১৪.৭	১৫.২	১৫.২	১৫.৫	১৫.৫	১৫.৫	১৫.৮	১৫.৭	১৫.৮
২) বৈদেশিক ঋণ [#]	২০.৪	১৭.৬	১৭.২	১৬.৬	১৪.৯	১৪.১	১২.২	১১.৯	১১.৩	১২.১
২২। চলতি হিসাবের ভারসাম্য ঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	২.৪	৩.২	-১.৩	-০.৩	১.৬	০.৮	১.৮	১.৯	-০.৫	-৩.৬

[স] সংশোধিত, [সা] সাময়িক।

*ভিত্তি: অর্থবছর ৯৬=১০০ অর্থবছর ১১ পর্যন্ত এবং অর্থবছর০৬=১০০ অর্থবছর ১২ এবং তৎপরবর্তী বছরসমূহ।

**ভিত্তি: অর্থবছর ০১=১০০ অর্থবছর ১০ পর্যন্ত ১০টি মুদ্রা ঝুড়িসহ এবং অর্থবছর ১৬=১০০ অর্থবছর ১১ থেকে তৎপরবর্তী বছরসমূহ ১৫টি মুদ্রা ঝুড়িসহ।

[ঞ] নন-ক্যাশ বন্ড (বিপিসির দায়) ৭৫.২৩ বিলিয়ন টাকা অন্তর্ভুক্ত।

[#] আইএমএফ ঋণ ব্যতীত।

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮ এবং বাজেটের সংক্ষিপ্তসার (বিভিন্ন সংখ্যা)।

সারণী ২ ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ

সূচকসমূহ	প্রকৃত					প্রক্ষেপণ		
	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮[সা]	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
প্রকৃত খাত								
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৬.১	৬.৬	৭.১	৭.৩	৭.৯	৭.৮	৮.০	৮.২
মূল্যস্ফীতি (%)	৭.৪	৬.৪	৫.৯	৫.৪	৫.৮	৫.৬	৫.৬	৫.৫
মোট বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হার)	২৮.৬	২৮.৯	২৯.৭	৩০.৫	৩১.২	৩৩.৫	৩৪.৪	৩৫.৩
বেসরকারি	২২.০	২২.১	২৩.০	২৩.১	২৩.২	২৪.৮	২৫.৫	২৬.২
সরকারি	৬.৬	৬.৮	৬.৭	৭.৪	৮.০	৮.৭	৮.৯	৯.০
রাজস্ব খাত (জিডিপি'র শতকরা হার)								
মোট রাজস্ব আয়	১০.৫	৯.৬	১০.০	১০.২	১১.৫*	১৩.৪	১৩.৮	১৪.২
কর	৮.৬	৮.৫	৮.৮	৯.১	১০.৩*	১২.১	১২.৫	১২.৯
কর ব্যতীত	১.৮	১.১	১.২	১.২	১.২*	১.৩	১.৩	১.৩
মোট ব্যয়	১৪.০	১৩.৫	১৩.৮	১৩.৬	১৬.৫*	১৮.৪	১৮.৮	১৯.২
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.১	৪.০	৪.৬	৪.৩	৬.৬*	৬.৮	৭.১	৭.২
সার্বিক ভারসাম্য	-৩.৬	-৩.৯	-৩.৮	-৩.৪	-৫.০*	-৫.০	-৫.০	-৫.০
অর্থায়ন								
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৮	৩.৪	২.৯	২.৮	২.৯*	৩.৫	৩.৫	৩.৪
বৈদেশিক অর্থায়ন (নিট)	০.২	০.৩	০.৭	০.৬	১.৮*	১.৫	১.৬	১.৬
মুদ্রা ও ঋণ (শতকরা পরিবর্তন)								
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.৬	১০.০	১৪.২	১১.২	১৪.৭	১৫.৬	১৭.৩	১৮.৬
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১২.৩	১৩.২	১৬.৮	১৫.৭	১৬.৯	১৬.৫	১৬.৭	১৬.৯
ব্যাপক মুদ্রা (এম২)	১৬.১	১২.৪	১৬.৩	১০.৯	৯.২	১৪.৬	১৪.৮	১৪.৯
বৈদেশিক খাত (শতকরা পরিবর্তন)								
রপ্তানি (এফওবি)	১২.১	৩.১	৮.৯	১.৭	৬.৪	১০.০	১১.০	১২.০
আমদানি (এফওবি)	৮.৯	৩.০	৫.৯	৯.০	২৫.২	১৩.০	১৪.০	১৪.০
রেমিট্যান্স	-১.৬	৭.৭	-২.৫	-১৪.৫	১৭.৩	১৩.০	১৪.০	১৪.০
চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.৮	১.৮	১.৯	-০.৫	-৩.৬	-২.০	-২.৩	-২.৪
মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২১.৫	২৫.০	৩০.২	৩৩.৫	৩২.৯	৩৩.৩	৩২.৮	৩২.২
মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (আমদানির মাস হিসেবে)	৫.৯	৬.৬	৭.৮	৮.০	৫.২	৬.০	৫.২	৪.৫
জিডিপি (চলতি বাজারমূল্যে, বিলিয়ন টাকা)	১৩৪৩৭	১৫১৫৮	১৭৩২৮	১৯৭৫৮	২২৫০৪	২৫৩৭৮	২৮৮৫৯	৩২৯০৫

[সা] সাময়িক ।

* অর্থবছর ১৮-এর সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ।

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ।

সারণী ৩ ঃ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ/খাত	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭[স]	অর্থবছর ১৮[স]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১। জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে)	৯১৫৮.৩	১০৫৫২.০	১১৯৮৯.২	১৩৪৩৬.৭	১৫১৫৮.০	১৭৩২৮.৬	১৯৭৫৮.২	২২৫০৪.৮
২। মোট বিনিয়োগ (চলতি মূল্যে)	২৫১১.৩	২৯৮২.২	৩৪০৩.৭	৩৮৩৯.৯	৪৩৭৮.৭	৫১৩৮.৪	৬০২৮.৩	৭০২৯.৪
ক) বেসরকারি খাত	২০২৯.৮	২৩৭৪.২	২৬০৭.৫	২৯৬০.০	৩৩৪৪.৭	৩৯৮৩.৫	৪৫৬৩.৬	৫২৩৫.২
খ) সরকারি খাত	৪৮১.৫	৬০৮.০	৭৯৬.২	৮৭৯.৯	১০৩৩.৯	১১৫৪.৯	১৪৬৪.৭	১৭৯৪.২
৩। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (চলতি মূল্যে)	১৮৮৮.৪	২২৩৯.১	২৬৪২.৪	২৯৬৮.২	৩৩৫৮.৮	৪৩২৮.৩	৫০০৪.৬	৫১৩৮.৯
৪। মোট জাতীয় সঞ্চয় (চলতি মূল্যে)	২৬৪৪.৮	৩১৫০.৫	৩৬৬০.০	৩৯২৭.০	৪৩৯৮.৮	৫৩৩২.২	৫৮৫৭.২	৬১৭০.২
৫। খাতওয়ারি জিডিপি (অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে)								
১। কৃষি	**১১১২.৬**	**১১৪৬.১**	**১১৭৪.৪**	**১২২৫.৭**	**১২৬৬.৫**	**১৩০১.৮**	**১৩৪০.৫**	**১৩৯৬.৬**
ক) কৃষি ও বনজ	৮৮২.১	৯০৩.৩	৯১৬.৬	৯৫১.৫	৯৭৪.৮	৯৯২.৩	১০১১.৭	১০৪৬.৯
১) শস্য ও শাক-সবজি	৬৪৯.০	৬৬০.৪	৬৬৪.৩	৬৮৯.৪	৭০২.০	৭০৮.১	৭১৪.৯	৭৩৬.৮
২) পশু সম্পদ	১২২.২	১২৫.৫	১২৮.৯	১৩২.৬	১৩৬.৭	১৪১.০	১৪৫.৭	১৫০.৬
৩) বনজ সম্পদ	১১০.৮	১১৭.৫	১২৩.৪	১২৯.৬	১৩৬.১	১৪৩.১	১৫১.১	১৫৯.৫
খ) মৎস্য সম্পদ	২৩০.৫	২৪২.৮	২৫৭.৮	২৭৪.২	২৯১.৭	৩০৯.৫	৩২৮.৮	৩৪৯.৭
২। শিল্প	**১৬৯২.০**	**১৮৫১.৬**	**২০৩০.১**	**২১৯৫.৭**	**২৪০৮.০**	**২৬৭৫.১**	**২৯৪৮.৭**	**৩৩০৪.৩**
ক) খনিজ ও খনন	৯৯.১	১০৫.৯	১১৫.৮	১২১.৩	১৩২.৯	১৫০.০	১৬৩.৩	১৭৪.৭
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১০৯৬.৫	১২০৫.৭	১৩২৯.৯	১৪৪৬.৫	১৫৯৫.৭	১৭৮২.২	১৯৭৭.৭	২২৪২.৭
১) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৮৮৪.৮	৯৮০.০	১০৮৪.৪	১১৮৫.৪	১৩১২.৩	১৪৭৩.১	১৬৩৮.২	১৮৭১.৮
২) ক্ষুদ্র শিল্প	২১১.৮	২২৫.৭	২৪৫.৬	২৬১.১	২৮৩.৪	৩০৯.১	৩৩৯.৫	৩৭০.৯
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৮৪.০	৯২.৯	১০১.৩	১০৫.৯	১১২.৪	১২৭.৪	১৩৮.২	১৫০.৯
ঘ) নির্মাণ	৪১২.৪	৪৪৭.১	৪৮৩.০	৫২২.১	৫৬৭.০	৬১৫.৫	৬৬৯.৫	৭৩৬.০
৩। সেবা খাত	**৩৩৭৪.৭**	**৩৫৯৬.৬**	**৩৭৯৪.৯**	**৪০০৮.৪**	**৪২৪০.৯**	**৪৫০৫.৮**	**৪৮০৭.৩**	***৫১১৪.৪***
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি ও মোটর সাইকেল মেরামত, গৃহস্থালী সামগ্রী	৮৬৬.৫	৯২৪.৬	৯৮১.৭	১০৪৭.৮	১১১৪.৩	১১৮৬.৭	১২৭৪.২	১৩৬৯.১
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৪৬.১	৪৯.০	৫২.২	৫৫.৭	৫৯.৫	৬৩.৭	৬৮.২	৭৩.২
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬৯৪.১	৭৫৭.৬	৮০৫.১	৮৫৩.৮	৯০৪.৮	৯৫৯.৭	১০২৪.৬	১০৯২.১
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১৮৪.৬	২১১.৮	২৩১.১	২৪৭.৯	২৬৭.২	২৮৭.৯	৩১৪.১	৩৩৮.৯
চ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া এবং ব্যবসা কার্যক্রম	৪৫৭.৯	৪৭৫.৯	৪৯৫.১	৫১৬.২	৫৩৮.৯	৫৬৩.০	৫৯০.০	৬১৯.৪
ছ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২০৫.৫	২২১.০	২৩৫.৪	২৫১.৬	২৭৬.৪	৩০৮.০	৩৩৬.২	৩৬৪.৬
জ) শিক্ষা	১৩৬.৬	১৪৭.২	১৫৬.৫	১৬৭.৮	১৮১.৩	২০২.৫	২২৫.৫	২৪১.৩
ঝ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১২০.৮	১২৫.৪	১৩১.৪	১৩৮.০	১৪৫.২	১৫৬.১	১৬৮.০	১৭৯.৮
ঞ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৬৬২.৬	৬৮৪.২	৭০৬.৪	৭২৯.৬	৭৫৩.৫	৭৭৮.৪	৮০৬.৫	৮৩৬.০
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	**৬১৭৯.২**	**৬৫৯৪.৩**	**৬৯৯৯.৪**	**৭৪২৯.৮**	**৭৯১৫.৪**	**৮৪৮২.৭**	**৯০৯৬.৫**	**৯৮১৫.৩**
কর বিহীন ভর্তুকি	২৮৪.২	২৯০.৬	২৯৯.৬	৩১১.৬	৩৩৩.২	৩৫২.৭	৩৮২.৫	৪০৯.১
জিডিপি (অর্থবছর ০৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	**৬৪৬৩.৪**	**৬৮৮৪.৯**	**৭২৯৯.০**	**৭৭৪১.৪**	**৮২৪৮.৬**	**৮৮৩৫.৪**	**৯৪৭৯.০**	**১০২২৪.৪**

[স] সংশোধিত ।

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

সারণী ৪ ঃ জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ও খাতওয়ারি অংশের গতিধারা (অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭[স]	অর্থবছর ১৮[স]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
				শতকরা প্রবৃদ্ধি				
১। কৃষি	**৪.৫**	**৩.০**	**২.৫**	**৪.৪**	**৩.৩**	**২.৮**	**৩.০**	**৪.২**
ক) কৃষি ও বনজ	৩.৯	২.৪	১.৫	৩.৮	২.৫	১.৮	২.০	৩.৫
১) শস্য ও শাক-সবজি	৩.৯	১.৮	০.৬	৩.৮	১.৮	০.৯	১.০	৩.১
২) পশু সম্পদ	২.৬	২.৭	২.৭	২.৮	৩.১	৩.২	৩.৩	৩.৪
৩) বনজ সম্পদ	৫.৬	৬.০	৫.০	৫.০	৫.১	৫.১	৫.৬	৫.৫
খ) মৎস্য সম্পদ	৬.৭	৫.৩	৬.২	৬.৪	৬.৪	৬.১	৬.২	৬.৪
২। শিল্প	**৯.০**	**৯.৪**	**৯.৬**	**৮.২**	**৯.৭**	**১১.১**	**১০.২**	**১২.১**
ক) খনিজ ও খনন	৩.৬	৬.৯	৯.৪	৪.৭	৯.৬	১২.৮	৮.৯	৭.০
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.০	১০.০	১০.৩	৮.৮	১০.৩	১১.৭	১১.০	১৩.৪
১) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১১.১	১০.৮	১০.৭	৯.৩	১০.৭	১২.৩	১১.২	১৪.৩
২) ক্ষুদ্র শিল্প	৫.৭	৬.৬	৮.৮	৬.৩	৮.৫	৯.১	৯.৮	৯.৩
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	১৩.৪	১০.৬	৯.০	৪.৫	৬.২	১৩.৩	৮.৫	৯.২
ঘ) নির্মাণ	৭.০	৮.৪	৮.০	৮.১	৮.৬	৮.৬	৮.৮	৯.৯
৩। সেবা খাত	**৬.২**	**৬.৬**	**৫.৫**	**৫.৬**	**৫.৮**	**৬.৩**	**৬.৭**	**৬.৪**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি/মোটর সাইকেল মেরামত, গৃহস্থালী সামগ্রী	৬.৭	৬.৭	৬.২	৬.৭	৬.৪	৬.৫	৭.৪	৭.৫
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৬.২	৬.৪	৬.৫	৬.৭	৬.৮	৬.৯	৭.১	৭.৩
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৮.৪	৯.২	৬.৩	৬.১	৬.০	৬.১	৬.৮	৬.৬
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১০.৪	১৪.৮	৯.১	৭.৩	৭.৮	৭.৭	৯.১	৭.৯
চ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া এবং ব্যবসা	৩.৯	৩.৯	৪.০	৪.৩	৪.৪	৪.৫	৪.৮	৫.০
ছ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৮.৮	৭.৫	৬.৫	৬.৯	৯.৮	১১.৪	৯.২	৮.৫
জ) শিক্ষা	৫.৬	৭.৮	৬.৩	৭.৩	৮.০	১১.৭	১১.৪	৭.০
ঝ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৬.৩	৩.৮	৪.৮	৫.১	৫.২	৭.৫	৭.৬	৭.০
জ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.২	৩.৩	৩.৩	৩.৩	৩.৩	৩.৩	৩.৬	৩.৭
জিডিপি (স্থির বাজার মূল্যে)	**৬.৫**	**৬.৫**	**৬.০**	**৬.১**	**৬.৬**	**৭.১**	**৭.৩**	**৭.৯**
				খাতওয়ারি অংশ (জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে)				
১। কৃষি	**১৮.০**	**১৭.৪**	**১৬.৮**	**১৬.৫**	**১৬.০**	**১৫.৪**	**১৪.৭**	**১৪.২**
ক) কৃষি ও বনজ	১৪.৩	১৩.৭	১৩.১	১২.৮	১২.৩	১১.৭	১১.১	১০.৭
১) শস্য ও শাক-সবজি	১০.৫	১০.০	৯.৫	৯.৩	৮.৮	৮.৪	৭.৯	৭.৫
২) পশু সম্পদ	২.০	১.৯	১.৮	১.৮	১.৭	১.৭	১.৬	১.৫
৩) বনজ সম্পদ	১.৮	১.৮	১.৮	১.৭	১.৭	১.৭	১.৭	১.৬
খ) মৎস্য সম্পদ	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৬	৩.৬
২। শিল্প	**২৭.৪**	**২৮.১**	**২৯.০**	**২৯.৬**	**৩০.৪**	**৩১.৫**	**৩২.৪**	**৩৩.৭**
ক) খনিজ ও খনন	১.৬	১.৬	১.৭	১.৬	১.৭	১.৮	১.৮	১.৮
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১৭.৮	১৮.৩	১৯.০	১৯.৫	২০.২	২১.০	২১.৭	২২.৯
১) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১৪.৩	১৪.৯	১৫.৫	১৬.০	১৬.৬	১৭.৪	১৮.০	১৯.১
২) ক্ষুদ্র শিল্প	৩.৪	৩.৪	৩.৫	৩.৫	৩.৬	৩.৬	৩.৭	৩.৮
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	১.৪	১.৪	১.৫	১.৪	১.৪	১.৫	১.৫	১.৫
ঘ) নির্মাণ	৬.৭	৬.৮	৬.৯	৭.০	৭.২	৭.৩	৭.৪	৭.৫
৩। সেবা খাত	**৫৪.৬**	**৫৪.৫**	**৫৪.২**	**৫৪.০**	**৫৩.৬**	**৫৩.১**	**৫২.৯**	**৫২.১**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি/ মোটর সাইকেল মেরামত, গৃহস্থালী সামগ্রী	১৪.০	১৪.০	১৪.০	১৪.১	১৪.১	১৪.০	১৪.০	১৪.০
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	০.৮	০.৭	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১১.২	১১.৫	১১.৫	১১.৫	১১.৪	১১.৩	১১.৩	১১.১
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৩.০	৩.২	৩.৩	৩.৩	৩.৪	৩.৪	৩.৫	৩.৫
চ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া এবং ব্যবসা	৭.৪	৭.২	৭.১	৭.০	৬.৮	৬.৬	৬.৫	৬.৩
ছ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.৩	৩.৪	৩.৪	৩.৪	৩.৫	৩.৬	৩.৭	৩.৭
জ) শিক্ষা	২.২	২.২	২.২	২.৩	২.৩	২.৪	২.৫	২.৫
ঝ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.০	১.৯	১.৯	১.৯	১.৮	১.৮	১.৯	১.৮
জ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	১০.৭	১০.৪	১০.১	৯.৮	৯.৫	৯.২	৮.৯	৮.৫
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

[স] সংশোধিত

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

সারণী ৫ ঃ সরকারের বাজেটারি কার্যক্রমের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

বর্ণনা	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮[স]	অর্থবছর ১৯ (বাজেট)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক। রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক অনুদান	১১৮২.৬	১৩৫০.১	১৪৬৭.৩	১৪৮২.৯	১৭৪৮.৪	২০১৯.১	২৬৩৯.১	৩৪৩৩.৩
১) রাজস্ব আয়	১১৪৬.৯	১২৮১.৩	১৪০৩.৭	১৪৫৯.৭	১৭২৯.৫	২০১২.১	২৫৯৪.৫	৩৩৯২.৮
ক) কর রাজস্ব	৯৫২.৩	১০৭৪.৫	১১৬০.৩	১২৮৮.০	১৫১৮.৯	১৭৮০.৮	২৩২২.০	৩০৫৯.৩
খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৯৪.৭	২০৬.৮	২৪৩.৪	১৭১.৭	২১০.৭	২৩১.৪	২৭২.৫	৩৩৩.৫
২) বৈদেশিক অনুদান	৩৫.৭	৬৮.৮	৬৩.৬	২৩.২	১৮.৯	৭.০	৪৪.৬	৪০.৫
খ। ব্যয়	১৫২৪.৩	১৭৪০.১	১৮৮২.১	২০৪৩.৮	২৩৮৪.৩	২৬৯৫.০	৩৭১৫.০	৪৬৪৫.৭
১) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	৮৯৩.০	৯৯৩.৮	১১০৫.৭	১১৮৯.৯	১৪৪৪.৩	১৬৪৪.৯	১৯৩৮.৩	২৫১৬.৭
২) অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	৭১.৬	৪৯.৪	১০৪.৪	১০৫.৩	১২৩.৮	১১৩.৬	১৬৭.৫	৩০৭.৫
৩) ঋণ ও অগ্রিম (নিট)	১৪০.৬	১৬৯.৬	৭৭.২	৯০.৫	১০.৬	২৬.০	৩৩.৪	২১.২
৪) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৭৫.১	৪৯৪.৭	৫৫৩.৩	৬০৩.৮	৭৯৩.৫	৮৪০.৯	১৪৮৩.৮	১৭৩০.০
৫) অন্যান্য ব্যয়	৪৪.০	৩২.৬	৪১.৫	৫৪.৩	১২.১	৬৯.৬	৯২.০	৭০.৩
গ। সার্বিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৩৭৭.৪	৪৫৮.৯	৪৭৮.৩	৫৮৪.২	৬৫৪.৮	৬৮২.৯	১১২০.৪	১২৫২.৯
ঘ। সার্বিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	৩৪১.৭	৩৯০.১	৪১৪.৮	৫৬০.৯	৬৩৫.৯	৬৭৫.৯	১০৭৫.৮	১২১২.৪
ঙ। অর্থায়ন	৩৪১.৭	৩৯০.১	৪১৪.৯	৫৬০.৮	৬৩৬.০	৬৭৫.৯	১০৭৫.৮	১২১২.৪
১) বৈদেশিক ঋণ - নিট	৩৬.৩	৫৮.১	৩৩.৫	৪৯.১	১২৮.৭	১১৬.০	৪১৫.৭	৫০০.২
বৈদেশিক ঋণ	৯৫.১	১৩৩.০	১১৯.৪	১১৯.৯	১৯৫.৫	১৮৮.০	৫১০.৪	৬০৫.৯
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৫৮.৯	-৭৪.৯	-৮৫.৯	-৭০.৮	-৬৬.৯	-৭২.০	-৯৪.৭	-১০৫.৭
২) অভ্যন্তরীণ ঋণ - নিট	৩০৫.৪	৩৩১.৯	৩৮১.৪	৫১১.৭	৫০৭.৩	৫৫৯.৯	৬৬০.২	৭১২.৩
ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ (নিট)	২৭১.৯	২৭৪.৬	১৮১.৭	৫.১	১০৬.১	-৮৩.৮	১৯৯.২	৪২০.৩
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নিট)	৩৩.৫	৫৭.৩	১৯৯.৭	৫০৬.৬	৪০১.২	৬৪৩.৬	৪৬১.০	২৯২.০
মেমোর‍্যান্ডাম আইটেম ঃ জিডিপি*	৯১৪৭.৮	১০৩৭৯.৯	১১৮১০.০	১৫১৫৮.০	১৭৩২৮.৬	১৯৭৫৮.২	২২৫০৪.৮	২৫৩৭৮.৫

[স] সংশোধিত বাজেট।

* অর্থ উপবিভাগ কর্তৃক প্রাক্কলিত (চলতি বাজার মূল্যে)।

উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪,২০১৪-২০১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণী ৬ ঃ মুদ্রা ও ঋণের গতিধারা*

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১। ব্যাপক মুদ্রা (এম২)[©]	৪৪০৫.২	৫১৭১.১	৬০৩৫.১	৭০০৬.২	৭৮৭৬.১	৯১৬৩.৮	১০১৬০.৮	১১০৯৯.৮
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ[©]	৪৩০৮.৯	৫১৪৯.৭	৫৭১৭.৪	৬৩৭৯.১	৭০১৫.৩	৮০১২.৮	৮৯০৬.৭	১০২১৬.৪
ক) সরকারি খাত	৯০১.৮	১০৭০.৭	১১৯৫.৮	১৩০২.৭	১২৬৯.৩	১৩০২.৭	১১৪৬.১	১১৪০.৯
১) সরকার (নিট)[©©]	৭৩২.৩	৯১৭.৩	১১০১.২	১১৭৫.৩	১১০২.৬	১১৪২.২	৯৭৩.৩	৯৪৮.৯
২) অন্যান্য সরকারি খাত	১৬৯.৫	১৫৩.৪	৯৪.৬	১২৭.৪	১৬৬.৭	১৬০.৫	১৭২.৮	১৯২.০
খ) বেসরকারি খাত	৩৪০৭.১	৪০৭৯.০	৪৫২১.৬	৫০৭৬.৪	৫৭৪৬.০	৬৭১০.১	৭৭৬০.৬	৯০৭৫.৫
৩। ব্যাপক মুদ্রা (এম২) জিডিপি'র শতকরা হিসেবে (চলতি বাজার মূল্যে)	৪৮.১	৪৯.০	৫০.৩	৫২.১	৫২.০	৫২.৯	৫১.৪	৪৯.৬
৪। এম৩ জিডিপি'র শতকরা হিসেবে (চলতি বাজার মূল্যে)	৫৫.৭	৫৫.৯	৫৬.৭	৫৯.০	৬০.০	৬২.১	৬২.৪	৬১.৪
				শতকরা প্রবৃদ্ধি				
১। ব্যাপক মুদ্রা (এম২)[©]	২১.৩	১৭.৪	১৬.৭	১৬.১	১২.৪	১৬.৩	১০.৯	৯.২
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ[©]	২৭.৫	১৯.৫	১১.০	১১.৬	১০.০	১৪.২	১১.২	১৪.৭
ক) সরকারি খাত	৩৪.৫	১৮.৭	১১.৭	৮.৯	-২.৬	২.৬	-১২.০	-০.৫
১) সরকার (নিট)[©]	৩৫.০	২৫.৩	২০.১	৬.৭	-৬.২	৩.৬	-১৪.৮	-২.৫
২) অন্যান্য সরকারি খাত	৩২.৩	-৯.৫	-৩৮.৪	৩৪.৭	৩০.৯	-৩.৭	৭.৭	১১.১
খ) বেসরকারি খাত	২৫.৮	১৯.৭	১০.৮	১২.৩	১৩.২	১৬.৮	১৫.৭	১৬.৯
৩। এম৩	১৮.৯	১৫.৬	১৫.৩	১৬.৫	১৪.৮	১৮.৩	১৪.৬	১১.৪

সা সাময়িক

© জুন শেষের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

©© সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে সমন্বয় করা হয়েছে।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৭ ঃ ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) এবং মূল্যস্ফীতির হার- জাতীয় (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০)

সময়	১২- মাসের গড় ভিত্তিক						১২-মাসের পয়েন্ট টু-পয়েন্ট ভিত্তিক					
	সাধারণ		খাদ্য		খাদ্য-বহির্ভূত		সাধারণ		খাদ্য		খাদ্য-বহির্ভূত	
	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার
ভার*	১০০.০০		৫৮.৮৪		৪১.১৬		১০০.০০		৫৮.৮৪		৪১.১৬	
অর্থবছর ০৭	১৭৬.০৪	৭.২০	১৮৪.১৬	৮.১১	১৬৫.৭৯	৫.৯০	১৮৪.৮৯	৯.২০	১৯৪.১৯	৯.৮২	১৭৩.১৯	৮.৩৪
অর্থবছর ০৮	১৯৩.৫৪	৯.৯৪	২০৬.৭৮	১২.২৮	১৭৬.২৬	৬.৩২	২০৩.৪৫	১০.০৪	২২১.৫৭	১৪.১০	১৭৯.৩২	৩.৫৪
অর্থবছর ০৯	২০৬.৪৩	৬.৬৬	২২১.৬৪	৭.১৯	১৮৬.৬৭	৫.৯১	২০৮.০২	২.২৫	২২২.১৩	০.২৫	১৮৯.৯৮	৫.৯৪
অর্থবছর ১০	২২১.৫৩	৭.৩১	২৪০.৫৫	৮.৫৩	১৯৬.৮৪	৫.৪৫	২২৬.১১	৮.৭০	২৪৬.২৯	১০.৮৮	১৯৯.৯৪	৫.২৪
অর্থবছর ১১	২৪১.০২	৮.৮০	২৬৭.৮৩	১১.৩৪	২০৫.০১	৪.১৫	২৪৯.১১	১০.১৭	২৭৭.১১	১২.৫১	২১১.৩৯	৫.৭৩
ভার**	১০০.০০		৫৬.১৮		৪৩.৮২		১০০.০০		৫৬.১৮		৪৩.৮২	
অর্থবছর ১২	১৭০.১৯	৮.৬৯	১৮৩.৬৫	৭.৭২	১৫২.৯৪	১০.২১	১৭০.৩৩	৫.৫৫	১৭৯.৭৪	২.৫৬	১৫৮.২৭	১০.২১
অর্থবছর ১৩	১৮১.৭৩	৬.৭৮	১৯৩.২৪	৫.২২	১৬৬.৯৭	৯.১৭	১৮৪.০৪	৮.০৫	১৯৪.৫৮	৮.২৬	১৭০.৫৩	৭.৭৫
অর্থবছর ১৪	১৯৫.০৮	৭.৩৫	২০৯.৭৯	৮.৫৭	১৭৬.২২	৫.৫৪	১৯৬.৮৬	৬.৯৭	২১০.১৫	৮.০০	১৭৯.৮২	৫.৪৫
অর্থবছর ১৫	২০৭.৫৮	৬.৪০	২২৩.৮০	৬.৬৮	১৮৬.৭৯	৫.৯৯	২০৯.১৭	৬.২৫	২২৩.৪৩	৬.৩২	১৯০.৮৮	৬.১৫
অর্থবছর ১৬	২১৯.৮৬	৫.৯২	২৩৪.৭৭	৪.৯০	২০০.৭৪	৭.৪৭	২২০.৭৪	৫.৫৩	২৩২.৮৭	৪.২৩	২০৫.১৯	৭.৫০
অর্থবছর ১৭	২৩১.৮২	৫.৪৪	২৪৮.৯০	৬.০২	২০৯.৯২	৪.৫৭	২৩৩.৮৬	৫.৯৪	২৫০.৩৫	৭.৫১	২১২.৭২	৩.৬৭
অর্থবছর ১৮	২৪৫.২২	৫.৭৮	২৬৬.৬৪	৭.১৩	২১৭.৭৭	৩.৭৪	২৪৬.৮২	৫.৫৪	২৬৫.৩৩	৫.৯৮	২২৩.০৯	৪.৮৭
অর্থবছর ১৮												
জুলাই -১৭	২৩২.৮৬	৫.৪৫	২৫০.২৮	৬.২৩	২১০.৫৩	৪.৩০	২৩৬.৬১	৫.৫৭	২৫৪.২০	৬.৯৫	২১৪.০৫	৩.৫৩
আগস্ট -১৭	২৩৩.৯৭	৫.৫০	২৫১.৭৫	৬.৪৮	২১১.১৮	৪.০৩	২৩৯.৯২	৫.৮৯	২৫৯.৬০	৭.৩২	২১৪.৬৮	৩.৭৫
সেপ্টেম্বর -১৭	২৩৫.১৫	৫.৫৫	২৫৩.৩৮	৬.৭২	২১১.৭৭	৩.৮১	২৪৪.৩৬	৬.১২	২৬৭.৩৮	৭.৮৭	২১৪.৮৪	৩.৪৪
অক্টোবর-১৭	২৩৬.৩১	৫.৫৯	২৫৪.৯৭	৬.৮৯	২১২.৪০	৩.৬৬	২৪৫.৮৬	৬.০৪	২৬৯.৭৩	৭.৬২	২১৫.২৬	৩.৬১
নভেম্বর -১৭	২৩৭.৪৫	৫.৬৪	২৫৬.৪৪	৭.০৩	২১৩.১১	৩.৫৬	২৪৪.৮৫	৫.৯১	২৬৭.১০	৭.০৯	২১৬.৩৩	৪.১০
ডিসেম্বর -১৭	২৩৮.৫৮	৫.৭০	২৫৭.৯২	৭.১৭	২১৩.৭৮	৩.৫১	২৪৫.০৩	৫.৮৩	২৬৭.০৬	৭.১৩	২১৬.৭৯	৩.৮৫
জানুয়ারি -১৮	২৩৯.৭৩	৫.৭৭	২৫৯.৫২	৭.২৬	২১৪.৩৫	৩.৫২	২৪৮.১৩	৫.৮৮	২৭১.০৫	৭.৬২	২১৮.৭৩	৩.২৩
ফেব্রুয়ারি -১৮	২৪০.৮৪	৫.৭৯	২৬১.০৫	৭.৩০	২১৪.৯৪	৩.৫৪	২৪৭.৮১	৫.৭২	২৭০.২৫	৭.২৭	২১৯.০৪	৩.৩৬
মার্চ -১৮	২৪১.৯৬	৫.৮২	২৬২.৫৪	৭.৩১	২১৫.৫৬	৩.৫৬	২৪৮.৬৫	৫.৬৮	২৭১.২৭	৭.০৯	২১৯.৬৪	৩.৫২
এপ্রিল- ১৮	২৪৩.০৬	৫.৮৩	২৬৪.০৩	৭.৩২	২১৬.১৮	৩.৫৮	২৪৮.৮৫	৫.৬৩	২৭১.৪২	৭.০৩	২১৯.৯০	৩.৪৯
মে -১৮	২৪৪.১৪	৫.৮১	২৬৫.৩৯	৭.২৫	২১৬.৯০	৩.৬৪	২৪৫.৮০	৫.৫৭	২৬৫.২৭	৬.৫৬	২২০.৮৩	৪.০৮
জুন -১৮	২৪৫.২২	৫.৭৮	২৬৬.৬৪	৭.১৩	২১৭.৭৭	৩.৭৪	২৪৬.৮২	৫.৫৪	২৬৫.৩৩	৫.৯৮	২২৩.০৯	৪.৮৭

* ভিত্তি: অর্থবছর ৯৬=১০০, ** ভিত্তি: অর্থবছর০৬=১০০ ।

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ।

সারণী ৮ ঃ বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক (ভিত্তি : অর্থবছর ০৬ =১০০)

প্রধান শিল্প গ্রুপ	ভার	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮[সা]
১. ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৩৬.১১	২৬৭.৮৮	২৯৭.৮৯	৩৪৪.৮৯
২. খাদ্য	১০.৮৪	৩৩৩.০৭	৩৮৫.১	৪১০.৪২	৫০১.০৩
৩. পানীয়	০.৩৪	২৩০.০৬	২৬৯.৭৫	২৫৭.৬১	২৪০.৪১
৪.তামাক	২.৯২	১৪৭.৩৭	১৩৫.৪৮	১৩৯.৫৭	১৬৪.৩৭
৫. বস্ত্র	১৪.০৭	১২২.৮১	১৩৮.৯	১৬৮.৩৯	১৯৫.১৯
৬. পোশাক পরিচ্ছদ	৩৪.৮৪	৩০৪.৭৬	৩৩৮.৭৩	৩৪৩.৭৪	৩৮৮.৬২
৭. চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য	৪.৪০	১৪০.৪৮	১২৫.৪৪	১৯৪.১৩	২৯২.২২
৮. কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য এবং কর্ক	০.৩৩	২৬৯.৮৮	৩০১.৭২	৩২৫.২৬	৩৩৯.৫২
৯. কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য	০.৩৩	১৭৪.৬৮	১৮১.০৮	১৮৩.৬৭	১৮৫.৩৮
১০.প্রিন্টিং অ্যান্ড রিপ্রডাক্শন অব রেকর্ডেড মিডিয়া	১.৮৩	১৪০.৯১	১৪৭.৮৩	১৫৫.৬২	১৬২.২২
১১. কোক ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	১.২৫	৯৬.৭৯	৯৪.০৩	১৮২.৭৪	১২৩.৩৫
১২.রাসায়নিক এবং রসায়নজাত দ্রব্য	৩.৬৭	৭৭.৪৯	৯২.৬	১০৪.০৪	১০০.৭৮
১৩. ঔষধজাত এবং চিকিৎসা কাজে ব্যবহার্য কেমিক্যাল	৮.২৩	২৯০.৯৮	৩১৯.২৬	৪২৪.৩০	৫২৮.১৯
১৪. রাবার এবং প্লাস্টিক দ্রব্য	১.৫৬	২৯২.৬৯	৩৩৮.১৪	৩৫৯.৭৯	৪১১.৯৩
১৫. নন মেটালিক খনিজ দ্রব্য	৭.১২	১৮২.৭৮	২৫৮.৩৪	৩৪১.৮৫	৩৮১.৮৫
১৬. মৌলিক ধাতব দ্রব্য	৩.১৫	১৮৭.১৩	২০২.৮৫	১৭৪.০৪	১৮৫.২৭
১৭. মেশিনারি ব্যতীত অন্যান্য ফেব্রিকেটেড ধাতু	২.৩২	১৮২.৩০	২০০.৫৩	২৪৬.০১	২৭৪.৩৪
১৮. কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স এবং অপটিক্যাল প্রডাক্ট	০.১৫	১৪৮.৩৭	২৩১.৮৯	৩৫৩.৩৩	১৭৮.৫৭
১৯. ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী	০.৭৩	১৬৪.৫৬	২১৪.১২	৩৪২.৭৭	৩৩৭.৫৮
২০. মেশিনারি এবং ইক্যুইপমেন্ট (এন.ই.সি)	০.১৮	২০৪.৮৯	২৭৯.১৪	৪০৬.৩৭	৫৪৮.৭৩
২১. মোটরযান, ট্রেইলরস এবং সেমি ট্রেইলরস	০.১৩	১৭৮.৮৩	৩৩১.৬৩	৫৫৯.৬১	৩১৮.৪৯
২২. অন্যান্য যানবাহন সরঞ্জাম	০.৭৩	৩৪০.১২	৫৯২.৪১	৫৬০.০০	৬০৪.৪৩
২৩. আসবাবপত্র	০.৮৮	১১৬.৩৫	১৩২.০২	১৫১.৪৪	১৮৪.৮১

[সা] সাময়িক।

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

সারণী ৯ ঃ রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	তফসিলি ব্যাংকসমূহে রক্ষিত নগদ অর্থ	বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ব্যালেন্স*	বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যালেন্স	রিজার্ভ মুদ্রা
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+৩+৪+৫)
২০০২	১২৫.৩	১৩.৫	৬৬.৮	০.১	২০৫.৭
২০০৩	১৩৯.০	১৪.৪	৬০.৮	০.১	২১৪.৩
২০০৪	১৫৮.১	১৪.৮	৬৫.৬	০.২	২৩৮.৭
২০০৫	১৮৫.২	১৮.১	৭০.৪	০.৪	২৭৪.১
২০০৬	২২৮.৬	২০.৩	৯০.১	০.৫	৩৩৯.৫
২০০৭	২৬৬.৪	২১.৪	১০৫.৭	০.৭	৩৯৪.২
২০০৮	৩২৬.৯	২৯.৬	১১৮.১	১.১	৪৭৫.৬
২০০৯	৩৬০.৫	৩৪.০	২৩১.৬	১.৪	৬২৭.৫
২০১০	৪৬১.৬	৪৩.১	২৩৪.৭	২.১	৭৪১.৪
২০১১	৫৪৮.০	৫৭.৩	২৯০.১	২.০	৮৯৭.৩
২০১২	৫৮৪.২	৬৪.৮	৩২৬.৬	২.৪	৯৭৮.০
২০১৩	৬৭৫.৫	৭৮.২	৩৬৮.০	৩.১	১১২৪.৯
২০১৪	৭৬৯.১	৮৫.৮	৪৪০.০	৩.৯	১২৯৮.৮
২০১৫	৮৭৯.৪	১০২.১	৪৯৮.৪	৪.৯	১৪৮৪.৮
২০১৬	১২২০.৭	১০২.৩	৬০৩.০	৬.০	১৯৩২.০
২০১৭	১৩৭৫.৩	১৩৭.৩	৭২৭.৩	৬.৭	২২৪৬.৬
২০১৮সা	১৪০৯.২	১৪০.২	৭৮০.৪	৭.৬	২৩৩৭.৪

সা সাময়িক ।

* জুন ২০০২ পর্যন্ত ফরেন কারেন্সি ক্লিয়ারিং অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স ব্যতীত বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ডিএমবি এর ব্যালেন্স এবং রিজার্ভ মুদ্রা সেই অনুসারে সংশোধন করা হয়েছে ।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণী ১০ ঃ রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উৎসসমূহের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি					নিট বৈদেশিক সম্পদ	অন্যান্য সম্পদ (নিট)	রিজার্ভ মুদ্রা
	সরকার (নিট)	তফসিলি ব্যাংকসমূহ	অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	বেসরকারি খাত	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+৩+৪+৫)	৭	৮	৯=(৬+৭+৮)
২০০২	১২৮.৩	৪৭.৩	১২.৮	১০.১	১৯৮.৫	৭২.৩	-৬৫.১	২০৫.৭
২০০৩	৭৩.৫	৪৮.৫	১২.৮	১১.৪	১৪৬.২	১১৮.১	-৪৯.৯	২১৪.৪
২০০৪	১১৮.৫	৫৮.৫	১২.৪	১২.৪	২০১.৮	১৩৫.৪	-৯৮.৫	২৩৮.৭
২০০৫	১৫৬.৭	৬১.৩	১১.১	১৩.৪	২৪২.৫	১৪৬.৯	-১১৫.৩	২৭৪.১
২০০৬	২৪৯.৮	৬৩.৪	১০.১	১৪.৩	৩৩৭.৬	১৮৬.৪	-১৮৪.৫	৩৩৯.৫
২০০৭	২৫৯.৩	৬৪.৪	৯.৯	১৫.৮	৩৪৯.৪	২৮৭.৭	-২৪২.৯	৩৯৪.২
২০০৮	২৫৯.৩	৭৩.৩	৯.৫	১৭.০	৩৫৯.১	৩২৮.১	-২১১.৬	৪৭৫.৬
২০০৯	২৮৪.৭	৬৮.৫	৮.৫	২০.২	৩৮১.৯	৪৩২.৩	-১৮৬.৭	৬২৭.৫
২০১০	২১৪.৭	৬৬.১	৮.৩	২৫.৯	৩১৫.০	৬১১.৮	-১৮৫.৪	৭৪১.৪
২০১১	৩১৭.১	১৮৬.১	৭.৮	৩১.৪	৫৪২.৪	৬১৩.৪	-২৫৮.৫	৮৯৭.৩
২০১২	৩৭৮.৫	২২৬.৩	১১.৮	৩৬.০	৬৫২.৬	৬৮৯.৩	-৩৬৩.৯	৯৭৮.০
২০১৩	২৭০.৭	১০২.২	১৩.৫	৪১.৮	৪২৮.২	১০৩২.৫	-৩৩৫.৮	১১২৪.৯
২০১৪	৩৮.৪	৬২.৮	১২.০	৪২.৭	১৫৬.০	১৪৭৫.০	-৩৩২.২	১২৯৮.৮
২০১৫	৮.১	৫৬.৬	২১.৬	৪৬.৪	১৩২.৭	১৭৭৪.০	-৪২১.৯	১৪৮৪.৮
২০১৬	১৩৩.৭	৬০.২	২০.২	৪৯.৭	২৬৩.৮	২১৮৯.০	-৫২০.৮	১৯৩২.০
২০১৭	১২৯.৮	৫০.৫	২১.৬	৪৯.৮	২৫১.৭	২৫২০.৩	-৫২৫.৪	২২৪৬.৬
২০১৮[সা]	২২৫.৭	৫৬.০	২৩.৭	৫১.৭	৩৫৭.১	২৫৩২.৫	-৫৫২.২	২৩৩৭.৪

সা সাময়িক ।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণী ১১ ঃ সরকারি এবং বেসরকারি খাতের আমানতসমূহের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	তলবি আমানত[১/]			মেয়াদি আমানত[১/]		
	সরকারি[২/]	বেসরকারি	মোট	সরকারি[২/]	বেসরকারি[৩/]	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০০২	২৩.৭	১০৮.২	১৩১.৯	১৩৪.৯	৬৫৩.৩	৭৮৮.২
২০০৩	২৬.৫	১১৮.১	১৪৪.৬	১৫৭.৩	৭৬৩.৯	৯২১.২
২০০৪	২৭.১	১৩৬.০	১৬৩.১	১৮৪.২	৮৬৫.৯	১০৫০.১
২০০৫	৩৫.২	১৫৮.৯	১৯৪.১	২২৩.৩	১০০৮.৪	১২৩১.৭
২০০৬	৩৮.১	১৮৩.৯	২২২.০	২৫৫.১	১২১২.৯	১৪৬৮.০
২০০৭	৪২.২	২১৮.৮	২৬১.০	২৯৮.৭	১৪০৯.৮	১৭০৮.৫
২০০৮	৪৯.৫	২৫৪.৯	৩০৪.৪	৩৬৪.৮	১৬৪৭.৬	২০১২.৪
২০০৯	৫৭.৫	২৮০.৩	৩৩৭.৮	৪৪২.৭	২০০৫.৬	২৪৪৮.৩
২০১০	৬১.৮	৩৯৩.০	৪৫৪.৮	৫৩৭.১	২৩৭৪.৫	২৯১১.৬
২০১১	৮৭.৮	৪৩৯.৩	৫২৭.১	৬৭৭.০	২৯০০.৪	৩৫৭৭.৪
২০১২	১০৩.৪	৪৭১.০	৫৭৪.৪	৮৪৫.১	৩৪৮০.৭	৪৩২৫.৮
২০১৩	১১২.১	৫১৭.৮	৬২৯.৯	৯৫৪.৮	৪১৪৪.২	৫০৯৯.০
২০১৪	১১৫.৩	৬০০.২	৭১৫.৫	১০৮০.৯	৪৮২৮.৪	৫৯০৯.৩
২০১৫	১১৯.২	৬৮৩.৬	৮০২.৮	১৩৭৬.৫	৫২৮৩.৭	৬৬৬০.২
২০১৬	১৩৯.২	৮৫৩.৪	৯৯২.৬	১৬৩৮.৩	৫৮৭১.৪	৭৫০৯.৭
২০১৭	১৯২.১	৯৭১.৫	১১৬৩.৬	১৭৮১.০	৬৪৮০.৮	৮২৬১.৮
২০১৮	২০৪.১	১০৭১.০	১২৭৫.১	২০৩৪.০	৭১৩১.৯	৯১৬৫.৯
			শতকরা অংশ			
২০০২	১৮.০	৮২.০	১০০	১৭.১	৮২.৯	১০০
২০০৩	১৮.৩	৮১.৭	১০০	১৭.১	৮২.৯	১০০
২০০৪	১৬.৬	৮৩.৪	১০০	১৭.৫	৮২.৫	১০০
২০০৫	১৮.১	৮১.৯	১০০	১৮.১	৮১.৯	১০০
২০০৬	১৭.১	৮২.৯	১০০	১৭.৪	৮২.৬	১০০
২০০৭	১৬.২	৮৩.৮	১০০	১৭.৫	৮২.৫	১০০
২০০৮	১৬.৩	৮৩.৭	১০০	১৮.১	৮১.৯	১০০
২০০৯	১৭.০	৮৩.০	১০০	১৮.১	৮১.৯	১০০
২০১০	১৩.৬	৮৬.৪	১০০	১৮.৪	৮১.৬	১০০
২০১১	১৬.৭	৮৩.৩	১০০	১৮.৯	৮১.১	১০০
২০১২	১৮.০	৮২.০	১০০	১৯.৫	৮০.৫	১০০
২০১৩	১৭.৮	৮২.২	১০০	১৮.৭	৮১.৩	১০০
২০১৪	১৬.১	৮৩.৯	১০০	১৮.৩	৮১.৭	১০০
২০১৫	১৪.৮	৮৫.২	১০০	২০.৭	৭৯.৩	১০০
২০১৬	১৪.০	৮৬.০	১০০	২১.৮	৭৮.২	১০০
২০১৭	১৬.৫	৮৩.৫	১০০	২১.৬	৭৮.৪	১০০
২০১৮	১৬.০	৮৪.০	১০০	২২.২	৭৭.৮	১০০

১/ আন্তঃব্যাংক লেনদেন ব্যতীত।
২/ সরকারি আমানতসহ।
৩/ ওয়েজ আর্নার্স আমানতসহ।
উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১২ ঃ তফসিলি ব্যাংকসমূহের নির্বাচিত পরিসংখ্যানের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	৩০ জুন ২০১১	৩০ জুন ২০১২	৩০ জুন ২০১৩	৩০ জুন ২০১৪	৩০ জুন ২০১৫	৩০ জুন ২০১৬	৩০ জুন ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১। ব্যাংক আমানত (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে)	**৪১০৪.৮**	**৪৯০০.৪**	**৫৭২৯.৭**	**৬৬২৫.৭**	**৭৪৬৩.৪**	**৮৪৯৬.৩**	**৯৪২৫.৯**	**১০৪৪১.৫**
(ক) তলবি আমানত	৪৮১.১	৫১০.৬	৫৫৭.৪	৬৪৩.৪	৭২৩.৮	৮৯৭.৬	১০১৮.৯	১১৩২.২
(খ) মেয়াদি আমানত	৩৩৭৪.২	৪০৭৩.৮	৪৭৯৯.০	৫৫৮৯.৮	৬২৬৮.০	৭০৩৯.৫	৭৭৬০.০	৮৫৫০.৯
(গ) নিয়ন্ত্রিত আমানত	০.৩	০.২	০.৮	০.৩	০.৪	০.৫	০.৫	০.৫
(ঘ) সরকারি আমানত	২৪৯.২	৩১৫.৭	৩৭২.৫	৩৯২.২	৪৭১.২	৫৫৮.৭	৬৪৬.৫	৭৫৭.৯
২। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ	১৭৮.৩	২১৬.৬	৯৪.৪	৫৫.৩	৪৮.২	১৮৩.৯	২৪৩.৯	৩২৩.৩
৩। সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল	৫৭.৩	৬৪.৮	৭৮.২	৮৫.৮	১০২.১	১০২.৩	১৩৭.৩	১৪০.২
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ব্যালেন্স (এফসিডি অন্তর্ভুক্ত	৩৮৪.০	৪৭২.৪	৪৫৩.৪	৫৫৮.৫	৫৬৮.৫	৬৭২.৯	৮১৫.৯	৮৭১.৬
৫। বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংকের সাথে ব্যালেন্স	১০৪.৩	১২০.২	১৫৯.৪	১৬৮.৮	১৫৯.৩	২০৬.৬	২৮৫.৮	৪৪৪.৩
৬। চাহিবা মাত্র এবং স্বল্প নোটিসে ফেরতযোগ্য অর্থ	২৯.৪	৫৭.৪	৫৩.০	৪৯.৯	২৫.৩	৫১.৭	৬৫.৪	৪৬.৭
৭। মোট বিনিয়োগ©	**৭৫৪.৩**	**৯৬৭.৩**	**১৩৬১.১**	**১৬৯৮.৮**	**১৭৪৪.৩**	**১৭৯৮.৭**	**১৭৮৭.৫**	**১৮৪৮.০**
(ক) সরকারি সিকিউরিটিজ ও ট্রেজারি বিল*	৬৩৯.১	৮৩১.৭	১২০৮.১	১৪৯৩.৩	১৫২৪.২	১৫৩৬.৭	১৪৭৬.৫	১৪৯২.৭
(খ) অন্যান্য	১১৫.৩	১৩৫.৫	১৫৩.০	২০৫.৫	২২০.১	২৬২.০	৩১১.০	৩৫৫.৩
৮। ব্যাংক ঋণ(আন্তঃব্যাংক লেনদেন ও বৈদেশিক বিল বাদে)	**৩৪০৯.৩**	**৪০৫৬.৬**	**৪৩৭২.০**	**৪৮৮২.২**	**৫৫৩৩.৪**	**৬৪২৮.৩**	**৭৪৫৬.১**	**৮৭৬২.৫**
(ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত অগ্রিম **	৩১৯৮.৯	৩৮১৮.১	৪১৭২.৯	৪৬৮৮.৭	৫৩৩৩.১	৬১৮৭.৮	৭১৬৬.৬	৮৪৮০.৫
(খ) অভ্যন্তরীণ ক্রয়কৃত এবং বাট্টাকৃত বিলসমূহ	২১০.৪	২৩৮.৫	১৯৯.০	১৯৩.৫	২০০.৩	২৪০.৫	২৮৯.৪	২৮২.০
৯। ঋণ/আমানত অনুপাত (বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে)	০.৮	০.৮	০.৮	০.৭	০.৭	০.৮	০.৮	০.৮

© সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বিল/বন্ডসমূহ এবং অন্যান্য বিনিয়োগ (শেয়ার/ডিবেঞ্চার, রিভার্স রেপো ইত্যাদি) এতে অন্তর্ভুক্ত ।

* সরকারি সিকিউরিটিজ এবং ট্রেজারি বিলসমূহ ব্যয় মূল্যে দেখানো হয়েছে ।

** অগ্রিমসমূহ সামষ্টিক ভিত্তিতে ।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণী ১৩ ঃ নির্বাচিত সুদের হারের গতি (বছর শেষে)

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ব্যাংক রেট	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০
ট্রেজারি বিল রেট*								
৯১-দিন	৫.৬	৫.৭	৮.৪	৬.৯	৫.৪	৩.৯	৩.৮	৩.৯
১৮২-দিন	৫.৫	৬.২	১০.২	৭.৫	৬.৪	৪.৭	৪.৩	৪.৪
৩৬৪-দিন	৬.২	৬.২	১০.৪	৮.০	৬.৮	৫.২	৪.৫	৪.৬
কলমানি রেট*								
ঋণ	১০.৯	১৫.০	৭.২	৬.৩	৫.৮	৩.৭	৩.৯	৩.৪
ধার	১০.৯	১৫.০	৭.২	৬.৩	৫.৮	৩.৭	৩.৯	৩.৪
তফসিলি ব্যংকসমূহের সুদ হার*								
আমানত	৭.৩	৮.২	৮.৫	৭.৮	৬.৮	৫.৫	৪.৮	৫.৫
অগ্রিম	১২.৪	১৩.৮	১৩.৭	১৩.১	১১.৭	১০.৪	৯.৬	১০.০

* ভারীত-গড় ।

উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণী ১৪ ঃ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ (ট্রেজারি বিল/বন্ড/ সিকিউরিটিজ)	উদ্দেশ্যাবলী	৩০ জুন ২০১৭ এ স্থিতি	৩০ জুন ২০১৮[সা] এ স্থিতি
১		২	৩	৪
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক				
১.	উপায় -উপকরণ অগ্রিম	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	৩০.১৬	৪০.০০
২.	ওভারড্রাফট		০.০০	২৭.৮৪
৩.	ওভারড্রাফট ব্লক		৫৬.৮৫	৪১.৮৫
৪.	ডিভল্‌ভমেন্ট		**৫০.৩১**	**১০৬.৮৩**
	ক) ট্রেজারি বিল		৮.১২	৪৮.৮২
	খ) ট্রেজারি বন্ড		৪২.২০	৫৮.০১
৫.	সরকারের মুদ্রা দায়		২০.২৬	২০.২৬
৬.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত আগাম		০.০০	০.০০
৭.	পুঞ্জিত সুদ[স]		১.০৮	১.১২
৮.	সরকারি আমানত [ঙ] (-)		-০.২৯	-০.৩৩
৯	জিআইআইবি তহবিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থিতি (-)		-৩০.০০	-১৩.০১
ক)	**মোট ঃ (১ +...+ ৯)** *		**১২৮.৩৮**	**২২৪.৫৭**
খ)	আমানত গ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ (ডিএমবিজ)			
১.	**গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল**		**২৩৫.১৯**	**২১২.৩২**
	১) ট্রেজারি বিল (১-বছরের কম)	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	২৩৫.১৯	২১২.৩২
২.	**বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি)**		**৯৯৭.৫৮**	**১০৩৫.২৭**
	১) ২-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৭১.০৯	৮০.১৮
	২) ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যাংকের, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন কোম্পানির কর্মচারীদের জিএফ বৃদ্ধি	২৪৫.০৪	২১৩.৬৯
	৩) ১০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৩৮৭.৭৬	৩৯৭.৩৬
	৪) ১৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		১৬২.৮৫	১৮৭.১০
	৫) ২০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		১৩০.৮৬	১৫৬.৯৩
৩.	**অন্যান্য বিশেষ ট্রেজারি বন্ড**		**১১৯.৯৮**	**১০৮.২৫**
ক)	১ বছর এবং তার বেশি কিন্তু ৫ বছরের কম (বিশেষায়িত বন্ড)		**০.০০**	**০.৪১**
	২ সুদমুক্ত ৩-বছর মেয়াদি হিমায়িত খাদ্য ট্রেজারি বন্ড ২০২১[১/]	হিমায়িত খাদ্য শিল্পের ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.৪১
খ)	৫ বছর এবং তার বেশি (বিশেষায়িত বন্ড)		**১১৯.৯৮**	**১০৭.৮৫**
	১) সুদমুক্ত ৭ এবং ১০-বছর মেয়াদি (বিজেএমসি এবং বিটিএমসি) ট্রেজারি বন্ড-২০১৭ এবং ২০২০[২/]	বিজেএমসি এবং বিটিএমসি এর ঋণ পরিশোধ	৩.৩৯	২.০৪
	২) শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ২৫-বছর মেয়াদি জুট ট্রেজারি বন্ড-২০১৮[৩/]	পাট খাতের ঋণ পরিশোধে পুনর্ভরণ	০.৩০	০.১৫
	৩) শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ২৫-বছর মেয়াদি জুট ট্রেজারি বন্ড-২০১৯	পাট খাতের ঋণ পরিশোধে পুনর্ভরণ	০.২০	০.১০
	৪) শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ২৫-বছর মেয়াদি জুট ট্রেজারি বন্ড-২০২০[৪/]	প্রাইভেট ব্যাংক কর্তৃক পাটকলের ঋণের লোকসানের এক তৃতীয়াংশ পুনর্ভরণ	০.০৯	০.০৬
	৫) শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ১০ থেকে ১৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ট্রেজারি বন্ড[৫/]	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর ঋণ পরিশোধ	২৯.২৩	২৮.২৩
	৬) শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ৬ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ট্রেজারি বন্ড[৬/]	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর ঋণ পরিশোধ	৯.৫০	০.০০
	৭) শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ৯ থেকে ১৩ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) ট্রেজারি বন্ড	বিজেএমসি এর ঋণ পরিশোধ	১৭.৯২	১৭.৯২
	৮) শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ৭ বছর মেয়াদি এসপিটিবি-২০২০	সরকারি নগদ ব্যালেন্স বৃদ্ধি	২০.০০	২০.০০

সারণী ১৪ ঃ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ (ট্রেজারি বিল/বন্ড/ সিকিউরিটিজ)	উদ্দেশ্যাবলী	৩০ জুন ২০১৭ এ স্থিতি	৩০ জুন ২০১৮[সা] এ স্থিতি
১		২	৩	৪
	৯) শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ৮ বছর মেয়াদি এসপিটিবি - ২০২১		২০.০০	২০.০০
	১০) শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ১০ বছর মেয়াদি এসপিটিবি -২০২৩		১৯.৩৫	১৯.৩৫
৪.	**উপ-মোটঃ (১+২+৩)**		**১৩৫২.৭৫**	**১৩৫৫.৮৪**
৫.	প্রাইজবন্ড/ ইনকাম ট্যাক্স বন্ড		০.২৬	০.২৫
৬.	সরকারি অন্যান্য সিকিউরিটিজ		০.০৪	০.০৫
৭.	খাদ্য মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত অগ্রিম		২.৯১	৮.৪৪
৮.	অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত অগ্রিম		১৬.৫৮	১৫.৮৩
৯.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত অগ্রিম		১৪.১৬	২৩.৭৫
১০.	পুঞ্জিত সুদ[স]		৩৪.৫৩	২১.২১
১১.	মন্ত্রণালয়সমূহ ও বিভাগসমূহের গচ্ছিত আমানত (-)		-২৬৬.৩০	-৩১১.৬২
১২.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের গচ্ছিত আমানত (-)		-৩৮০.২১	-৪৪৬.২৯
১৩	জিআইআইবি তহবিলে তফসিলি ব্যাংকসমূহের স্থিতি(১+২)		**২৮.১৭**	**১০.৫৪**
	১) জিআইআইবি তহবিলে বিনিয়োগ		৮২.৭৬	৯১.৫৪
	২) জিআইআইবি তহবিল থেকে গৃহীত ঋণ (-)		-৫৪.৬০	-৮১.০১
খ.	**মোট : (৪+...+১৩)**		**৮০২.৮৭**	**৬৭৮.০১**
	সর্বমোট : ক+খ		**৯৩১.২৫**	**৯০২.৫৮**

নোট: ®অন্যান্য গচ্ছিত আমানতসমূহ অন্তর্ভুক্ত।

* জিআইআইবি তহবিল অন্তর্ভুক্ত।

[স] সংশোধিত।

[সা] সাময়িক।

১/ ২৫ জুন, ২০১৮ সালে ৪০.৫ কোটি টাকার সুদমুক্ত ৩-বছর মেয়াদি হিমায়িত খাদ্য ট্রেজারি বন্ড চালু করা হয়।

২/ জুন ২০১৭ সালের ৩৩৯ কোটি টাকার স্থিতির বিপরীতে জানুয়ারি ২০১৮ সালে ১৩৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

৩/ জুন ২০১৭ সালের ২৯.৬ কোটি টাকার স্থিতির বিপরীতে নভেম্বর ২০১৭ সালে ১৪.৮ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

৪/ জুন ২০১৭ সালের ৮.৯ কোটি টাকার স্থিতির বিপরীতে জুলাই ২০১৭ সালে ২.৭ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

৫/ জুন ২০১৭ সালের ২৯২২.৫ কোটি টাকার স্থিতির বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে ১০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

৬/জুন ২০১৭ সালের ৯৫০ কোটি টাকার স্থিতির বিপরীতে ডিসেম্বর ২০১৭ সালে ৯৫০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

উৎস ঃ ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১৫ ঃ সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ

(বিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর ১৭ বিক্রয়	পরিশোধ মূল	পরিশোধ সুদ	নিট বিক্রয়	অর্থবছর ১৮ বিক্রয়	পরিশোধ মূল	পরিশোধ সুদ	নিট বিক্রয়
১	২	৩	৪	৫	৬ = (৩-৪)	৭	৮	৯	১০ =(৭-৮)
	জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহ								
১.	প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০২	০.০৩	-০.০২	০.০০	০.০১	০.০১	-০.০১
২.	৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	৬৫.৬৪	১৫.৩৩	৫.৫৩	৫০.৩১	৫৭.৭৯	২৪.৭৪	৯.৪৯	৩৩.০৫
৩.	৩-বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.	বোনাস সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.	৬-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬.	পরিবার সঞ্চয়পত্র	২৭৮.০৪	৬৮.২৮	৭৭.৮৯	২০৯.৭৬	২৫৭.৪৪	৮৮.৪৯	৯৫.৮৯	১৬৮.৯৫
৭.	৩-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	২০৯.৯৮	৬৫.৪০	৩৯.১৯	১৪৪.৫৮	২৩৬.৫১	১০৬.৫২	৫৩.৬৬	১২৯.৯৯
৮.	জামানত সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	৫৫.২১	১৩.৭৩	১১.২৩	৪১.৪৮	৫৯.০০	২০.৮১	১৬.৫২	৩৮.১৯
১০.	**ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক**	১২৭.১৪	৬০.১০	১৮.৫৪	৬৭.০৪	১৫২.৮২	৭৭.০৯	১৬.০৪	৭৫.৭৩
	ক) সাধারণ হিসাব	২৩.৫৬	১৯.৩৬	২.৮৩	৪.১৯	৩৩.৭৩	২৫.৩৭	২.০৪	৮.৩৫
	খ) মেয়াদি হিসাব	১০৩.৫৯	৪০.৭৪	১৫.৭২	৬২.৮৫	১১৬.৬১	৪৯.৩৮	১৩.৯৪	৬৭.২৩
	গ) বোনাস হিসাব	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.৪৮	২.৩৪	০.০৫	০.১৫
১১.	ডাক জীবন বীমা	০.৮৭	০.৮৬	০.২৪	০.০২	০.৮৭	০.৮৫	০.২৬	০.০২
১২.	প্রাইজবন্ড	০.৮২	০.৪০	০.২০	০.৪২	০.৭২	০.৩৬	০.২৭	০.৩৬
১৩.	ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড	১১.০৫	১.৮৮	৪.৬০	৯.১৭	১৯.০৩	১.৭০	৬.৭৮	১৭.৩৩
১৪.	৩-বছর মেয়াদি জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড	০.০০	০.০১	০.০০	-০.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫.	ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	০.১৫	০.২৫	০.১৬	-০.১০	০.২৪	০.২২	০.২৪	০.০২
১৬.	ইউএস ডলার বিনিয়োগ বন্ড	২.৪৪	০.৯২	০.৫৫	১.৫২	৩.৪৪	১.৭৭	০.৮৬	১.৬৮
১৭.	**মোট ঃ (১+...+১৬)**	**৭৫১.৩৫**	**২২৭.১৭**	**১৫৮.১৭**	**৫২৪.১৭**	**৭৮৭.৮৫**	**৩২২.৫৪**	**২০০.০২**	**৪৬৫.৩০**

		স্থিতি ৩০ জুন ২০১৭	নিট পরিবর্তন	স্থিতি ৩০ জুন ২০১৮	নিট পরিবর্তন
১৮.	**সরকারি ট্রেজারি বিলস্/বন্ডস্**	২৫৩.৬৫	১২.৭২	২৬৩.২৬	৯.৬০
	১) সরকারি ট্রেজারি বিলস	২.২১	-০.৯২	২.৩১	০.১০
	২) বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি)	২৫১.৪৫	১৩.৬৩	২৬০.৯৫	৯.৫০
	ক) ২-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	৩.৭২	-০.৯৭	১.৯২	-১.৭৯
	খ) ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	৫৭.৭৮	-৩.১১	৬০.৭০	২.৯২
	গ) ১০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	১০২.৯১	৪.৬৯	১০৯.১৮	৬.২৬
	ঘ) ১৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	৩৭.৮৮	৭.২৬	৪০.৮৫	২.৯৭
	ঙ) ২০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	৪৯.১৫	৫.৭৭	৪৮.২৯	-০.৮৬
১৯.	**সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নিট) ঃ (১৭+১৮)**		**৫৩৬.৮৯**		**৪৭৪.৯১**

উৎসঃ জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণী ১৬ ঃ লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা*

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬[স]	অর্থবছর ১৭[সা]	অর্থবছর ১৮[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-৯৩২০**	**-৭০০৯**	**-৬৭৯৪**	**-৬৯৬৫**	**-৬৪৬০**	**-৯৪৭২**	**-১৮২৫৮**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	২৩৯৮৯	২৬৫৬৭	২৯৭৭৭	৩০৬৯৭	৩৩৪৪১	৩৪০১৯	৩৬২০৫
তন্মধ্যে,তৈরি পোশাক (আরএমজি)	১৯০৯০	২১৫১৬	২৪৪৯২	২৫৪৯১	২৮০৯৪	২৮১৫০	৩০৬১৫
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৩৩৩০৯	৩৩৫৭৬	৩৬৫৭১	৩৭৬৬২	৩৯৯০১	৪৩৪৯১	৫৪৪৬৩
সেবা	**-৩০০১**	**-৩১৬২**	**-৪০৯৬**	**-৩১৮৬**	**-২৭০৮**	**-৩২৮৮**	**-৪৫৭৪**
গ্রহণ	২৬৯৪	২৮৩০	৩১১৫	৩০৮৪	৩৫২৩	৩৬২১	৪৫৩৯
প্রদান	৫৬৯৫	৫৯৯২	৭২১১	৬২৭০	৬২৩১	৬৯০৯	৯১১৩
আয়	**-১৫৪৯**	**-২৩৬৯**	**-২৬৩৫**	**-২২৫২**	**-১৯১৫**	**-১৮৭০**	**-২৩৯২**
গ্রহণ	১৯৩	১২০	১৩১	৭৬	৭৪	৮২	১১৩
প্রদান	১৭৪২	২৪৮৯	২৭৬৬	২৩২৮	১৯৮৯	১৯৫২	২৫০৫
তন্মধ্যে, অফিসিয়াল সুদ পরিশোধ	৩৭৩	৪৭৬	৪২৭	৩৬৬	৩৮২	৩৮৪	৫৩৭
চলতি হস্তান্তর	**১৩৪২৩**	**১৪৯২৮**	**১৪৯৩৪**	**১৫৮৯৫**	**১৫৩৪৫**	**১৩২৯৯**	**১৫৪৪৪**
সরকারি	১০৬	৯৭	৮৩	৭৫	৬৭	৫৯	৪৯
বেসরকারি	১৩৩১৭	১৪৮৩১	১৪৮৫১	১৫৮২০	১৫২৭৮	১৩২৪০	১৫৩৯৫
তন্মধ্যে, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ	১২৭৩৪	১৪৩৩৮	১৪১১৬	১৫১৭০	১৪৭১৭	১২৭৬৯	১৪৯৮২
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-৪৪৭**	**২৩৮৮**	**১৪০৯**	**৩৪৯২**	**৪২৬২**	**-১৩৩১**	**-৯৭৮০**
মূলধনী হিসাব	**৪৮২**	**৬২৯**	**৫৯৮**	**৪৯৬**	**৪৬৪**	**৪০০**	**২৯২**
মূলধন হস্তান্তর	৪৮২	৬২৯	৫৯৮	৪৯৬	৪৬৪	৪০০	২৯২
আর্থিক হিসাব	**১৪৩৬**	**২৭৭০**	**২৮৫৫**	**১২৬৭**	**৯৪৪**	**৪২৪৭**	**৯০৭৬**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (সামষ্টিক)[২]	---	---	---	২৫২৫	২৫০২	৩০৩৮	২৭৯৮
তন্মধ্যে, এফডিআই (নিট)	১১৯১	১৭২৬	১৪৭৪	১১৭২	১২৮৫	১৬৫৩	১৫৮৩
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	২৪০	৩৬৮	৯৩৭	৩৭৯	১৩৯	৪৫৭	৩৬৫
অন্যান্য বিনিয়োগ	৫	৬৭৬	৪৪৪	-২৮৪	-৪৮০	২১৩৭	৭১২৮
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি (সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট ব্যতীত)	১৫৩৯	২০৮৫	২৪০৪	২৪৭২	৩০৩৩	৩২১৮	৫৭৮৫
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	৭৮৯	৯০৬	১০১৮	৯১০	৮৪৯	৮৯৫	১১১৩
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নিট)	৭৯	-১৫০	৪৭৭	-৩৫	-১১০	-১৫৩	১৫৫
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নিট)	২৪২	-১৯৩	-৮৩৮	-১০৫	-৪৩৫	১০৩০	১৯৪৭
বাণিজ্য ঋণ (নীট)	-১১১৮	-২৫০	-৩৪০	-২৫০৮	-২১০১	-১১৮৫	-১২৭০
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫২	৯০	-২৪১	৮০২	-১৮	১২২	১৬২৪
সম্পদ	৪৪৩	৩৯৬	৮৯৮	৮৬	৩৪৭	১৭৮	-২৬০
দায়	৪৯৫	৪৮৬	৬৫৭	৮৮৮	৩২৯	৩০০	১৩৬৪
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ	**-৯৭৭**	**-৬৫৯**	**৬২১**	**-৮৮২**	**-৬৩৪**	**-১৪৭**	**-৪৭৩**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**৪৯৪**	**৫১২৮**	**৫৪৮৩**	**৪৩৭৩**	**৫০৩৬**	**৩১৬৯**	**-৮৮৫**
রিজার্ভ	**-৪৯৪**	**-৫১২৮**	**-৫৪৮৩**	**-৪৩৭৩**	**-৫০৩৬**	**-৩১৬৯**	**৮৮৫**
বাংলাদেশ ব্যাংক	-৪৯৪	-৫১২৮	-৫৪৮৩	৪৩৭৩	৫০৩৬	-৩১৬৯	৮৮৫
সম্পদ	২৯৩	৫১৯৬	৫৯৩৩	৪২৪৯	৫৩২২	৩২০৮	-৬৬১
দায়	-২০১	৬৮	৪৫০	-১২৪	২৮৬	৩৯	২২৪

[স] সংশোধিত, [সা] সাময়িক ।

নোটঃ আমদানি (এফওবি) পরিমাপের জন্য কাস্টমস্ এর রেকর্ড ব্যবহার করা হয়েছে ।

* ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ম্যানুয়াল ৬ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে ।

[২] সামষ্টিক সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অর্থবছর ১৫ থেকে নির্ণয় করা হয়েছে ।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণী ১৭ ঃ প্রকারভিত্তিক পণ্য রপ্তানির গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭[স]	অর্থবছর ১৮[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক. হিমায়িত খাদ্য	**৫৯৮.৪**	**৫৪৩.৮**	**৬৩৮.২**	**৫৬৮.১**	**৫৩৫.৮**	**৫২৬.৪৫**	**৫০৮.৪৩**
১। মাছ	১০৮.১	৫৮.০	৫২.৫	৪৯.১	৪৭.১	৪৪.০৪	৫৮.৩০
২। চিংড়ি	৪৭১.৭	৪৫৪.৯	৫৫০.২	৫০৯.৭	৪৪৮.৬	৪৪৬.০৪	৪০৮.৭১
৩। অন্যান্য	১৮.৬	৩০.৯	৩৫.৬	৯.২	৪০.১	৩৬.৩৭	৪১.৪২
খ. কৃষিজাত পণ্যসমূহ	**৪০২.৭**	**৫৩৫.৭**	**৬১৫.১**	**৫৮৬.১**	**৫৯৬.১**	**৫৫৩.১৭**	**৬৭৩.৭০**
১। শাকসবজি	৭৭.৪	১১০.৩	১৪৭.৬	১০৩.২	১০৪.৩	৮১.০৩	৭৭.৯৮
২। তামাক	৬৮.৭	৬০.২	৫৮.৭	৬৮.৫	৫৫.০	৪৬.৬২	৫৬.৩৯
৩। কাট ফ্লাওয়ার	৫০.৫	৪১.৪	৩৯.৩	১১.৪	৪.৭	০.০৮	০.০৯
৪। ফলমূল	৫৭.২	৭১.৯	৬১.৮	৩৮.৫	২০.২	২.৬৯	২.২৪
৫। অন্যান্য	১৪৮.৯	২৫১.৯	৩০৭.৭	৩৬৪.৫	৪১১.৮	৪২২.৭৫	৫৩৭.০০
গ. ম্যানুফ্যাকচারড শিল্পসমূহ	**২৩৩০০.৮**	**২৫৯৪৭.৮**	**২৮৯২৩.৪**	**৩০০৫৪.৯**	**৩৩১২৫.৪**	**৩৩৫৭৬.২৮**	**৩৫৪৮৬.০৪**
১। পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	২৭৫.৪	৩১৪	১৬২.৩	৭৭.৬	২৯৭.০	২৪৩.৭৭	৩৩.৭০
২। রাসায়নিক দ্রব্য	১০৩.০	৯৩.০	৯৩.২	১১১.৯	১২৩.৭	১৩৯.৯৯	১৫০.৭২
৩। প্লাস্টিক সামগ্রী	৮৮.৭	৮৪.৫	৮৫.৭	১০০.৬	৮৯.০	১১৬.৯৫	৯৮.৪৮
৪। চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী (চামড়ার জুতা ব্যতীত)	৪২৯.৭	৫৬১.৪	৭৪৫.৬	৬৪৬.৭	৬৬৬.২	৬৯৭.০৪	৫১৯.৯১
৫। তুলা ও তুলাজাত সামগ্রী	১১৩.০	১২৫.০	১১৫.৬	১০৭.০৪	১০২.৭৬	১০৯.৪৯	১২৪.৮৫
৬। কাঁচা পাট	২৬৬.৩	২২৯.৯	১২৬.৪	১১১.৬	১৭৩.২	১৬৭.৮৪	১৫৫.৬৮
৭। পাটজাত দ্রব্যসামগ্রী	৭০১.১	৮০০.৭	৬৯৮.১	৭৫৭.০	৭৪৬.৪	৭৯৪.৫৮	৮৬৯.৮৭
৮। বিশেষায়িত টেক্সটাইল	১৩৮.৮	১২৪.৫	১০৮.৮	১০৭.০	১০৮.৭	১০৬.১৪	১১০.০৪
৯। নিটওয়্যার পণ্য	৯৪৮৬.৪	১০৪৭৫.৯	১২০৪৯.৮	১২৪২৬.৮	১৩৩৫৫.৪	১৩৭৫৭.২৫	১৫১৮৮.৫১
১০। ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ	৯৬০৩.৩	১১০৩৯.৯	১২৪৪২.১	১৩০৬৪.৬	১৪৭৩৮.৭	১৪৩৯২.৫৯	১৫৪২৬.২৫
১১। হোম টেক্সটাইল	৯০৬.১	৭৯১.৫	৭৯২.৫	৮০৪.৩	৭৫৩.০	৭৯৯.১৪	৮৭৮.৬৮
১২। পাদুকা*	৩৩৫.৫	৪১৯.৩	৫৫০.১	৬৭৩.৩	৭১৪.০	৭৭৭.৮৪	৮০৯.৬৯
১৩। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৩৭৫.৫	৩৬৭.৫	৩৬৬.৬	৪৪৭.০	৫১০.১	৬৮৮.৮৪	৩৫৫.৯৬
১৪। অন্যান্য	৫৭৭.৫	৬৭৬.৭	৫৮৬.৫	৬১৯.৫	৭৪৭.২	৭৮৪.৮২	৭৬৩.৭০
মোট রপ্তানি (ক+খ+গ)	**২৪৩০১.৯**	**২৭০২৭.৪**	**৩০১৮৬.৬**	**৩১২০৮.৯**	**৩৪২৫৭.২**	**৩৪৬৫৫.৯০**	**৩৬৬৬৮.১৭**
তন্মধ্যে, ইপিজেড থেকে রপ্তানি	৩৪২৫.৫	৩৮২৮.৮	৪৪৮০.২৭	৪৯৫৭.৭৯	৫৪৩৯.৩৩	৫২১৩.৫৯	৫৭৮৫.২৬
প্রবৃদ্ধির শতকরা হার (পূর্ববর্তী বছরের তুলনায়)	৫.৯৯%	১১.২২%	১১.৬৯%	৩.৩৯%	৯.৭৮%	১.১৬%	৫.৮১%

[স] সংশোধিত, [সা] সাময়িক।
* চামড়ার জুতা মোট পাদুকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

সারণী ১৮ ঃ প্রকারভিত্তিক পণ্য আমদানির গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭[স]	অর্থবছর ১৮[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক. খাদ্যশস্য	**৫৭৬.৬**	**৯০৬.২**	**১৪৯০.৬**	**১০৬১.৮**	**১২৮৬.৪**	**৩০৯৮.৮**
১) চাল	১৫.৭	১০২.৮	৫০৮.০	১১২.৮	৮৯.৩	১৬০৪.৫
২) গম	৫৬০.৯	৮০৩.৪	৯৮২.৬	৯৪৯.০	১১৯৭.১	১৪৯৪.৩
খ. অন্যান্য পণ্য	**৩৬৭১৩.২**	**৩৯৭১০.২**	**৩৯২১৩.১**	**৪২০৬০.৭**	**৪৫৭১৮.৮**	**৫৫৭৬৬.৫**
১। দুধ এবং দুধজাত দ্রব্য	২৩০.১	২৮০.৩	২৭৭.২	২১৬.০	২৫৩.৬	৩২১.৭
২। মসলা	৭৮.৮	১০৭.০	১৮২.৪	১৯৯.৬	২৬৮.৯	২৮২.৪
৩। তেলবীজ	৩৫৮	৪৫৩.৬	৩৭৪	৫৩৪.১	৪৩২.৪	৫৭১.১
৪। ভোজ্য তেল	৩০১৬.৯	২৯৪৬.৩	৯২৩.৮	১৪৫০.০	১৬২৫.৬	১৮৬৩.২
৫। ডাল (সব ধরনের)	৪৮৫.৯	৩১৮.৬	৪৩৪.৩	৪৭৯.৯	৬৭১.৪	৪৩৩.৯
৬। চিনি	৭৭৯.৫	৮৫২.২	৭৮৮.৭	৬৫৬.৪	৯৮৮.৫	৯১৩.০
৭। ক্লিংকার	৫৬৯.৩	৬৩৩.২	৬৩৮.৪	৫৭৩.৯	৬৪৩.৮	৭৬৫.৭
৮। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৬০.৭	৭২.৩	৩১৬.০	৩৮৫.৮	৪৭৭.৬	৩৬৫.২
৯। পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৩০০৫.৫	৩৩৭১.৫	২০৭৫.৭	২২৭৫.৪	২৮৯৭.৬	৩৬৫২.৩
১০। রাসায়নিক দ্রব্য	১৪১১.৬	১৫৭৭.৫	১৭২৩.৭	১৮৫৩.১	১৯৭৫.৫	২৩১৫.০
১১। ঔষধ সামগ্রী	১৯৭.৫	২১০.৮	১৩৬.৯	২৩৭.২	২৪৫.৬	২৫২.৭
১২। সার	১২৬৫.২	৯৪০.৯	১৩৩৮.৯	১১১৬.৯	৭৩৭.৪	১০০৫.৬
১৩। ডাইং ও ট্যানিং প্রক্রিয়াজাতকরণ সামগ্রী	৪৪৫.৩	৫৪৩.১	৫৯৯.০	৫৮৬.৭	৬০৬.৭	৬৯৫.০
১৪। প্লাস্টিক ও রাবার এবং তন্তুজাত সামগ্রী	১৫৭৭.৩	১৮২২.২	২০৫২.৩	১৯৫১.১	২২২০.৩	২৫২৫.১
১৫। কাঁচা তুলা	২২৫৫.৪	২৪৬৪.৩	২২৯৫.৫	২২৪৪.৯	২৫২৮.৯	৩২৩৫.৪
১৬। সুতা	১৬৭৫.৪	১৮১৬.৯	১৮৫১.২	১৯৬৮.৭	১৯৭১.৮	২৩৫১.০
১৭। টেক্সটাইল এবং তন্তুজাত সামগ্রী	৫০৭১.১	৫৩৬০.৫	৫৭৪২.০	৬২২০.৫	৬০৩৮.০	৬৮৫৯.৫
১৮। স্ট্যাপল ফাইবার	৮৭৭.৯	১০১০.১	১০৭৮.০	১০১৮.১	১০১৬.৬	১১৭৯.৭
১৯। লৌহ, ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতু	২৮৬৫.২	২৮৯৯.৪	৩২৬৫.০	৩২৩৫.৭	৩৭৭১.০	৪৮৩১.৯
২০। মূলধনী যন্ত্রপাতি	২২৫০.০	২৮১৯.১	৩৩২০.৫	৩৫৫৫.৫	৩৮১৬.৮	৫৪৬২.৪
২১। অন্যান্য	৮২৩৬.৬	৯২১০.৪	৯৭৯৯.৫	১১৩০১.২	১২৫৩০.৮	১৫৮৮৪.৭
মোট আমদানি (সিআইএফ)	**৩৭২৮৯.৮**	**৪০৬১৬.৪**	**৪০৭০৩.৭**	**৪৩১২২.৫**	**৪৭০০৫.২**	**৫৮৮৬৫.৩**
মোট আমদানি (এফওবি)	**৩৩৫৭৬.০**	**৩৬৫৭১.০**	**৩৭৬৬২.০**	**৩৯৯০১.০**	**৪৩৪৯১.০**	**৫৪৪৬৩.২**
তন্মধ্যে, ইপিজেড-এর আমদানি	২৪৪৪.৭	৩০৭৭.০	৩১৩৮.১	৩২৮৬.৯	৩১৯০.৭	৩৭৫৬.০

[স] সংশোধিত, [সা] সাময়িক।

উৎস ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর উপাত্ত ব্যবহার করে পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত।

সারণী ১৯ ঃ আমদানি ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও বকেয়া স্থিতির খাতভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণী

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাত/পণ্য	অর্থবছর ১৭			অর্থবছর ১৮			অর্থবছর ১৭-এর তুলনায় অর্থবছর ১৮-এ পরিবর্তনের শতকরা হার		
	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	বছর শেষে এলসি'র স্থিতি	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	বছর শেষে এলসি'র স্থিতি	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	বছর শেষে এলসি'র স্থিতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১) ভোগ্যপণ্য	৬০৭৬.২	৫০২৩.২	২২৭৮.২	৮,১৬৬.৪	৭,৫৭৭.০	২,৩৪৬.৮	৩৪.৪	৫০.৮	৩.০
মোট এর শতকরা হার	১২.৬	১১.৪	১০.১	১১.৮	১৪.৭	৬.১			
ক) খাদ্যশস্য (চাল এবং গম)	১৪৭৮.৬	১১৪৭.৭	৫২১.১	৩,৬০৯.২	৩,০০৪.০	৮১০.৮	১৪৪.১	১৬১.৭	৫৫.৬
খ) অন্যান্য খাদ্যশস্য	৪৫৯৭.৬	৩৮৭৫.৪	১৭৫৭.১	৪,৫৫৭.২	৪,৫৭৩.০	১,৫৩৬.০	-০.৯	১৮.০	-১২.৬
২) মাধ্যমিক পণ্য	৩৯৭৪.১	৩৭২১.৪	১৬৮৮.২	৪,৭৪৫.৬	৪,১১২.৩	১,৯৯৩.৮	১৯.৪	১০.৫	১৮.১
মোট এর শতকরা হার	৮.৩	৮.৪	৭.৫	৬.৮	৮.০	৫.২			
৩) শিল্প কাঁচামাল	১৭৭২৫.৯	১৬২২০.০	৬৫৩৭.৭	১৯,৮২৪.৭	১৮,২২৪.১	৭,৪৯১.৩	১১.৮	১২.৪	১৪.৬
মোট এর শতকরা হার	৩৬.৮	৩৬.৬	২৯.০	৩৭.৩	৩৯.৮	৩৫.১			
৪) পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	২৫৭৩.০	২৫২২.২	৫৪৪.২	৩,৯৩৩.৮	৩,৩৪৬.৯	৯৭৮.৮	৫২.৯	৩২.৭	৭৯.৯
মোট এর শতকরা হার	৫.৪	৫.৭	২.৪	৫.৭	৬.৫	২.৫			
৫) মূলধনী যন্ত্রপাতি	৫৩০৮.২	৪৮৫৪.৬	৬০৫৫.৪	৬,৪৭৩.৫	৫,১৫৭.৮	৭,০১৮.৩	২২.০	৬.২	১৫.৯
মোট এর শতকরা হার	১১.০	১১.০	২৬.৮	৯.৩	১০.০	১৮.৩			
৬) বিবিধ শিল্প যন্ত্রপাতি	৪৯৫০.০	৪৬১৭.০	১৯৩৭.১	৫,৮৪৬.৭	৪,৯৭৭.৭	২,৬৯৬.৬	১৮.১	৭.৮	৩৯.২
মোট এর শতকরা হার	১০.৩	১০.৪	৮.৬	৮.৪	৯.৭	৭.০			
৭) অন্যান্য	৭৫১৮.৭	৭৩১৪.৪	৩৫১৫.৩	২০,৪৩০.৫	৮,১৩৪.৮	১৫,৯৩০.১	১৭১.৭	১১.২	৩৫৩.২
মোট এর শতকরা হার	১৫.৬	১৬.৫	১৫.৬	২৯.৪	১৫.৮	৪১.৪			
মোট ঃ	**৪৮১২৫.৯**	**৪৪২৭২.৮**	**২২৫৫৬.২**	**৬৯,৪২১.১**	**৫১,৫৩০.৬**	**৩৮,৪৫৫.৮**	**৪৪.২**	**১৬.৪**	**৭০.৫**
তন্মধ্যে, ব্যাকটু-ব্যাক	৭৬৭৩.৪	৭০১৪.২	২৬৫০.৫	৮,৪৫৬.৭	৭,৭৬৫.৯	৩,০৭৪.৩	১০.২	১০.৭	১৬.০

উৎস ঃ ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণী ২০ ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের গতিধারা

বছর (জুন শেষে)	মোট রিজার্ভ	
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩
২০০১	৭৩,৮৩১	১,৩০৭
২০০২	৯০,৮৫৮	১,৫৮৩
২০০৩	১৪১,৭৫৩	২,৪৭০
২০০৪	১৬৩,২৪১	২,৭০৫
২০০৫	১৮৬,৭৬৯	২,৯৩০
২০০৬	২৪২,৯১৪	৩,৪৮৪
২০০৭	৩৪৯,৩১৪	৫,০৭৭
২০০৮	৪২১,৩৭৭	৬,১৪৯
২০০৯	৫১৫,৯৪৫	৭,৪৭১
২০১০	৭৪৭,১২১	১০,৭৫০
২০১১	৮০৯,৯৯৬	১০,৯১২
২০১২	৮৪৮,০৭১	১০,৩৬৪
২০১৩	১,১৯০,৮৯৬	১৫,৩১৫
২০১৪	১,৬৬৯,৬৬৫	২১,৫০৮
২০১৫	১,৯৪৬,৯৭৪	২৫,০২৫
২০১৬	২,৩৬৫,১৮৯	৩০,১৬৮
২০১৭	২,৬৯৯,৪৯২	৩৩,৪৯৩
২০১৮	২,৭৫৮,০৮২	৩২,৯৪৩

উৎস ঃ একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণী ২১ ঃ টাকা-মার্কিন ডলার বিনিময় হারের গতিধারা (বার্ষিক গড়)

অর্থবছর	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা
১	২
অর্থবছর ০১	৫৩.৯৬
অর্থবছর ০২	৫৭.৪৩
অর্থবছর ০৩	৫৭.৯০
অর্থবছর ০৪	৫৮.৯৪
অর্থবছর ০৫	৬১.৩৯
অর্থবছর ০৬	৬৭.০৮
অর্থবছর ০৭	৬৯.০৩
অর্থবছর ০৮	৬৮.৬০
অর্থবছর ০৯	৬৮.৮০
অর্থবছর ১০	৬৯.১৮
অর্থবছর ১১	৭১.১৭
অর্থবছর ১২	৭৯.১০
অর্থবছর ১৩	৭৯.৯৩
অর্থবছর ১৪	৭৭.৭২
অর্থবছর ১৫	৭৭.৬৭
অর্থবছর ১৬	৭৮.২৬
অর্থবছর ১৭	৭৯.১২
অর্থবছর ১৮	৮২.১০

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণী ২২ ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশসমূহ	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৮ (মোট পরিমাণের শতকরা হিসেবে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সৌদি আরব	৩৬৮৪.৩৬	৩৮২৯.৪৫	৩১১৮.৮৮	৩৩৪৫.২৩	২৯৫৫.৫৫	২২৬৭.২২	২৫৯১.৫৮	১৭.৩০
সংযুক্ত আরব আমিরাত	২৪০৪.৭৮	২৮২৯.৪০	২৬৮৪.৮৬	২৮২৩.৭৭	২৭১১.৭৪	২০৯৩.৫৪	২৪২৯.৯৬	১৬.২২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৪৯৮.৪৬	১৮৫৯.৭৬	২৩২৩.৩২	২৩৮০.১৯	২৪২৪.৩২	১৬৮৮.৮৬	১৯৯৭.৯৫	১৩.৩৪
কুয়েত	১১৯০.১৪	১১৮৬.৯৩	১১০৬.৮৮	১০৭৭.৭৮	১০৩৯.৯৫	১০৩৩.৩১	১১৯৯.৭	৮.০১
মালয়েশিয়া	৮৪৭.৪৯	৯৯৭.৪৩	১০৬৪.৬৮	১৩৮১.৫৩	১৩৩৭.১৪	১১০৩.৬২	১১০৭.২১	৭.৩৯
যুক্তরাজ্য	৯৮৭.৪৬	৯৯১.৫৯	৯০১.২৩	৮১২.৩৪	৮৬৩.২৮	৮০৮.১৬	১১০৬.০১	৭.৩৮
ওমান	৪০০.৯৩	৬১০.১১	৭০১.০৮	৯১৫.২৬	৯০৯.৬৫	৮৯৭.৭১	৯৫৮.১৯	৬.৪০
কাতার	৩৩৫.২৬	২৮৬.৮৯	২৫৭.৫৩	৩১০.১৫	৪৩৫.৬১	৫৭৬.০২	৮৪৪.০৬	৫.৬৩
ইটালি	২৪৪.৭৫	২৩৩.২৩	২৬৯.৫৯	২৬০.১৬	৩৫১.৩১	৫১০.৭৮	৬৬২.২২	৪.৪২
বাহরাইন	২৯৮.৪৬	৩৬১.৭০	৪৫৯.৩৯	৫৫৪.৩৪	৪৮৯.৯৯	৪৩৭.১৪	৫৪১.৬২	৩.৬২
সিঙ্গাপুর	৩১১.৪৬	৪৯৮.৭৯	৪২৯.১১	৪৪৩.৪৪	৩৮৭.২৪	৩০০.৯৯	৩৩০.১৬	২.২০
দক্ষিণ আফ্রিকা	২.৭৬	৩.২০	২.১৮	৪.২৫	২২.৫৭	৮৫.১২	১৫৩.১৫	১.০২
ফ্রান্স	২৫.৯৯	৫২.৭৯	১৪৬.৫২	১৯৪.৬৭	১৫৭.৯১	১০৪.৮	১৩৪.৪	০.৯০
লেবানন	৬৪.৩০	৬০.৫২	৬০.১২	৬৬.৪০	৮২.৯২	১০৩.৮৬	১১৫.৭২	০.৭৭
জর্ডান	৮.৪৯	১৫.৭২	২৬.৩৯	৪৪.৯৬	৫৬.৭৪	৯১.০২	১১১.১৬	০.৭৪
দক্ষিণ কোরিয়া	৩০.০৫	৬১.৭৭	৫৮.৫৮	৬০.৩৮	৬৪.৭৮	৮০.৬৫	৯৬.২৯	০.৬৪
কানাডা	৫৮.১২	৫৬.৪৭	৫৩.৮৯	৫৮.৬৮	৫৫.১০	৪৯.৫৪	৫৭.৫৬	০.৩৮
অস্ট্রেলিয়া	৫৩.২৭	৬০.৯১	৫৪.৩৮	৬১.৮৪	৬৯.১৫	৫২.০৩	৫৬.৫৬	০.৩৮
ইরাক	২৪.০৪	২৭.০৯	২৪.৩৩	৩৯.৬৬	৫৬.৯৮	৬৮.৯	৫২.২১	০.৩৫
মোরিশাস	১৯.২১	২২.৭২	২৬.৪১	৩১.০২	৪৩.৫১	৪২.২১	৪৬.৭৩	০.৩১
অন্যান্য দেশ	৩৫৩.৬৬	৪১৪.৬৬	৪৫৮.৯৭	৪৫০.৮৫	৪১৫.৭২	৩৭৩.৯৭	৩৮৯.২৫	২.৬০
সর্বমোট ঃ	**১২৮৪৩.৪৪**	**১৪৪৬১.১৩**	**১৪২২৮.৩২**	**১৫৩১৬.৯০**	**১৪৯৩১.১৬**	**১২৭৬৯.৪৫**	**১৪৯৮১.৬৯**	**১০০.০০**

উৎস ঃ অর্থবছর ১৬ পর্যন্ত ঃ ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।
অর্থবছর ১৭ থেকে ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২৩ ঃ তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা

(৩০ জুন ২০১৮)

ব্যাংক	প্রতিষ্ঠার তারিখ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
১. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন/রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংকসমূহ (৬+২=৮)		
১.১ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৬)		
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	১৬/১২/১৯৭১	১৫/১১/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক ।
জনতা ব্যাংক লিমিটেড	২৬/০৩/১৯৭২	১৫/১১/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত জনতা ব্যাংক ।
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	২৬/০৩/১৯৭২	১৫/১১/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক ।
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	২৬/০৩/১৯৭২	১৪/১২/১৯৮৬ তারিখ পর্যন্ত রূপালী ব্যাংক ।
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	৩১/১০/১৯৭২	০৩/০১/২০১০ তারিখে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থাকে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে একীভূত করা হয় ।
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	২১/০১/১৯৮৯	-
১.২ বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ (২)		
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৩১/০৩/১৯৭৩	০১/০৪/১৯৭৩ তারিখের আগে এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ ।
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৫/০৩/১৯৮৭	-
২. ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৪০)		
এবি ব্যাংক লিমিটেড	১২/০৪/১৯৮২	-
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	২৩/০৩/১৯৮৩	-
দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	২৭/০৩/১৯৮৩	-
ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৩০/০৩/১৯৮৩	-
ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেড	২৪/০৬/১৯৮৩	-
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২৯/০৬/১৯৮৩	-
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	১৫/০৯/১৯৮৩	২৮/০১/১৯৬৫ তারিখ থেকে ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত উত্তরা ব্যাংক ।
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	২৪/০১/১৯৮৫	১৯/০৫/১৯৫৯ তারিখ থেকে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এবং পরবর্তীতে ২৬/০৩/১৯৭২ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত পূবালী ব্যাংক ।
আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	২০/০৫/১৯৮৭	১৯৮৮ সাল পর্যন্ত আল-বারাকা বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড এবং পরবর্তীতে ২৮/০৪/২০০৮ পর্যন্ত ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড ।
ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	১৬/০৮/১৯৯২	-
ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১৭/০৫/১৯৯৩	-
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	১৭/০৪/১৯৯৫	-
সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৫/১৯৯৫	-
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	০৫/০৭/১৯৯৫	-
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৭/০৯/১৯৯৫	-
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২২/১১/১৯৯৫	-
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৩/১৯৯৬	-
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১৬/০৯/১৯৯৮	-
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	০২/০৬/১৯৯৯	-
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৬/১৯৯৯	-
ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	১৪/০৭/১৯৯৯	-
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট (এক্সিম) ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড	০৩/০৮/১৯৯৯	জুলাই, ২০০৪ সালে ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তর হয় ।
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৪/১০/১৯৯৯	-
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৫/১০/১৯৯৯	২০০৯ সালে ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তর হয় ।
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	২৬/১০/১৯৯৯	-
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	২৭/১১/১৯৯৯	-
ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৯/১১/১৯৯৯	-
যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৪/২০০১	-
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১০/০৫/২০০১	-
ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	০১/০৭/২০০১	-
ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	০১/০৩/২০১৩	-
মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড	০৯/০৪/২০১৩	-
এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	১৮/০৪/২০১৩	-

সারণী ২৩ ঃ তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা (চলমান)

(৩০ জুন ২০১৮)

	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠার তারিখ		বিশেষ বৈশিষ্ট্য
	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	২৮/০৪/২০১৩	-	
	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	০৯/০৫/২০১৩	-	
	দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৬/২০১৩	-	
	এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড	০৪/০৮/২০১৩	-	
	এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড	০৯/০৯/২০১৩	-	
	মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড	১৯/০৯/২০১৩	-	
	সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড	২১/০৭/২০১৬	-	
৩.	**বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৯)**			
	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১৩/০৫/১৯৭২	১২/০৬/১৯৬৫	তারিখ থেকে চার্টার্ড ব্যাংক।
	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	০৫/০৫/১৯৭৫	-	
	হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৬/১৯৭৬	-	
	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৮/০৪/১৯৯৪	-	
	সিটি ব্যাংক এন.এ.	২৪/০৬/১৯৯৫	-	
	উরি ব্যাংক	২১/০৯/১৯৯৬	-	
	দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন এইচএসবিসি লিমিটেড	১৭/১২/১৯৯৬	-	
	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন পিএলসি	০৬/১১/২০০৩	-	
	ব্যাংক আল ফালাহ লিমিটেড	২৪/০৪/২০০৫	-	

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২৪ ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা*

(৩০ জুন ২০১৮)

ক. রাষ্ট্র-মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

একক মালিকানাধীন

১. অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানি লিমিটেড
২. বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড
৩. ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে যৌথ মালিকানাধীন

১. বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
২. সিএপিএম ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এন্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড

খ. ব্যক্তি মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

১. বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড
২. বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড
৩. ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (ডিবিএইচ)
৪. ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
৫. এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
৬. ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড
৭. জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড
৮. হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড
৯. আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
১০. ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড
১১. ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
১২. আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
১৩. ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
১৪. লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড
১৫. লংকান অ্যালায়েন্স
১৬. ম্যারিডিয়ান ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
১৭. মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড
১৮. ন্যশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড
১৯. ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
২০. পিপলস্ লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
২১. ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
২২. প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড
২৩. প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
২৪. রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড
২৫. সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড
২৬. ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড
২৭. ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড
২৮. ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড
২৯. উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

* আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সকৃত ।

নোটঃ বর্ণক্রমানুসারে সাজানো ।

উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিশিষ্ট-৪

ব্যাংকিং খাতের সূচকসমূহের পরিস্থিতি

(সারণী:১-১৩)

সারণী ১ ঃ ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৮ (জুন)					
	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদ এর শতকরা অংশ	আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৬	৩৭৪১	৩৬৩৪.৫৪	২৬.০৬	২৮১৬.৮৬	২৭.৪৩
বিশেষায়িত	২	১৪১১	৩৩৩.৬৫	২.৩৯	২৮৪.১২	২.৭৭
বেসরকারি	৪০	৪৮৮৮	৯৩৩৮.৫২	৬৬.৯৭	৬৭৫৬.৭০	৬৫.৮১
বিদেশি	৯	৭৪	৬৩৮.৩৬	৪.৫৮	৪০৯.৮৬	৩.৯৯
মোট	৫৭	১০১১৪	১৩৯৪৫.০৮	১০০	১০২৬৭.৫৫	১০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২ ঃ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাতের গতিধারা

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	জুন ২০১৮
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৮.৯	১১.৭	৮.১	১০.৮	৮.২৬	৬.৪	৫.৯	৫.০	২.০
বিশেষায়িত	-৭.৩	-৪.৫	-৭.৮	-৯.৭	-১৭.৩	-৩২.০	-৩৩.৭	-৩৫.৫	-৩১.৯
বেসরকারি	১০.১	১১.৫	১১.৪	১২.৬	১২.৫	১২.৪	১২.৪	১২.৫	১২.২
বিদেশি	১৫.৬	২১.০	২০.৬	২০.২	২২.৬	২৫.৬	২৫.৪	২৪.৯	২৩.০
সার্বিক ব্যাংক খাত	**৯.৩**	**১১.৪**	**১০.৫**	**১১.৫**	**১১.৩**	**১০.৮**	**১০.৮**	**১০.৮**	**১০.০**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৩ ঃ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	**২০১০**	**২০১১**	**২০১২**	**২০১৩**	**২০১৪**	**২০১৫**	**২০১৬**	**২০১৭**	**জুন ২০১৮**
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	১৫.৭	১১.৩	২৩.৯	১৯.৮	২২.২	২১.৫	২৫.১	২৬.৫	২৮.২
বিশেষায়িত	২৪.২	২৪.৬	২৬.৮	২৬.৮	৩২.৮	২৩.২	২৬.০	২৩.৪	২১.৭
বেসরকারি	৩.২	২.৯	৪.৬	৪.৫	৫.০	৪.৯	৪.৬	৪.৯	৬.০
বিদেশি	৩.০	৩.০	৩.৫	৫.৫	৭.৩	৭.৮	৯.৬	৭.০	৬.৭
সার্বিক ব্যাংক খাত	**৭.৩**	**৬.১**	**১০.০**	**৮.৯**	**৯.৭**	**৮.৮**	**৯.২**	**৯.৩**	**১০.৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৪ ঃ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাতের গতিধারা

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	জুন ২০১৮
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	১.৯	-০.৩	১২.৮	১.৭	৬.১	৯.২	১১.১	১১.২	১১.৭
বিশেষায়িত	১৬.০	১৭.০	২০.৪	১৯.৭	২৫.৫	৬.৯	১০.৫	৯.৭	৭.৪
বেসরকারি	০.০০	০.২	০.৯	০.৬	০.৮	০.৬	০.১	০.২	০.৮
বিদেশি	-১.৭	-১.৮	-০.৯	-০.৪	-০.৯	-০.২	১.৯	০.৭	০.৮
সার্বিক ব্যাংক খাত	**১.৩**	**০.৭**	**৪.৪**	**২.০**	**২.৭**	**২.৩**	**২.৩**	**২.২**	**২.৭**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫ ঃ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	জুন ২০১৮
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	১০৭.৬	৯১.৭	২১৫.২	১৬৬.১	২২৭.৬	২৭২.৮	৩১০.৩	৩৭৩.৩	৪২৮.৫
বিশেষায়িত	৪৯.৭	৫৬.৫	৭৩.৩	৮৩.৬	৭২.৬	৪৯.৭	৫৬.৮	৫৪.৩	৫২.৪
বেসরকারি	৬৪.৩	৭২.০	১৩০.৪	১৪৩.১	১৮৪.৩	২৫৩.৩	২৩০.৬	২৯৪.০	৩৮৯.৮
বিদেশি	৫.৫	৬.৩	৮.৫	১৩.০	১৭.১	১৮.২	২৪.১	২১.৫	২২.৭
মোট	**২২৭.১**	**২২৬.৪**	**৪২৭.৩**	**৪০৫.৮**	**৫০১.৬**	**৫৯৪.১**	**৬২১.৮**	**৭৪৩.০**	**৮৯৩.৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৬ ঃ প্রয়োজনীয় প্রভিশন ও সংরক্ষিত প্রভিশনের গতিধারা - সকল ব্যাংক

(বিলিয়ন টাকা)

সকল ব্যাংক	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	জুন ২০১৮
শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ	২২৭.১	২২৬.৪	৪২৭.৩	৪০৫.৮	৫০১.৬	৫৯৪.১	৬২১.৭	৭৪৩.০	৮৯৩.৪
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৪৯.২	১৪৮.২	২৪২.৪	২৫২.৪	২৮৯.৬	৩০৮.৯	৩৬২.১	৪৪৩.০	৫২৮.৮
সংরক্ষিত প্রভিশন	১৪২.৩	১৫২.৭	১৮৯.৮	২৪৯.৮	২৮১.৬	২৬৬.১	৩০৭.৪	৩৭৫.৩	৪৪৮.৯
উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	-৬.৯	৪.৬	-৫২.৬	-২.৬	-৭.৯	-৪২.৮	-৫৪.৭	-৬৭.৭	-৭৯.৯
প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৯৫.৪	১০৩.০	৭৮.৩	৯৯.০	৯৭.২	৮৬.১	৮৪.৯	৮৪.৭	৮৪.৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৭ ঃ প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	আইটেম	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক	বিশেষায়িত ব্যাংক	বেসরকারি ব্যাংক	বিদেশি ব্যাংক
২০১৫	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৪০.৪	২৬.৪	১২৬.০	১৬.১
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৯৪.৭	২৮.৪	১২৬.৬	১৬.৫
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬৭.৫	১০৭.৬	১০০.৫	১০২.৫
২০১৬	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৭৪.০	২৭.৮	১৪৪.২	১৬.০
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১১৩.২	২৮.৪	১৪৯.৪	১৬.৪
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬৫.১	১০২.২	১০৩.৬	১০২.৫
২০১৭	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২১৬.৯	২৬.১	১৮৪.৩	১৫.৬
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৩৪.৩	২৬.২	১৯৮.২	১৬.৫
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬১.৯	১০০.৪	১০৭.৫	১০৫.৮
২০১৮ জুন	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৫২.৯	২৫.০	২৩৪.৬	১৬.২
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৬২.০	২৭.৯	২৪২.০	১৬.৯
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬৪.১	১১১.৬	১০৩.২	১০৪.৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৮: ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মন্দ ঋণ অবলোপনের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	৩০ জুন ২০১০	৩০ জুন ২০১১	৩০ জুন ২০১২	৩০ জুন ২০১৩	৩০ জুন ২০১৪	৩০ জুন ২০১৫	৩০ জুন ২০১৬	৩০ জুন ২০১৭	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৭০.৫	৮২.৪	৭২.৯	১০৭.২	১৫৪.৮	২১০.৩	২২০.৪	২২৪.৪	২২৬.২
বিশেষায়িত	৩১.৮	৩২.০	২৪.৫	৩২.৬	৩৪.২	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৬
বেসরকারি	৬৯.৬	৭৭.১	৬৪.৯	১০৯.৭	১২৭.৭	১৫৫.৫	১৮৯.৪	২১৬.৭	২৩৯.৯
বিদেশি	২.১	২.৪	২.৬	৩.৭	৪.৪	৫.১	৭.২	৮.৬	১০.৩
মোট	**১৭৪.০**	**১৯৩.৯**	**১৬৪.৯**	**২৫৩.৩**	**৩২১.১**	**৩৭৬.৫**	**৪২৩.২**	**৪৫৫.৩**	**৪৮২.০**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৯ ঃ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাতের গতিধারা

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮ (জুন শেষে)
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৮০.৭	৬২.৭	৭৩.২	৮৪.১	৮৪.১	৮৪.৫	৯০.২	৮১.৩	৮৩.৯
বিশেষায়িত	৮৭.৮	৮৮.৬	৯১.২	৯৪.৮	৯৯.৫	১১৩.৯	১৩৭.৮	১২৪.০	১৪৯.৯
বেসরকারি	৬৭.৬	৭১.৭	৭৬.০	৭৭.৯	৭৫.৮	৭৫.৫	৭৩.৫	৭৩.৮	৭৮.৪
বিদেশি	৬৪.৭	৪৭.৩	৪৯.৬	৫০.৪	৪৬.৮	৪৭.০	৪৫.৭	৪৬.৭	৪৪.৩
সার্বিক ব্যাংক খাত	**৭০.৮**	**৬৮.৬**	**৭৪.০**	**৭৭.৮**	**৭৬.১**	**৭৬.৩**	**৭৬.৬**	**৭৪.৭**	**৮০.৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১০ ঃ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অনুপাতের গতিধারা

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	সম্পদের উপর উপার্জন (আরওএ)									ইক্যুইটির উপর উপার্জন (আরওই)								
	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮ (জুন শেষে)	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮ (জুন শেষে)
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	১.১	১.৩	-০.৬	০.৬	-০.৬	-০.০	-০.২	০.২	-০.৭	১৮.৪	১৯.৭	-১১.৯	১০.৯	-১৩.৫	-১.৫	-৬.০	৩.৬	-১২.৩
বিশেষায়িত	০.২	০.১	০.১	-০.৪	-০.৭	-১.২	-২.৯	-০.৬	-১.৬	-৩.২	-০.৯	-১.১	-৫.৮	-৬.০	-৫.৮	-১৩.৯	-৩.১	-৮.৪
বেসরকারি	২.১	১.৬	০.৯	১.০	১.০	১.০	১.০	০.৯	০.৬	২০.৯	১৫.৭	১০.২	৯.৮	১০.৩	১০.৮	১১.১	১২.০	৮২
বিদেশি	২.৯	৩.২	৩.৩	৩.০	৩.৪	৩.০	২.৬	২.২	২.৮	১৭.০	১৬.৬	১৭.৩	১৬.৯	১৭.৭	১৪.৬	১৩.১	১১.৩	১৩.৭
সার্বিক ব্যাংক খাত	১.৮	১.৫	০.৭	১.০	০.৭	০.৮	০.৭	০.৭	০.৩	২১.০	১৭.০	৮.২	১১.১	৮.১	১০.৫	৯.৪	১০.৬	৪.৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১১ ঃ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ মার্জিন

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮ (৩০ জুন)
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৩.৭	১.২	-০.৩	২.০	১.৬	১.৮	২.০	২.১
বিশেষায়িত	৩.৭	২.৯	২.০	১.৫	১.৪	০.৮	২.১	০.৯
বেসরকারি	৩.২	৩.১	২.৮	৪.১	৩.৯	৩.৯	৩.৫	৩.৫
বিদেশি	৫.৬	৫.৬	৩.৭	৬.০	৬.১	৫.০	৪.৪	৪.৬
সার্বিক ব্যাংক খাত	**৩.৫**	**২.৮**	**২.০**	**৩.৬**	**৩.৩**	**৩.৩**	**৩.১**	**৩.২**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণী ১২ ঃ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে তারল্যের অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	জুন'২০১৮
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	২৭.২	৩১.৩	২৯.২	৪৪.৩	৪২.০	৪১.৪	৪০.০	৩০.৪	৩১.৭
বিশেষায়িত	২১.৩	৬.৯	১২.০	১৫.৩	৬.৬	০.০	০.০	০.০	০.০
বেসরকারি	২১.৫	২৩.৫	২৬.৩	২৮.০	২৮.২	১৯.৭	১৭.৮	১৪.৮	২১.৫
বিদেশি	৩২.১	৩৪.১	৩৭.৫	৪৬.২	৫৬.৯	৫১.৮	৪৮.২	৪৩.৮	৪৬.৮
সার্বিক ব্যাংক খাত	**২৩.০**	**২৫.৪**	**২৭.১**	**৩২.৫**	**৩২.৭**	**২৬.৫**	**২৪.৯**	**১৯.৯**	**২০.৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণী ১৩ ঃ ব্যাংক ব্যবস্থায় শাখা, আমানত এবং অগ্রিমের গতিধারা - গ্রাম ও শহর

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	শাখার সংখ্যা[১]			আমানত[২]			অগ্রিম[২]		
	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
২০০০	৩৬৫৯	২৪৬০	৬১১৯	১৬০.৬	৫৪৯.২	৭০৯.৮	১০০.১	৪৯৩.৫	৫৯৩.৬
২০০১	৩৬৮০	২৫০২	৬১৮২	১৬০.২	৬৫৬.৩	৮১৬.৫	৯৭.২	৫৯০.৬	৬৮৭.৮
২০০২	৩৬৯৩	২৫৩৮	৬২৩১	১৭৭.৬	৭৫৩.২	৯৩০.৮	১০০.০	৬৬৭.৭	৭৬৭.৭
২০০৩	৩৬৯৪	২৫২৬	৬২২০	১৯০.৮	৮৮৩.৩	১০৭৪.১	১০২.৫	৭৪৪.৮	৮৪৭.৩
২০০৪	৩৭২৪	২৫৭৯	৬৩০৩	১৯২.০	১০২৩.৮	১২১৫.৮	১০৩.৪	৮৪৭.৯	৯৫১.৩
২০০৫	৩৭৬৪	২৬৩৮	৬৪০২	২১৮.৩	১১৯৭.৬	১৪১৫.৯	১১৭.৬	৯৯৯.৭	১১১৭.৩
২০০৬	৩৮৩৪	২৭২৮	৬৫৬২	২৪১.৫	১৪৪৫.৮	১৬৮৭.৩	১২৮.৪	১১৬৩.৩	১২৯১.৭
২০০৭	৩৮৯৪	২৮২৩	৬৭১৭	২৬৩.০	১৬৮৯.১	১৯৫২.১	১৩০.১	১৩৩৫.৬	১৪৬৫.৭
২০০৮	৩৯৮১	২৯০৫	৬৮৮৬	৩০৬.২	২০০৯.৮	২৩১৬.০	১৪৮.৫	১৬৬৭.০	১৮১৫.৫
২০০৯	৪১৩৬	৩০৫১	৭১৮৭	৩৬৯.৯	২৪২৪.০	২৭৯৩.৯	১৬৯.৬	১৯২০.৯	২০৯০.৫
২০১০	৪৩৯৩	৩২৬৫	৭৬৫৮	৪৩৬.৯	২৯৪২.৩	৩৩৭৯.২	২০৬.৯	২৩৬৭.৫	২৫৭৪.৪
২০১১	৪৫৫১	৩৪১০	৭৯৬১	৫৩৬.০	৩৫৭৯.৯	৪১১৫.৯	২৫৪.৫	২৯৫৮.৩	৩২১২.৮
২০১২	৪৭৬০	৩৫৬২	৮৩২২	৮৫৩.১	৪০১১.০	৪৮৬৪.১	৪০৫.৬	৩৪৫৩.৭	৩৮৫৯.৩
২০১৩	৪৯৬২	৩৭২৩	৮৬৮৫	১১১৭.১	৪৯৮৮.২	৬১০৫.৩	৪৫০.৬	৩৯৮৭.৮	৪৪৩৮.৪
২০১৪	৫১৫০	৩৮৯০	৯০৪০	১৩২৬.০	৫৬০৫.২	৬৯৩১.১	৫০৫.১	৪৫৭১.২	৫০৭৬.৩
২০১৫	৫১৮৭	৩৯৪৪	৯১৩১	১৫৭৫.১	৬৩৬৪.৭	৭৯৩৯.৮	৫৭১.৩	৫২২৭.৩	৫৭৯৮.৬
২০১৬	৫৪৬৬	৪১৮৮	৯৬৫৪	১৮৪৩.৯	৭১৫০.৩	৮৯৯৪.১	৬৮০.০	৬০০৬.৬	৬৬৮৬.৬
২০১৭	৫৬২৪	৪৩৩১	৯৯৫৫	২০২৮.৭	৭৮৩৭.০	৯৮৬৫.৭	৮৩৯.৮	৭০৮৭.০	৭৯২৬.৮
২০১৮[সা]	৪৮৯০	৫২২৪	১০১১৪	২১৪২.৮	৮২২৩.৬	১০৩৬৬.৪	৮৬৩.১	৭৬০৭.১	৮৪৭০.২

[সা] জুন ২০১৮ ভিত্তিক সাময়িক উপাত্ত (কিছু গ্রাম শহরে উন্নীত হওয়ায় শহরের শাখার সংখ্যা গ্রামের শাখার সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে) ।

সূত্রঃ [১] ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, [২] পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

পরিশিষ্ট-৫

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার : তথ্যসেবায় নতুন মাত্রা

আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে 'বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার' দেশের অন্যতম বিশেষায়িত 'ই-লাইব্রেরি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯৬২ সালে 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান লাইব্রেরি' নামে গ্রন্থাগারটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বিশ্ব মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের নামের আদলে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' নামে যাত্রা শুরু করে। এই ধারাবাহিকতায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতি ও প্রচলিত অর্থনীতির মেলবন্ধনে গ্রন্থাগারটিও নবজন্ম লাভ করে 'বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার' হিসেবে।

অর্থনীতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার এর ভূমিকা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির ধারক ও বাহক। সেই অর্থনীতির মানদণ্ড রক্ষায় লব্ধ জ্ঞানের সংরক্ষণ এবং পরিলব্ধ জ্ঞানের চর্চা ও ক্রমবিকাশের আশ্রয়স্থল বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার। অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ফিন্যান্স, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, মুদ্রানীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতির ওপর প্রকাশিত বই ও ই-বই এর বিশাল সংগ্রহ রয়েছে এই গ্রন্থাগারে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর গবেষণার কাজে গবেষকদের এবং অর্থনীতিবিদদের রসদ হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। শুধু বই নয়, অর্থনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত গবেষণাপত্রও ভবিষ্যৎ গবেষকদের পথদ্রষ্টা হিসেবে সংরক্ষিত হয় এই গ্রন্থাগারটিতে।

ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার

বাংলাদেশের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রাখা হয় দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশিত ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্যের উপর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ। শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরেই নয়, দেশের বাইরেও বাংলাদেশের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর রচিত এবং প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সকল প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র ও গ্রন্থসমূহও গ্রন্থাগারটিকে অলঙ্কৃত করেছে।

মাতৃভাষা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার সংগ্রহশালা

বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ধীরে ধীরে সে আন্দোলন পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতায়। ধারাবাহিক এসব আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ওপর রচিত অসংখ্য বই রয়েছে এই গ্রন্থাগারে। এসব সংগ্রহ নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' নামে একটি নির্দিষ্ট কর্নার রয়েছে গ্রন্থাগারটিতে।

১৯৬২ সালে সনাতন প্রক্রিয়ায় যাত্রা শুরু করা এই গ্রন্থাগারটি ২০০৩ সাল থেকে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদেরকে কিছু কিছু সেবা স্বয়ংক্রিয়করণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেয়া শুরু করে। গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন্স ডিপার্টমেন্টের (বর্তমান আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেনেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট) সহযোগিতায় ২০১২ সালে গ্রন্থাগারে যোগ হয় এক নতুন মাত্রা, নতুন রূপে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক ই-লাইব্রেরি, যা ক্রমান্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ই-লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং ই-লাইব্রেরির পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে গ্রন্থাগারকে চারটি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার শাখা

'সার্কুলেশন ডেস্ক' গ্রন্থাগারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। লাইব্রেরি ব্যবহারকারীদের ই-লাইব্রেরির মাধ্যমে বই ইস্যু-রিটার্ন করার পাশাপাশি ই-মেইল ও টেলিফোনের মাধ্যমেও পাঠকদের বই ইস্যু করা হয়। এছাড়াও, বিভিন্ন তথ্য দেয়া নেয়া, বিভিন্ন গ্রন্থ ও ই-বুক অনুসন্ধান, ব্যাংকের অন্যান্য শাখা লাইব্রেরির বইয়ের তালিকা অনুসন্ধান, রি-ইস্যু সুবিধা, ওভার ডিউ নোটিফিকেশন, আন্তঃগ্রন্থাগার ধার সার্ভিস এবং বই বাছাইয়ের সুবিধার জন্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বইয়ের চাহিদাপত্র গ্রহণ করে এই শাখাটি। নতুন বই কেনা থেকে শুরু করে প্রতিটি বইয়ের শ্রেণিবিন্যাসের কাজটিও সম্পন্ন করে এই শাখা। গ্রন্থাগারের এই শাখা ব্যবহারকারীদের নানান ধরনের রেফারেন্স সেবা দিয়ে থাকে। এছাড়াও শাখাটি পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের প্রোফাইল বিশ্লেষণ করে এসডিআই (সিলেক্টিভ ডিসেমিনেশন অব ইনফরমেশন) সার্ভিস দিয়ে থাকে। নতুন নতুন সংগ্রহ সম্পর্কে ই-মেইল, ইন্ট্রানেট, বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা ও বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাঠকদের অবহিত করার কাজটিও গ্রন্থাগারের এই শাখাটিই সম্পন্ন করে থাকে।

ডকুমেন্টেশন শাখা

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের ডকুমেন্টেশন শাখা অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর সকল প্রকাশনাসহ অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন, ১৯৬২ সাল থেকে দেশের শীর্ষ চারটি দৈনিক পত্রিকা, ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশ গেজেটসমূহ, সরকারি বিভিন্ন প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে আসছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন- বিআইডিএস, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্বের অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক, জাতিসংঘ, প্রভৃতির প্রকাশনাসমূহ থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদন সংগ্রহ করে এই ডকুমেন্টেশন শাখা। বর্তমানে গ্রন্থাগারের এই শাখাটি দেশের শীর্ষ দৈনিক পত্রিকাগুলিসহ ৩৫টি দেশি পত্রিকা ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ও জনপ্রিয় ৩টি বিদেশি দৈনিক পত্রিকা সংগ্রহ করছে। ডকুমেন্টেশন শাখা বর্তমানে 'বাংলাদেশ আইএনএএসপি-পিইআরআই কনসোর্টিয়াম (বিআইপিসি)'-এর মাধ্যমে ২৫ হাজারেরও বেশি শিরোনামের ই-জার্নাল সাবস্ক্রাইব করছে এবং ই-বুক, ই-জার্নাল ও ই-ম্যাগাজিনের একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া, ইসলামিক ফিন্যান্স, কনভেনশনাল ফিন্যান্স, ইসলামিক ব্যাংকিং, ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট, ইসলামিক ইকোনোমিক্স ইত্যাদি বিষয়ের উপর গবেষণার সুবিধার্থে এই শাখা 'দ্য গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক ফিন্যান্স' এর আওতাধীন 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন ইন ইসলামিক ফিন্যান্স (ইনসেফ)' এর ই-রিসোর্স সাবস্ক্রাইব করছে। গ্রন্থাগারের এই শাখাটি ইন্ট্রানেট ভিত্তিক 'ই-নিউজ ক্লিপিং' করে থাকে। গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাজেট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, পুঁজিবাজার, কৃষি, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, মুদ্রাস্ফীতি বিষয়ক খবরসমূহ নিউজ ক্লিপিং করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্ট্রানেট পোর্টালে আপলোড করে। যার মাধ্যমে যে কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার নিজ ডেস্কে বসেই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো দেখে নিতে পারছেন।

ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি বা আর্কাইভ শাখা

বাংলাদেশ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার বা প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহস্থল থেকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল প্রকাশনা, গবেষণা প্রতিবেদন, সার্কুলার, রুলস-রেগুলেশন্স, পলিসি, গাইডলাইনস, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, নোটিংসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি সংগ্রহ করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যবহারকারীদের জন্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২০১২

সালে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের এই শাখাটি ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি বা আর্কাইভ নামে এর কার্যক্রম শুরু করে। এ শাখার কার্যক্রম নতুন হলেও এটি বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারকে 'গ্রিন লাইব্রেরি' হিসেবে গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, ই-নোটিং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ শাখার সফ্‌ট ডকুমেন্টসমূহ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। ব্যবহারকারীরা যথাযথ অনুমতি নিয়ে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। গ্রন্থাগারের ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি শাখা ভবিষ্যতে ব্যবহারের উপযোগিতাসম্পন্ন বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ নোট, চুক্তিনামা, টেকনিক্যাল রিপোর্ট এবং দুষ্প্রাপ্য তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করে থাকে। এছাড়াও, এ শাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন, জার্নাল আর্টিকেল এর সফ্‌টকপি সংগ্রহ, দেশে-বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের ট্রেনিং উপকরণ ও রিপোর্টসমূহের সফ্‌টকপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে থাকে।

অডিও-ভিজুয়াল, ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সাইবার শাখা

বাংলাদেশ ব্যাংক, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনীতি এবং ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্যচিত্র, আলোকচিত্র ও ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত সংগ্রহ নিয়ে এই শাখা গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে পাওয়া তথ্যচিত্র ও উল্লেখযোগ্য ভিডিও ফুটেজ ও সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র পাওয়া যাবে এ শাখায়। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের গান, চলচ্চিত্র ও নাটক, অস্কার বিজয়ী ও কালজয়ী ধ্রুপদী ধারার বাংলা চলচ্চিত্রসহ ব্যাংক ও অর্থনীতি বিষয়ক বিভিন্ন চলচ্চিত্র এবং ভিডিও ভিত্তিক শিশু শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ গ্রন্থাগারটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বর্তমানে এই শাখার অধীনে প্রায় ছয়শত সিডি ও ডিভিডি আছে। এছাড়া, ২০০৫-২০০৬ অর্থবছর থেকে বর্তমান অর্থবছর (২০১৮-১৯) পর্যন্ত সকল বাজেট বক্তৃতার ভিডিওচিত্র এই শাখায় সংরক্ষিত আছে। মাতৃভাষা ও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ কর্নারে ইংরেজি ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার বই রয়েছে।

গ্রন্থাগারের সাইবার বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট ব্যবহার করার বিশেষ সেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সব ধরনের পাঠকদের ইন্টারনেট সেবা প্রদানের সুবিধা নিশ্চিত করে গ্রন্থাগারের এই শাখাটি।

অন্যান্য সেবা ও সুবিধাসমূহ

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে পাঠকদের ব্যবহারের সুবিধার্থে বইগুলোকে একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করা হয়। 'ডিউই ডেসিমাল ক্লাসিফিকেশন (ডিডিসি)'-এই মানদণ্ডকে শ্রেণিকরণের আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যার ফলে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সমজাতীয় বইগুলো গ্রন্থাগারের একস্থানে শ্রেণিবদ্ধকরণ সম্ভব হয়েছে, যাতে পাঠক কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে তার প্রয়োজনীয় গ্রন্থ একস্থান থেকে নির্বাচন করতে পারে।

গ্রন্থাগারে পুস্তকসমূহ শ্রেণিকরণ করার পর নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি রিসোর্সে 'রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি)' ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। যার ফলে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা 'সেল্ফ চেক কিয়স্ক' এর মাধ্যমে তাদের পছন্দমতো বই নিজেরাই ইস্যু করতে পারেন। গ্রন্থাগারটিতে ৫টি 'সাইনেজ' ও ৭টি 'কিয়স্ক' এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরবৃন্দের পরিচিতি, ছবিসহ সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, বিভিন্ন সময়ে কর্মকর্তাদের অর্জিত পুরস্কার, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন অফিসের ছবি, ব্যাংকের সাম্প্রতিক কার্যক্রম, টাকা জাদুঘরে সংরক্ষিত এদেশে প্রচলিত বিভিন্ন মুদ্রার তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা অফিস থেকে বাংলাদেশ

ব্যাংক ইন্ট্রানেটের গ্রন্থাগার পোর্টালে প্রবেশ করে খুব সহজেই ব্যাংক কর্মকর্তারা গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং চাহিদার ভিত্তিতে নিজ নিজ শাখা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বই ও তথ্যসামগ্রী ধার হিসেবে নিতে পারেন।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার কর্ণধার এইসব শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশে গ্রন্থাগারটি বিভিন্ন শিশুতোষ গ্রন্থও রেখেছে এর সংগ্রহশালায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সন্তানরা অবসর সময়ে এই সংগ্রহশালা থেকে তাদের পছন্দমতো বই অধ্যয়ন করতে পারে। 'চাইল্ড কর্নার' নামে একটি আলাদা শেলফে এসব শিশুতোষ গ্রন্থ সাজানো আছে, যা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের এক বিশাল পৃথিবীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এসব গ্রন্থের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মের উপর রচিত বিশেষায়িত ও গবেষণামূলক ধর্মীয় গ্রন্থ। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সময়ে গভর্নরদের লেখা বইগুলো একটি আলাদা শেলফে রাখা আছে, যা 'গভর্নর শেলফ' নামে পরিচিত। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্য কর্মকর্তাদের লেখা বইগুলো 'বিবি রাইটার্স শেলফে' রাখা হয়।

ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিরিবিলি পরিবেশে অধ্যয়নের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে রয়েছে 'এক্সিকিউটিভ কর্নার'। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক এই কর্নারে নিরিবিলি অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে থাকেন। এছাড়া, সাধারণ পাঠকদের অধ্যয়নের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে পাঠক কর্নারের ব্যবস্থা রয়েছে।

লাইব্রেরি ব্যবহারকারীদের মধ্যে ব্যাংকিং, অর্থনীতি ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় আলোচনার জন্য গ্রন্থাগারটিতে রয়েছে 'ডিসকাশন রুম'। রয়েছে 'প্রজেকশন রুম' যেখানে লাইব্রেরি ব্যবহারকারী ও কর্মকর্তারা উপস্থাপনার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা শেয়ার করতে পারেন। প্রজেকশন রুমে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের অভিষেক ও পরিচিতি অনুষ্ঠানসহ পাঠক ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বুক রিভিউ প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

গবেষকদের গবেষণা প্রক্রিয়ায় নিরিবিলি পরিবেশ প্রদানের সহায়ক হিসেবে রাখা হয়েছে ৬টি 'স্টাডি ক্যারল'। প্রত্যেকটি স্টাডি ক্যারলে আলাদা আলাদাভাবে গবেষকদের প্রয়োজনীয় বই ও তথ্যসামগ্রী সহজে পাওয়ার পাশাপাশি রয়েছে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা। সম্প্রতি আয়োজিত 'বুক ডোনেশন প্রোগ্রাম' এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই ও ম্যাগাজিন বিতরণ করেছে। এতে করে গ্রন্থাগারটি ব্যাংকের সকলের কাছে একটি বিশেষ মর্যাদায় আসীন হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার আয়োজিত 'বুক রিভিউ প্রোগ্রাম' বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কাছে গ্রন্থাগারকে এক নতুন মাত্রায় উপস্থাপন করেছে। গ্রন্থাগারটি বুক রিভিউ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এক একটি বই নিয়ে পাঠকদের মধ্যে আলোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। গ্রন্থাগারের এই উদ্যোগ একদিকে যেমন পাঠকদের বই পড়ার দিকে আগ্রহী করে তুলছে অপরদিকে একটি বই না পড়েও তারা বইটির অন্তর্নিহিত ভাব আত্মস্থ করতে পারছেন।

সময় ও প্রযুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার আজ মানুষের সেই প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম। অদূরভবিষ্যতে অন্যতম বিশেষায়িত ডিজিটাল গ্রন্থাগার হিসেবে গ্রন্থাগারটিকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করার সংকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবার বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহের তালিকা

বার্ষিক

১. বার্ষিক রিপোর্ট (বাংলা)
২. বার্ষিক রিপোর্ট (ইংরেজি)
৩. ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট
৪. বিএফআইইউ বার্ষিক রিপোর্ট
৫. রপ্তানি আয়*
৬. আমদানি ব্যয়*
৭. ব্যালেন্স অব পেমেন্টস্*

অর্ধবার্ষিক

১. ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ
২. মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট*

ত্রৈমাসিক

১. সিডিউল ব্যাংক স্ট্যাটিস্টিকস্*
২. বাংলাদেশ ব্যাংক কোয়ার্টার্লি
৩. কোয়ার্টার্লি ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট

মাসিক

১. ইকোনোমিক ট্রেন্ডস্
২. বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

*বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয়যোগ্য কোনো মুদ্রিত কপি নেই, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে সফ্টকপি রয়েছে।
উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক।

www.bb.org.bd

বার্ষিক রিপোর্ট সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে যোগাযোগের জন্য ঃ
মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ।
ফোন ঃ ৯৫৩০১৬৭, ই-মেইল : awwal.sarker@bb.org.bd ।

জী.এম. আবুল কালাম আজাদ, মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ।
ই-মেইল : abul.kalam@bb.org.bd ।
আল-কাওসার প্রিন্টার্স, ১৬৭ মতিঝিল ইনার সার্কুলার রোড, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ।

মূল্য ঃ ৬০০ টাকা

ডিসিপি ঃ ০৯-২০১৯-৫৫০